“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

বৈশাখ— জ্যৈষ্ঠ— ১৩৭৫

৯ম বর্ষ—১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা— ও কয়েকজন বিশ্বমিতার আলোক চিত্র—

(পর পৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে সাহায্য করেছেন—

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন :—

বেঙ্গল প্রেস

২৪/২৫, ভৈরব দত্ত লেন, (নন্দীবাগান) সালকিয়া,

হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

— ০—

ক্ষীরোদগোপাল আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিশ্বমিত্র ডাঃ ক্ষীরোদগোপাল দে'র পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিশ্বমিত্রালী সংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা গৃহীত হয়ে থাকে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে উল্লিখিত প্রতিযোগিতায় দুজন প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

বি ২০১৪ শ্রীসুভাষ পাল এবং বি ৩৮৭৫ প্রবীর প্রসাদ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন :— ৩৬১৪ শ্রীকৃষ্ণ বসু, আর তৃতীয় স্থান গ্রহণ করেছেন :— বি ১৭১১ শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। নীচে বিবরণ সহ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হল।

১। বি ৩৮৭৫ প্রবীর প্রসাদ ভট্টাচার্য, সূর্যমন্দিরের কোণ - কোনারক (১ম স্থান)

২। বি ২০১৪ সুভাষ চন্দ্র পাল - শহীদ স্মৃতি — বিহার (১ম স্থান)

৩। বি ৩৬১৪ কুহু বসু - দ্বারী রাবণ বিকল্প চামুণ্ডদেব — মহীশূর (দ্বিতীয় স্থান)

৪। বি ২৭১১ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় - অশ্ব-পৃষ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈ—পুনা (তৃতীয় স্থান)

—: উন্মোচন :—

পত্রালাপী মিতাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল আলোক চিত্র। নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতি উন্‌মোচন করা হল। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে মিতাদের সাক্ষাৎ আলাপের সূচনা অতিশয় সহজ ও সরল হবে। — সংমিতা।

নবকুমার মণ্ডল

(বি ৩০৯৭)

সস্ত্রীক বিশ্বমিতা (৪৬৭০)

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভোঁড।

শ্রীমতি অনিতা ভোঁড়।

কলিকাতা — ৮ (ঠাকুরপুকুর)
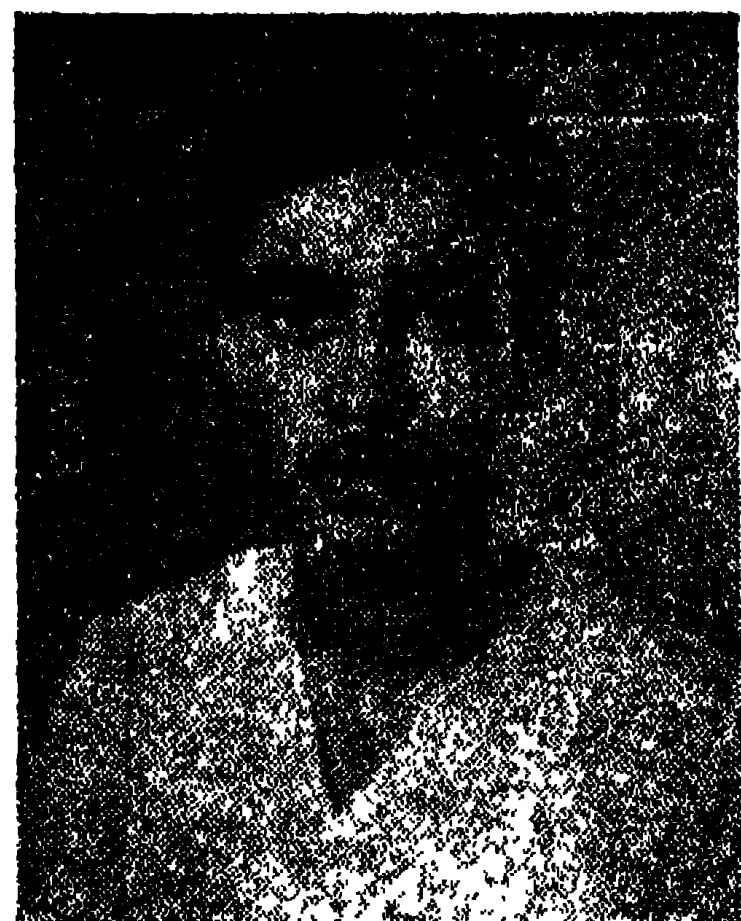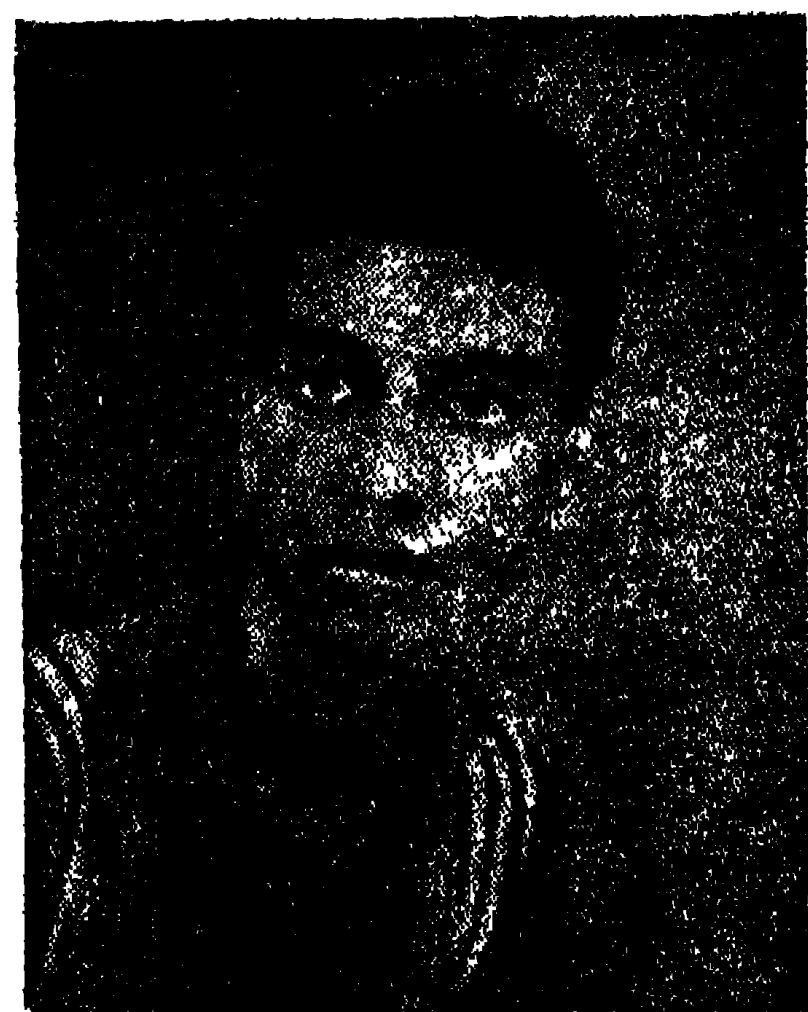
উমা প্রসাদ সেনগুপ্ত

(বি ৪১৪৬)
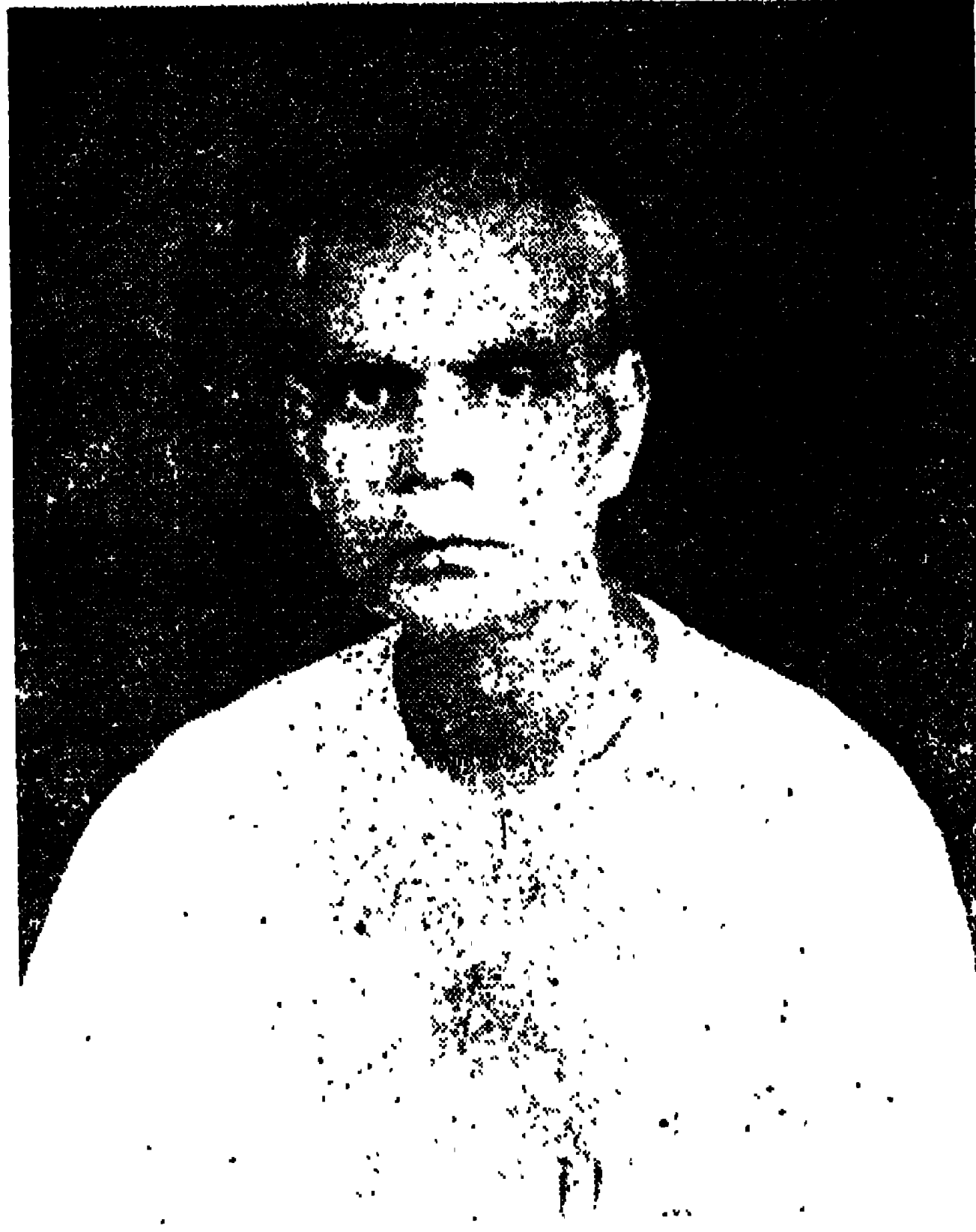
ডা: ক্ষীরোদ গোপাল দে — বি ১৬২
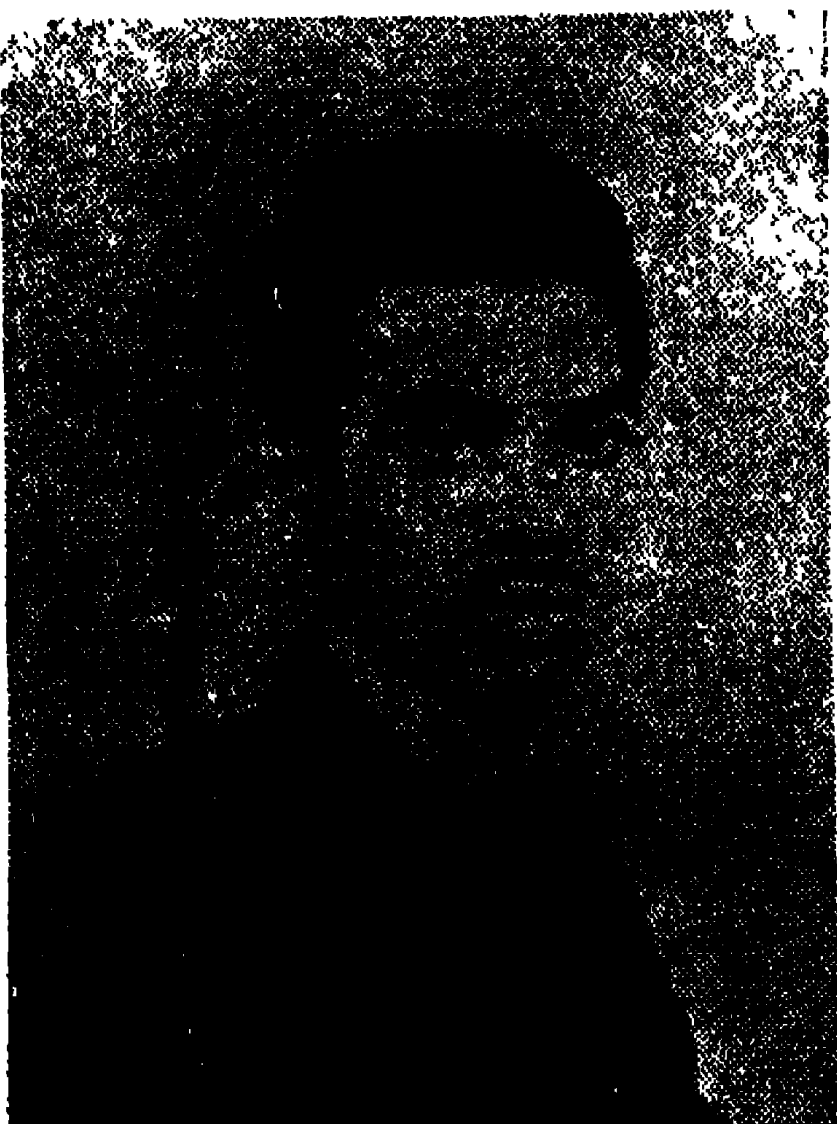
অশোক কুমার সামন্ত

(বি ৩৮১)

সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

(বি ৩৭৭৬)

শ্রীপতি চরণ পানি — বি ২৮২০

সিতাংশু ভূষণ চৌধুরী - বি ২১০৫

দীপক চক্রবর্তী — (৩০০৬)
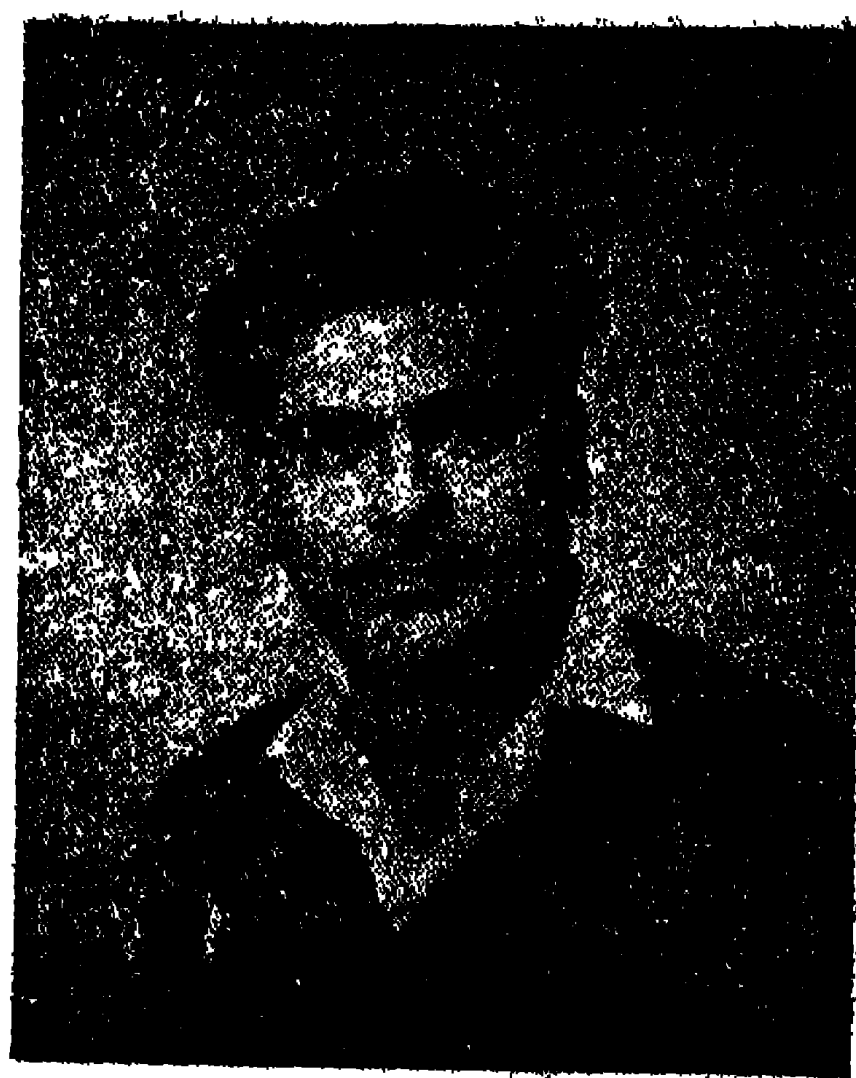
পঙ্কজ চ্যাটার্জী (বি ৪৬৬৩)

নব বর্ষের দিনপঞ্জী—১৩৭৫

(ইংরাজী—১৯৬৮-৬৯)

(দেশে বিদেশে মিতাদের সুবিধার জন্য বাংলা তরিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিখ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাব বশতঃ পূর্ণ বৎসরের প্রতিটি দিনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল না। বাংলা মাসের পহলা ও সং-ক্রান্তির সঙ্গে একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন পর্বাদির তারিখগুলি ইংরাজী তারিখ সহ নীচে উল্লেখ করা হল। মিতারা একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনু-ল্লিখিত তারিখগুলি হিসেব করে নিতে পারবেন। স্থান সঙ্কুলানের জন্য বাংলা ও ইংরাজী মাসের প্রথম বর্ণ এবং একাদশীর এ অমাবস্যার অ, পূর্ণিমার পূ ও ছুটির ছু, সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে)।

১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল নববর্ষারম্ভ ১০ই বৈ ২৩:শ এপ্রিল এ। ১৪ই ২৭শে এ অ। ১৭ই বৈ ৩০শে এ ...য় তৃতীয়া। ২৫শে বৈ ৮ই মে ...ন্দ্র জন্মোৎসব এ, ছু। ২৯শে বৈ ...ই মে পূ। ৩১শে বৈ ১৪ই মে ...ক্রান্তি।

১লা জৈষ্ঠ ১৫ই মে। ৮ই জ্যৈ ২২শে মে এ ছু। ১৩ই জ্যৈ ২৭শে মে অ। ১৯শে জ্যৈ ২রা জুন জামাই-ষষ্ঠী। ২৩শে জ্যৈ ৬ই জু দশহরা। ২৪শে জ্যৈ ৭ই জু এ। ২৬শে জ্যৈ ৯ই জু ছু। ২৭শে জ্যৈ ১০ই জু পূ ছু। ৩১শে জ্যৈ ১৪ই জু।

নব বর্ষের দিনপঞ্জী

১লা আষাঢ় ১৫ই জু। ৭ই আ ২১শে জু এ। ১১ই আ ২৫শে জু অ। ১৩ই আ ২৭শে জু রথযাত্রা ছু। ১৬ই আ ৩০শে জু ছু। ২২শে আ ৬ই জুলাই এ। ১৬শে আ ১০ই জুলাই পূ। ৩২শে আ ১৬ই জুলাই।

১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই। ৫ই শ্রা ২১শে জুলাই এ। ৯ই শ্রা ২৫শে জুলাই অ। ১৯শে শ্রা ৪ঠা আগষ্ট এ। ২৩শে শ্রা ৮ই আ পূ। ৩০শে শ্রা ১৫ই আ স্বাধীনতা দিবস ছু। ৩১শে শ্রা ১৬ই আগষ্ট।

১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট। ৩রা ভা ১৯শে আ এ। ৮ই ভা ২৪শে আ অ। ১৮ই ভা ৩রা সেপ্টেম্বর এ। ২১শে ভা ৬ই সে পূ। ৩২শে ভা ১৭ই সে।

১লা আশ্বিন ১৮ই সে এ। ৫ই আ ২২শে সে অ সূর্য্যগ্রহণ ও মহালয়া ছু। ১১ই আ ২৮শে সে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সপ্তমী ছু। ১২ই আ ২৯শে সে অষ্টমী। ১৩ই আ ৩০শে সে নবমী। ১৪ই আ ১লা অক্টোবর দশমী ছু। ১৫ই আ ২রা অ এ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ছু। ১৮ই আ ৫ই অ লক্ষ্মী পূজা। ১৯শে আ পূ চন্দ্রগ্রহণ। ৩০শে আ ১৭ই অক্টোবর।

১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর এ। ৪ঠা কা ২১শে অ শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা অ ছু। ৬ই কা ২৩শে অ ভাই ফোঁটা। ১৩ই কা ৩০শে অ জগদ্ধাত্রী পূজা। ১৫ই কা ১লা নবেম্বর এ। ১৮ই কা ৪ঠা ন রাসযাত্রা। ১৯শে কা ৫ই ন পূ। ৩০শে কা ১৩ই ন কার্ত্তিক পূজা এ।

১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর। ৪ঠা অ ২০ ন অ। ১৪ই অ ৩০শে ন এ। ১৮ই অ ৪ঠা ডিসেম্বর পূ। ২৯শে অ ১৫ই ডি।

১লা পৌষ ১৬ই ডিসেম্বর এ। ৪ঠা পৌ ১৯শে ডি অ। ১০ই পৌ ২৫শে ডি বড়দিন ছু। ১৫ই পৌ ৩০শে ডি এ। ১৬ই পৌ ৩১শে ডি ছু। ১৭ই পৌ ১লা জানুয়ারী ছু। ১৯শে পৌ ৩রা জা পূ। ৩০শে পৌ ১৪ই জা এ।

১লা মাঘ ১৫ই জা। ৪ঠা মাঘ ১৮ই জা অ। ৮ই মা ২২শে জা সরস্বতী পূজা ছু। ৯ই মা ২৩শে জা নেতাজী জন্ম দিবস ছু। ১২ই মাঘ ২৬শে

নব বর্ষের দিনপঞ্জী

জা প্রজাতন্ত্র দিবস ছু। ১৫ই মা ২৯শে জা এ। ১৯শে মা ২রা ফেব্রুয়ারী পূ। ২৯শে মা ১২ই ফে।

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফে এ। ৩রা ফা ১৫ই ফে শিবরাত্রি। ৪ঠা ফা ১৬ই ফে অ। ১৫ই ফা ২৭শে ফে এ। ১৬ই ফা ২৮শে ফে ঈদ ছু। ২০শে ফা ৪ঠা মার্চ দোলযাত্রা ছু। ৩০শে ফা ১৪ই মার্চ এ।

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ। ৪ঠা চৈ ১৮ই মার্চ অ। ১১ই চৈ ২৫শে মার্চ বাসন্তী পূজা। ১২ই চৈ ২৬শে মার্চ অন্নপূর্ণা পূজা। ১৩ই চৈ ২৭শে মার্চ রামনবমী। ১৫ই চৈ ২৯শে মার্চ এ মহরম ছু। ১৯শে চৈ ২রা এপ্রিল পূ। ২১শে চৈ ৪ঠা এপ্রিল গুড-ফ্রাইডে ছু। ২৪শে চৈ ৭ই এপ্রিল ইষ্টার মণ্ডে। ২৮শে চৈ ১১ই এপ্রিল এ। ৩০শে চৈ ১৩ই এপ্রিল চড়ক পূজা ছু।

=০—

ধর্ম্ম নিয়ে কখন বিবাদ করো না। ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিবাদ এবং বাক বিতণ্ডা এইটুকু প্রমাণ করে যে, আধ্যাত্মিকতা সেখানে নেই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক—৩০৬৭ নবকুসুম।

গুরু রাজা—রবি মন্ত্রী

ইংরাজী — ১৯৬৮ — ১৯৬৯

ব্যক্তিগত রাশিফল

এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভাগ্য-চক্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কি করেই বা উপেক্ষা করবে। সঠিক রাশি লগ্নের কোষ্ঠী ফলাফলের এমন অনেক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিষয় মানুষের প্রবহমান জীবন ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ অবহেলা করতে পারে না। আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ষ ফল প্রকাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের দ্বারা এই বর্ষ ফল নিরুপিত হয়েছে।

মেষ রাশি :—

অগ্রাণ মাসের শেষ সপ্তাহের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি হবার আশা আছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। চাকুরী ক্ষেত্রে পদবৃদ্ধি হতে পারে। লটারীতে ধনাগমের যোগ আছে। শত্রুরা সর্বনাশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারবে না; অপর ক্ষেত্রে তাদেরই ক্ষতি হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। মায়ে সম্পর্কে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির মৃত্যু যোগ আছে; এই মৃত্যুতে আপনার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া চরমে উঠতে পারে। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আপনার শরীর বেশ ভাল যাবে। তারপর পেটের বা বুকের কোন রোগে মাঝে মাঝে কষ্ট পাবেন। স্ত্রী ও ছেলে

য়ের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। শ্বিন মাসের পর থেকে পিতার স্বাস্থ্য ল যাবে না। মাঝে মাঝে আপনি নসিক দুশ্চিন্তায় কিছুটা বিব্রত বোধ রবেন। মাতৃ স্থানীয়া কোন নারীর দ্বারা ছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

বৃষ রাশি :—

শ্রাবন মাস থেকে কর্মক্ষেত্রে শান্তি ঙ্গের আশা আছে। মাঘ মাস থেকে নরায় শান্তি স্থাপিত হবে। ধনাগমের থ বহু মুখী হলেও যোগ্যতানুসারে ম্পদ লাভ ঘটবে না। হৃদযন্ত্র বা বায়ু াপ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হবেন তবে মন কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। াশ্বিন পর্যন্ত মায়ের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। ত্র কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। াবন মাস থেকে পিতার স্বাস্থ্য খারাপের কে যাবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মাঝে কিছু বনতি ঘটলেও মোটামুটি ভাল যাবে। দ্যাভ্যাস আশানুরূপ হবে। জীর্ণ গৃহ ংস্কার বা নতুন বাড়ী তৈরির যোগদৃষ্ট য়। গৌরবর্ণ পুত্র লাভের সম্ভাবনা াছে। কোন ছেলে বা মেয়ের বিয়ে তে পারে। লটারীতে সাফল্য লাভের ম্ভাবনা আছে।

তুলা রাশি :—

বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রচুর লাভের সম্ভবনা আছে। আশ্বিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে সাফল্য লাভ অবশম্ভাবী। বাড়ীর বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে আত্মীয় - স্বজনের সঙ্গে কলহ বা মামলা ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ঘটার জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময় মনোকষ্ট পেতে পারেন। এ বৎসরে খরচা কিছু বেশী হতে পারে। বৎসরের প্রথম দিকে আপনাকে হয়তো রোগে শয্যাশায়ী হতে হবে। তবে সেবা যত্নে শীঘ্রই সেরে উঠবেন। পায়ে পশু দংশনের আশঙ্কা আছে। পিতার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাবে না। মায়ের শরীর বৎসরের প্রথম তিন মাস খারাপ যাবে তবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আষাঢ় মাস পর্যন্ত ছেলেমেয়ের রোগ কিছুটা জটিল অবস্থা ধারণ করতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালই যাবে।

কন্যা রাশি :—

বৎসরের প্রথমার্দ্ধে বিদ্যাভ্যাস ভাল হবে কিন্তু পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ হবে না। অর্থাগম ভালই হবে; তবে অবহেলা করলে মন্দ ফল সুদূর প্রসারী হবে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাস নাগাদ সন্তান [illegible]

যোগ আছে। কোন সাদা জিনিসের ব্যবসা করলে প্রচুর লাভ করতে পারবেন। আষাঢ় মাসের মধ্যে লটারীতে প্রাপ্তি যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধে আসতে পারে কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হবে না। অর্থোপার্জন ব্যাপারে ভায়েরা সাহায্য পাবেন। আপনার দৈহিক অবস্থা মোটেই ভাল যাবে না। আষাঢ় মাসের পর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে পারে এমনকি পুত্র বিয়োগও হতে পারে। বৎসরের প্রথমার্দ্ধে মায়ের অসুখ হতে পারে; এমন কি জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা আছে। পত্নীর স্বাস্থ্য বৎসরের প্রথম দিকে খারাপ গেলেও শেষে ভাল যাবে। পিতা সুস্থ থাকবেন।

মীন রাশি:—

অশান্তি ও দুশ্চিন্তা সারা বৎসর মনকে বিব্রত করে রাখবে। বৎসরের প্রথম ছ মাস কর্মক্ষেত্রে গোলমালের সম্ভাবনা আছে। অর্থোপার্জন মোটামুটি ভাল হবে। ভায়েরা বিভিন্ন কাজে সহায়ক হয়ে দাঁড়াবেন। বৎসরের প্রথম তিন মাস শরীর ভাল যাবে না তারপর মোটামুটি সুস্থ থাকবেন। ছেলে মেয়েদের অসুস্থতার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। লটারীতে প্রাপ্তি যোগ আছে। পিতা ও মায়ের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। বছরের শেষে অপেক্ষাকৃত বিদ্যার ব্যাপারে সাফল্য লাভ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে। পুত্র বা কন্যার বিবাহ যোগ আছে। তীর্থ ভ্রমণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হতে পারে। বিবাহে বেশী যৌতুক লাভের আশা নেই। রক্তের নিম্ন চাপ হেতু কিছুকাল শয্যাশায়ী থাকতে পারেন। জল জন্তু থেকে সাবধানে থাকবেন।

মকর রাশি—

ধনাগম মোটামুটি ভাল হবে। জলজাত ব্যবসা-ক্ষেত্রে উন্নতি দৃষ্ট হয়। বৎসরের প্রথম তিনমাস কণ্ঠনালী ও ফুসফুসের পীড়ায় কিছু কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রাতৃ বিরোধের সম্ভাবনা আছে। সারস্বত সাধনায় শুভ যোগ আছে। লটারীতে কিছু পাবার আশা আছে। মায়ের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। পিতার স্বাস্থ্য মধ্যম। পুত্র - কন্যার স্বাস্থ্য ভাল যাবে। পত্নীর শরীর পূর্বাপেক্ষা সুস্থ যাবে এবং আপনার সঙ্গে যদি কোন মত বিরোধ থেকে থাকে তবে তা মিটে যাবে। কোন ভৃতি অনিষ্ট করতে পারে। কোন কারণবশতঃ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

কুম্ভ রাশি—

বৎসরের প্রথম দিকে ব্যবসায় বেশ ভাল

লাভ হবে। কিন্তু পরে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হবার জন্য কিছু ঋণ হবে। কোন অনুজের মৃত্যু যোগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যা শিক্ষায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আছে। বৎসরের শেষে চক্ষু, কর্ণ ও মুখ মণ্ডলের পীড়ায় কিছু কষ্ট পাবেন। পিতা ও মাতার স্বাস্থ্য সারা বৎসর ভাল যাবে। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাবে না। স্ত্রী আপনার প্রতি কিছু বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন। বাসন ব্যাপারে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মাণ ও গবাদি পশু ক্রয়ের যোগ দৃষ্ট হয়। মাতার সঙ্গে মনোমালিন্য দূর হবে।

দেশ ভ্রমণে যেতে পারেন। রোগের জন্য কিছু অর্থ বেশী ব্যয় ঘটতে পারে।

সিংহ রাশি—

অর্থাগমের যোগ থাকলে ও ব্যয় বাহুল্যে কিছু ঋণ হবে; পরে সে ঋণ শোধ হয়ে যাবে। ব্যবসায় মন্দা ঘটতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করলে বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। চাকুরীতে উন্নতির আশা আছে। বিশেষ কাজের জন্য বিদেশ যাত্রা যোগ দৃষ্ট হয়। সারস্বত সাধনায় যত্নবান হলে সাফল্য লাভে সক্ষম হবেন। আশ্বিন মাস পর্যান্ত আপনার শরীর ভাল যাবে না, অর্শ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। পিতা ও মাতার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। আষাঢ় পর্যন্ত পত্নীর শরীর ভাল যাবে না, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। ছেলেমেয়ের দেহ সুস্থ যাবে। শত্রুরা বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে কিন্তু সফলকাম হবে না। অনুজের স্বাস্থ্য ভঙ্গে আপনার মনোকষ্ট ঘটতে পারে। নবগৃহ রচনায় আপনি সচেষ্ট হতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি—

বিভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন হবে। শ্বেত বর্ণের কোন পদার্থের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হতে পারেন। ব্যয়ের মাত্রা কম হওয়ার জন্য সঞ্চয় বেশ ভাল হবে। ধনোপার্জ্জনের মাতুল ও পুত্রদের সাহায্য পাবেন। বৎসরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে সাফল্য লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। আপনার শরীর রোগাক্রান্ত হবে। কিন্তু শয্যাশায়ী করতে পারবে না। পিতার সহিত মতানৈক্য ঘটতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পুত্র কন্যাদের শরীর সুস্থ যাবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। ধন সাধনায় বাধা ঘটতে পারে। সমাজ জীবনে খ্যাতি লাভের আশা আছে। চাকুরীতে পদোন্নতির আশা নেই।

ধনু রাশি—

ব্যসনাদিতে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। নতুন বাড়ী নির্মাণ বা প্রাপ্তি যোগ দৃষ্ট হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির আশা আছে। কোন বিশেষ কাজের জন্য সুদূর বিদেশে যেতে পারেন এবং সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা আছে।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে সঞ্চয়ের অঙ্ক আশাতিরিক্ত হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। আপনার স্বাস্থ্য সারা বৎসর বেশ ভাল যাবে। পিতা ও মাতা উভয়ের স্বাস্থ্যই ভাল যাবে। স্ত্রী ও পুত্র - কন্যার দেহ সারা বৎসর সুস্থ থাকবে। বিয়ের ব্যাপারে মোটা যৌতুক পাবার আশা আছে।

কর্কট রাশি—

সদোপায়ে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা, পিতা বা পিতৃ স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে অর্থাগমের পথ সুগম হবে। ব্যসনাদি ব্যাপারে মোটা রকমের লাভ হতে পারে। বৎসরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে বিবাহ করলে সারবান যৌতুক লাভের আশা আছে। কোন কালো রঙের দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রচুর সম্পদ লাভের যোগ দৃষ্ট হয়। ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে বেশী মনোযোগ দেবেন। ধর্ম্মের কাজে খরচা কিছু বাড়তে পারে। রক্তের নিম্ন চাপের জন্য আপনাকে হয়তো কিছু দিন শয্যাশায়ী থাকতে হবে। মাতা হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পারেন। পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে। স্ত্রী ও পুত্র - কন্যার স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ যাবে না। গৃহ নির্ম্মাণের যোগ আছে। শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করবে।

মিথুন রাশি—

সারস্বত - সাধনায় আশাতিরিক্ত ফল লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। বৎসরের শেষের দিকে কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি যোগ দৃষ্ট হয়। তবে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে না। অর্থোপার্জনের ব্যাপারে শত্রুরা কিছু অসুবিধায় ফেলতে পারে। পুরাতন বাড়ীর সংস্কার সাধনের সম্ভাবনা আছে। একটি সুশ্রী পুত্র লাভ হতে পারে। অতিরিক্ত খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে চললে বহু ভাল কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ব্যসনাদি ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হতে পারেন। গোপন বা লুপ্ত অর্থের সন্ধান পেতে পারেন। কার্ত্তিক মাসের পরে অজীর্ণ বা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

হাওয়া পরিবর্তনের জন দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য ভাল কর স্থানে থাকতে পারেন। পিতার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যাবে না। মাতার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল যাবে। স্ত্রীর ও ছেলেমেয়ের দেহ শরীর সুস্থ থাকবে।

—•—

শকাব্দ — ১৮৯০ বঙ্গাব্দ — ১৩৭৫

বর্ষফল—১৩৭৫

(রাষ্ট্রগত)

(ইংরাজী — ১৯৬৮ - ১৯৬৯)

(কাগজের দুর্মূল্যতার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে রাষ্ট্রগত বর্ষফল প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত আছে কেবল সেই রাষ্ট্রগুলির বর্ষফল দেওয়া হল।)

ভারতবর্ষ —

ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন অবস্থাতেই ভাল নয়। বিশেষতঃ রাজনৈতিক গোলযোগে দেশের উন্নতি মূলক যে কোন কাজ ব্যাহত হবে। উপযুক্ত জন নায়কের অভাব একান্তভাবে অনুভূত হবে। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অসম্ভব রকমে বেড়ে যাবে। অসন্তুষ্ট যুব শক্তির প্রভাব আরও দানা বেঁধে উঠবে। স্কুল, কলেজ, বিধানসভা প্রভৃতিতে এবং নেতাদের মধ্যে যে কুৎসিত আদর্শ সাজ করবে কোথাও কোথাও তার বিকট রূপের আত্ম-

প্রকাশ ঘটবে। এই একই সঙ্গে একটি আদর্শবাদী ছাত্র দলের উদ্ভবের যোগ দৃষ্ট হয়। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরেলা, অন্ধ্র, প্রভৃতি স্থানে খাদ্য শস্যের অভাব ও দুর্ভিক্ষের যোগ পরিলক্ষিত হবে। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ জন সাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব প্রকট আকার ধারণ করবে। বহু লোক অনাহারে মারা যাবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিপুল মৃত্যু সংবাদ উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করবে না। বেকার সমস্যা সর্ব সাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করবে। অর্থাভাবে বহু বাপ - মা পথে, ঘাটে, ষ্টেশনে আপন শিশুদেরকে অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে যাবে। আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করবার জন্য বহু নারী বিপথগামী হবে। চুরী, ডাকাতি, রাহাজানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পথে, ঘাটে, নির্জন স্থানে নিরাপত্তার একান্ত অভাব ঘটবে। রেল দুর্ঘটনা ও রেলের চুরির হার আরও বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক চেস্টা সত্ত্বেও কালোবাজার ও মজুদদারী আরও বৃদ্ধি পাবে। সারা দেশে ব্যাপক চরিত্র হনন চলবে। দুজন মন্ত্রী ও একজন শিক্ষাবিদের মৃত্যুযোগ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের ডাক, বেতার, রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট, খনি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু উন্নতি সাধিত হবে। কোন খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের সম্ভবনা আছে। রেলপথ বিস্তার, বিমান, ও জাহাজাদি নির্মাণ, কল কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কার্যেও ভারতের কিছু তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। রণ সম্ভার আয়োজনে অস্বাভাবিক ব্যয়, আর্থিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা খাদ্যশস্য সংগ্রহে উত্তম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা বিষয়ে কোন রূপ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ প্রভৃতির সম্ভাবনা।

পাকিস্তান —

পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার উল্লাসে চীনের কাছে দাসখৎ লিখে দিতে হবে। চীন এই সুযোগে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি করতে থাকবে এবং অগণিত চীনাকে এনে চৈনিক ব্যবসায়ের পসার বাড়াবে। এর বিনিময়ে পাকিস্তানকে সে যা দেবে তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। মিজো ও বৈরী নাগাকে ব্যাপকভাবে খেপিয়ে তোলবার চেষ্টা চলবে এবং তার ফলে ভারতকে বিভিন্ন দিক দিয়ে অধিক মূল্য দিতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীর আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় আক্রান্ত হবার যোগ দৃষ্ট হয়। পাকিস্তানে অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রবল ঝটিকা বন্যা, প্রচণ্ড ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগে বহু

কের প্রাণহানি ঘটবে। রাষ্ট্র নায়ক বর্ষের পক্ষে বর্তমান বৎসর শুভ

ইংল্যাণ্ড—

ইংলণ্ডে ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হবে। রোডেশিয়ার অবৈধ শ্বেত সরকার-কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে নিয়ে তুমুল আলোড়ন এর দ্বারা ইংলণ্ডের সুনাম বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হবে। সহসা সমুদ্রের কোন এক অংশ বিশেষে ইংলণ্ড সামুদ্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং তাতে কিছু রণতরী খোয়া যাবার সম্ভাবনা আছে। হংকং-কে নিয়ে মাঝে মাঝে বিব্রত থাকতে হবে। রাজ পরিবারে কোনও ব্যক্তির গুরুতর পীড়ার বা মৃত্যুর আশঙ্কা করা যায়। শাসনতন্ত্রের কিংবা শাসন প্রণালীর বিশেষ ভাবে পরিবর্তন দেখা যায়।

সোভিয়েট রাশিয়া—

ভারত ও রাশিয়ার মিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সীমানা নিয়ে চীন রাশিয়ায় বিরোধ বাধতে পারে তবে রাশিয়া যুদ্ধকে এড়িয়ে চলবে। বর্তমান বর্ষে কিছু মন্ত্রীর বিদায় গ্রহণ এবং মিঃ কোসিগিনের পতন বা অপসারণ হতে পারে। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির হঠাৎ পরিবর্তন হবে। ভূমিকম্প, বন্যা, প্রবল ঝটিকা প্রভৃতি দ্বারা শস্যহানি ঘটবে। রাশিয়া ভিয়েৎনামকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করলেও নিজে যুদ্ধ করবে না। বর্তমান বর্ষটি রাশিয়ার পক্ষে মোটেই শুভ নয়। কারণ শনি ও রাহু একত্রে এখানে মিলিত হচ্ছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—

দলের উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে প্রেসিডেন্ট জনসন তার নাম আগত নির্বাচনের তালিকা থেকে সরিয়ে নিতে পারেন। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সহসা ভাঁটা পড়বে।

রাশিয়া উত্তর ভিয়েৎনামকে মুক্ত হস্তে রণ সম্ভার দান করতে থাকবে। দেশের মধ্যে গুরুতর গোলযোগ উপস্থিত হবে। বৎসরের মাঝামাঝি শ্রমিক ও নিগ্রো, আন্দোলন প্রবলতর হবে। বর্ণ বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাতে গিয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ মার্কিন হতাহত হবে। আমেরিকার ষ্টক ও শেয়ার বাজারের মন্দাভাব জগতে সাড়া জাগাবে। ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রবল ঝটিকায় আমেরিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠান ব্যবস্থা আংশিক ভাবে সাফল্য ঘটবে।

—:—

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্র দূত

নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশ করা হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আফগানিস্থান—

Gen. P. N. Thapar, Shahr - e - Nau, Kabul.

বর্মা—

VICE - ADMIRAL R. D. KATARI. ORIENTAL INSURANCE BUILDINGS. 545 - 547 MERCHANT ST· P. O. BOX NO. 751. RANGOON.

চীন—

R. D. SATHE, CHARGE D' AFFAIRES, 32. TUNG CHIAO MIN HSIANG, PEKING.

কঙ্গো—

V. S, CHARRY, P. O. BOX NO. 1026, 18 AVENUE 8 EME ARMEE, LEOPOLDEVILLE.

কিউবা—

Niranjan Singh beilh. Ambassador resident in Mexico City.

ফ্রান্স—

Rajeshwar Dayal. 15, Rue Alfred Dehodencq, Paris 16e.

জার্মানী (ফেডারেল)—

S. K. Banerjee. 262, Koblenzerstrasse, B o n n.

গ্রীস—

Jai Kumar Atal, Ambassador resident in Belgrade.
(Yugoslovia)

ইন্দোনেশিয়া—

P. Ratnam. P. B. No. 1144, Kebon, Serih, Djakarta.

ইরান—
Air Marshall A. M. Engfneer
, Pahlavi Avenue, Teheren.

ইটালী—
Bahadur Sing; Via Francisco
nze, 36; Rome.

জাপান—
B. F. H. B. Tyabji. no. 1.
Chome. Kudan, Chiyoda - ku,
okyo.

কুয়েট—
Khub Chand, Ambassador res-
ent in Beirut.

মেক্সিকো—
Niranjan Sing Gill. Avenue
uarez. no. 97. D. P. Mexi-
o city.

নেপাল—
Shriman Narayan. Kathmandu.

পোল্যাণ্ড—
Dr. N. V. Rajkumar, 3,
Abjo -Roz, Warshaw.

স্পেন—
Maharaja Man Sing of Jai-
pur, Alfonso XII, 46 (first
floor) Madrid.

তুর্কী –
Saadat Ali Khsn. 50, Kizili-
rmark Sokok, Ko Cetepo Ankara.

আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র—
A. B. Pant. 5. Sharie El
Maahad, Swissri, P. box. no.
718, Zamalk. Cairo.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—
A. Yabar Jang 2107, Mass-
achussetts Avenue, n. w. Was-
hington 8, d. c.

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—
Kewal Sing 688 Ulitisa Qbu-
ka, Moscow.

যুগোশ্লোভিয়া—
Jai Kumar Atal Proleterskeh
Brigade.

—

বিদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার

High Commissioners

অষ্ট্রেলিয়া—

Dr. Dwarkanath Chatterjee. 63, Mugga Way, Red Hill. Canberra.

কানাডা—

Gen: J. N. Chowdhury. 200 Mclaron St. Ottawa — 4

সিংহল—

Y. D. Gundevia, 7, Kollupitiya, Statiou Road, Colombo — 3

কেনিয়া—

Prem Bhatia, Jeevan Bharati Bedg, Coronation Avenue p. b. no. 30074, Nairobi.

মালয়াশিয়া—

M. K. Kidwai. 4, Gin Lek Road, Kuala Lumpur.

পাকিস্তান—

Samarendranath Sen. 3. Bonus Road, Karachi,

:—:

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

ভারতে উল্লেখ যোগ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রকাশ করা হল।

বর্মা—

Maha Thiri Thudhamma Daw Khin Kye. Plot no. 3, Block no. 50F Sdanti Path, Chanakyapuri, New Delhi — 21

চীন—

Charge D, Affaires, Chen Chao — Yuan. Jind House, Lytton Road. New Delhi — 1

চেকো শ্লোভাকিয়া—

Jaroslar Kohout, 45 - 46 Sundar Nagar. New Delhi — 11

ফ্রান্স—

M. Jean Daridan. 2, Aurang Zeb Road. Nəw Dəlhi — 11

জার্মানী (ফেডারেল) —

Diethich Von Mirbach. Plot no. 6, block no. 50G Shantipath, Chanakyapuri New Delhi-11

ইন্দোনেশিয়া—

Mohammed Razif, 50A. Chanakyapuri. New Delhi — 21

ইরান—

Dr. Jalaluddin Addoh. 1, Hailey Lane. new delhi — 1

ইটালী —

Charge 'd' Affaires, Dr. Michele Lanza, 7. Jorbagh; new Delhi — 3

জাপান—

Yujiro Lseki. Plot 485. block 50G; Chanakyapuri. new delhi-21

মেক্সিকো—

Octavio PaZ Lazano. 136; Golf Links. new delhi - 3

High Commissioners

অষ্ট্রেলিয়া—

Sir Arthur Harold Tange. 9/48; Sardar Patel Marg; Chanakyapuri; new delhi - 11

কানাডা—

D. Roland Michener. 4, Aurangzeb Road; New Delhi - 11

সিংহল—

H. S. Amar Singhee. 25/39 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 21

মালয় এশিয়া—

Zaitan Ibrahim Bin Ahmed. 143; Sundar nagar, New Delhi - 11

পাকিস্থান—

M. Arshed Husain. 2/50G; Shanti Path; Chanakya Puri New Delhi - 21

যুক্তরাষ্ট্র—

Jon Freeman shanti path; Chanakyapuri, New Delhi - 21

—::

বিশ্বদূতের আসরে

উদয় ও অস্ত—

বঙ্গাব্দ ১৩৭৪ আজ অস্তাচলে, আর ১৩৭৫ উদয়ের পথে। পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উদ্বোধনী দিবস হইলেও উহাকে বিদায় ও অভ্যর্থনার মধ্যবর্তী হাইফেন বলা চলে। ঐ দিবসেই আমরা পুরাতনকে বিদায় জানাই ও নূতনকে অভিবাদন করি। এই হাইফেন যেন সুউচ্চ পামির মালভূমি, ইহার উপর হইতে তিন দিকে প্রসারিত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা প্রদোষের ধূসরে ম্লান হইয়া গিয়াছে, আর একটি ধারা প্রভাতের প্রদীপ্ত সূর্যালোকে ঝলমল করিতেছে, তৃতীয় ধারাটি সৃষ্টির প্রান্তভাগে হৈমন্তী কুয়াশায় অত্যন্ত অস্পষ্ট। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একত্র সমাবেশ। মনশ্চক্ষুতে একোপলব্ধি। অতীত মৃত নয়। ইতিহাসের যাদুঘরে তার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বটে, কিন্তু সে অমর। অতীতের ছন্দকে অনুসরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। মহাকালের গতিপথে উহাদের যে রূপান্তরিত ঘটেনা এমন নহে· সে রূপান্তরিত মাত্র - বিলীন নয়

ঘটনাই ঘটনার স্রস্টা। অতীতের ঘটনা বর্তমানের ঘটনাকে রূপ দান করে এবং ঐ বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার বীজ লুকাইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি বৎসরের ঘটনাবলীর হিসাব করা চলে কিন্তু তাহার নিকাশ করা অসম্ভব। বঙ্গাব্দ ১৩৭৪ এর রঙ্গমঞ্চে পার্থিব ঘটনাবলীর বিভিন্ন অঙ্ক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে তাহার একটি নির্ঘণ্ট এখানে দেওয়া চলে কিন্তু তাহার জের টানিয়া সমাপ্তি ঘোষণা করা চলে না।

সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণ এক বৎসরের উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে পত্রিকার প্রায় তিন ভাগ লাগিয়া যাইবে। সুতরাং ঐ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে ঐগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা এখানে ঘটনাবলীর ফলশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে জাগতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিব। ইহার দ্বারা মোটা

মূর্তিভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ রেখা পাঠক বৃন্দের মানস পটে ফুটিয়া উঠিতে পারিবে।

পৃথিবী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িতেছে। নীতি বিস্তারে ও জটিলতায় ধরণী অখণ্ডত্বলাভে অগ্রগামী। সুপ্রাচীন এশিয়ার উদার প্রাঙ্গনে কঠোর, কুটিল হিংস্র যুদ্ধ দানবের গোপন পদ সঞ্চার চলিয়াছে। ভিয়েৎনামে চলিয়াছে নরমেদ যজ্ঞ, আর দক্ষিণ - পশ্চিম এশিয়ায় আরব ইসরায়েলের বিরোধে অনুষ্ঠিত হইতেছে যুদ্ধবাজদের মহোৎসব। বিশ্বগামী দুরন্ত শক্তির সমতা রক্ষায় দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবির ব্যস্ত। এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে আমেরিকা অংশ লইয়াছে প্রচণ্ড বিভীষিকা, আর ত্রাণ কর্তারূপে দাঁড়াইয়াছে রাশিয়া। এশিয়ার ও আফ্রিকার নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি করুণ নয়নে চাহিয়া আছে রাশিয়ার পানে। গোষ্ঠী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি দল বাঁধিয়া মুষ্টি ভিক্ষার প্রত্যাশায় উভয় শিবিরের দ্বার প্রান্তে সমাসীন। এদিকে শ্বেত ও কৃষ্ণের বিভেদ উগ্রতার চরম অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পশ্চিম আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর ঐতিহাসিক উৎপীড়ন শুরু হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠির প্রত্যক্ষে কৃষ্ণাঙ্গদের অনুকূলে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে। রোডেশিয়ার অবৈধ স্মিথ সরকার ইংলণ্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বাদশাহী মসনদে বসিয়া বহাল তবিয়তে যাহা খুশি তাহাই করিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ক্রমশঃ বীর্যহীন হইয়া প্রাক্তন লীগ - অব - নেশনের খোলসে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মন্দের ভালো এই যে মহাসাগর ও মহাআকাশ ধ্বংসকারী দুরন্ত শক্তিতে কিছুটা সংহত করিয়া পৃথিবীর কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে। রুশ - চীন বিরোধ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। চীনের পীত নিঃশ্বাসে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হইতে চলিয়াছে। জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আর মানিতে চাহিতেছে না। কানাডায় ফরাসীর সম্মান আহত হইয়াছে। ফ্রান্স মার্কিণের ডলারকে ভ্রুকুটি করিতেছে। ইংলণ্ডের মুদ্রা মূল্যের হ্রাসে সারা পৃথিবী আলোড়িত। ম্যাক্সিম গোর্কীর জন্ম শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিনের মৃত্যু এবং শ্রেষ্ঠ শান্তিদূত মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যাকাণ্ড গত বর্ষাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাজনৈতিক দলাদলি, বিভিন্ন সরকারের ক্ষণ স্থায়িত্ব, ভাষা বিরোধ, মুদ্রা স্ফীতি, মূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতির প্রশ্রয়, ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট ও ঘেরাও প্রভৃতির আতিশয্যে ভারত বিপর্যস্ত। সমগ্র রাজ্যে নিরাপত্তার একান্ত অভাব। অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি

যাই। ইংরাজের স্বার্থ দুষ্ট আইন স্বাধীন ভারতকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। ধনী আরো ধনী হইতেছে, গরীব আরও গরীব হইতেছে। অট্টালিকা ও ফুটপাত এই দুইটির অস্তিত্বই স্বীকৃত হইতেছে। সরকার যাহা প্রচার করিতেছে, ঘটিতেছে তাহার উল্টা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বহু সন্তান উপযুক্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকের নিকট হইতে পূরা কাজ আদায় করিতে গিয়া কল-কারখানার মালিকগণ হতাশ হইতেছেন। মালিকগণ পূরা মুনাফা লইতেছেন অথচ শ্রমিকগণ অনাহারে মরিতেছেন। যেখানে সরকারের অর্থ বিনি-য়োগ ২৫০০০ কোটি টাকা সেখানে চোরা বাজারীদের কালোটাকার পরিমাণ হইল ৩৬০০০ কোটি। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, খাদ্যাভাব প্রভৃতির উৎপীড়ন অপেক্ষা তথাকথিত রাজনৈতিক দলাদলির উৎপীড়ন দেশের জনগণকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সহসা কোন নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ রেখা উহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে।

সবশেষে প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভ কামনা।

—::—

জন্ম বিপ্লবীর জন্ম শত বার্ষিকী

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের স্মরণীয় অভিমত ও স্বীকৃতি লিপি-মিতা গত ৮/৬ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। পুনরায় তাহার বিপ্লবের কথা শুরু কথায় আসা যাক। বাগবাজারের ছোট্ট ঘরে বসিয়া নিবেদিতা যুগান্তরের যুবকদিগকে রিভলবার সহযোগে সিনফিন টেকনিক শেখাইতেন হত্যা করা বা নিহত হওয়া তাঁহার কাছে

ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার হৃদয়ে ভয় বা ভীরুতা বলিয়া কিছুই ছিল না। বেশ কিছুকাল এই ভাবে যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার পর তিনি উপলব্ধি করিলেন যে শুধু বৈপ্লবিক শিক্ষা দিলেই বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে না; ইহার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্গীত সংগ্রহের আশায় ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে প্রিন্স ক্রোপটকিনের বাড়ী সেখান হইতে বেশী দূরে ছিল না। প্রিন্স ক্রোপটকিন সস্ত্রীক সেখানে বাস করিতে ছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ বিশেষভাবে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক পারিস্থিতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার নিকট বুদ্ধি পরামর্শ লইতেন। এই ভাবে লণ্ডনে তিনি একটি মিত্রগোষ্ঠী রচনা করিলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরোধী। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকেই নিবেদিতাকে প্রবলভাবে সমর্থন জানাইল। তখন রাশিয়ার বিদ্বেষ ভাব তীব্রতর হইয়াছে। নিবেদিতা লণ্ডনে রুশ দূতাবাসে গিয়া ভারতে ইংরাজ শাসনের বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিলেন।

লণ্ডনে তিনি থাকা কালীন সংবাদ দাতার কাজ করিয়া ভারতকে প্রচুর সাহায্য করিয়া ছিলেন। কমন্স সভায় তখন ভারত সম্বন্ধে তুমুল বিতর্ক চলিয়াছে। নিবেদিতা হাউস অফ কমনসে প্রত্যহ যাইয়া সেই আলোচনা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন। সাংবাদিক ষ্টেড এবং র‍্যাটক্লিফ তাঁহাকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করিলেন। একদিকে নিবেদিতা নীলাম ছদ্মনামে লণ্ডনের পত্রিকায় ভারতীয় রাজনীতির কথা লিখিতে লাগিলেন আবার অন্যদিকে ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে লণ্ডনের প্রতিক্রিয়া বাংলা দেশের পত্রিকায় জানাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপ্লবের বহ্নিশিখা ছড়াইয়া পড়িল। এই প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞের প্রধান হোতা হইল বাঙলা। ইংলণ্ডে বসিয়া নিবেদিতা সংবাদ পাইলেন দুই বীর যুবক প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে অত্যাচারী কিংস ফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করিয়াছে। কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ ও যুগান্তরের কয়েকজন কর্মী পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সত্যেন বসু ও কানাইলাল রাজ সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলির দ্বারা হত্যা করিয়াছে। এই সব নিদারুণ সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল। স্বাধীন চেতা রাজনীতিজ্ঞরা বাঙালীর এই অদম্য উৎসাহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কমন্স সভায় তুমুল ঝড় উঠিল। নিবেদিতা আরও শুনিতে পাইলেন গবর্ণমেন্ট কলিকাতার চরম পন্থী এবং বিপ্লবী

সমস্ত পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি বন্দেমাতরম প্রভৃতির প্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা হইয়াছে। নিবেদিতা স্থির করিলেন ঐ সমস্ত পত্রিকা ইউরোপে ছাপাইয়া গোপনে ভারতে পাঠাইতে হইবে। তিনি সেই কাজে আগাইয়া গেলেন। ভারতের বিপ্লবকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ইহা বুঝিয়াই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এখন তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিল। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ইংলণ্ডে মিসেস ওলি-বুলের নিকট উঠিয়াছিলেন। কিছুদিন বাদে লণ্ডন হইতে কিছু দূরে ক্লাপহাম কমন নামক স্থানে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া গেলেন। স্বামীজির শিষ্যা মিসেস ওলিবুল এবং মিস ম্যাক নিয়ত উভয়েই নিবেদিতার সমস্ত কার্যকলাপের খবর রাখিতেন এ[illegible] তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতেন। নিবেদিতা লণ্ডনে পৌঁছিবার অল্পদিন বাদে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং লেডী অবলা বসু লণ্ডন গিয়া তাঁহার সহিত মিলি[illegible] হইলেন। লণ্ডনে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে, সে[illegible] জেমস কোর্ট অঞ্চলে মিসেস ওলিবুলের প্রাসাদোপম বাড়ী ছিল। প্রয়োজন হইলে নিবেদিতা লণ্ডনে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার বন্ধু ভূতপূর্ব ষ্টেটসম্যা[illegible] সম্পাদক র‍্যাট ক্লিপও কাছেই থাকিতেন। এই সময় র‍্যাট ক্লিপের নিকট হইতে ক্ষু[illegible] রামের ফাঁসির কথা শুনিয়া তিনি সোৎসা[illegible] বলিয়া উঠিলেন, "আমি ভারতে ইংরাজে[illegible] মৃত্যু - ধ্বংস শুনিতে পাইতেছি, উহা বাজি[illegible] শুরু করিয়াছে।"

ক্রমশঃ

—০—

যে শাসনের পেছনে ভালবাসা নেই, সে শাসন শাসনই নয়।

—শরৎচন্দ্র সংগ্রাহক ৪১১৭ প্রসূন বসাক

একটি মর্মান্তিক ঐতিহাসিক

পরাজয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— রাহুল বর্মণ, রামনগর — ৬
আগরতলা।

ষ্ট্রাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ড নিপ্পন ইম্পেরীয়াল এয়ার ফোর্স হেড কোয়ার্টার প্যাসিফিক ফ্লীট — "টাকিনাওয়া" তে খবর গেলো — শত্রু — বৃটিশ — মার্কিণ রণতরী গুলিকে খুঁজে বের করবার জন্য।

তখনো কেমন করে ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে কালো ছায়া ফেলে ধীর পদক্ষেপে, কেউ তা জানতে পারেনি। এর একদিন পরের দিনটি সমস্ত মানব জাতির ইতিহাসে এবং বৃটিশ রাজকীয় নৌ - বহর এবং মার্কিন সামরিক নৌ বহরের ইতিহাসে এক চরম কলঙ্কময় অধ্যায় হিসাবে রচিত হয়ে আছে। ১০ই ডিসেম্বর সকাল ৯ - ৫০ মিনিট। শীতকাল, তবু নীল আকাশের মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ··· ··· ··· কামরান উপসাগরের বুকের নীল জল কেটে এগিয়ে চলেছে বৃটিশ এবং মার্কিন নৌ - রণতরীগুলি। সামনে বিস্তীর্ণ নীল - সমুদ্র, জলরাশি দিক প্রান্তে মিলিয়ে গেছে। যুদ্ধ জাহাজগুলিতে নেভাল অফিসারস্ মেসে ডিউটি বিহীন অফিসারেরা গল্প গুজব করছিলো; কেউ বা বিশ্রাম ও করছিলো, জাহাজগুলিতে ডিউটি বিহীন নাবিকেরা সমস্ত ক্যানটিনগুলিতে খানা - পিনা করছে। কেউ কেউ বা জাহাজের ধারের রেলিং এর ধারে দাড়িয়ে দূর প্রান্তে চেয়ে আছে, পরিবারের কথা, দেশের কথা ভাবছে ... ... । সামুদ্রিক চিলগুলি যুদ্ধ জাহাজগুলির আশে পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ... ... ৯ - ৫৭ মিনিট। হঠাৎ; চীপ এডমিরাল লোমাক্সের কক্ষে বেতার মাইক্রোফোনে বিমান প্রতিরক্ষা বিভাগের ইন্‌চার্জের কণ্ঠস্বর বেজে উঠে, — "আড়াই ঘন্টা ধরে লক্ষ্য করছি ··· ··· একটা অজ্ঞাত বিমানের অ ব য় ব 'রেডার' এর পর্দাতে ভেসে উঠছে। খুব

সম্ভবত একটা 'জিরো সাবসোনিক জেট ফাইটার — ৪২ এ" আমাদের অনুসরণ করছে। বেশ নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান রেখে শত্রু বিমানটি আমাদের নেভাল — ফ্লীট কে অনুসরণ করে আসছে।" ভাইস - এড-মিরাল ডগলাস রাইনহার্ট শত্রু বিমানটির ওপর কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে মুচকি হাসি হেসে ছিলেন। ১০ - ৪১ মিনিট। ইমার্জেন্সী এয়ার ডিফেনস কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে এক জরুরী বার্তা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসলেন চীফ এডমিরাল টেডার লোমাক্স এবং এ্যামফিবিয়াস ক্যাভাল্রী কোর কম্যাণ্ডার ভাইস - এডমিরাল ডগলাস রাইন-হার্ট, কি যেন এক অশুভ সংকেত রেডার নির্দেশ করছে! ১১ - ০৯ মিনিট! প্রত্যেক বৃটিশ এবং মার্কিন - রণতরীগুলিতে প্রত্যেক বিভাগের কক্ষের মাইক্রোফোনে বেজে উঠে চীফ এডমিরাল টেডার লোমাক্সের আদেশ; — "শত্রু বিমান বহর এগিয়ে আসছে,— আপনারা প্রত্যেকে অবিচলভাবে কার্য্য করবেন, কোন আদেশ না দেওয়া ছাড়া কিছু করবেন না, অবশেষে জয় আমাদেরই! ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন!" চতুর্দিকে একটা কর্ম্ম - চঞ্চল-তার ভাব দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিমূঢ়! হঠাৎ এ হুকুম কেন? কই নীল আকাশের মেঘাচ্ছন্ন বুকেত কোন শত্রু বিমান দেখা যাচ্ছে না? ... ... সিগন্যাল মেসেজ আদান - প্রদান হতে থাকে সবগুলি বৃটিশ এবং মার্কিন রণতরীর মাঝে। স্বয়ং চীফ = এডমিরাল টেডার লোমাক্স ভার নিলেন অপারেশন্যাল ইমার্জেন্সী কন্ট্রোল টাওয়ারের, বাইনো কুলারে চেয়ে থাকেন মেঘাচ্ছন্ন নীল - আকাশের দিকে। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, শুধু একটানা গোঁ গোঁ শব্দ স্পষ্ট কানে এসে পৌছাচ্ছে নীল মেঘের আড়াল থেকে। এরই মাঝে মাঝে নেভাল অফিসারদের কর্ম্মব্যস্ত আদেশও কানে এসে লাগছে। প্রত্যেকটি মিত্র শক্তির রণতরী ৬১ 'নট' বেগে এগিয়ে চলেছে নীল জলের বুক চিরে ফেনা তুলে কাছাকাছি সংঘ বদ্ধ হয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পর পর ১৪টি জাপানী সাব সোনিক জিরো জেট ফাইটার ৪২ এ বাইনো কুলারে দৃষ্টিগোচর হল। সবগুলি রণতরী হতে অপারেশ্যানাল ইমার্জেন্সী বেল বাজতে থাকে, সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ এক যুদ্ধ জাহাজ ছাড়িয়ে অপর যুদ্ধ জাহাজে চলে যাচ্ছে ... . . ।

সুনিপুনভাবে সাজানো ১২৬ এম, এম, হেভী 'এ্যাক' গানগুলি এয়ার ডিফেন্স বেট্রি থেকে নিঃশব্দে ঘুরে যেতে থাকে নির্দিষ্ট অবস্থানে, প্রত্যেক রণতরীগুলিতে বেতার নিয়ন্ত্রিত 'স্কাইহক', সারফেস - এয়া

মিসাইল — ২ বেটিগুলিও শোয়ানো অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে যুদ্ধ জাহাজগুলির ডেকের পাশে আড়াআড়ি ভাবে ৪৫° ডিগ্রী কোন করে উঠে পড়তে থাকে। রণতরী-গুলিতে প্রত্যেক বিভাগের ভার একজন কমেডোরের উপরে অর্পিত হলো। এয়ার ক্র্যাফট্, কেরিয়ার এণ্টার প্রাইজে এয়ার কমেডোর চার্লস এলস্‌ওয়াদির উপর বিশেষ জরুরী ক্ষমতা অর্পণ করা হলো অপারেশন্যাল ষ্ট্রাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ড থেকে। প্রায় ৪৫০০ ফুট উপরে শত্রু বিমান বহর গলার মালার মত এগিয়ে আসছে ...।

সেভেন,টিন, কম্যুনিকেশন জোন ইউনাইটেড ষ্টেটস এয়ার ফোর্স অপারেশন্যাল হেড্-কোয়াটার ষ্ট্রাটেজিক এয়ার কম্যাণ্ড হাওয়াই থেকে সব বিভাগের ইন্ - চার্জদের জরুরী ক্ষমতা প্রদান কর হলো।' এস, এ, সি, ইউ, এস, এফ,. এর ভূগর্ভস্থ অপারেশন্যাল হেড কোয়াটারে ফিল্ড কণ্ট্রোল কম্যাংডিং সেকশনের ঘরে ইলেক্ট্রিক কম্পিউটার যন্ত্রের পর্দাতে আঁকা বাঁকা কম্পন ভার প্রাপ্ত অপারেটরদের মনে এক চরম শিহরণ সৃষ্টি করে চলছিলো। ওদিকে রণতরীগুলিতে নেভাল - অফিসারেরাও ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝতে পারছিলেন না। কেউ কেউ বা মুখে লাউড স্পীকার লাগিয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে জাহাজের ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ৭০° ডিগ্রী কোন করে শত্রু - বিমানগুলি উড়ে আসছিলো। পরক্ষণেই আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু ততক্ষণে এয়ার ক্র্যাফট্, কেরিয়ার এণ্টার প্রাইজ এবং এসেক্স থেকে ১২৬ মি, মি, হেভী 'এ্যাক্' গান বেটিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো সেই বিশেষক্ষণে। হেভী 'এ্যাক্' গণের হলকা আর ধোঁয়াতে নীল আকাশ ভরে গেল। হঠাৎ শত্রু - বিমানগুলি ছড়িয়ে পড়লো চারি-দিকে ফুলঝুরির মত একটু নীচে নেমে এসে! ঠিক সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো ম্যাডক্স, ইলেকট্রা, টৈনেডোস এবং কোরাল-সী, ভ্যাম্পায়ার - এর সুনিপুণভাবে সাজানো ১২৬ এম, এম, হেভী 'এ্যাক্' গানগুলি একত্রে সমস্বরে। 'এ্যাক্' গানগুলি বারে বারে গর্জাতে লাগলো। শত্রু 'বম্বার - ফাইটার' বিমানগুলি তখনও আক্রমণ করেনি কোন মিত্র শক্তির যুদ্ধ - জাহাজকে। চুপ করে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ্য করতে থাকেন চীফ এডমিরল টেডার লোমাকস্. দেখে মনে হচ্ছে তাঁর মুখের উপর কে যেন কালীর এক পোঁচ লেপে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার গুরুতর। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার চীফ, - এডিটর মিঃ রবার্ট ম্যাকলোস্কী ছিলেন এয়ার ক্র্যাফট্ কেরিয়ার এণ্টার - প্রাইজে। এ দৃশ্য দেখবার লোভ তিনি

সামলাতে পারলেন না। আশ্রয় নেবার কোন আগ্রহ নেই, ওঁার মতে এইসব যুদ্ধের দৃশ্যের এমন একটা চৌম্বক আকর্ষণ আছে যা কদাচিৎ দেখা যায়। যদিও যে কোন মুহূর্তে স্প্লিন্টার বা বুলেট লেগে মৃত্যু অনিবার্য্য।

রণতরীগুলির হেভী 'এ্যাক' গানের একাদি ক্রমে শেলিং এ সমুদ্রের উপরের মেঘাচ্ছন্ন নীল আকাশ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আসলো চারিদিক থেকে। মনে হচ্ছিলো, যেন সুন্দর নীল আকাশের বুকে কলঙ্কের দাগ। হেভী এন্‌টি এয়ার ক্র্যাফট (এ্যাক্) গনের শেলের শূন্য খোলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে দু'টি বিমানবাহী, ১টি ক্রুজারে, এবং বাদবাকী ডেষ্ট্রয়ারগুলির ডেকের মাঝে ইতস্ততঃ ভাবে। আবার কিছুক্ষণ পরে শত্রু বিমান প্রতিরক্ষা কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সমস্ত রণতরীগুলিকে মাইক্রোফোনে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো; 'আরও শত্রু বিমানের আগমন রেডার নির্দ্দেশ করছে!' পরক্ষণেই মেঘের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভয়াবহ সামরিক বিমান 'থাণ্ডার চীফস্ ট্র্যান সোনিক জেট বম্বার 'স্কাই - রেইডার — ৪৮ একস্' বেরুতে লাগলো।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার 'এসেকস্' এবং 'এন্টার প্রাইজ' এর ফ্লাইট-ডেক ছেড়ে ২৮টা করে 'সী - হক সাব-সোনিক জেট ফাইটার বম্বার — ১১ সি' নীল আকাশের বুকে উড়ে গেলো তীক্ষ্ণ শীষের শব্দ তুলে। পর মুহূর্তেই বিমানগুলি ধনুকের জ্যার মত হয়ে বেঁকে গেলো। কয়েক মিনিট পরে আরো ১৪টা ফ্যান্টম্ ট্রান-সোনিক জেট ফাইটার বম্বার — ১০১ (আকাশে ব্যবহার্য স্যাম্ ক্ষেপনাস্ত্র বহনকারী বিমান)। বিমানবাহী জাহাজ এসেকস্ থেকে উড়ে আকাশে উঠ্‌লো। মিত্রশক্তি বনাম — অক্ষশক্তির ঐতিহাসিক নৌ এবং বিমান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো কামরান উপসাগরের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের মাঝে।

কয়েকটা শত্রু জিরো জেট ফাইটার গোলা মেরে নেবে এলো বিমানবাহী জাহাজ এন্টার — প্রাইজের দিকে খাড়াখাড়ি ভাবে। কিন্তু জাহাজের ৬টি স্কাই - রেইডার — ৪৮ এক্স জেট, প্রাণপণে বেতার নিয়ন্ত্রিত 'হক্' ক্ষেপণাস্ত্রের সুইচ টিপে দিয়ে যাচ্ছেন কর্ম্ম-রত - অপারেটররা। এক সাথে মিডিয়াম এ্যাক্ গানগুলিও গর্জ্জাতে থাকে। সংবাদিক রবার্ট ম্যাকলোস্কী যে ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার ৪০ গজের মধ্যে চারটি বোমা এবং এক ঝাঁক 'স্যাম্' ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলে একটা থাণ্ডার চীফস্ জেট, বম্বারের 'বম্বার'

মেন্ড কেস' এবং ফ্লুটগান সিলিণ্ডার' থেকে। বোমা এবং ক্ষেপনাস্ত্রগুলি সমুদ্রে পড়ে প্রকাণ্ড এক জলস্তম্ভের সৃষ্টি করলো, ছিটকে ওঠা জলে তিনি এবং তার ক্যামেরা সম্পূর্ণ ভিজে গেলো। তবু হেলে দুলে রণতরী 'এন্টার - প্রাইজ' এগিয়ে চলছিলো। সাংবাদিক রবার্ট ম্যাকলোস্কী লিখেছেন; — 'আমার চমক ভাঙলো, আমি শুয়ে পড়লাম ডেকের মধ্যে রেলিং এর পাশে।' সংগে সংগে তিনটা স্কাই রেইডার — ৪৮ এক্স জেট জ্বলতে জ্বলতে ক্ষেপনাস্ত্র বিদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ জাহাজের লক্ষ্য করলাম। পর মুহূর্তেই শত্রু বিমানগুলি আমার মাথার উপরে সোজা করে ঝুপ ঝুপ করে নেবে আসছে, তীক্ষ্ণ শীষের শব্দ তুলে, পরক্ষণেই শুরু হচ্ছে হেভী মেসিনগ্যানং এবং রণতরীগুলি লক্ষ্য করে 'স্যাম' ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ।

কিন্তু অদ্ভূত নৈপুণ্যে শত্রুর সব আক্রমণ ব্যর্থ করতে লাগলেন রণতরীগুলির হেভী এ্যাক গান এবং স্কাই - হক, ক্ষেপনাস্ত্রের বটিগুলি। প্রাণপণে শত্রু বিমানের আক্রমণ রোধ করতে থাকেন এ্যামফিরিয়াস (উভচর)। কারের স্বদেশ ভক্ত বীর নৌ - যোদ্ধারা।

তারপর হঠাৎ ৭টা ফ্যান্টম জেট — ফাইটার বোম্বার বিমান জ্বলতে জ্বলতে সমুদ্রের জলে পড়ে যেতে লাগলো কয়েকটা শত্রু থাণ্ডার চীফস জেট থেকে 'স্যাম' ক্ষেপনাস্ত্র বিদ্ধ হয়ে। জ্বলতে জ্বলতে টুকরা হয়ে আর কয়েকটা মিত্রপক্ষীয় বিমান সমুদ্রে পড়ে গেল। আবার তীক্ষ্ণ শীষের শব্দ তুলে নেমে আসতে থাকে ৯টা ট্রান সোনিক থাণ্ডার চীফস এবং অপারেশন্যাল কন্ট্রোল সেকসনে কর্মরত অপারেটরদের হাত উঠে এলো বেতার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনাস্ত্র 'স্কাই হক, এর বেটির সুইচ বোর্ডের দিকে। সংগে সংগে সুন্দর ভাবে সাজানো এক ঝাঁক 'হক' ক্ষেপনাস্ত্র, ইউনিট বোর্ড প্লেট থেকে ছুটে গেলো ৪০° ডিগ্রী কোনাকুনি করে শত্রু বিমান গুলি লক্ষ্য করে।

৫টা জিরো জেট - ফাইটার জ্বলতে জ্বলতে টুকরা হয়ে সমুদ্রের নীল জলে পড়ে গেলো। জাহাজগুলির চতুর্দিকে মাঝে মাঝে বোমা এবং ক্ষেপনাস্ত্র পড়ে বিরাট বিরাট উঁচু জল স্তম্ভের সৃষ্টি করতে লাগলো, এরই মাঝে বৃটিশ - ম্যার্কিন যুক্ত নৌ - বহর অগ্রসর হচ্ছিলো সমুদ্রের বুক চিরে জলে ফেনা তুলে দৃঢ় পদক্ষেপে। সাংবাদিক রবার্ট ম্যাকলোস্কী লিখেছেন, — 'আমি এন্টার - প্রাইজের অপারেটিং কন্ট্রোল টাওয়ারের ডেক থেকে শত্রু বিমানগুলি মাস্তুল ভেঙ্গে নিয়ে পড়লো, উপর থেকে পর পর কয়েকটা ভারী বস্তুর পতনের ভার বিমানবাহী জাহাজ এন্টার প্রাইজে অনুভব করলাম। হঠাৎ

একটি মর্মান্তিক ঐতিহাসিক পরাজয়

আমার ডেকের পাশ দিয়ে এক ঝাঁক জিরো জেট ফাইটার শব্দ তুলে মেসিন গানিং করে চলে গেলো। সমস্ত বিমানবাহী জাহাজটি কেঁপে উঠলো, পরক্ষণেই এ পাশ ওপাশ দুলতে লাগলো।

জাহাজের ফ্ল্যাগ ডেকের কিছু অংশ উড়ে দূরে সমুদ্রের জলে পড়লো, — কয়েক মিনিটের মধ্যে, বিমানবাহী জাহাজ এণ্টার প্রাইজে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠতে লাগলো নানা দিকে।

মাঝে মাঝে বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। বোমার পর ক্ষেপনাস্ত্র বারবার লক্ষভ্রষ্ট হয়ে এণ্টার - প্রাইজের চারিদিকে, জলে পড়ে প্রকাণ্ড এক একটা জল - স্তম্ভের সৃষ্টি করলো। প্রথম চারটি বোমা এবং কয়েকটা ক্ষেপনাস্ত্রই এণ্টার - প্রাইজের মর্মস্থলে - আঘাত হেনেছিলো।

ক্রমশঃ

—•—

দুঃখ বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত্র হ'ব না — আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব। — গান্ধি

সংগ্রাহক— ৩৮৪৭ স্বপ্না চক্রবর্ত্তী।

ভুল

— নির্মলেন্দু চক্রবর্ত্তী
(শ্রীরামপুর, হুগলী)
(লিপিমিতা গল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)

চতুর্থ মেডিকেলের ছাত্র সুধীন। ছাত্র হিসাবে সে খুব ভাল বা মেধাবী নয়। কিন্তু তার আগ্রহ খুব বেশী এবং সেই কারণেই সে প্রচুর পড়াশুনা করে। পরীক্ষায় তাই সে মেধাবীদের সমকক্ষ হয়ে উঠে, ভাল 'রেজাল্ট' করে, এমন কি তাদের মত বৃত্তিও পায় সে। সকল শিক্ষকেরই সুনজর আছে তার প্রতি। অবশ্য তার ব্যবহারও ভাল। নম্র, বিনয়ী, দায়িত্বশীল এবং একটু সংশোধন বাদী অর্থাৎ তার সামনে যদি কারও ভুলের জন্য আরেকজন কষ্ট পায়, তবে তার মনের নোট বুকে সে লিখে রাখবে তার দ্বারা যেন এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অবশ্য এজন্য তাকে অন্য সকলের চেয়ে একটু বেশী কষ্ট করতে হয়। কারণ অন্য সকলে হয়ত ফাঁকি দিয়ে বা অন্য ভাবে কম কাজ করে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু তার ধারণা যদি সে তার কাজে ফাঁকি দেয় তবে তা নিশ্চয়ই অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হবে।

আর সুস্বাস্থ্য না হলেও বলা যায় মোটামুটি স্বাস্থ্যবান। সুস্বাস্থ্যের অভাবের তুলনায় কাজ করার আগ্রহ তার বেশী। তার ধারণা নিজের কাজ ছোট হলেও নিজে করা অপমানের বা লজ্জার কিছু নয় এবং তার কাজ সে নিজে যত ভাল করে করবে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ আর এত ভাল করে করবে না। এ ছাড়া অত্যন্ত দায়িত্বশীল সে। কোন কাজের ভার পড়লে পুরোপুরি কাজ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনা।

সেবার খুব কলেরা দেখা দিয়েছে। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে খুব কর্মব্যস্ততা। নিয়তই রুগী আসছে। অধিকাংশেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই ডাক্তারদের, নার্সদের, কারও আর বিরাম নেই। সদা সর্ব্বদা রুগীদের দেখা, ওষুধ দেওয়া, ইনজেকশন দেওয়া লেগেই আছে।

এক বছরের কাজ যেন অল্প কয়েক দিনে করতে হচ্ছে। তাই তারা অল্প কয়েক দিনের কাজেই দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

রুগীদের কয়েকজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, আবার রাত্রে মাঝে মাঝে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ঠিক সময় মত, তাদের ঔষধ দেওয়া বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করলে তাদের বাঁচানোই দায়। তাই এ বিভাগের কয়েকজন রুগীর ভার পড়েছে সুধীনের উপর। পর পর ছয় রাত জেগে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে অক্ষরে অক্ষরে। একটি রুগীকেও সে মরতে দেয়নি। যমের সঙ্গে যেন প্রাণপণ লড়াই করে বাঁচিয়েছে প্রতিটি রুগীকে। কিন্তু সে মানুষ। তার ক্ষমতা সীমিত। এক সময় সে ক্লান্তি বোধ করবেই। ক্লান্তি তার মধ্যে এসেছেও। কিন্তু কাজের চাপে ক্লান্তির অনুভূতি তার মধ্যে জাগেনি।

সপ্তম রাত্রে ডিউটিতে এসে দেখে রুগীদের অবস্থা মোটামুটি ভাল, চিন্তার কোন কারণ নাই। এছাড়া আজকের রাতটা কোন মতে কাটিয়ে দিতে পারলেই তার এ দায়িত্ব থেকে রেহাই। কারণ পরের দিন থেকে ডিউটি বদলে যাবে। আর কিছুদিন রাত জাগতে হবে না, এত পরিশ্রমও করতে হবে না। মনটা তাই একটু হালকা হয়ে এল তার। রুগীদের সকলকে ভাল করে একবার দেখে গিয়ে, একটা চেয়ারে একটু বসল সুধীন। রাত প্রায় তখন ১টা। কাজের চাপ না থাকায় হাল্কা মনে এক সময় প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। একটানা ছয় রাত জাগা, তার উপর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম, কিন্তু কাজের চাপে আগে বুঝতেই পারেনি কিছুই। এই মুহূর্তে মনে হল যেন সে অপরিসীম ক্লান্ত, অবসন্ন। তার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। এক সময় ঘুমে তার চোখ অবশ হয়ে এল। চিন্তা শক্তি লোপ পেয়ে গেল। আপনা থেকে চোখ বুজে এল যেন টেনে চোখ খোলা যায় না। সমান মাপের ছয়টা পাইপের জল এক সঙ্গে একই সময়ে এক পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে তার গতির তীব্রতার সহিত এ ঘুমের গভীরতার তুলনা করা চলে।

কিন্তু বিধি বাম। সেই গভীর রাতে এক রুগী এসে হাজির। রুগীটি আর কেউ নয়, পাঁচ - ছয় বছরের একটি বালিকা। অবস্থা এতই আশঙ্কাজনক, যে সকলে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। Doctor in Chargo Dr. Sen দেখে বললেন অবস্থা খুবই খারাপ, তবে সকালের আগে কিছু বলা যাবে না। সকাল পর্যন্ত এই কয়েক ঘণ্টায় যদি যা কিছু করার আছে করে অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় তবে ভাল না হয়ত আর কোন আশা নেই। এই কয়েক ঘণ্টার প্রতিটি সেকেণ্ড মিনিটকে নিঃশেষে কাজে লাগাতে হবে।

একটি মিনিটের ভুলের মাশুল হবে হয়ত ঐ নির্দোষ জীবনটি। ডাক পড়ল সুধীনের। সুধীনের অবস্থা যে কী করুণ তা একমাত্র ভুক্ত ভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবেন না। পৃথিবী রসাতলে যাক তবুও এ ঘুম ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়না। এটা কি সুধীনের দোষ? ভুক্তভোগী কেউ হয়ত বলবে না ওটা ওর দোষ নয়। কিন্তু সুধীনকে যেতেই হয়। ডাঃ সেনের কাছ থেকে করনীয় সমস্ত কাজ বুঝে নিলো সুধীন। যাবার সময় ডাঃ সেন বলে গেলেন যদি খুব খারাপ কিছু দেখা যায় তবে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

ঘুমের আবেশ তখনো যায়নি কী দারুণ যে তার কষ্ট হতে লাগল তার সাক্ষী শুধু নিস্তব্ধ রাতের সেই সময়টুকু। অগত্যা ঘুমের মেজাজেই কাজে হাত দিলো সুধীন। প্রথম ইনজেকশন দিতে গিয়েই দেখে রুগী পাঁচ - ছয় বৎসরের কী সুন্দর এক বালিকা। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ২ - ৩ জন লোকেও শান্ত করতে পারছে না। বালিকা- দাঁত ও মাড়িতে যেন হাসি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া। দাঁত ও মাড়ি থেকে ঠোঁট আলগা করে কাঁদলেও দেখে মনে হবে হাসছে। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় নির্দোষ, নিস্পাপ পবিত্র একটা প্রাণ বীভৎস যন্ত্রণায় অযথা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সুধীন চমকে উঠে। কোথায় পালিয়ে গেল তার ঘুম এক করুণ দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সে প্রায় বছর ৮ - ৯ আগের কথা। তখন সে গ্রামের বাড়ীতে থাকত। তার একটা ৫ - ৬ বৎসরের বোন ছিল তার মুখটা দেখে মনে হ'ত নির্দোষ, নিস্পাপ, পবিত্র একটা প্রাণ যাকে অগ্নিদগ্ধ করতে পারেনা, জল সিক্ত করতে পারেনা, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। তারও কথায় কান্নায় হাসি ঝড়ে পড়ত। এমনি এক রাতে সেও ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারকে যথারীতি 'কল' দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু এসে পৌঁছাবার আগেই অস্ফুট যন্ত্রনায় তার জীবন দীপ নিবে গেল। সুধীন অসহা- য়ের মত দাঁড়িয়ে দেখে আর অব্যক্ত বেদনায়, যন্ত্রণায় কাঁদতে থাকে। কিন্তু মরে গেলে কি হবে, শুধু প্রাণটা নেই বলে। আর সবই আছে। যেন সেই নির্দোষ, নিস্পাপ, পবিত্র মুখটি — অগ্নি যাকে দগ্ধ করতে পারেনা, জল সিক্ত করতে পারেনা। যেন নির্ভয়ে নির্বিকার চিত্তে ঘুমিয়ে আছে। আর তার দাঁত ও মাড়ি এমন ভাবে বেরিয়ে আছে যেন মজার কিছু স্বপ্ন দেখছে আর স্বপ্নের মধ্যে হেসেই চলেছে। সব মিলে একটা অতি রমনীয় চিত্র জেগে উঠে ছিলো, অভাব শুধু প্রাণের।

সুধান ভাবতে লাগল যদি ডাক্তারবাবু ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুতে পারতেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা করতেন তাহলে হয়ত তার বোনের জীবনটা রক্ষা পেত। গ্রামের দুজন ডাক্তার সর্বদা এত ব্যস্ত যে তাদের 'কল' দিলে ঠিক সময় মত উপস্থিত হতে পারে না। আর ঘরে বসে প্রচুর রোজগার করে, কষ্ট করে আর দূরে যেতে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে রুগীকে দেখতে তাদের সম্মানে লাগে। এ ভাবে তার বোনের মত কত বোনের ভাইয়ের প্রাণ নষ্ট হয়েছে। হয়ত আরও কিছুর নষ্ট হতে পারে। আচ্ছা এর কি প্রতিকার নেই? ভাবতে লাগল যদি সে ডাক্তারী পড়ে একদিন ডাক্তার হয়ে এই গ্রামে আসে, যখন যে ডাকবে তখনি যদি যায়, আন্তরিক মানুষের সেবা করে, তবে হয়ত এ অসুবিধা দূর হয়। ঠিক করল সে ডাক্তারী পড়বে। ভাল ডাক্তার হবে সে। যেন তার একটু ঠিক সময়ে পৌঁছনার জন্যে, একটু ঔষধ দেওয়ার জন্য তার বোনের মত অকালে কাউকে প্রাণ হারাতে না হয়। তার একটুকু ভুল, বা চেষ্টা না করার পরিণাম এ রকম দুঃসহ না হয়। একজন ডাক্তারের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তার সবটুকুই সে নিঃশেষে করবে করবে সকলের জন্য। এ ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন তার দ্বারা না হয়। এক রকম প্রতিজ্ঞাই করল সে।

তাই মন দিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। ডাক্তার তাকে হতেই হবে। কিন্তু ভাল রেজাল্ট না করতে পারলে তো ডাক্তার হওয়া যাবে না। আরও বুঝতে পারল ডাক্তারী পড়বার মত টাকা ওর বাবার নেই। এখন একমাত্র উপায় হল যদি ভাল রেজাল্ট করে বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করা যায়। তাই বাধ্য হয়ে এবং নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে পড়াশুনার প্রতি তার আগ্রহ বাড়াতে হল, সেইজন্যই সেও আজ ভাল ছেলেদের মধ্যে একজন। অসীম আগ্রহ ও চেষ্টায় সে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হল। অনেক চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হল। বৃত্তিরও ব্যবস্থা হল। এবার মন দিয়ে পড়াশুনা চালাতে লাগল যাতে রেজাল্টটি খারাপ হয়ে বৃত্তি বন্ধ হয়ে না যায়। দায়িত্বশীলতা, বিনয়, নম্র ব্যবহার পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি গুণে সে শিক্ষকের আস্থাভাজনও হয়েছে। যখন যে কাজ এসেছে পূর্ণ দায়িত্বে সে তা করেছে। রুগীদের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহারে সকলের মন কেড়েছে। কোন কাজে এতটুকু অবহেলা নেই, শিথিলতা নেই। অবশ্য এটাও ছিলো তার প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার কাজে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে, অবহেলা দেখা যাচ্ছে। হয়ত এতে পরিণাম স্বরূপ কালি কাটির

জীবন দীপ নিভে যেতে পারে। না এই এই বালিকাটিকে তার বোনের মত ঔষধ পথ্য ও সেবা যত্নের অভাবে অকালে প্রাণ হারাতে দেবে না। তার একটুকু সময় মত দেখা, ঔষধ দেওয়া প্রভৃতির অভাবে মরতে দেবে না। তার প্রতিজ্ঞা পালনের এই তো সুবর্ণ সুযোগ। না এ সুযোগ সে অব-হেলায় হারাবে না। এ অবস্থায় যা করণীয় তার সব কিছুই সে করবে, একটুকু অব-হেলা করবেনা। কোথায় পালিয়ে গেল তার ঘুম। রাত্রের বাকী কয়েক ঘন্টার প্রতিটি সেকেণ্ড মিনিটকে সে নিঃশেষে কাজে লাগিয়েছে। ধৈর্য্য সহকারে বিচক্ষণতার সহিত; আন্তরিক ভাবে সে তার কাজ সম্পন্ন করেছে। এ লড়াই এ তার জয় হয়েছে।

ভোরের দিকে ডাঃ সেন এসে দেখলেন অবস্থা ভালর দিকে। বললেন ভয়ের আর কোন কারণ নেই। সুধীনকে বললেন, সাবাস সুধীন! "আমি জানতাম তুমি এ কাজ পারবে, তাই অন্য কাউকে এ কাজের ভার দিইনি। যাও এবার বিশ্রাম কর গিয়ে।

বিজ্ঞান মানুষকে কত যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে তার তুলনা নেই, কিন্তু মানুষের কল্যাণ হস্তের স্পর্শ, তার সেবা প্রভৃতির অভাবকে আজও দূর করতে পারেনি। তাই দেখা যায় মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যতদিন বিজ্ঞান মানুষের এ অভাবকে দূর করতে পারবেনা ততদিন এ সম্পর্ক বজায় থাকবেই।

—০—

প্রশ্ন করিও না তোমার দেশ তোমার জন্য কি করিবে — প্রশ্ন কর তুমি দেশের জন্য কি করিতে পার।

— জনফিট জেরাল্ড কেনেডি

সংগ্রাহক — ৪৫১১ শংকর সাহা।

বিজ্ঞান ও ভগবান

— ঠাকুরদাস আচার্য
মুঙ্গের, বিহার

(লিপিমিতা গল্প প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

অনেক দিন থেকে ছিল এই পরিকল্পনা-টা। এবার মিতালীর পরীক্ষা হয়ে গেলেই এক মাসের ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাবো দেওঘরে। বড় পিসীমার বাসায়। পিসেমশায় ধানবাদ থেকে বদলি হয়ে দেওঘরে গিয়েছেন। শুনে আসছি দেওঘর বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। পাঁচীর বরাদ্দের মত খানা খেয়ে খেয়ে জীবনী শক্তির লোপ পেয়ে গেছে অনেকটা। এক মাস দেওঘর থেকে মন প্রাণ এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করে গায়ে গতরে চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসবো এই ছিল মনোবাসনা।

মিতালীর পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং আমিও এক মাসের ছুটি পেয়ে গেলাম — বের হয়ে পড়ার আর কোন বাধা নেই। কিন্তু কলকাতায় আমার জন্ম এবং কলকাতাতেই আমি মানুষ, কলকাতার হাওয়াতেই আমি বড় হয়েছি। মাঝে মাঝে যদিও এই সমস্যা-পূর্ণ মহানগরীর উপর বিতৃষ্ণা এসে যায়, কিন্তু ছাড়তে গেলেই বুঝতে পারি এই কলকাতা আমার কত আপন কত তাকে ভালবাসি। তাই কলকাতার বাইরে যখনই কোথায়ও গিয়েছি এক সপ্তাহের বেশী থাকতে পারিনি। কলকাতার জন্য আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছি।

ছুটির প্রথম ২/৩ দিন অলসভাবে কাটিয়ে দিলাম। এক মাসের জন্য কলকাতাকে ছেড়ে যেতে মনটা চাইছিলো না। মিতালীর কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। বেডিং পত্র বেঁধে ছেঁদে পুরোপুরি তৈরী হয়ে রইলো আর ঘটায় ঘটায় আমাকে বিরক্ত করছিল 'একি দাদা, তুমি এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেলে — কখন কোন ট্রেন ধরবে বলো না?'

আমি নিরস কণ্ঠে জবাব দেই, 'তুই এত উতলা হচ্ছিস কেন মিতু। দিনত এখনও ঢের হাতে আছে কোন এক দিন ট্রেন ধরলেই চলবে।' আমার কথা শুনে মিতালী মুখ ভার করে উঠে।

এমন সময় এল মাসিমার চিঠি! লিখেছেন আসামের কোন অখ্যাত যায়গা থেকে। মেশোমশায় রেলের ডাক্তার। মাস খানেক হল তিনি ঐ যায়গাতে বদলি হয়ে গেছেন। যায়গাটি পাহাড়ী এলাকা এবং অনেকটা জঙ্গলী যায়গা হলেও পরিবেশ নাকি বেশ সুন্দর! এই একমাসেই মাসিমা যায়গাটিকে কত ভালবেসে ফেলেছেন তা তার চিঠি পড়লেই বুঝা যায়। তিনি লিখেছেন "আমাদের কোয়াটারের অনতিদূর দিয়া একটি নদী কুল কুল রবে বহিয়া গিয়াছে। যখন সন্ধ্যা হয় আমরা সকলে নদীটির তীরে পাথরের উপর আসিয়া বসি। কত যে ভাল লাগে তখন। মিতালীর পরীক্ষা হইয়া গেলেই — কিছু দিনের ছুটি লইয়া তাহাকে নিয়া অবশ্য অবশ্য এখানে আসিয়া বেড়াইয়া যাইবি।"

পত্র পেয়েই মিতালী মহাখুশী। দেওঘড় যাওয়ার আমার ইচ্ছে নেই এটা অনুমান করে মিতালী বললো দাদা, বুঝতে পেরেছি দেওঘর যাওয়ার তোমার ইচ্ছা নেই কিন্তু মাসিমার ওখানে যাওয়ারত কোন আপত্তি থাকতে পারে না তোমার।

আমার কাছে দেওঘর যাওয়া এবং আসামের ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করা একই কথা —উভয় ক্ষেত্রেই আমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। একথাটা মিতালীকে বলে কোন লাভ নেই।

কিন্তু একটা তর্ক করার সুযোগ পেতেই স্বভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, বললাম মাসিমার ওখানে যাওয়ার আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পারবো কিনা সন্দেহ।

আমার কথাগুলি মিতালীর নিকট হেয়ালীর মত বলে মনে হলো, বললো, "তার মানে!"

আমি বললাম আসামের জঙ্গলে কত শত শত বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, বিচরণ করছে তার কোন ইয়ত্তা নেই — বই পুস্তকে শিকারী সাহিত্যিকদের গল্প পড়লেই তা বুঝা যায়। কখন কোন সময় এসে ঘাড় মটকে দেবে তার কি ঠিক। কোন রকমে বন্য পশুদের হাত থেকে বাঁচা গেলেই দেশের অধিবাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা ভাবা যায় না = সেখানকার প্রতিটি লোকেই যে আসামী।

আমার আবোল তাবোল বকুনি শুনে মিতালী আর কোন কথা বললো না। মুখে গম্ভীর করে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল। মিতালীর এই গম্ভীর মুখ এ

বদক্রিষ্টিকে খুবই ভয় করি। এবার থেকে যত রকমে পাবে নাজে হাল করার চেষ্টা করবে সে।

বিকাল বেলায় দেখ্লাম মিতালী মুখভার করে বসে আছে। বুঝতে পারলাম এবার সে নিজের পরিকল্পনা মত এগিয়ে যাবে। আমি না বুঝার ভান করে বললাম মিতু ষ্টোভটা জ্বেলে এক কাপ চা করে নিয়ে আয়-তো দিদি চট্ করে। আমাকে এক্ষুনি বোঝাতে হবে। আমি ব্যস্ততার ভান করি।

মিতালীর তার মাথাটি ঝাকুনি দিয়ে রাগ করে বললো আমি পারবো না। তুমি নিজেই গিয়ে চা করে খাওগে। আমার বড্ড মাথা ধরেছে। মিতালী তার পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যাসময় ফিরে এসে দেখি মিতালী শুয়ে আছে বিছানায়। সত্যি সত্যি তার মাথা ধরলো কিনা কে জানে। সত্যি মিথ্যা দু' রকমেই মাথা ধরতে সে ওস্তাদ। কোনটা যে আসল আর কোনটা যে নকল বুঝা ভার। একবার তার মাথা ধরার দিকে খেয়াল করিনি—মিথ্যা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম — কিন্তু সত্যি সত্যি সেবার মিতালী সাংঘাতিক অসুখে পড়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে তার সত্যি মিথ্যা দুই রকম মাথা ব্যাথাতেই সমান শঙ্কিত হয়ে উঠি।

তবে কোনটা তার আসল আর কোনটা তার নকল মাথা ব্যাথা তা জানার কৌশলও আমার আয়ত্বে এসে গেছে।

আমি বল্লাম সত্যিই মিতু তোর মাথা ধরেছে ? মিতালী বললো তুমি আমাকে এখন বিরক্ত করবে না।

দাদা — সত্যি মিথ্যার জবাব আমি দিতে পারবো না।

এবার আমি করুণ কণ্ঠে বললাম মিতু তোর মথা ব্যাথর জন্য কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠেছি তা' কি তুই বুঝতে পারছিস না। তুই কি তোর দাদার জন্য একটু ভাবিস না ?

এবার কাজ হল। মিতালীর চোখ ছল ছল করে উঠলো। তার ছল ছল চোখে দুষ্টোমির হাসি ফুটে উঠলো। এক লাফে বিছানা ছেড়ে হাসি চাপতে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষন পর ফিরে এসে বললো 'দাদা, অমি উনুন ধরিয়ে দিয়েছি। আজ তোমাকে একটা নুতন জিনিষ তৈরী করে খাওয়াব।'

আমি বললাম কোন জিনিষ ?

রহস্যস্বরে মিতালী বললো, মুলোর হালুয়া।' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, মুলোতে আবার হালুয়া হয় নাকি। মিতালী বললো 'হয় কিনা খেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।' মিতালী আমাকে খুশী করবার জন্যই এবং তার যে কিছুই হয়নি তা জানাবার জন্যই যে উঠে পড়ে লেগেছে তা' বুঝতে পারলাম। বললাম 'মিতু, কাল সকালেই আমরা মাসিমার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তুই সব তৈরী করে নিবি। শুনে মিতালী খুশীতে ঝলমল করে উঠলো।

জায়গাটা যতটা জঙ্গল জঙ্গল হবে ভেবে ছিলাম, ততটা নয়। রেলের ছোট্ট একটি জংসন ষ্টেশন। ষ্টেশনের আসে পাশে কয়েকটি দোকান আছে এবং কিছুদূরে ছোটখাট একটি আলোচনা সভা বসেছিল। মেশোমশায়ও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিনকার খবরের কাগজে মহিলা অভিযাত্রীদের দ্বারা রোলটি পর্বত বিজয়ের খবর বেশ ফলাও করে প্রকাশ পেয়েছিল। এই খবরটুকু প্রাচীন পন্থী এবং নবীন পন্থী উভয় পন্থী মহিলাদের মনে প্রাণে কি যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল তা' ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। মিতালী ততদিনে তার সমবয়সী কয়েকটি সখীও জুটিয়ে ফেলেছিল তারাও এই আলোচনা সভাতে যোগ দিয়েছিল। সমবেত নারীরা আমাকে আর মেশোমশায়কে পুরুষের প্রতিভূ হিসাবে সামনে রেখে সমস্ত পুরুষ জাতিকে বাক্যবাণ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছিল। আমাদের অবস্থা হয়েছিল তখন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। আমার আর মেশোমশায়ের প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও অধিক সংখ্যকের ভোটে এটা পাশ হয়ে গেল যে এই রোলটি পর্বত বিজয়ীনীদের যদি সত্যিকার সম্মান জানাতে হয় তবে কাগজে কলমে না জানিয়ে হাতে কলমে জানাতে হবে মানে এখান থেকে মাইল দুই দূরে নদীটির অপর পারে সব চেয়ে যে উঁচু পাহাড় শৃঙ্গটি দৃষ্টি গোচর হচ্ছে তাতে আরোহন করে। মেশোমশায়ের আপত্তি ছিল এতদূর যাওয়া উচিত হবে না এবং আমার আপত্তি ছিল সখ করে বনা - জন্তুদের পেটে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কিন্তু সবাই আমাদের 'অতি ভীতু' আখ্যায় ভূষিত করে আমাদের এই আপত্তিকে উড়িয়ে দিল।

তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর সময়টি। আলোচনার ফাঁকে কখন যে মিতালী বাইরে চলে গিয়েছিল তা' আমাদের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তার আর্তস্বর ভেসে এলো "দাদা ! দাদা !"

মিতালীর আর্তস্বরে আমরা সকলে চমকিত

হয়ে উঠলাম। আতঙ্কিত হয়ে একযোগে সবাই বের হয়ে এলাম। বাইরে এসে যা দেখলাম তা' আর ভুলবার নয়। নদীর উপর দিয়ে প্রবল বেগে কি যেন ছুটে আসছে। নদীর বুকে সেই কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড। সমস্ত নদীর জল বুঝি আকাশে উড়ে যাবে এমন উচ্ছাস। আর আকাশ ব্যাপী সেকি চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা আর সেকি সোঁ সোঁ গর্জন। কানে তালা লেগে যাওয়ার মত। শরৎচন্দ্রের বর্ণিত কথাটি আমার মানস পটে ভেসে উঠলো। সমুদ্রের ঝড়ের সেই তাণ্ডব ঢেউয়ের শক্তি বুঝাতে গিয়ে বলেছিলে প্রাণ ভ্রমরা পিষে দেওয়ার সাথে এক নয়, কোটি কোটি রাক্ষস চারিদিক দলিত মথিত করতে করতে যে ভাবে ছুটে আসছিল এও যেন তেমনি। কিন্তু তার চেয়েও যেন অধিক — সেই আকাশ ব্যাপী আলোর বন্যা কোটি কোটি দানবের চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে বুঝি। আমাদের মনে হয়েছিল এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হতে চলছে। হঠাৎ আলোর বন্যার দিক পরিবর্ত্তন হ'ল। অপর পারে পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল — সাথে সাথে সোঁ সোঁ গর্জনও থেমে গেল। ওপারে অদৃশ্য হওয়ার আগে এর চিহ্ন রেখে গেল শত শত বৃক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে খড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে।

আমরা অভিভূত হয়ে দৃশ্যটি দেখলাম। কতক্ষণ ধরে যে এই তাণ্ডব লীলা চলছিল অনুমান করতে পারছিলাম না। আমরা সবাই অনুভূতি শক্তি হারিয়ে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নের মত যেন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এই ব্যাপারটি ঘটে গেল। যখন আমার সম্বিৎ ফিরে এলো দেখলাম সমস্ত শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছে এবং তখনও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি।

সেদিন রাত্রিবেলায় মেশোমশায়ের বাসায় আবার আলোচনা সভা বসলো। এতে যোগ দিয়েছিলেন মেশোমশায় এবং তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব — কয়েকজন গণ্যমান্য রেল চাকুরে এবং কয়েকজন বুদ্ধিমতী মহিলাও। সবাই প্রত্যক্ষদর্শী।

সর্ব্ব প্রথম আমাকেই প্রশ্ন করা হ'ল আমার বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাপারটার পেছনে কোন কারণ থাকতে পারে। সেই প্রলোয়ঙ্কর জলোচ্ছাস, কর্ণভেদী সোঁ সোঁ গর্জনে এবং চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা — বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। নিজের চোখে না দেখলে তাকে হয়ত আমি আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতাম। যাক এতগুলো গন্যমান্য - ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে আমাকেই কেন প্রথম প্রশ্ন করা হ'ল বুঝতে

পারলাম না। কিন্তু আমি হলাম কলকাতার ছেলে — ভিতরে যাই থাকুক উপরে ব্রহ্মজ্ঞানী। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর আমাদের জানা না থাকলে চলে না। আমার বিদ্যা ফলাতে আর বেশী দেরী করলাম না। গলাটাকে দুই তিনবার খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম — এবং চোখে মুখে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলে বললাম, ব্যাপারটা এমন কিছুই মারাত্মক নয়। আপনারা সসারের কথা শুনেছেন — উড়ন্ত সসার?'

শুনেছেন বলে সবাই সায় দিলেন।

আমি বললাম, সেই রকমই একটি সসার বাষ্টিং করেই এমন প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছে — কাল সকাল বেলায়ই হয়ত কোথাও সসারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। কারও কাছ থেকে প্রতিবাদ না আসায় বুঝতে পারলাম পাণ্ডিত্য সবার মনে ধরেছে। কিন্তু মিতালী হল কলকাতার মেয়ে — সেকি আর এত সহজে ছাড়ে। বললো সসারের গল্প শোনা গিয়েছে অবশ্য — তার অস্তিত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা চলেছে সত্যি — এখন পর্যান্তও কিন্তু সঠিক কথা জানা যায়নি। আমার মনে হয় কোন কৃত্তিম উপগ্রহ ধ্বংস হয়ে গিয়েই এমন বিপর্যায় ঘটে গেছে — এর পেছনে এটমিক প্রতিক্রিয়াই বর্ত্তমান। তবে—হবে? শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন ছুড়ে মারলো।

তবে উপগ্রহটা আমেরিকার না রাশিয়ার তা' ঠিক বলতে পারছি না। মিতালীর সুরে এমনই দৃঢ়তা প্রকাশ পেল যে এর মূলে রয়েছে শুধু আমেরিকার অথবা রাশিয়ার কৃত্তিম উপগ্রহের হাত, এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় — এ ব্যাপারে সে একেবারে নিশ্চন্ত।

আমাদের এই পাণ্ডিত্য দেখলাম মেশোমশায়ের ডাক্তারী মগজেও সংক্রামিত হয়েছে। তিনি ডাক্তারী সুলভ হাসি হেসে বললেন—তোমরা বড্ড বেশী রাশিয়া আর আমেরিকা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো — কিন্তু ঘরের কাছে কি ঘটছে তার তো খবর সন্ধান রাখো না।

'ঘরের কাছে?'

হাঁ হাঁ, চীনাদেরই কীর্ত্তি এটা। ধারে কাছে কোথায়ও আনবিক পটকা ফাটিয়েছে তারা — তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই অঘটন ঘটেছে — কাল সকালেই তা' টের পাবে। — যখন দেশ বরেণ্য রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্য প্রকাশ করেন এবং এই বক্তব্যের উপর আর কোন বক্তব্য চলে না এমন সুরে কথাটা বললেন মেশোমশায়।

অদূরে বসে আমাদের আলোচনা শুনছিলেন যশোমশায়ের অশীতিপর বৃদ্ধা মা। তিনি ধীরে ধীরে বললেন — ভাই সবই ভগবানের হাত। সবই তার লীলা। তার লীলা বুঝার মত শক্তি আমাদের নেই।” এতটুকু বলেই তিনি থামলেন। তার চোখে মুখে এমন একটি জ্যোতি ফুটে উঠলো যা আমাদের মনে প্রতিফলিত না হয়ে পারলো না। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের মন প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। আমি ভাবতে পারলুম বাঘছাল পরিধান করে বাঘছালের উপর বসে আছেন এক ধ্যান যোগী - পুরুষ। মাথায় তার জট; গলায় হাতে সাপের মালা — পাশে ত্রিশূল তার মধ্যে ঝুলানো ডমরু— যার ধ্যান ভাঙলে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠবে। আমি যেন ভগবানকে আমার অন্তরে খুঁজে পেলুম।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার ধারে এসে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে অন্তর খুলে তাকালাম। কোটি কোটি গ্রহ-তারকার নিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি — যিনি তার স্রষ্টা — তার উদ্দেশ্যে আমি আমার ক্ষুদ্র নমস্কার জানালাম।

একদিন পর এই সংবাদটি দামী দামী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হল। তারও দু' তিন দিন পর একদল বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হলেন ব্যাপারটা সরজমিনে তদন্ত করার জন্য।

নানা মুনির নানা মত — মুনিরা নাকি কোন বিষয়েই এক মত হতে পারেন নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। বিজ্ঞানিকদের এক মত হতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। সে দিন বিকালেই তারা তল্পী তল্পা গুটিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

বৈজ্ঞানিকদের মতে এটা একটা ঘুর্নিঝড়ের কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘুর্নিবায়ু যখন নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিল — উচ্ছ্বসিত জল বাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ধূলি কনাকে আশ্রিয় করে উপরে উঠে গিয়েছিল। তা উপর সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধানো আলোর সৃষ্টি করেছিল। তবে তাদের মতে এই ঘুর্নি বায়ু ছিল নাকি অভূত পূর্ব।

বৈজ্ঞানিকদের এই উক্তি শোনার সাথে সাথে কে এমন আমাকে ধাক্কা মেরে স্ব থেকে ফেলে দিল। আমার অন্তরে ভগবানকে আর খুঁজে পেলুম না।

—:০:—

রান্না ঘর

গোপা মুখোপাধ্যায়।
(হাওড়া)

ঘুগনী

উপকরণ—

ডালকাবলী মটর ২৫০ গ্রাম (রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে) মাঝারি আলু ৪/৫ টি ডালনার মতন করে কাটুন। ১/২ মালা নারকোল (খোসা ছাড়িয়ে) কুচিয়ে রাখুন।

১ গাঁট তেঁতুল ভিজিয়ে রাখুন। (লঙ্কা, জিরে, ধনে, ইত্যাদি ভেজে) গুঁড় মশলা তৈরী করে রাখুন কিছুটা।

এ বারে ঐ রাত্রের ভেজান মটর গুলি একটি হাঁড়িতে দিয়ে ৩/৪ বা ১ সের মতন জল ১/২ চামচ খাবার সোডা এবং ঐ নারকেলের কুচা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা দিন।

মটোর গুলো সেদ্ধ হয়ে বেশ ফাটা ফাটা মতন হয়ে এসেছে তখন ঐতেই আলুর টুকরা গুলি এবং (১গাঁট) আদা-বাটা ১ চা চ লঙ্কা ও ১ চামচ হলুদ গুড়ো, চায়ের চামচের ৬/৮ চামচ চি-ও আন্দাজ মতন নুন দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দিন।

যখন দেখবেন আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং জল ও মধ্যে বেশ ঘন ঘন মতন হয়ে যাবে তখন ঐতে বড়চামচের ২ চামচ (বা চ চামচের ১০/১২ চামচ) তেল ও তেঁতুলের কাইটি ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন ২/৪ মিনিট।

এবার একটি কানাউঁচু থালায় বা ডেকচিতে ঢেলেদিয়ে তাতে ঐ মশলা ভাজার গুড়া ২ চামচ ও ১টি পাতি লেবুর রস ছড়িয়ে মিশিয়ে দিন। তাহলেই বেশ মুখরোচক ও সময়োপযোগী সুন্দর ঘুগনী তৈরী হয়ে যাবে।

রুটি ভাজা—

বাসী রুটি মানুষের পাতে দিতে মনটা বেশ খুঁৎ খুঁৎ করে। অথচ এখনকার দিনে পাঁউরুটি মেলা ভার।

পাঁউ বা বাসী রুটিকে যদি চাটুতে সেঁকে, দুপিঠে সামান্য করে ঘি ছড়িয়ে একটু লাল লাল করে

সেঁকে নিন, তাহলে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করলে ভালই লাগবে।

এরসঙ্গে ইচ্ছা হলে জেলি, আচার, সামান্য মিষ্টি কিম্বা কোন তর-কারি পরিবেশন করতে পারেন। আবার শুধু রুটি ভাজাও পরিবেশন করতে পারেন॥

আবার ভাতের সঙ্গে বাসীরুটি তেলে ভেজে, পাঁপড়ের মতন ব্যবহার করাও চলে॥

ছাতুর রুটি—

২৫০ গ্রা আটা ভাল ভাবে অল্পনুন ও ময়ান দিয়ে মেখে রাখুন।

এবার ১২৫ গ্রা: ছোলার ডালের ছাতুতে আন্দাজ মতন, নুন, মিষ্টি, লঙ্কার গুড়া, চায়ের চামচের ২ চামচ তেল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার সামান্য করে জল দিয়ে ছাতুটা মাখুন (দেখবেন কিন্তু যেন কাদাকাদা না হয়ে যায়। হাত চাপ দিলে ঢেলাহয়ে যাবে কিন্তু আবার একটু হাত লাগলেই গুড়ো হবে। এমন ভাবে মাখুন)

এবার মাখা আটাটার লেচি করে মধ্যে ছাতুর পুরটি ভরে রুটির মতন বেলে সেঁকে পরিবেশন করুন।

(খ) আবার ইচ্ছা হলে ওটি স্যাঁকবার সময় দুপাশে ১ চামচ করে ঘি দিয়ে সেকে একটি কৌটায় বন্ধ করে রাখুন।

২।১ ঘন্টার পর পরিবেশন করলে এটি ভাপে থেকে বেশ নরম হবে এবং গরমও থাকবে।

—•═

প্রশ্ন করিও না তোমার দেশ তোমার জন্য কি করিবে — প্রশ্ন কর তুমি দেশের জন্য কি করিতে পার।

জনফিট জেরাও কেনেডি

সংগ্রাহক ৪৫১১ শংকর সাহা

বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভিস্তি — জল বহিবার মশক, মজা - কৌতুক মজুমদার - পদবী, মজুর - শ্রমজীবী, ময়দা - গমের মিহি গুড়া, ময়দান - মাঠ, মরদ - মদ্দ, মরিচা - লৌহমল, মর্দ - সাহসী, মর্মর - মারবেল পাথর, মলিদা - পশমী শীত বস্ত্র, মশক - জল বহিবার চামড়ার থলি, মাজুফল - ওক ই. বৃক্ষে জাত কীট নির্মিত কোষ।

মাদী - স্ত্রী জাতীয়, মালাই - দুধের সর, মালিশ - মর্দনের ঔষধ, মাহ - মাস, মিনা - ধাতু ই র উপর কাচের তুল্য কলাই, মিনার - স্তম্ভাকৃতি চূড়া, মিসি - দাঁত কালো করিবার মাজন, মিহি - সরু, মুরগী - কুকুটী মুর্দা - শব, মুসলমান - মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী, মেওয়া - কাবুলই দেশ হইতে আনীত ফল। মেজ - টেবিল, মেথর - যে ময়লা সাফ করে।

মেরজাই - ছোট জামা, মেহের বান দয়ালু, মোগল — তাতার জাতির শাখা, মোজা — পায়ে পরিবার সুতা, পশম ই র আবরণ। মোম - মৌচাকের উপাদান, মোরগ কুক্কুট- মোহর - স্বর্ণ মুদ্রা।

রওনা — যাত্রা, রগ — ললাটের পার্শ্ব-দেশ, রপ্তানি - বিক্রয়ের জন্য পণ্য দ্রব্য অন্য দেশে প্রেরণ, রবাব - বীণা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র, রসদ - সৈন্যগণের আহার্য সামগ্রী, রসিদ - প্রাপ্তি স্বীকার পত্র।

রাং - নিহত পশু পক্ষীর জঙ্ঘা, রাস্তা পথ, রাহা উপায়, রাহী পথিক, রুমাল মুখ হাত মুছিবার বস্ত্র খণ্ড, রেউচিনি উদ্ভিদের মূল বিশেষ, রেশম জাট পোকার তন্তু, রেহাই অব্যাহতি, রোজ দিন, রোজা রমজান মাসে পালনীয় মুসলমানের উপবাসব্রত, রোশন চৌকি - সানাই ইঃ র ঐকতান বাদ্য, রোশনাই - আলোক।

—•—

পত্রসাহিত্যের টুকিটাকি

রেঙ্গুনের চিঠি

Rangoon Drug House
819, Dalhouse Street,
Rangoon, Burma.

ভাই সংঘমিত্রা,

লিপিমিত্রা ৮।২ সংখ্যায় "মিচিনার স্মৃতি" প্রকাশ করেছিলেন। মিচিনা শহর চীন সীমন্তের কাছে। এই শহরটি বর্মার শেষ সীমানা কেচ্ছুহন ষ্টেটের প্রধান শহর। এই মিচিনা থেকে মাছ ধরে রান্না করে খেয়ে দেয়ে সারাদিন ফুর্তি করে ফিরে এলাম শহরে। তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া পৃথিবীকে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে।

তারপর কি হল এই চিঠির মাধ্যমে আপনাকে ও মিত্রা ভাই বোনদের জানাচ্ছি। মিচিনা থেকে যে মাছগুলো এনেছিলাম, সবাইকে তা সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। রাত ঘন হয়ে এলো।

সারাদিনের ক্লান্তি নেমে এলো চোখের পাতায়। কোন রকমে কিছু খেয়ে রাতের মত আশ্রয় নিলাম শয্যার অন্তরে। নিদ্রা আমাকে হরণ করে নিলে এক লহমায়। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি পূব আকাশে খানিকটা পথ পার হয়ে এসেছে সূর্যদেব।

প্রাতকৃত্য সমাপন করছি এমন সময় মাষ্টারণী এসে বললেন, একটু জলদি আসুন। আপনি একটু কষ্ট করে ছোটলালের ঘরে যান। তার স্ত্রী ভয়ানক ধর্মান্ধ, দেশ থেকে এসেছে বেশীদিন হয়নি। ধর্মীয় মেঘ এখনও চোখের আকাশ ঘিরে আছে। বুদ্ধধর্মের সাম্যবাদ এখনও তার মন স্পর্শ করেনি। চাঁদের আলো আজও সে দেখেনি। চা

পেয়ালায় ঢেউকেই সাগরের তরঙ্গ মনে করছে।

মোটরের স্পায়ার যুবকটি সর্বদা তার ঘরে যায়। ছোট লালের সুন্দরী স্ত্রী। বেনারসী শাড়ীর চমক থেকেও তার রূপের চমক বেশী। সে নাকি বলেছে যে ছোটলাল বৌদ্ধ ও মুসলমানের সঙ্গে গো মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছে। এ দেশের জন্যে স্বামী স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে। বিয়েতে যৌতুক পাওয়া দুটি গাভীও হয়ে দাঁড়িয়েছে এক সমস্যা। পাছে গরু দুটির মাংস কোনদিন আহার্যে চলে যায় তাই ঐ গুলিকে নিয়ে স্ত্রী বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছে। মাষ্টারজীর অনুরোধে আমি গিয়ে যেন এর একটা সুরাহা করতে পারি।

পোশাক পাল্টে দ্রুত পদে ছোটলালের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। সাথী ছিলেন মনোমোহন। গাছ গাছলায় ভর্তি ছোট্ট ঝুপরি ঘর, একখানা চারপায়ায় বসে ছোটলাল মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে। মুখে কোনরূপ ঝগড়াঝাটির শব্দ নেই। বউ বাপের ঘরে চলে যাচ্ছে। মাথায় এক পুটুলী কাপড় চোপড়। হাতে রশি জড়িয়ে গাভী দুটি নিয়ে টানাটানি করছে। পূর্বেই বলেছি এই দুটি গাভী বিয়ের সেলামী রূপে দিয়েছে। তবুও যেন ছোটলালের বুকভরা আনন্দের স্রোত বইছে। সেই হাসিমুখ সর্বদা যেমন থাকে, তেমনই আছে। একটুও শোক দুঃখের ছায়া মুখের কোথাও নেই

ছোটলাল নমস্কার দিয়ে আমাকে আহ্বান করলো। তার স্ত্রীও রাগের মাথায় এসে বললেন, নমস্তে। এর পূর্বে আর কোনদিন পদ্মিনীর সাথে পরিচিত হইনি।

ছোটলাল বড় গলায় বললে, এই প্রগতির যুগে, জগৎ বিজ্ঞানের আমলে ধর্মান্ধতা কি আর চলে মশায়। এই ব্রহ্মদেশে আছি। এক বউ গেলে আরও কত বউ তৈরী হয়ে আছে।

সত্যই ব্রহ্মদেশে সুন্দর যুবকের জন্য সুন্দরী মেয়ে হাসেল করা সহজ। তবুও সহধর্মিনী রূপে যাকে একবার গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে ত্যাগ করা তো মানুষের কাজ নয়। দুষ্ট বদ মাইসেরাই এক ছাড়ে আর এক বিয়ে করে। বললাম চুপ্ রও। তোমার কথা শুনতে চায় না।

পদ্মিনী বলে উঠলো শুনেন মহাশয়, এখনও কি বলছে। আমি ভদ্র হিন্দুর মেয়ে। ধর্মআচার আমার পূর্ব পুরুষদের দেখানো স্বর্গের পথ। ভদ্রহিন্দু বুঝে বাপ বিয়ে দিয়েছিলো। গত কাল বনভোজে গিয়ে মুসলমান ও বৌদ্ধদের সঙ্গে এক সাথে, এক

পাকে গো মাংস খেয়ে ধর্ম নষ্ট করেছে। এই পাপীর সঙ্গে ঘরসংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব পর নয়। এই ছুটো গাভীও আমার বাপে দিয়েছে।

তখন জিজ্ঞাসা করলাম এই খবর কে দিয়েছে? গাড়ীর শ্যুয়ার ঐ ছেলেটি তো? ওযে ভারি দুষ্ট। সে তো সদা তোমার ঘরে আসে তোমার খুবই ধর্মচরণ দেখে, তোমাকে হয় তো স্বামীর বুক হ'তে পৃথক করবার জন্য এসব কথা বলছে। তুমি তো তার চরিত্র লক্ষ্য করেছো। সে তো যায় নি আমাদের সাথে। দেখলো কেমন করে? ডেকে আনো আমার সামনে বলুক সে? বনভোজন তো কোথাও ছিল না। মাছধরতে গিয়ে ছিলো কয়েকজন। আমি আর ছোট-লালও সাথে গিয়ে ছিলাম, পাহাড়ের আনন্দ অনুভব করতে। তারা কিছু ময় মসলা, চাউল নিয়ে ছিলো, কিছু ভাল মাছ পেলে পাক করবার জন্য। আমরা গিয়ে ছিলাম বড় বড় ছাতু গোল্লা আর বোতল ভরা চা। তুমি শান্ত হও। আর কোন দিন ওসব দলে যাবে না ছোটলাল।

তখন পদ্মিনী কিছু শান্ত হল। গরুর রশি দুখানা ছেড়েদিয়ে মাথার গাটুরীটি নীচে রেখে বসে গেলো। কিন্তু চোখের জল বন্ধ হল না। তবে এজল সংসার পাতার গারস্থ্য জীবনের দুঃখ কষ্টের জল নয়। এই কান্না একমাত্র ধর্ম রইলো কি চলে গেলো সন্দেহের জল।

উপরের ঘটনাটির দ্বারা আমার মিতা ভাই বোনেদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি রেঙ্গুনে বা ব্রহ্মদেশের ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ। পরে উক্ত বিষয় নিয়ে আরও কিছু লেখবার ইচ্ছে রইলো।

আপন'কে ও সকল মিতা ভাই বোনেদের আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাচ্ছি।

ইতি

আপনাদের শুভাকাঙ্খী

শহীদুর রহমান।

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে — এমন সম্বন্ধ যে, আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক ৪০৪২ অপু মিত্র

নরওয়ের চিঠি

Nobofabrikker
A/S Trondheim
Norway
3. 4. 68.

ভাই সংঘমিত্রা, —

কন কনে ঠাণ্ডা, আর মিটমিটে আলো আবহাওয়া নিঃঝুম আর মন মরা। দেহটাকে লেদার প্যাকিং করে আর গলাতে ফারের বকলেস এঁটে লিখতে বসেছি। চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন যে ভারতের মিত্রা ভাই বোনেরা নরওয়ে সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চান। আমার চোখে নরওয়ে যেভাবে ধরা পড়েছে তার একটা নক্সা আখরের রেখায় এঁকে নিবেদন করছি। জানিনা, — মিত্রা ভাই বোনেদের চাহিদা কতটা মেটাতে পারব।

স্কান্দে নেভিয়া অঞ্চলের একটা সরু চাকলা নরওয়ে। এর তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকে স্কাজেরাক (Skage rrak) ও উত্তর সাগর, উত্তর দিকে অতলান্তিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে নর্থসী। ইউ রোপের সঙ্গে তার যোগঅত্যন্ত ক্ষীণ কেবল মাত্র ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। নরওয়ের মন্টিকয়ারস' সুইডেন রাশিয় ও ফিনল্যাণ্ডের অংশ বিশেষ উঁচু পাহাড়।

মাঝে মধ্যে মালভূমির মত সমতল। উচ্চতা ২০০০ হাজার ফুটের বেশী হবে বলে মনে হয় না। নরওয়ের দক্ষিণ পূর্বে উপত্যকা, পশ্চিমে গভীর ফিয়াড্ ও উপসাগর। সোজা উত্তর প্রান্তে বিশহাজার ল্যাপ বাসকরে।

নরওয়ের উপকূল ভাগ খুব ভাঙ্গা আর অসংখ্য খাঁজ আছে। এর ফলে অনেক জায়গায় ছোট বড় বন্দর গড়ে উঠেছে এবং সমদ্র পথে যাতায়াত সহজ ও সস্তা। নরওয়েতে বেশ কিছু নদী আছে কিন্তু কেন-টাই খুব দীর্ঘ নয়। দীর্ঘতম নদীর নাম গ্লোম্মা, লম্বায় মাত্র ৬০০ কিলো মিটার। এই নদী গুলি আকারে ছোট হলেও খুব কাজের অর্থাৎ প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে।

এই বিদ্যুৎ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানী করে নরওয়ে সরকার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করে।

নরওয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বাঞ্চলের মধ্যে রকমারী আবহাওয়া অনুভূত হয়। ফানমার্ক ও রোয়েরোজে শীতের তাপ মাত্রা সবচেয়ে নীচে নেমেযায়, ফার্ন থাকে বেশীর ভাগ সময় 0 ডিঃ সেন্টিগ্রেডে থাকে। মধ্যবর্ত্তী দেশগুলি অক্টোবর নভেম্বর থেকে এপ্রিল মে পর্যন্ত তুষারে ঢাকা থাকে। সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে জুলাই মাসে। তখন টেম্পারেচার ২০০ ডিঃ ২৬ — ২৭ ডিঃ সেন্টিগ্রেড। এই সময় সারা দেশে সবুজের রঙ লাগে; মনেও ধরে সবুজের নেশা।

নরওয়ের এক চতুর্থাংশ অরন্য পূর্ণ। মধ্যে ৯০ শতাংশ এসিফারস্ ফরেস্ট। এর মাঝে মাঝে rufs গাছ দেখতে পাওয়া যায়। উপকূলের খাঁড়ে ও খাঁড়িতে মাছ আর হাঙ্গরের মেলা। মাছের মধ্যে হেরিং ও ফড্ফিস প্রধান।

হাঙ্গর গুলো উপকূল থেকে কিছু দূরে থাকে। এখানকার মৎস্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর মাছ শুকিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। টিনের কৌটোতে নোনামাছ ও রান্না মাছ প্যাক করেও বহু দেশে রপ্তানী করে। হাঙ্গর ও কড মাছের যকৃত তেল নিষ্কাশণ করে চিকিৎসা - জগতে চাহিনা মেটায়।

আর্টিক জানোয়ারদের মধ্যে রেনডিয়ার প্রধান। নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে ওদের প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এদের মাংস ও চামড়া নরওয়ে বাসীদের আহার ও ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করে। এদের চামড়ায় ব্যাগ, জুতো, কোট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এখানে তুষারের তীক্ষ্ণ দংশনকে জব্দ করতে পারে একমাত্র রেনডিয়ারের চামড়ার তৈরী গরম কোট। নরওয়ের গ্রীষ্মে সবুজ; মাঠ, ঘাট, অরণ্য জলাশয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ঋতু তাড়িত বিশ্বচারী রকমারী পাখীর ঝাঁকে। ভারত থেকে ময়না টিয়া বেলেহাঁস এখানে বিহঙ্গ মেলায় সানন্দে যোগদান করে।

এখানে নরওয়ের লৌহ পিণ্ড পাওয়া যায়। লৌহের সঙ্গে জল বিদ্যুতের প্রাচুর্য ঘটায় ইলেক্ট্রো — কেমিক্যাল ও ইলেক্ট্রো মেটা লর্জি শিল্প গড়ে উঠেছে। এখানে যব, ওট ও আলু প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

এখানকার বণভূমি দেশকে প্রচুর সম্পদ দান করে। এই বণভূমির শ্রেষ্ঠ অবদান হল কাগজ। এই কাগজ পৃথিবীর সেরা এব

বহু দেশে এর রপ্তানী হয়ে থাকে।

ভারত অধিকাংশ নিউজ প্রিন্ট এখান থেকে আমদানী করে থাকে। নরওয়ে সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখবার আছে একটা চিঠিতে শেষ করা সম্ভব নয়। পরের চিঠিতে আরও কিছু জানাবার চেষ্টা করব। আপনাকে ও মিতা ভাই বোনদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ইতি—

আপনাদের

—সুব্রত মজুমদার

—•—

সাধারণ মানুষ একটা উঁচু দরের জিনিসের মধ্য থেকে ত্রুটি খুঁজে বেরকরার জন্য সব সময় সচেষ্ট। কিন্তু একজন মহামানব একেবারে নিকৃষ্ট জিনিসের মধ্য থেকে সত্যিকারের ভাল জিনিসটি খুঁজে বের করে। উৎকৃষ্টের মধ্য থেকে সামান্য ত্রুটি বেরকরা যত সহজ, নিকৃষ্টের মধ্য থেকে কোনও আদর্শ খুঁজে বেরকরা ঠিক তত কঠিন।

জর্জ বার্ণার্ড শ

সংগ্রাহক — ৪৫৫৮ প্রদীপ চন্দ্র রায়

শ্রীনিমাই ও তাঁর বাল্যলীলা

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেবনাথ
এলাহাবাদ।

"চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।
সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব সুলক্ষণ॥"

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি হৈলা উদয়।

বাল্যকালে, নিমাই অতীব চঞ্চল ছিলেন। তাই মুরারি গুপ্ত তাঁহাকে "ধূর্তশিরোমণি", 'ঔদ্ধত্যের শিরোমণি' আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই চঞ্চলতার মধ্য দিয়াই ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'আদি লীলাকার' ও আশৈশব ভক্ত শ্রীমুরারি গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাসুদেব ঘোষ (বাসু ঘোষ) প্রভুর বাল্যলীলা সচক্ষে দর্শন করেন এবং তখনই তাঁহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহারা প্রভুকে শিশুকালে বহুবার কোলেও লইয়াছেন। আবার তাঁহারা হইলেন প্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের একই জেলার লোক। শুধু তাহাই নয় নবদ্বীপে আসিয়াও একই পাড়ায় (শ্রীহট্ট পাড়া — মায়াপুর) বাস করিতেন। মুরারি গুপ্তের বাড়ী ছিল শ্রীহট্ট সহরে সন্নিকটবর্ত্তী বড়শালা এবং বাসু ঘোষের বাড়ী ছিল পঞ্চখণ্ড। ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খৃঃ) মুরারি গুপ্ত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত' নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। 'গৌর - লীলা' সম্বন্ধে ইহাই আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ 'মুরারি গুপ্তের কড়চা" নামে সুখ্যাত।

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥
তাঁর এই সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।
মুরারির প্রতি সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারির চরিত॥
যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥"

—চৈঃ চঃ

বাসু ঘোষের অগ্রজদ্বয় প্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষও প্রভুর বাল্যলীলা সম্বন্ধে লেখেন।

"গোবিন্দ - মাধব - বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সবার কীর্ত্তণে নাচে চৈতন্য গোঁসাই॥

তাঁহাদের কড়চা হইতে সামান্যতম্ অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম শ্রীবাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খেলা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জ- গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অ রূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি এই জগ - মন - লোভা।"

আবার "চৈতন্যমঙ্গলে" আছে—

"ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে, ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥
শচীমার স্তন-যুগে দু'পা রাখিয়ে।
সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে।'

বাসু ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী বালা ॥
লালে মুখ ঝয় ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল যিনি সুন্দর অধর ॥
অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগবা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥
সোনার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥'

শচীমার প্রতি শিশু নিমাইয়ের ভগবদোক্তি—

(মুরারী গুপ্তের কড়চা — ৬ষ্ঠ সর্গ)

"হে মাতঃ! শ্রবণ করুন - ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত জগৎ শুচি বা অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাত্র সেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্যই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবেন। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছু নাই।"

এ প্রসঙ্গে নিমাই চঞ্চলতার একটি দৃষ্টান্তও বর্ণনা করিলাম। নিমাই তাঁহার শ্রীহট্টীয় বন্ধুদের ভাষা নিয়া কৌতুক করিতেন। শ্রীহট্টীয়রাও কপটকোপে জবাব দিতেন—"তুমি ত আমাদের ভাষা নিয়া ঠাট্টা করছ, কিন্তু নিজে কোন দেশী ? তোমার মা, বাবা সকল গুরুজনের জন্মই যে শ্রীহট্ট। নিমাই তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। তখন তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া লাঠি হাতে লইয়া নিমাইকে তাড়া করিত। নিমাই তখন দৌড় মারিতেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন — রঘুনাথ, রঘুনন্দন, যাদব. মাধব, যদুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, জীব, জলেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শ্রীহট্টীয়া ছাত্রবৃন্দ।

'চৈতন্য ভগবতে' আছে—

"বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন্ হাসিয়া হাসিয়া॥
বিশেষ চালেন্ প্রভু দেখি শ্রীহট্টীয়া।
কদর্থেন্ সেইমত বচন বলিয়া॥
ক্রোধে শ্রীহট্টীয়াগণ বলে অয় অয়। ❋
তুমি কোন দেশী লোক কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্ট না হয় জন্ম কার॥"

(❋ অয় অয় — হয় হয়)

শ্রীনিমাইর কৃষ্ণপ্রেমে স্ফুরণ—

"শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্যবর্হ—
ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুব্রতাংশে—

বিন্যস্তহস্ত মিতরেণ ধুনানমব্জম্—
কর্ণোৎপলালক পোলমুখাব্জহাসন্।'

—ভাগবত ১০ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায়
২২ শ্লোক।

শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণের রত্ন গর্ভ আচার্যের মুখ হইতে শ্রীহরির রূপ বর্ণনা শ্লোকটী শ্রবণ মাত্র নিমাই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া যান। আপন মাতুল রত্নগর্ভ আচার্য্য (শ্রী বিষ্ণু দাস ঠাকুর) এমনই সুস্বরে ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিলেন তাহাতে চঞ্চল নিমাইর মন্ত্রপূতের মতন সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন হইতেই তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমের স্ফুরণ হয় এই রত্নগর্ভ আচার্য্যই প্রভুর প্রথম কৃপা পাত্র। ভাগবতে রত্নগর্ভের ন্যায় পণ্ডিত জগতে আর নাই।

—•—

তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না তাহার কাষ্ঠে রান্না হয় না; আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না। দেশের আর্থিক অবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকটে ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে।

সুরেন্দ্র নাথ সেন

সংগ্রাহক ৩৯৩২ কাজল রায়

পেঙ্গুইন

জটিল চন্দ্র বিশ্বাস

(২৪ পরগণা)

দক্ষিণমেরুর আজব পাখী পেঙ্গুইন। পাখী এরা নামেই। এদের মস্ত বড় দোষ বা গুণ যা - ই হোক না কেন — এরা উড়তে পারে না। উড়তে না পারলে হবে কি এরা খুব ভাল সাঁতারু, তুষারের পর তুষর এইরকম হিমশীতল অঞ্চলে দক্ষিণ মেরুর দেশে পেঙ্গুইনদের বাস। এদের জাতের মধ্যে শ্রেণীভেদ করতে গেলে দেখা যাবে এরা সতেরো রকমের। এরা যে সবাই কুমেরুর দেশে থাকে তাও নয়। কেউ কেউ আবার থাকে বিষুব রেখা অঞ্চলে।

আকৃতি এবং প্রকৃতিগত পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে এদের সমস্ত দেহটি ঘন পালকে ঢাকা। হাঁসের যে রকম জলের মধ্যে সাঁতার কাটবার জন্য পায়ের পাতা চামড়া দিয়ে জোড়া এদেরও ঠিক সেইরূপ। এদের পা দুটি বেশ ছোট। এরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন বসেই আছে। দুখানি আছে ডানা। ডানাগুলি শক্ত এবং সাঁতার কাটবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দূর থেকে দেখতে অনেকটা ভদ্র সমাজের ভদ্রলোকেরই মত। এদের কালো পিঠ এবং সাদা বুক দেখলে সত্যি ঐরূপ ভুল হয়।

এরা যেমন সাঁতারে দক্ষ তেমনি হাঁটার স্থলপথে এরা অনেক অনেক দূর হেঁটে যেতে পারে। "এডেলি" জাতের পেঙ্গুইনতো টুকটুক করে মিনিটে প্রায় ১০০ পা হাঁটতে পারে। সম্রাট বা 'Emperor' পেঙ্গুইন ঘন্টায় প্রায় ১০ মাইল হাঁটতে পারে। একমাত্র দৌড়বীর মানুষ এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

পেঙ্গুইনদের নিজস্ব আড্ডা খানা আছে। এরা এইখানে এসে থাকে আবার চলে

যায়। তবে সাধারণতঃ শীতকালেই বেশী বেড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় কোথাও একত্র মিলিত হয়ে এরা সারাদিনের কাজ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে থাকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে এরা ঘুমিয়ে নিতে পারে।

বেড়ানোর ব্যাপারে সবচেয়ে ওস্তাদ বেশী 'এ'ডলিয়া' শীতকালে এরা যখন বেড়িয়ে যায়, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কেউ ৭০০ মাইল আবার কেউ হয়ত ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত চলে যায়। এরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করতে ভালবাসে, কোথাও বা হাজার হাজার। কোথাও কোথাও লক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন একসঙ্গে বসবাস করে। এদের চলন চালন গম্ভীর ও ভারিক্কী ছন্দে।

কোন উঁচু মসৃন জায়গা থেকে যদি কোন গোল জাতীয় পদার্থ (ড্রাম জাতীয়) গড়িয়ে ফেলে দেওয়া যায় তবে যেমন দেখতে হবে, এরা বরফের মধ্য দিয়ে সেইরকম গড়াতে গড়াতে চলতে পারে। আরও কটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এরা অনেক সময় ও নিজেদের মধ্যে নারী পুরুষ বুঝতে পারে না, তবে নিজে কোন জাতীয় তা বুঝতে পারে, যার জন্য অর্ধাঙ্গিনী নির্বাচনে সত্যিই এদের অসুবিধা হয়। হয়ত কোন পুরুষ পেঙ্গুইন কোন পেঙ্গুইনকে অপরের কাছে উপহার দিতে নিয়ে গেছে। পেঙ্গুইনটি হয়ত পুরুষ। "ভদ্রলোকতো" রেগেই খুন। ছুটে গেল হয়ত কামড়াতে। তবে "ভদ্র মহিলা" হলে অন্যব্যাপার। ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়কে গ্রহণ করলে হয়ত দুজনে মিলে নাচই হয়ে গেল।

পেঙ্গুইনরা ডিম পারে। এদের তা দেওয়ার কায়দাটা বেশ সুন্দর। স্ত্রী - পুরুষ উভয়ের তত্ত্বাবধানে ডিমে তা দেওয়া হয়। নইলতো ডিম ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাবে। এরা একসঙ্গে ডিম পারে ২ টি। তা দেয় ৭/৮ সপ্তাহ, ডিম ফুটে যখন বাচ্চ বের হয় তখন প্রায় ২০ থেকে ২০০ বাচ্চা একসঙ্গে কিছু সংখ্যক বয়স্ক পেঙ্গুইনের তত্ত্বাবধানে প্রতি - পালিত হয়। তা দেবার সময় পায়ের পাতলা আলগা চামড়া দিয়ে ডিম দুটোকে এরা ধরে রাখে।

এই বরফের দেশে আর কিইবা পাওয়া যায় তবুও এরা কাঁকড়া, চিংড়ী এবং শামুক জাতীয় প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে। তবে এদের কেউ কেউ মাসের পর মাস না খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।

পেঙ্গুইনদের জাতি সতেরো রকমের হলেও তেরো রকমের পেংগুইনদেরই বিশেষভাবে

দেখা যায়।

এবারে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করছি)

(১) Adelie Penguin — এডেলি পেংগুইন, পেংগুইনদের মধ্যে এদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি। সংখ্যা বেশী, উচ্চতায় সাতাশ ইঞ্চি হয়। জন্মস্থান কুমেরুবৃত্তের কাছাকাছি অঞ্চলে, ওজনে প্রায় ১৮ কেজি।

(২) Ringed Pengan :— উচ্চতায় আটাশ ইঞ্চি। দক্ষিন জর্জিয়া বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এরা জন্মায় ও বসবাস করে।

(৩) Galapagos Penguin :— ওজন এদের প্রায় ৫/৫ ১।২ কে: জি:। উচ্চতা ১৯ ইঞ্চ। এদের কেবলমাত্র গ্যালাপাগোস দ্বীপেই বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

(৪) Gentoo Penguin :— এদের উচ্চতা হল ২৯ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ১০ কে: জি:। জন্মস্থান এবং বাসস্থান ফকল্যাণ্ড দ্বীপ, দক্ষিণ জর্জিয়া এবং তার দক্ষিণে।

(৫) Rook Upper Penguin :— এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা থপ থপ করে চলে। উচ্চতায় ২৭ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ৮ কেজি। এদের কুমেরুবৃত্তেই দেখা যায়।

(৬) Royal Penguin :— ২৫ ইঞ্চি। নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিনে এদের জন্মস্থান ও বাসস্থান।

(৭) Big Crested Penguin :— এদের উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ১১ ১/২ কেজি। এদেরা দেখা যায় নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণে।

(৮) Yellow eyed penguin— এদের উচ্চতা ২৯ থেকে ৩১ ইঞ্চ। গায়ের রং একটু বেশী সাদা। ওজন ১১ কেজির মত। এদের জন্মস্থান ও বাসস্থান দক্ষিণ দ্বীপ এবং নিউজল্যাণ্ড।

(৯) Jackass Penguin :— এদের উচ্চতা ২৩ ইং। ওজনে প্রায় সাড়ে ৭ কেজি। দক্ষিণ আফ্রিকার শেষভাগে কয়েকটি উপনিবেশ এরা বাস করছে এবং কোন কোন সময় এঙ্গোলা এবং নাটালেও এদের দেখা যায়।

(১০) Magallar Panguin :- এদের

ওজন ৮ কেজি। ২৭ ইং উচ্চতা। এদের সাধারণতঃ দক্ষিণ চিলি, টিয়ারো-ডেল-ফুয়োগো এবং ফকল্যাণ্ড দ্বীপে দেখা যায়।

(১১) King Penguin :—এদের উচ্চতা প্রায় ৪০ ইঞ্চি। এদের সাধারণতঃ দেখা যায় দক্ষিণ জর্জিয়া। কারগুলিন এবং অন্যান্য দ্বীপে।

(১২) Little Penguin :—পেংগুইন-দের মধ্যে এরাই ছোট। ১৫ ইং এদের উচ্চতা, এদের সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্র কিনারে বেশী দেখা যায়।

(১৩) Emperor Penguin :—সম্রাট পেংগুইন, নামেও সম্রাট কাজেও সম্রাট। ১৯১১ সালের জুন মাসে ক্যাপ্টেন রবটি ফল্কন্ স্কট যে পেংগুইনটি ধরেন তাহার ওজন ছিল ১ মন ১৫ সের। এবং উহার উচ্চতা ছিল ৫৪ ইঞ্চি, অর্থাৎ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি — বলতে গেলে একজন ছোট বেটে মানুষ। এদের বৈশিষ্ট্য এমনই এরা চলতি পথের আর সব দিকে তাকায় শুধু পথটুকু বাদ দিয়ে। পেংগুইনদের মধ্যে এরাই বড়। এরাই কুমেরুর একদম দক্ষিনাংশে থাকে।

এরা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করলেও মাঝে মাঝে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শীল মাছ, বড় সামুদ্রিক মাছ এবং সামুদ্রিক পাখী এদের বেশীর ভাগ খেয়ে ফেলে। জলে নামবার সময় এরা সতর্কতা অবলম্বন করে। সৈনিকের মত লাইন দিয়ে দাড়ায়, যদিও এদের সৈনিকের মত শৃঙ্খলা নেই এবং পরে একজন ঝুপ করে জলে লাফ দেয়। সে যদি বোঝে বিপদ নেই তবেই সবাইকে ডকে।

আজব দেশে আজব পাখী পেংগুইন। এদের সম্বন্ধে আমরা আরও জানতে পারতাম যদি ওদের দেশে বরফ না পড়ত এবং শীত না হতো।

—•—

জার্মান বার্তা

ইস্পাতশিল্প—

রৌরকেলায় জার্মান বিশেষজ্ঞ

ডি, এইচ,

ডুসেলডর্ফ (ডি; এ, ডি,) :— এক সংবাদে প্রকাশ যে রৌরকেলার ইস্পাত কারখানার মেকানিক্যাল ও ইলেট্রিক্যাল বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য ক্রিন্ ক্রুস্ থান স্টীল লিমিটেড ও পশ্চিম জার্মানীর ফেরো — কনসালটিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক চুক্তি অনুসারে শীঘ্রই ৬৫ জন জার্মান বিশেষজ্ঞ আসবেন। কয়েকটি জার্মান প্রতিষ্ঠান মিলে ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই কারখানাটি গড়ে তোল। কারখানাটি নির্মাণের জন্য পশ্চিম জার্মান গভর্নমেন্ট ১,৮ বিলিয়ন মার্ক ঋণ দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই কারখানায় বিশলক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয় এবং তার একটি বৃহৎ অংশ জাপান ও অ্যামেরিকা চালান যায়।

॥ আই, সি এস, ॥

—:০:—

ছাত্রমহল

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কারের দাবী

—সি. এইচ

বন (ডি, এ, ডি,) :—পশ্চিম জার্মানীর ছাত্রমহল এখন নানা রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। নানা পন্থীর মধ্যে সমাজবাদী জার্মান ছাত্র সমিতি হচ্ছে চরম কর্ম্মপন্থী। গত ছ' মাসে এরা নানা বিষয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু ছাত্রমহলে এই দলের প্রভাব যে বেশি নয় সেটা প্রমাণ হয়েছে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত ছাত্র পার্লামেন্ট নির্বাচনে। ইদানীঃ ছাত্রমহল রাজনীতি সম্বন্ধে যে বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে তা এই নির্বাচনে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছাত্রদের এখন প্রধান দাবী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারসম্পন্ন। তবে এতাবত্ তারা তাদের দাবী আদায়ের ব্যাপারে প্রতিবাদ ও সভাসমিতি কোরেই ক্ষান্ত আছে কারণ ছাত্রদের বেশির ভাগই দাঙ্গাহাঙ্গামার পক্ষপাতী নয়।

আই, সি, এস

—•—

সংবাদ বিচিত্রা

(4831)-3

পরিবারের সকলের জন্য ব্যাঙের ছাতা

হামবুর্গ (ডি, এ, ডি) :—ব্যাঙের ছাতা একটি সুখাদ্য হিসেবে সারা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি একটি খবরে জানা গেছে যে পশ্চিম জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্‌সটিটিউটের গবেষণার ফলে রাক্ষুসে ব্যাঙের ছাতা জন্মানো সফল হয়েছে। এক কেজি ওজনের ব্যাঙের ছাতা আজকাল আকছার ফলছে এবং দু কেজির কাছাকাছি ফলানো এখন আর অসম্ভব নয়। এই ব্যাঙের ছাতা দিয়ে দু' জনের একটি পরিবারের ঝাল, ঝোল ভাজাভুজি সবই তৈরী হয়। খাদ্যের এই অনটনের দিনে এটি নিশ্চয়ই একটি সুখবর।

আই. সি. এস.

—•—

রঙ্গমঞ্চ

(4871)-3

হামবুর্গে লুমুম্বা

- কুর্ট আলসভেট

হামবুর্গ (ডি, এ, ডি,) :— "বঙ্গো" একটি নাটকের নাম। লুমুম্বাকে নিয়ে রচিত এই নাটকটি সম্প্রতি একটি ফরাসী নাট্য-সম্প্রদায় হামবুর্গে নিবেদন করেছিলেন কিন্তু নাটকটির দুর্বলতা, বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রবণতা ও বিরক্তিকর ঘাতসংঘাত তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি করে।

॥ আই, সি, এস. ॥

—•—

ঘটনাপ্রবাহ

(4927)-3

জাহাজ পরিচালনায় চ্যান্সেলার

হামবুর্গ (ডি, এ, ডি,) :— সম্প্রতি "হামবুর্গ" নামে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছে। ২৩০০০ টনের এই বিলাসবহুল জাহাজটি দৈর্ঘ্যে ২০০ মিটার ও প্রস্থে ২৬ মিটার। "শান্তির দূত" হিসাবে এই জাহাজটি হামবুর্গ - নিউইয়র্ক পথে চলাচল করবে। জাহাজটিকে জলে ভাসানোর উৎসব উপলক্ষ্যে চ্যান্সেলার কুর্ট জর্জ কিসিংগার আমন্ত্রিত হয়ে এয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ নিজে হাল ধরে জাহাজটিকে চালিয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে

শুধু দেশের নয়, জাহাজের হাল ধরতে তিনি সমানে পরাঙ্গম।

আই, সি, এস,

—•—

বিচিত্রা=

শূন্যে বিচরণ

উরস, এম, আলটেন

মিউনিখ (ডি, এ, ডি,) :— টেলিভিশন তরঙ্গ ভালোভাবে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য মিউনিখে একটি ২৯০ মিটার উঁচু সম্ভভ নির্মিত হয়েছে। আইফেল টাওয়ারের পরেই এটি ইউরোপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তম্ভ। চারদিকের প্রকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের জন্য দর্শকদের সম্ভত্তের উপরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। দুটি 'এলিভেটর' তিরিশজন যাত্রীকে নিয়ে মাত্র বাত্রিশ সেকেণ্ডে ১৮৯ মিটার উঠে যায়। এখানে একটি দর্শন মঞ্চ থেকে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে পারেন। এই উচ্চতায় একটি ঘূর্ণায়মান কাফেটেরিয়াও আছে।

॥ আই, সি, এস, ॥

—•—

সদ্ বংশে জন্মিলেই সে সৎও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য, উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষে জন্মে না? চন্দন কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়। উহার কি দাহ শক্তি থাকে না?

কাদম্বরী—

সহগ্রাহক — ৪৬৬০ বিধান চন্দ্র রাউত।

মোহমুদ্‌গর

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলকাতা—৭

বাড়ীর নীচের মহল।

বিরাট হল ঘর। আগাগোড়াই সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেটা দামী কাশ্মীরি কার্পেট মোড়া। বেশ পুরু। তার ওপর দিয়ে হাটলে মনে হয় — বুঝি পা পর্যন্ত ডুবে যাবে। ঘরের মাঝখানে পালিশ করা বড় ডাইনিং টেবিল। তার চারপাশে ডান-লোপিলোর কুশন দেওয়া খান - কয়েক চেয়ার। সিলিং থেকে ঝোলোন দুটি ঝাড় লণ্ঠন। টেবিলের হাত কয়েক ওপরেই শেষ হোয়েছে।

টেবিলের ওপর কয়েকটি ডিশে মূল্যবান আহার্য্য সাজানো। অঙুরের গুচ্ছ থেকে শুরু কোরে আপেল, ন্যাসপাতি, কলা কিছুই বাদ যায় নি। জ্যাম - জেলী মাখনও আছে। আছে পাথরের ছোট একটি থালায় গোটা কয়েক সেদ্ধ ডিম। তার পাশে রূপোর ছোট - ছোট দুটি বাটিতে নুন আর মরিচ।

টেবিলের ঠিক মাঝখানে সুদৃশ্য একটি ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ।

পুরো সাহেবী পোষাকে সেজে যখন সেই হলঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম — হাতের সোনার রিষ্ট ওয়াচে তখন ঠিক সাতটা বাজে। উর্দীপরা চাপরাশি সেলাম জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। চেয়ারে বোসে হাঁক দিলাম — বোয়।

হজৌর। সেলাম জানিয়ে চাপরাশি এসে দাঁড়ায় নিত্যদিনের মতোই।

ব্রেকফাষ্ট রেডি করো।

জি সাব। চলে যায় সে॥

একটা আপেল নিয়ে ছোট্ট একটা কামড় দিলাম। ছোট কামড় দেওয়াই রীতি। বুভুক্ষু নরনারীর মতো সবটুকু গোগ্রাসে খাওয়া কোন অভিজাত সম্প্রদায়ই পছন্দ করে না। তারা একটুখাবে বাকীটা ফেলে দেবে অবহেলা ভরে। চীনে বাদামের খোলা যে ভাবে ফেলে সাধারণে — অনেকটা সেই ভাবে। এই-ই রীতি।

চিরকাল এই জিনিষই চলে আসছে। তাই, একটুখানি প্রয়োজন থাকলেও ফেলে দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা থাকে প্রয়োজনের অতিরিক্তই) যার যতো বেশী অতিরিক্ত থাকবে এবং গ্রহণ কোরবে ততধিক অল্প। সে ততবেশী অভিজাত, মর্য্যাদা তার ততবেশী।

- সাব। চাপরাশি এসে চা ও আনুসাঙ্গিক টেবিলের ওপর সাজিয়ে সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়।

গুরু খাওয়া আপেলটা টেবিলের নীচে একটা বাস্কেটে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন ক'র ক্যা হুয়া?

- এক মেমসাব আয়া।

কয়েকটি আঙুর হাতে তুলে নিই। তার একটা মুখে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করি — মেমসাব? কেয়া বোলা?

- ভেট করনে মাংতি।

হুঁ। আচ্ছা, উনকো সেলাম দো।

কে আবার এলো এই সাত সকালে? মিতা, কাবেরী, ব্রততী? না-ক নন্দিনী এলো? সুচরিতা অবশ্য সকালেই আসবে বোলেছে, বেড়াতে যাবে আমার সংগে। কিন্তু এতো সকালে তো আসার কথা নয়। কাল অত রাতে পার্টি থেকে ফিরে এতো তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে তো ওঠবারই কথা নয়। অন্তত: দশটার আগে সে আসতে পারে না। তাহলে কে এলো?

জুতোর মৃদু খুটখুট শব্দ কানে আসে। এই ঘরের দিকেই আসছে - বোঝা যায়। ক্রমে সে দরজার কাছে এলে সেই শব্দ হারিয়ে যায় কার্পেটের বুকে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাই। আনন্দে মনটা ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলো ভেতর থেকে।

হ্যাল্লো শর্মিলা। ওয়েল কাম, ওয়েল কাম, থাউস্যাণ্ড টাইমস ওয়েল কাম। ও:, ভাবতেই পারিনি যে তুমি আসতে পারো। কবে ফিরলে ক্যালকাটায়? আনন্দের আতি-

পথো এগিয়ে যাই। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারি না। আনন্দে জড়িয়ে ধরি শর্মিলাকে।

বাধা দেয় ও। বলে এই অসভ্য, কি হোচ্ছে কি? তোমার বাবুর্চিরা ঘুরছে এদিক ওদিক। দেখলে কি ভাববে বলোতো?

হোয়াট। ভাববে আবার কি? এভাবে এমব্রেস কোরতে বহু দেখেছে আমায়। কতোদিন পরে দেখা হোল, একটু উচ্ছসিত হোয়ে উঠবো না? যাক ওসব বাজে কথা। লেট-স, ফিনিশ আওয়ার ব্রেক-ফাস্ট। তার পরে একটা প্লেজার টুর দিয়ে আসবো তোমায় নিয়ে। রাজী তো?

সত্যি। হেসে ওঠে শর্মিলা রায়। একশোবার রাজী। কতোদূর যাবে? হাউফার?

আনটীল দি ট্যাঙ্ক ইজ এম্পটি।

*   *   *

আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দরজায় ভীষণ জোরে কে যেন আঘাত দিচ্ছে। মায়ের গলা। তখনো চীৎকার কোরে বোলছে কিরে, আজ কি আর বিছানা ছেড়ে উঠবি না? বেলা কতো হোয়েছে খেয়াল আছে?

ধড়মর কোরে উঠে বসি ক্যাম্পখাট-খানার ওপর। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সহসা মনে পড়লো সব কিছু।

"আমার স্বপ্ন। কো'থায় গেলো স্বপ্নে দেখা ব্রেকফাস্ট টেবিল বেয়ারা বাবুর্চি'রা। আর কোথাই বা গেলো শর্মিলা রায়ের সংগে প্লেজার টুর দেওয়ার আইডিয়া? হারিয়ে গেছে। সেই প্রাচুর্যের জীবন হারিয়ে গেছে। ঘুম ভাঙার সংগে সংগেই চলে গেছে নাগালের বাইরে। রূপকথার রসে সিক্ত মন নেমে এসেছে আবার বাস্তবের কঠিন ভূমিতে।

মুখহাত ধুয়ে রান্না ঘরে এলাম চা খেতে। পরনে সাহেবী পোষাক নয়। রং উঠে যাওয়া জীর্ণ এক লুঙ্গি — আমার স্লিপিং গাউন। ডানলোপ পিলোর কুশন মোড়া চেয়ার স্বপ্নেই রয়ে গেছে। ধোঁয়ায় বিবর্ণ রান্নাঘরে সে আর আসতে চায়নি। সেখানে সে বেমানান। কাঠের একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে উনুনের

পাশেই বোসে পড়লাম। স্বপ্নে দেখা সেই জীবন চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেও বহু পরিচিত রান্নাঘরটিকে অপরিচিতেই মনে হোতে লাগলো। যত্তো চেষ্টা করি বাস্তবিকতার স্বাদ পেতে ততই যেন অবাঞ্ছিত মনে হোতে থাকে সব কিছু। মনে মনে ভাবি — স্বপ্ন যদি সত্যি হোত ? মাকে প্রশ্ন করি — আচ্ছা মা, ভোর বেলার স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় ? দুখানা রুটির ওপর একটু গুড় দিয়ে আমার হাতে দিতে দিতে মা বলেন হ্যাঁ, তাই তো বলে সবাই।

হাসি পেলো সে কথা শুনে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় - ই বটে। তাই একটু আগে যে আপেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো সে এখন রুটি খাচ্ছে গুড় দিয়ে। আঙুর নেই, ডিম সেদ্ধও নেই চায়ের সঙ্গে। কিম্বা নেই রুটি মাখন ! শুধু তাই নয়, সেই জীবনে ফিরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। মেহনতী জনতারই একজন আমি। খুঁড়িয়ে চলতে চলতেই জীবন শেষ হোয়ে যাবে। সোজা হোয়ে দাঁড়াবার অবকাশও পাব না। গ্যারেজে গাড়ী নেই, ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স নেই। সংগতি নেই শর্মিলা রায়ের সংগে প্লেজান্ট টিপ দেওয়ার।

শর্মিলা নয়, বেয়ারা বাবুর্চিও নয়, আমাদের সাধনা — চোখবন্ধ কোরে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ স্বপ্ন দেখা কি আমাদের মানায় ? না মানায় না। কিন্তু মধ্য পরিবারের পক্ষে এ স্বপ্ন বিলাস। শুধু বিলাসেই নয়, অভিশাপও বটে। আজ এই স্বপ্নের মোহেই আমরা ছুটে চলেছি দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে।

সামর্থ নেই, তবু স্বপ্ন দেখেছি অতিবিত্তর। প্রলোভন। যে দুরন্ত প্রলোভন সকল সময়েই হাতছানি দিচ্ছে, মোহে অন্ধ হোয়ে তারই পেছনে ছুটে চলেছি। ভাবছি — শান্তি বুঝি ঐ জীবনেই। শর্মিলা রায়ের সান্নিধ্যেই বুঝি জীবনের সার্থকতা।

ভুল। এ আমাদের ভুল ধারনা। মোহে অন্ধ আমরা। তাই মানতে পারিনা অনাড়ম্বর জীবনেও আনন্দ থাকতে পারে, শান্তি থাকতে পারে গরীবের সংসারেও। আমরা বুঝেছি — শুধু অর্থেই আনন্দ ও শান্তি। তাই ভগবানের কাছে নিত্য দিন প্রার্থনা করি- আমায় অর্থ দাও, ধনী করো। কিন্তু তা যদি শুধু মাত্র অর্থের খুঁটিতেই বাঁধা থাকতো তাহলে পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকেই সর্বক্ষণ অশান্তির আগুন জ্বলতো। কিন্তু তা তো হয়না। তারাও হাসে তারাও গান গায়। আনন্দ তাদের সংসারেও আছে।

কি রে। রুটি হাতে নিয়ে চুপ কোরে বসে আছিস কেন ? মায়ের ডাকে চমক ভাঙলো। হাতের রুটি সেই ভাবেই ধরা রয়েছে। চায়ের কাপ তেমনিই পড়ে আছে সামনে। লজ্জা পেলাম। মা বোললো— খেয়ে নে তাড়াতাড়ি, বাজার যেতে হবে না ?

হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।

বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে ভাবলাম — দরকার নেই এ প্রাচুর্য্যে ওদের জীবনে গতি হয়তো আছে। কিন্তু শান্তি নেই। বাজারের থলি হাতে একটা একটা কোরে জিনিষ কেনার মধ্যে যে কি আনন্দ তা ওরা জানে না। এ আনন্দের স্বাদ ওরা পায়নি কখনো।

আমার এই-ই ভালো। জন্ম-জন্ম যেন এই টুকুই পাই। অর্থ চাইনা প্রাচুর্য্যও চাইনা, কিন্তু শান্তি আর স্বস্তি থেকে ভগবান যেন বঞ্চিত না করে।

—•—

আমার পত্র বান্ধবীরা

(অশ্রু, ঝর্ণা আর হাসনু)

—রবীন্দ্রনাথ রায়

কটক

দূরের মানুষ আপন হয়ে গেল, অচেনা জগত চলে এলো আমার আঙ্গিনায়। স্নান করলাম কতো না হৃদয়ের মানষ সরোবরে। চিঠি ... ছোট্ট চিঠি এতো যে আপন করতে পারে দূরের মানুষকে এ কথা তো জানতাম না আমি। এতোকাল গড়িয়েছি সারাটি দুপুর — সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার চলেছে শুষ্ক জ্ঞানের সাধনা। শুকিয়ে গিয়েছিল আমার হৃদয়ের ফল্গুধারা। হঠাৎ পেলাম "বিশ্বমিতালীর" সন্ধান আর আমার কাছে আর এক অজানা জগত আবিষ্কার হয়ে গেল। ঘুরেছি বহুদিন পাহাড়ে, অরন্যে, হিমবাহের অচেনা জগতে। ঘুরে বেড়িয়েছি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে এতোদিন। বৃথা হলো সব।

এই তিনটি বছরের মধ্যে বুঝেছি পাহাড় আর সমুদ্রের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর, ঝর্ণার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল, আর পাথরের দেবতার চেয়ে অনেক বেশী সমবেদনাশীল আর সহানুভূতিতে ভরা মানুষের মন। খোঁজ পেয়েছি এবার দুঃখ — সুখের গঙ্গোত্রী যমুনাত্রীর। আর আমি তীর্থে যাবো না, আর পথ হাঁটবো না পাথর - কাঁকরে। জীবন চিঠি লিখবো...।

এই তিনটি বছরের তীর্থপথে কতো জীবন পথিকের সঙ্গে দেখা হ'লো। কেউ কেউ আজও স্মরণ করে আমায়। কেউ গে. হারিয়ে। আমার চিঠির বাক্স ভরে আছে ওদের হৃদয়ের সুবাসে। যারা হারিয়ে গেছে, যারা ঝরে গেছে, তাদের আরও বেশী করে মনে পড়ে আমার। সেই সব ঝরাফুলের সুবাস আজও যায়নি মিলিয়ে।

কালো আকাশ আর কয়লা খনির অঞ্চল থেকে অশ্রু চিঠি দিতো আমায়। লিখতো তাদের ছোট্ট পরিবারের কথা ওর ইউরোপ প্রবাসী দাদার কথা। ওদের বাড়ীর সামনে ছিল খোলা মাঠ আর জি, টি, রোড্‌ ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী দুটি কুকুর,

দুটি পায়রা, নাম ভুলে গেছি। ভারী নিঃসঙ্গ ছিল এই মেয়েটি। প্রথম চিঠিতেই আমিন্ত্রন ছিল ওদের বাড়ী যাবার "একফালি নীল আকাশ, দীর্ঘ জি, টি, রোড, আর সবুজ ধানক্ষেত, ভালই লাগবে আপনার। রাজকীয় অভ্যর্থনা হয়তো পাবেন না এখানে, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হবেনা।" যাইনি আমি। তারপর কয়েকটা চিঠির পর ওই এলো বাবা, মা, দিদিকে সঙ্গে নিয়ে। দেখলাম চিঠির বান্ধবী আর চোখে দেখা বান্ধবীর মধ্যে প্রভেদ নেই একটুও।

সুন্দর কোঁকড়া চুল, ফর্সা রং, মুখে চোখে করুণ কোমল কমনীয়তা পরনে গেরুয়া-গেরুয়া শাড়ি। এসেছিল সমুদ্র আর তিনটাকায় পাওয়া বন্ধুকে দেখতে। ঘুরে বেড়ালাম ওদের নিয়ে ভুবনেশ্বরে, পুরীর সমুদ্রতীরে আর পূর্ব উড়িষ্যার মন্দিরে-তীর্থে। যেদিন বিদায় দিলাম, কটক ষ্টেশনে দেখি ওর চোখে জল ভরে গেছে।

একদিন হঠাৎ একটা করুণ চিঠি পেয়ে হাজির হলাম ঘুম এইটি অজানা ষ্টেশনে। দেখি, শীর্ণ শরীরে, জ্বর নিয়ে স্বাগত করতে এসেছে আমায়। বাড়ী নিয়ে গেল অসময়-দুপুরে খাওয়ার পর বল্লো "উপহার দেব তোমায়।" হাতে দিল অনেক বড় বড় ছবি — ওর বুকের এক্সরে প্লেট। মেডিকেল রিপোর্ট দেখে অভয় দিলাম, বল্লাম - "কিছুটি হয়নি তোমার" "হাসো, আনন্দে থাকো"।

ডেকো আবার আমায় যদি প্রয়োজন পড়ে। জিজ্ঞাসা করতো আর জন্মে আমি ওর কী ছিলাম। বলতাম "জাতিস্মর নই ; কী করে বলি বলোতো?" বলতাম "আমি তোমার এ জন্মের তিনটাকায় কেনা বন্ধু পত্রমিতা"।

সবচেয়ে কম চিঠি দেয় আমায়। তিন বছরে মোট দশটি চিঠি। এই সেবা-পরায়না, সুন্দর মনের বান্ধবীকে আমি ভুলবো না।

ওর নাম দিয়েছি "ঝর্ণা"। এমন হাসিতে উজ্জল, কথায় ভরা চিঠি আজও কারো কাছ থেকে পাইনি আমি। কলকাতার এক জনবহুল অঞ্চল থেকে ওর চিঠি আসতো। সিনেমা, রেষ্টুরেন্ট, ওর ছোট্ট বন্ধুরা, ওর পুতুল, ওর কলেজের অধ্যাপকরা, ওর মা, বাবা তার দাদা, বৌদি, জামাই বাবুরা ভীর জমাতো ওর চিঠির ভেতর। মাঝে মাঝে আঘাত দিয়ে লিখতাম - "তুমি সাদা কেনার মিছিল"।

আঘাত দিলেই ওর হাসির অন্তরালে

যে চিন্তাশীল মন আছে তার খোঁজ পেয়ে ছিলাম আমি। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত কুড়ি বছরের কলেজে পড়া মেয়েটি। লিখতো - "হয়তো কোনও দিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আরও বড় হলে পাঠাবো আমার ছেলে মেয়েকে তোমায় কলেজে আর আমার ছোট্ট সোনাদের চোখ দিয়ে দেখবো সমুদ্র সুন্দর বন্ধু'ক আমার"।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দেখা হয়ে গেলে ঝর্ণার সঙ্গে। আলাপ করিয়ে দিল ওর বাবা, মার সঙ্গে। সারা দুপুর ঘুরে বেড়ালো আমার সঙ্গে। নিয়ে গেল অ র একটি বন্ধুর বাড়ী। পরের দিন ভোর পাঁচটায় এলো হাওড়া ষ্টেশনে বিদায় দিতে। অশ্রু দিয়েছিল বিদায় চোখের জলে - এ দিন হাসিমুখে। বললঃ কী মাষ্টার, মনে থাকবে তো?

ট্রেন ছেড়ে দিল। নজরে পড়লো উজ্জ্বল দুটী চোখ, লাল মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি, লাল ব্লাউজ আর বেনীর যুই ফুলের মালা।

সবচেয়ে বেশী চিঠি পেয়েছি ওর। তিন মাসে পঞ্চাশ খানা। প্রত্যেকটী চিঠি হাসিতে, আনন্দে অপরূপ। হাসির ঝর্ণা মরেনি, মরতে পারে না। এমন প্রাণচঞ্চল মেয়ে আজও দেখিনি আমি। হাসি আর লঘু চপলতার আড়ালে দেখেছি একটি দরদী মেয়েকে।

হাসনু আমায় ভগিরথীর তীরে ছায়ায় ভরা গ্রাম থেকে চিঠি দেয়। চিঠি না পান? মনে হয় কত কালের চেনা, কত কালের জানা আমার ছোট্ট বোন এসে আদরের আবদারে পালন করে তুলেছে। সরল, অবুঝ বোনটি আমার। সবচেয়ে বেশী বকুনি খায় আমার কাছে প্রতিদানে আরও কাছে প্রতিদানে আরও বেশী করে (ভালবাসা। কত যে উপহার পেয়েছি আমি পত্র বন্ধুদের কাছ থেকে কিন্তু এ ছোট্ট সোনাটি আজও কিছু দেয়নি আমায়, দিয়েছে যা সব চেয়ে দামী ওর অবুঝ সরল হৃদয়। আজও দেখিনি আমি ওকে। কবে দেখবো জানিনা। কী হবে দেখে যাকে রোজ দেখি আমি? ও যে আমার সন্ধ্যাতারা। রোজ অন্ধকারে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওর কোমল স্পর্শ আমায় চন্দনের স্নিগ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

—•—

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

বিষ্ণু শর্মা

১। কানপুর থেকে মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন — খঞ্জন দেখতে কেমন এবং তাহার বৈশিষ্ট্য কি ?

উত্তর — এদের পুচ্ছ খুব লম্বা, পাগুলি দীর্ঘ, ভূচর। এদের দেহের মাপ ১৮ থেকে ২৩ সেন্টিমিটার। ভারতে যে খঞ্জন দেখতে পাওয়া যায় মোটা বড় সাদা ভ্রূ, গায়ের রঙ কোনটা সাদা, কোনটা ধূসর মাথা পীত রঙের। সর্বদা উপরে নীচে পুচ্ছ আন্দোলন করা এদের স্বভাব। এরা সামাজিকতা প্রিয়, দলবদ্ধ ভাবে থাকে। কীট পতঙ্গ শিকার করে খায়। ও নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে রাত কাটায়। খঞ্জন প্রাণোচ্ছল ও নৃত্যপর পাখী।

২। বোম্বাই থেকে বিষ্ণুপদ সামন্ত প্রশ্ন করেছেন, — কোন সালে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদের কোন জাহাজ গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করে? এর পূর্বে ইংরেজদের জাহাজ পূর্বভারতের কোন বন্দরে এসে ভিড়ত।

উঃ। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জাহাজ ফাল্গুন। সর্বপ্রথম গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করে এবং গার্ডেন রীচে এসে নোঙর করে এর পূর্বে বালেশ্বরে ওরা জাহাজ ভিড়াতো।

৩। প্রশ্ন করেছেন কুমিল্লা থেকে মনোজ সাহা — ভারতে প্রথম কবে কোথায় কত মাইল পথ রেল চলে।

উঃ। ভারতভূমিতে প্রথম ট্রেন চলেছিল ১৮৫৩ সালে ১৬ই এপ্রিল। বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত ২১ মাইল দীর্ঘ দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানীর পাতা রেল পথ।

৪। কোলকাতা থেকে প্রমথেশ মণ্ডল প্রশ্ন করছেন ধর্মঘট কোথায়, কি কারণে, কবে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর :—গ্রীস দেশে জুপিটারের মন্দিরে একদল বংশী বাদক বিরাম কালে পান ভোজন করতে পারবেন না। এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথম ধর্মঘট করেছিলেন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩০৯ অব্দে

এটি ঘটে ছিল।

। হুগলী থেকে সান্ত্বনা ধর জানতে চেয়েছেন গণভোট বা প্লেবিসিট কাকে বলে এবং প্রথম কোথায় প্রযুক্ত হয়।

উত্তর :—কোন অঞ্চল দুই দেশের মধ্যে কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হবে, এই নির্বাচনের জন্য ঐ অঞ্চলের নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটকে গণভোট বা প্লেবিসিট বলা হয়। ফরাসী বিপ্লবীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে এটা প্রথম প্রয়োগ করে মৌখিক ভোটের দ্বারা অঞ্চল গুলির ভাগ্য নির্ধারণ করে।

৬। জলপাইগুড়ি থেকে অরুনাংশু দে প্রশ্ন করেছেন গৃহ্যসূত্র বলতে কি বোঝায়।

উত্তর :— গৃহ্যকর্ম বা জাত কর্ম, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার এবং গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির বিধান ও বিবরণ যে গ্রন্থে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় তারনাম গৃহ্যসূত্র।

—•—

নববর্ষ

—অমিতাভ রায়
(মুর্শিদাবাদ)

আজ মুক্তি চেতনার মুক্তি মায়ের
মুক্তি বিশ্বময়।
জমাট রক্ত স্থানে স্থানে
বাঁধল বাসা। অতন্দ্র প্রহরী
মাখল রঙ গায়ে।
শান্তিকেতন উড়ায়ে হাওয়ায়
পিছু হাতে গ্রাস করি সব।
আমার পৃথিবীতে কার অধিকার?

এনেছিল বিষ ও।
ছড়ায়ে অন্ধকার
নিয়েছে দিয়েছে কিছু কি তার?
নববর্ষ তুমি এনেছ নতুন খবর?
কত কি ছড়াবে . কত কি ভরাবে
নিয়ে যাবে কত কিছু,
ভালমন্দ কিছু যত ফল তার
রবে পড়ে পিছু।
নববর্ষ, তোমার জঠরে আছে কি বল?
তোমার সত্তায় আছে কি জান?

যদি দাও জ্বালা
অভিশপ্ত বলে দিব বিদায়।

—•—

গাগারিন স্মরণে

—সৌরেন্দ্র কুমার রায়
(মুর্শিদাবাদ)

ধন্য, প্রথম মহাকাশচারী
বীর য়ুরি গাগারিন।
কীর্ত্তি তোমার দেহের মতই
পঞ্চভূতে হবে না লীন।

জাগাতে নব প্রেরণার কণা
উৎসাহ আর উদ্দীপনা
মরণ-ভীতি তুচ্ছ করে
চন্দ্রলোকের অচীন পুরে
তুমিই উড়িলে

অজানা দেশের গোপন তথ্য
নতুন ছবি নতুন সত্য
প্রতিশ্রুতি স্বদেশের হাতে
সগৌরবে নিজ কৃতিতে
উপহার দিলে।

ভুলিবে কেহ এ বিজয়ের কথা?
বীরোচিত কীর্ত্তি তোমায়
প্রদানিছে অমরতা।

এগিয়ে যাব যতই মোরা
জীবনের প্রতি সোপানে,
তোমার কথাও করব স্মরণ
শ্রদ্ধায় নত নয়নে।

—•—

অভিনেত্রী

শ্রীঅতীন্দ্র লাল চক্রবর্তী

(ডিব্রুগড়)

আমরা অভিনেত্রী।
আমাদের অভিনয় দেখতে তোমরা পাগল হয়ে যাও।
তখন ভুলে যাও তোমরা
তোমাদের নিজেদের জীবন।
আমাদের দেখতে পেলে
তোমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক।
ভাব, যদি আমাদের মত হতে।
কিন্তু, একবার কি ভেবে দেখেছ
আমাদের জীবনটাকে?
ভাব নি,
ভাবতে পার না।
আমাদের অন্তরের জ্বালা তোমরা কি করে বুঝবে?
যখন রাস্তায় বেড়োই,
তখন বিজ্ঞাপনগুলোতে দেখতে পাই
নিজেদের জঘন্য ছবিগুলি।
যখন পর্দায় নিজের অভিনয় দেখি.
তখন নিজের চেহারা দেখে
নিজেই অপমানে লজ্জায় তাকাতে পারি না।
কিন্তু পারি না, কিছুতেই পারি না,
যখন টাকা দেখি
তখন আবার জেগে উঠে
আমাদের অন্তরের জঘন্য লালসা।
আবার ছুটে যাই আমরা।

অবাক হয়ে তোমরা দেখ আমাদের অভিনয়।
আমরা ভাবি না
দিন দিন কোথায় যাচ্ছি আমরা।
চলতে চলতে হঠাৎ হোচট খাই।
তারপর বরণ করি ইচ্ছা মৃত্যু।
এই হল আমাদের জীবন।

—•—

সাইকেল চাপার আগে

—অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী
উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া।

বিপদে পড়িয়া যদি ;
শেখ চাপা সাইকেল।
আগে থেকে দেখে নিও,
স্প্রিং, টায়ার, ব্রেক, বেল।
স্প্রিং ফাটা টায়ার কাটা,
স্পোক নেই ক - টা
এই সব সাইকেল
তাও যদি না থাকে বেল,
কেমনে চড়িবে,
চড়িলে মরিবে,
চড়িওনা ভাই,
এই সব সাইকেল।

—•—

আধুনিক জীবন

কিংশুক
(জামসেদপুর)

তরুনী সকাল বখাটে কাক;—ননসেন্স রোদ্দুর :
ঘুম ভেঙে গেল।
মাজা বাসনের লিরিকাল প্লে;—জলের কলে ম্যালেরিয়ার কম্পন
ভোরের সুরা পাত্র ধরে,—দাঁড়িয়ে মা।
ছোট ভাই বোনেদের;—লেখক কবিদের শ্রাদ্ধের জয়ধ্বনী করা
এরি নাম নাকি পড়া।
হেঁসেলে চড়েছে;—প্রভাতী বংশ যজ্ঞের তালিকা
ইনচার্জ? — নতুন বৌ।
খবরের কাগজ—কাশ্মীর ভারতেরই—মন্ত্রীদের ঝগড়ার বাসর
এরই নাম,—মডার্ন পলিসি।
পড়া শেষ হোল,—উঠে এলাম বাজারের থলিটার কাছে
গন্তব্য? — সব্জী ও গ্রেসারী দোকানের দিকে।
মাছের বাজার — কিলোর চীৎকার,— চারটাকা পোনা
কিন্তু নিতেই হবে — বাড়ীতে নতুন বৌ।
ঘাস - পাতাগুলো জলে সাঁতরাচ্ছে — আলু পাউডার মেখে—
কুমড়োর বুকে ক্যান্সার
কিন্তু সবাই আমরা — 'হলি সিটিজেন'।
সবজী বাজারকে সেলাম জানিয়ে — চলে এলাম গ্রসারীর
খিচুরীখানায়
আজকের কেনা,— ডাল - আটা - তেল - নুন ইত্যাদি।
কিন্তু মড়ক লেগেছে দামে — আগুন লেগেছে ফাটকা বাজারের
শ্মশানে।

কিনব কি ... ঠাকুরের বাতাসা — না — বৌয়ের পান-সুপারী ?
ফিরে এলাম — অপিসের তাড়া — ট্রামে ভীড়ের ভয়।
এখনও বেঁচে আছি।
কলতলা শুকনো পাঁপড়, — হায় অদৃষ্টের পরিহাস
ভাগ্যের কি ভীষণ বৈধব্যতা !
মান্থলি টিকিট — মেয়ে - পুরুষের ভীড়,— নরক যাত্রী শকটে
কি অমায়িক ভাগ্যের নিলাম।

অপিসে এলাম—ধনীর পদে চন্দন জোগাতে,—বাঁচার ওষুধ দেবে বলে
রোজ টি - বি. জার্ম নিয়ে যাই — ফেরার পথে।
ভাগ্য দেবতা নাকি খাবিসীসে পড়ে আছে - মধ্যবিত্তের শ্মশানে
কিন্তু সমাধীর মাটী ? — ধনীর হাতে।

সবাস জীবন — এসো শুঁড়ীখানায় — একটু খেনো খাই।
লজ্জা নেই — এটাই ভুলে থাকার মরফীন।
'আমি কে জানেন ? কেরানী — গ্র্যাজুয়েট কোন এক সনের
মাইনে ? — একশো কুড়ী টাকা মোট।
ভাগ্যের সাথে জুয়া খেলে চলেছি — ছেড়া ফুসফুসে
সাবাস ফেট লাইন ! — সাবাস ! !

—•—

সভ্যতা

—অপূর্ব্ব কুমার পাঁজা

(জামসেদপুর)

মানব ! বৃথা গর্ব সভ্যতার করিও না আর,
যত দিন না বুভুক্ষু মুখে তুলে দিতে পার দুমুঠো আহার।

ইস্পাতের বুকে ছুটিয়াছে ধাস্পীয় দানব — 'ঝিক ঝিক ঝিক'
তোমার দুরন্ত গর্বের প্রতীক।

বিমান মথিত করি, ধাইতেছে তোমার বিমান;
ঘর্ঘর শব্দে বধির হল সবাকার কান।

'বিপ,, বিপ' 'বিপ,, বিপ'— স্পুটনিক চলে বুঝি মহাকাশ মুখে
রেঞ্জার যায় ঐ হানিতে আঘাত চন্দ্রের সুকোমল বুকে।

কিন্তু জান কি তুমি ? পরিয়াছে তব মুখে নিশাসম কালি
লুমুম্বার রক্তস্রোতে যবে সিক্ত হল কঙ্গোর বালিকাময় ধুলি ?

তব চণ্ড নিঃপীড়ন সাক্ষী হয়ে জেগে আছে জালিয়ানওয়ালবাগ,
যার বুকে ইংরাজরা খেলেছিল নর রক্তের ফাগ।

চৈনিক - ড্রাগনের পরমাণু বোমা বিষাইয়া তুলিছে বাতাস,
সভ্য জগতের কাছে নিবে গেছে শান্তির সকল আশ্বাস।

মা-নবের অধিকার রাখিতে গিয়ে কেনেডিকে দিতে হল প্রাণ
সর্ব্বহারা নিপীড়িত নিগ্রোরা গেয়েছিল যার জয়গান।

তাই বলি হে মদমত্ত মানুষ সভ্যতার কথা আর আনিওনা মুখে
ভাই বলি সকলে মানিবে যদি তাদের টেনে নিতে পার বুকে।

—•—

লোকমাতা নিবেদিতা

—লীলা দাস

(নলডাঙ্গা)

লোকমাতা নিবেদিতা
তুমি যে যজ্ঞ হইতে উদিতা।
তোমার জন্ম পুণ্য লগনে
তুমি নিবেদিতা ভগবৎ চরণে।
তাইতো তোমার নাম নিবেদিতা
তুমি যে সবার অতি পরিচিতা।

তুমি যে বহুদূর দেশের বোন
নিজের গুণে ভারতবাসীরে করিলে আপনজন।
আসিয়াছিলে তুমি প্রাচীন ভারতবর্ষে
মনুষ্য সেবায় নিজেকে সঁপিতে নিঃশেষে।
তোমার নিকট হইতে শিখিল সবে
কেমন করিয়া মানুষ হইতে হবে।

তোমার মনের নবীন আলোকে
মোদের উদ্ধারিলে অজ্ঞতার নাগপাশ থেকে।
এসেছিলে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সাথে
পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিতে।
সবার থেকে পেয়েছ অনেক লাঞ্ছনা
মূঢ় জেনে তাদের করিলে ক্ষমা।

শতবর্ষ পূর্তি উৎসব হল যে আজি
স্মরণ পথেতে তুমি রয়েছ সাজি।
ওগো বিবেকানন্দের মানস কন্যা
তুমি মহৎ, তুমি যে ধন্যা :
তোমার ছবির তলে লুটাবে মাথা
প্রণাম জানাই তোমায় 'নিবেদিতা'

—*—

একটি করুণ মুখ

সোমা বিশ্বাস।
কলিকাতা-৩০)

অনেক ভিরের চাপে হারিয়ে যাওয়া
একটু করুন মুখ
অজন্তা ইলোরার মত কিংবা তার বেশী,
পাথরের স্তূপ।
স্তরে স্তরে সাজানো :
হাজার বছরের হাজার রূপরেখা
রেখেছে মুখটি তার ঘিরে;

অশান্ত ছেনী ধীরে ধীরে
করেছে ভেনাস্।
একটি হৃদয় তার
রোমান্সের অবুঝ ব্যাথা,
একটি করুন মুখ
অনেক ভিড়ের চাপে হারিয়ে যাওয়া

—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

১৩৭৫ সাল ৯বম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

(বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫)

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অধ্যক্ষকে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। তবে নারী মিতাদেরকে লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সঙ্ঘের অধ্যক্ষকে পাঠাতে হবে। চিঠির মধ্যে তার নিজের ঠিকানা নারী মিতাকে জানিয়ে দিতে পারেন। আপত্তি থাকলে নারী মিতা এর পর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্টকার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন যদি কোন কারণ বশতঃ পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান. চ - ব্যবসা বানিজ্য, ছ - ধর্ম জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোক - চিত্র, ঠ - ডাকটিকিট, ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে:—

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

বি: দ্র::— এই তালিকায় ৪৭০১ সদস্য সংখ্যা থেকে ৪৮০০ সদস্য সংখ্যা পর্যান্ত প্রকাশ করা হল।

—•—

৪৭০৩ অজিত কুমার শী।
c/o রাজকৃষ্ণ শী, গ্রা: ও পো:—আছিপুর; ২৪ পরগণা ভায়া - বজবজ; ২২ ছাত্র, ক গ।

৪৭২৩ অরুণ লাহা।
১২৯, বিধান সরণী, কলিকাতা - ৪, ২০, ছাত্র ঠ ঙ চ ঝ

৪৭৩১ অনুরাধা সরকার।
ভামকুনি, ২১ ছাত্রী, (কলা ২য় বর্ষ) ঞ জ ঢ গীটার।

৪৭৩৯ অসীম কুমার চক্রবর্তী।
১১।১, 'এ' রোড, আনন্দপুরী. পো: — ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ২১ ছাত্র, (টেক্‌নোলজী, প্রিনটিং ১ম বর্ষ) ঙ ঞ ঢ গ খ জ ঠ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৭৪০ অসিত দাস।
c/o Eastern Taioloring. Hospital Road, Silchar, Assam. ১৬ ছাত্র, জ ঝ এ ড চ ভাষা শিক্ষা, আবৃত্তি, অভিনয়।

৪৭৫৫ অশোক কুমার গুপ্ত।
4th year. Civil. Room - 37. Hestel - 1. M. I. T. Muzaffarpur. Bihar, ২০ ছাত্র, তালিকা অনুযায়ী

৪৭৬১ অজিত কুমার সাহা।
c/o Sular Bastralaya. Station Road, Po : - Karimgonj. Caehar. Assam. ১৯ ছাত্র (বিজ্ঞান) ঠ ড ঙ জ এ ঝ চ

৪৭৬৩ অনুরাধা বিশ্বাস।
সোদয়, ১৮ ছাত্রী, কলা, (স্নাতক ১ম বর্ষ) ঙ ড চ এ সাঁতার।

৪৭৬৮ অমল কুমার ভৌমিক।
শিউরী, হোগলা, মেদিনীপুর, ১৯ ছাত্র, গ চ ঙ

৪৭৯৮ অশোক কুমার দাস।
৩৯, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬ ১৫ ছাত্র, ঠ চ ঙ এ ড।

৪৭০৭ আদিত্য ব্যানার্জী।
Inst. of Radio Physics & Electronics. 92, Upper Circular Road. Cal - 9. ২৪ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এ বন্ধু, টেবিল টেনিস, পিয়ানো, বিদেশী ভাষা।

৪৭৪৬ আশীষ কুমার বসু।
১০৭; বিশ্বকর্মা হাস্টেল, বি, এইচ, ইউ, বারানসী — ৫, ইউ. পি, ২২ ছাত্র; (৫ম বর্ষ, ইলেক: ইঞ্জি:) জ ঝ ড চ

৪৭৭০ আনুয়ার জামান।
পো: - বড়এ, জেলা - মুর্শিদাবাদ; ১৬ ছাত্র; (১০ম); ক জ এ ট ড চ

৪৭০৪ উমেশ চন্দ্র মণ্ডল।
পো: - ফাঁসিদেওয়া, দার্জিলিং, ২১ ছাত্র (সাহিত্য ৩য় বর্ষ; অনার্স) ক খ গ এ ট সিনারী সংগ্রহ।

৪৭২১ উৎপল গোস্বামী।
R. E. Collega, Hostel - 5. Room . 107. Durgapur - 9, Burdwan. ২০; ছাত্র (ইঞ্জি:) গ ঙ জ ঝ ড চ

৪৭২৪ ডা: এন, পি, ব্যানার্জী।
৮০ বি, ইলিয়ট স্ট্রোস, ইলিয়ট রোড; কোলকাতা - ১৬, ৩৪; ডাক্তারী, সমাজসেবা

৪৭৭৮ এ, কে, নস্কর।
c/o Bechtel India Ltd, Tarapur, Automic Power Project. P. O. Tarapur. Dt: Thana, Bombay. (Sheet Metal Dept)

৪৭০৯ কল্যাণ বসু।
c/o দেবকুমার বসু, পোঃ - চালসা, বরাদিঘী টি এস্টেট। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স; ১৬ ছাত্র; চিঠি লেখা।

৪৭৩৭ কমলেন্দু সেন চৌধুরী।
৮৪ জি. টি, রোড; সাউথ প্রথম তলা; হাওড়া; ২৫ ইঞ্জিনীয়ার, জ এ ট

৪'৬৪ কল্যাণ তরফদার।
১০২ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯, ১৯ ছাত্র ২য় বর্ষ, গ চ এ ট ঠ জ

৪৭৯৯ কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকাতা - ৫০, ১৫ ছাত্রী, গ জ

৪৭০১ গোকুল রঞ্জন দেবসিংহ।
পোঃ ও গ্রাঃ - খাসবাড়, মেদিনীপুর, ৩০, কৃষি ও শিক্ষকতা, ক খ গ ছ এ ড ট

৪৭৪৮ গোবিন্দ চন্দ্র দাস
গ্রাম নূতনগ্রাম, পোঃ ধনিয়াখালি, হুগলী, ১৯; ছাত্রঃ B. Sc. ট, ঠ, ৩, বেড়ও, বাগান, বই,

৪৭৮৫ গণেশ চন্দ্র মজুমদার
traffic to 2/3 unit no 3. P.o. Kharagpur Midnapore. ২১, চাকুরী, চ, এ, জ,

৪৭৩৬ জবারায়
বাংগাছি, ১৫, ছাত্রী, জ, পত্রলেখা পুস্তক পাঠ,

৪৭৬৭ জয়ন্ত কুমার নন্দী
পো গ্রা পাটুলী, বর্দ্ধমান, ১৬, ছাত্র (স্কুলফাইনাল) জ, চ,

৪৭৭৪ জয়ন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রাম চকতুরা, পো কাইতি, বর্দ্ধমান, ১০, উপন্যাস পাঠ, গানলেখা,

৪৭৭৫ জ্যোতির্ম্ময় দত্ত
৭/এস পলতা পার্ক ইছাপুর নবাবগঞ্জ ২৪ পরগনা ২২ ছাত্র (Art) ট চিত্রশিল্প

৪৭৭৬ জীবিতোষ ঘোষ
mail box 'D' No 12 wing, A. F Chandigarh-3.

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৪৭৩২ তপন কুমার ঘোষ
C/o Mr. J, W. Shadap. Lummewri. P.O. Laitumkhrah Shillong - 3 Assam ২৫ এম, কম পরীক্ষার্থী ও অভিনয় অটোগ্রাফ ফাইডে কভার

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৭৪৭ তপন সরকার
C/o Gotto 4/11 Aftab Mesque Lane Alipore Calcutta - 27
১৭ ছাত্র (শ্রেণী) জ ঝ ঞ

৪৭৬৬ তপন কুমার তালুকদার
ধুবুলিয়া যক্ষা আরোগ্যালয় ধুবুলিয়া নদীয়া
৩৬ ছাত্র একাদশ, বিজ্ঞন গ ড

৪৭৭১ তাপস বসু
C/o এম কে বসু ২২ মধুসুদন দাস লেন পো বি গার্ডেন হাওড়া ৩ ১৫ ছাত্র ঠ ঞ কোটেশন

৪৭১৩ দীপালী ঘোষ
চুঁচুড়া ১৭ ছাত্রী ঞ ঠ ড ঢ খ

৪৭১৪ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
১৩/৫ ট্রাঙ্করোড দুর্গাপুর ৪ বর্দ্ধমান ২২ ছাত্র বি এস সি ঙ গ ঞ ঠ ভিউকার্ড

৪৭৪২ দীপ্তেন্দু পট্টনায়ক
C/o অবন্তি কুমার মাইতি গ্রাম ও পো নন্দীগ্রাম মেদনীপুর ১৬ ছাত্র (১১) ঠ ড ছ অটোগ্রাফ

৪৭৪৩ দীপ্তেন সরকার
৪৪৪ শরৎ চ্যাটুর্জী রোড হাওড়া ৩ ১৭ ছাত্র বিজ্ঞান জ

৪৭৪৪ দীপক কর্ম্মকার
Room 44 Hostel I. R. E. C. Rourkella ৪ Orissa ২০ ইঞ্জি ছাত্র ভ ছ ট ঙ গ ঠ

৪৭৫৭ দিলীপ কুমার দত্ত
২।১।৬ আরীফ রোড উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা ৪ ১৮ ছাত্র B. Sc. ১ম বর্ষ ক খ গ ড ঢ ট

৪৭৭৩ দীপক কুমার ঘোষ
P.O. Sayal Hazaribagh Bihar
২৯ চকুরী খ গ ঙ জ ড ঢ

৪৭৯০ দেবদাস শী।
২/সি. যুগল কিশোর দাস লেন, কলিকাতা — ৬, ১৬ ছাত্র, ক ঞ ঠ ড ঢ মুদ্রা সংগ্রহ।

৪৭০৬ ধনঞ্জয় বাগচী।
হোষ্টেল নং ২, রুম — ২২৩, জোড়হাট ইঞ্জিঃ কলেজ, জোড়হাট — ৭, আসাম, ১৭ ছাত্র, ক ঙ ছ ঞ ট ড ঢ গল্পের বই।

৪৭৯৭ নভোজিৎ রায়।
৫/১, হরিদেবপুর রোড, কলিকাতা — ৪১, ৩ চাকুরী, ট এ গ ঙ ড ঢ খ চিত্র অঙ্কণ।

৪৮০০ নারায়ণ গাঙ্গুলী।
Qr no. B/78. Rly Colony. P. O- Rourkela - 1. Orissa. ২৪ চাকুরী, ক খ গ ঘ জ ঝ এ ঠ ড ঢ

৪৭০৫ প্রভাত কুমার দে।
৬/১/এ, নফর কোলে রোড, কলিকাতা - ১৫ ১৬ ছাত্র. (১০ম সাহিত্য) গ ড খ ঢ ট চ ঝ

৪৭১০ প্রভাত কুমার দেব।
Drawing Office. O. Factory. Ambernath. Bombay. ২৮ চাকুরী, জ ঝ রান্না।

৪৭২০ প্রবীর কুমার বরাট।
পো: = জাপলা, পালামউ. ১৮ কৃষি ও ছাত্র (p. u.) ট এ গ ঢ কৃষি বিজ্ঞান।

৪৭৩৪ প্রতিচী ঘোষ।
কাঁচরাপাড়া, ১১ ছাত্রী. ঠ ভিউ কার্ড ম্যাগাজিন।

৪৭৪১ প্রণব কুমার খাঁড়া।
c/o চিন্তামণি দাস, হরিবপুর, বেনাপুকুরপাড় ঠাকুরবাড়ী, পো: ও জে: — মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্র, B. Sc. ছ ক জ ঝ গ

৪৭৫৬ পুলক গোস্বামী।
৯৬ শ্রীকৃষ্ণনগর, কলিকাতা — ৫৬, ২০ ছাত্র (পলিটেকনিক) জ ঝ ড ঢ ট এ গ কোটেশন।

৪৭৭২ প্রদীপ ধর রায়।
১৭/বি, জৈনুদ্দী মিস্ত্রী লেন, চেতলা, কলি: ২৭, ১৮ ছাত্র, এ ঢ

৪৭১৬ বলরাম দাঁ।
৮/৩ সুরেন সরকার রোড, কলিকাতা — ১০ ২০ ছাত্র, গ

৪৭১৭ বিমলেন্দু দাস।
74. Kagal Nagar. Jamshedpur - 5 bihar, ১৮ ছাত্র (কলেজ) ঠ

৪৭২১ বাসুদেব ঘোষ।
৫৬, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা - ১২. ২১ চাকুরী ও ছাত্র. জ ঝ ড এ ঢ

৪৭৩৩ বিনয় ভূষণ ধর।
পো: — অমরপুর, ত্রিপুরা, ২২ চাকুরী, গ এ জ রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা, মহাকাশ গবেষণা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৭৬০ বিশ্বজিৎ খাঁড়া।
6/3. Absolvent Quarter. P. O. — batanagar. 24 Parganas. ২১ ছাত্রী; ভ ঢ ঞ ট

৪৭৬২ বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়।
পি - ৮/৬৫, কল্যাণী, পো: — কল্যাণী নদীয়া, ২৮ ষ্টাফ ফটোগ্রাফার, দৈনিক - বসুমতী, ট ঞ

৪৭৭৯ বরুণ কুমার ঘোষাল।
Hostel Zenith, ৭৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা — ৯, ৩০ চাকুরী, ঞ জ ঝ ঢ ড

৪৭৯৩ বিশ্বনাথ চাটার্জী।
Gurudwara Road. Po. — Jamalpur. Manghyr. bihar. ২০ ছাত্র; (কমার্স ৩য় বর্ষ) গ চ ঞ ঢ ঘ জ ঝ ছবি আঁকা।

৪৭১১ ভূপেন চন্দ্র রায়।
১২৮ এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি: — ১৭ ২৮, চ জ ঢ ঞ ড কবিতা।

৪৭০২ মৃণালকান্তি ভৌমিক।
৩৮/এইচ/১৪ মানিকতলা মেন রোড; কলি— ৫৪, ২৭, চাকুরী, ব্যবসা, ক খ চ ঢ

৪৭১২ মীরা মিত্র।
ঢাকুরিয়া, ১৮ ছাত্রী বি, এ, (অনার্স বাংলা) জ ঝ (গীটার) ঞ ঢ

৪৭১৮ মোহনলাল দাস।
১১০৫/১, অশোক নগর, পো: — হাবড়া, ২৪ পরগণা, ১৮ ছাত্র, (বাণিজ্য ১ম বর্ষ) জ ড ঢ

৪৭৫৯ মৃণালকান্তি সাহা।
নবগ্রাম, পো: — গবিয়া, ২৪ পরগণা, ১৮ ছাত্র (১০ম) ড

৪৭৩৮ রামগতি ভট্টাচার্য্য।
২৬/১১, সেকেণ্ডারী রোড, দুর্গাপুর — ৪ বর্দ্ধমান ২৫ চাকুরী, ক খ গ ঙ ছ ঞ ঢ

৪৭৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।
চুনারী পাড়া, কাঁঠাধর, লাইনঘর, পো:— ইছাপুর নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা, ২০ ছাত্র, চিত্র অঙ্কণ।

৪৭২৪ রবীন্দ্রনাথ দাস।
c/o মন্টুলাল শর্ম্মা, ২২/১/৩ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, গোরাগাছা, বেহালা, কলিকাতা — ৩৪, ১৯ ছাত্র। বিজ্ঞান ১ম বর্ষ ঙ ক জ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৭৭৭ রঞ্জন কুমার দাস।
c/o Dr. R. K. Das. Rehabari Gauhati — 8 Assam. ১৭ ছাত্র, ট ড্রাইভিং ঞ চ

৪৭৮৭ রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
Above variety Stores. Chawk - Bazar. P. O & Dt. — Hooghly ২২ টেকনিক্যাল এসিস্টণ্ট, ক গ ঘ ঙ ছ ঞ ট চ

৪৭৯১ রওশন আরা বেগম।
মৌবন, ১৮ ছাত্রী বি, এ, গ ঞ জ ঠ নাচ, বই পড়া, পত্রবন্ধু।

৪৭১৫ লেখা সরকার।
থালিয়া, ১৭ ছাত্রী (২য় বর্ষ) গ ঙ জ ঝ ঞ ড

৪৭৮০ লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা।
P. O. – Chaparmukh. Nowgang, Assam, ২৫ ব্যবসা, ট চ ক

৪৭৪৯ শুভেন্দু ঘোষ।
P - 7/306. P. O. — Kalyani, Nadia ১৭ ছাত্র H. S. বন্ধুত্ব।

৪৭৫০ শ্রীপদ ত্রিপাঠি।
১০২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা — ৯
(প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি)

৪৭৫৩ শান্তিপদ মল্লিক।
বিচিত্রা মেডিক্যাল মেস. মালপাড়া, বাঁকুড়া, ২৩ ছাত্র (মেডিকেল) ঞ

৪৭৬৫ শশাঙ্ক শেখর বেরা।
Room. 328, Hostel — B. P. O. — R, I. T. Jamshedpur. ১৮ ছাত্র (ইঞ্জিনীয়ারিং), চ ঙ ঞ উপন্যাস গল্প পাঠ।
[প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি]

৪৭৬৯ শ্যামল মুখার্জী।
c/o শ্রীবিমল চন্দ্র ব্যানার্জী, ষ্টেশন রোড পোঃ ও গ্রাম — রহড়া (K. H. D. ২৪ পরগণা, ১৮ ছাত্র H. S. গ জ ঝ ট ড চ

৪৭৮১ শুভংকর ঘোষ।
বর্দ্ধমান, ২০ ছ ,
[সংঘের অবধায়কতে যাবে]

৪৭৮২ শুভ্রাংশু গুহ (Guha)
ব্লক মেস, মুনিমজী হাউস, পুরাতন বাজার, পোঃ — খড়গপুর, মেদিনীপুর, ২৯ চাকুরী খ ক চ অভিনয়।

৪৭৮৯ শক্তি পদ দাস।
৪৪ কলুতলা ষ্ট্রিট, কলিঃ — ৭ ২৪ ছাত্র ড জ ঝ খ চ ঞ ট সিনেমা।

৪৭০৮ সুজিত কুমার ঘোষ।
c/o এস, সি, ঘোষ. ২৩ রসা রোড, সাউথ থার্ড লেন, কলিকাতা — ৩৩, ২৫ চাকুরী; এ জ ঝ ট ঠ

৪৭২৫ স্বপ্না চক্রবর্ত্তী।
কলিকাতা - ৫৭, ১৪ ছাত্রী, (একাদশ - বিজ্ঞান) জ খ ড গল্পের বই।

৪৭২৬ সুরীটা চ্যাটার্জী.
সালকিয়া, ১৫ ছাত্রী, ঠ ড এ সেতার সাইকেল; সাঁতার।

৪৭২৭ সন্ধ্যারাণী দে।
শান্তিপুর।

প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

৪৭২৮ স্বপন কুমার দত্ত।
c/o ডাঃ কে; পি; দত্ত, রাণাঘাট, নদীয়া ১৭ ছাত্র ড চ গ খ

৪৭২৯ সলিল কুমার পুরকাইত।
Hostel — A. Room — 300 Po : — R, I, T, Jamshedpnr Bihar ১৮ ছাত্র 2nd yr Elec Engg, এ ঙ ফুটবল কার্টুন ছবি তবলা ছোটগল্প।

৪৭৩০ সরোজ কুমার বর্ম্মন।
বর্ম্মন কুটির; নিউ টালিগঞ্জ; পোঃ — ইষ্ট পুটিয়ারী; কলিকাতা — ৩৩, ১৪ ছাত্র ১০ম বিজ্ঞান, ঠ ড জ ঝ ট

৪৭৩৫ সন্ধ্যা বিশ্বাস।
কলিকাতা — ৩০; ১৬ ছাত্রী; একাদশ ঙ জ ড এ কার্ড সংগ্রহ।

৪৭৫১ স্বপন কুমার রায়।
বিদ্যাসাগর মেস, রাধা নগর; পোঃ — সেবায়তন ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর ২০ ছাত্র সিভিল ইঞ্জিঃ ঠ জ এ

৪৭৫২ স্বপন কুমার পাঁজা
পো গ্রা দেবীপুর বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র (বাণিজ্য ১ম বর্ষ) জ ঝ ড এ চ গ ট

৪৭৫৮ সমীর গোস্বামী
4th year Mechanical Engineering College Hostel — S Room A/76 P O Rourkela-8 Orissa ২০ ছাত্র ৪র্থ বর্ষ ইঞ্জি ঙ জ এ ড চ

৪৭৮৩ সনৎ কুমার মিত্র
বরকালীতলা লেন পোঃ চন্দন নগর হুগলী ২৮ চাকুরী ট ঠ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৭৮৪ সুভাষ চন্দ্র মজুমদার
১২ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ৩য় তলা কলিকাতা - ৭ ২১ ব্যবসা ঙ গ চ জ ঝ

৪৭৮৬ স্বরূপ বিশ্বাস
C/o Mrs Bina Biswas Kedarnath Road Kalyani P O Muzaffarpur Bihar ১৭ ছাত্র H S গ ঙ ঠ ড চ

৪৭৮৮ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়
Quality Inspector F C I P O Seetarampore Burdwan ২৬ চাকুরী ট বন্ধুত্ব

৪৭৯২ সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য্য।
c/o দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য, দিয়ারাপাড়া; নবদ্বীপ, নদীয়া ১৫ ছাত্র (৮ম শ্রেণী) ক খ গ ব ঙ জ ঝ ঞ ঠ ড চ ট

৪৭৯৪ সুমিত চৌধুরী।
c/o এ, চৌধুরী, ৯/১ই, বিডন রো; কলিকাতা — ৬, ২০ ছাত্র (ইঞ্জি) ঙ জ ঝ ট ড ক

৪৭৯৫ স্বপন সমাজদার।
1927. Above Dayal Press. Fountain, Delhi — 6. ১৮ ছাত্র (বিজ্ঞান XI) ড ঝ চ গ ঠ ব্যায়াম।

৪৬৯২ হীরেন্দ্র কুমার ঘোষ।
Po: — Thumri Telaiya. Hazaribagh. Bihar (Kodarma) E. Rly. ৪৩ ব্যবসায়ী (অভ্র খনির) ক ঘ চ ছ জ ঝ ঞ

৪৭১৯ হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ।
২১/১৮ ভারতী রোড; দুর্গাপুর — ৫, বর্দ্ধমান, ২৪ চাকুরী ও কারিগরী ছাত্র, খ ট ঞ চ আবৃত্তি।

৪৭৯৬ হরি ভূষণ পাল
কলিনগর পো বিলোনীয়া ত্রিপুরা ২২ ছাত্র (বি, এ, ৩য় বর্ষ) গ ঞ চ সাংবাদিকতা

:::—— ::::

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮; রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট.
পো: উত্তরপাড়া;
জে: — হুগলী।

বিশ্বমিতাদের নামের তালিকা।

বর্তমান তালিকায় ১ থেকে ২৫২০ সদস্য সংখ্যা পর্যন্ত বিশ্বমিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল। বাকী বিশ্বমিতাদের পরিচয় লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

স্থানাভাব বশতঃ বর্তমান সংখ্যায় পূর্ণ তালিকা প্রকাশ হল না। সাধারণ মিতাদের পরিচয় ও লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। অসাবধানতা বশতঃ উল্লিখিত সদস্য সংখ্যা থেকে যদি কোন মিতার পরিচয় বাদ পড়ে থাকে, তবে সংঘকে জানিয়ে দিলে লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে ঐ গুলির তাৎপর্য বৈদেশিক মিতাদের ও নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সুচনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাহুল্য হেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

* তারকা চিহ্নিত মিতারা কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

বিশ্ব মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৩৪১ অমরেন্দু সরকার।
চকভবানী, পোঃ — বালুরঘাট, জেলা — ওয়েষ্ট দিনাজপুর, ৩২ চাকুরী, ক ঙ ছ ঞ ফুলের বাগান, পরকে আপন করা।

৪৩২ অমর কুমার দাশ।
H — 16/8. North Land Estate Ichapore. 24 Parganas. ৩২ চাকুরী ঠ ঞ পুস্তক পাঠ।

৫৫০ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়।
১৪০ - ২৩, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলি — ৪০, ৩৪ চাকুরী গ ক ছ ড জ বাগান।

৯৯৩ অমিয় কুমার মুখার্জী।
গ্রাঃ ও পোঃ — জয়কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া ২৩ ছাত্র, ক গ ড (ইনডোর) ঠ গল্প ও কবিতা লেখা।

১০৯৯ অনিল কুমার দাস।
১৪।১, কৈলাশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া ২৪ ছাত্র ও চাকুরী, ঙ ছ ট ঠ ঞ স্কাউটিং, গল্প, অভিনয়, সেবা।

১৪৮০ অশোক কুমার কুণ্ডু।
শ্রীদুর্গা ভবন, এ্যালেনা শিবতলা রোড, দেয়ারপাড়া; নবদ্বীপ, নদীয়া, ২৪ ছাত্র, গ ঘ ঙ ঠ

১৫৪৩ অনিমেষ চ্যাটার্জী।
গ্রাঃ — কাঁখুরিয়া, সিউড়ী. বীরভূম, ২৮ ছাত্র. গ ঘ ক ছ খ ঞ ড ঢ

১৮১০ অমৃত লাল পাল।
Minor Prof and Dredging or Jn. Commerce House. 4th Floor. Ballard Estate, Bombay — I. ২৮ চাকুরী, ঞ চ ড সাঁতার, চড়ুইভাতি

৬৪৪ উত্থান পদ জিজলী।
গ্রাম — নারিকেল ডাঙ্গা, পোঃ — বেনীপুর, ভায়া মগরাহাট, ২৪ পরগণা, ২৭ ছাত্র, ক গ ছ সৌন্দর্য্যানুভূতি কবিতা, গল্প।

১১৬০ এম, হাশিম রিজভী।
পোঃ ও গ্রাঃ — চেরাগ্রাম, হুগলী, ২৭ ছাত্র, গ ঘ ক ঙ চ খ ট ড

১৯০২ এন, সি, চক্রবর্ত্তী।
Airforce Hospital, Kanpur — 4. ৩৩ চাকুরী, ক গ ছ ট

১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে।
গিরিবালা হোমিও হল, পুরুলিয়া; ৫৬, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, গ ছ চ দেশ বিদেশের কৃতী বাঙ্গালীদের সঙ্গে পত্রালাপ।

বিশ্ব মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৭৬৬ কমলেন্দু বল।
c/o Pwi D NYD ; S. E. Rly WAT Po : — Kanchara palem Dt : — Visakha Patnam — 8. A. P. ২৬ চাকুরী, গ ঞ

২৫১৩ কালিপদ ঘোষ।
Vill — Karanga, Po : = Beara via — Bongaon. 24 Parganas. ২৩ ছাত্র, ক গ ঙ ট বাগান।

৩৬ ভাদুলাল বসাক।
Tebbacconist. Po : — Dinhata. Cooch Behar, ৩৯ ব্যবসা, চ ছ ক খ

১০২১ গোলক চাঁদ মাঝি।
Rly. Q. n. - 276. Sector 'c' Po : — Bondamunda Sundargarh, Orissa. ২৪ ছাত্র ঙ গ খ বাগান, সিনেমা।

২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায়।
হাওড়া, ২৯ গৃহস্থালী, ক গ ছ জ ঞ পশু পালন।

৩৯১ চন্দ্রনাথ পাল।
c/o পরেশ নাথ পাল, শেঠ পুকুর, যশোর রোড, পো: — বারাসাত; ২৪ পরগনা, ২২ ছাত্র, ক খ ঙ গ চ ইতিহাস, সুন্দর জিনিষ দান করা।

১৪৩৬ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
Survey and Dredging Orgn. Commerce House. 4th floor. Ballard Estate, Fort bombay. bombay — 1. ৪০ চাকুরী, ক ছ গ খ ঞ সাঁতার, নাচ - গান, রান্না।

৪৪ জগন্নাথ জানা।
১৩, এ, পি, আঢ্য লেন, পো: — শেওড়াফুলি, হুগলী, ৩৪ ব্যবসা, ঠ ক গ ঞ মুদ্রা সংগ্রহ।

৫৫৪ জগদীশ চন্দ্র সাহা।
2. W. E. C. Delhi Cantt — 10 ২৫ চাকুরী, গ ঙ ঙ ছবি সংগ্রহ।

২৩০৫ জীবন চন্দ্র নস্কর।
c/o গৌর চন্দ্র মালী, গ্রা: - সান্ন্যে গঙ্গাধরপুর, পো: - আমুনি, ভায়া বাটা-নগর. ২৪ পরগনা, ২১ টেলার্স, ক গীটার, জ্যোতিষ পাশ্চাত্য মতে কর কোষ্ঠী বিচার।

২৩২৩ জগদীশ চন্দ্র শীল।
EME DET. Co. D. Jabalpur. M. P. ২৪ সৈনিক, গ চ অভিনয়।

বিশ্ব বিত্তাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৭৬৮ তাপস কুমার বসু।
505 S. U. c/o 56 A. P. O. ২২ বায়ু সেনা; ঙ ঞ

২২৯৬ তুষার কান্তি দাসগুপ্ত।
Avenue — 'D' Quarter. 2P. Sector no — 6. bhilai Steel Plant. M. p. ২৫ চাকুরী, ঘ ঙ জ ট ড ঢ

১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি।
c/o চন্দ্র শেখর মাইতি, গ্রা: — শঙ্কর-আড়া, পো: — তমলুক, মেদিনীপুর, ২২ ছাত্র; ক গ খ ড

১১৯৯ দেবব্রত সেনগুপ্ত c/o সুনীল সেনগুপ্ত তোলা ফটক, চুঁচুড়া, হুগলী; ২৪ চাকুরী, ক খ গ তাস খেলা, হাতের কাজ, আবৃত্তি।

১৭০৩ দীপঙ্কর ব্যানার্জী।
১/৩ বি. বিডন রো, কলি: — ৬, ২৭, চাকুরী, ক গ ছ ঞ ঢ

১৭২৩ দীপক ঘোষ।
১৬, ল্যান্স ডাউন প্লেস, কলি: — ১৯, ২৭ চাকুরী, ক ঙ ঢ ঠ

২১৯৮ দিব্যেন্দু দাস।
c/o দেশপ্রাণ ডি. এন, দাস, পো: ও গ্রা: — শক্তি নগর, নদীয়া, ২২ ক খ গ অভিনয়।

১২৬৬ নির্মলেন্দু দত্ত।
c/o দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লি: পুরুলিয়া, ২৭ চাকুরী, গ ছ চ

১৪১৯ পাঁচু গোপাল খামরুই।
৫৬, অমৃত লাল দাঁ রোড, কলি: — ৩৫ ৩৯ চাকুরী, ক গ ঘ ঙ ছ

৮১ বিজয় প্রতাপ মিত্র।
26, Curzon Road, New Delhi—1 ৫৫, ফটোগ্রাফার, ঞ ফটোগ্রাফী এগজিবি-সন এ্যাসিষ্টেন্ট।

৫১৮ বলাই চন্দ্র পাল।
বেড়াবেড়ি, গঙ্গাধরপুর বাজার, হুগলী ২৫ ১৫ ছাত্র, ক খ গ ঘ ঙ চ ছ ট ড ঢ

৫৭১ বিমল নন্দী।
c/o কানাই লাল নন্দী, শশী স্মৃতি লজ, সাঁতরাগাছি, হাওড়া, ২৮ ছাত্র, গ ক ঘ জ গল্প।

১৫৬৬ বিচিত্র কুমার নাথ।
c/o নরেশ চন্দ্র নাথ, নাথ ব্রাদার্স, এম; রোড, পোঃ — কমলপুর, ভিতর বাজার উত্তর, ত্রিপুরা, ১৯ ছাত্র, গ ঘ ধাঁধা, গল্প।

১৮০১ বিজয় কুমার সেন
Burmah Shell Oil storage and distributing Co of India Ltd. Bhuhaneswar Marg. Bhubaneswar ২ ৪২ চাকুরী গ ঙ ঞ চ

২২৪৮ বিকাশ দত্ত
পো বাক্স নং — 10804 কলি - ৯ ২৪ ব্যবসা চ ঠ ট মোটর ড্রাইভিং বন্দুক ছোঁড়া যাদু বিদ্যা

১৩৫৬ বিনয় কুমার ভট্টাচার্য্য
বহরমপুর প্রাণী বিদ্যা পত্র মিতালি
সংঘের অবধায় কভে চিঠি যাবে।

১৯০ মদন মোহন দাস
The Bengal Idial Sweet Lodge 24/13 Mail Road Kanpur u. p. ২৮ ছাত্র ক খ গ ঙ চ ঠ ফ টেনগ্রাফী

২০৬ মনোজ কুমার মাইতি
Vill - Kanchanpur P. O. Barbasi Via Kharagpur Midnapore ২৪ ছাত্র ক খ গ ঙ পত্রালাপ ঠ

১১৬৫ মায়া রানী চট্টোপাধ্যায়
সেওড়াফুলি হুগলী ২৯ গৃহস্থালী ক গ ঘ

১২৮৫ মতিলাল ওহ রায়
C/o baldev Singh Kasimddin Road. P. O. batanagar 24 Parganas ২১ ছাত্র ক গ

১৪৮২ মীরা মাশচটক
দমদম ২২ ছাত্রী ক গ খ ছ ঙ

২২৮০ মদন মোহন নস্কর
C/o গনিপুর সমাজ কল্যান সমিতি পো - গ্রা গনিপুর ভায়া বাটানগর ২৪ পরগনা ২১ ক ঘ ঙ ঞ সংগঠন জ্যোতিবিজ্ঞান

২৪০৮ মনি দাস
বিশ্বাসের ধাম ছাতাগলি চুঁচুড়া হুগলী ৪০ চাকুরী ক গ ঞ বাগান

বিশ্ব মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

২৪৫৪ মানস মোহন বসু
900 Raviwar Peth Poona - 2
২২ ছাত্র ঠ ট ঢ কারি
গরী

২৪৬৫ মিহির বিশ্বাস
কোলা পো মগরা হুগলী ২৭ শিক্ষকতা ঙ ক
খ গ ঞ ঢ

৮৩৯ রাধা শ্যাম চট্টোপাধ্যায়
মামুদপুর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রা - পো পাটুলী জে বর্দ্ধমান ৫নং
শিক্ষকতা ক ছ ঞ জীবেরমাঝে শিবের শিশু
দর্শন

৮৬৮ রাখাল চন্দ্র পাত্র
আনন্দ নগর alias বাগড়ী মেদিনীপুর
মেদিনীপুর ২৯ বিষয় কর্ম দেখা শোনা
করা ক গ ঙ ছ জ্যোতিষ
বাগান

৯৭৮ রবীন্দ্র নাথ সরকার
C/o পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ১৮৩ এস কে দেবরোড
কলি - ৪৮

১০১০ রাজেন্দ্র পৎ সিং
৪ ক্রীক রোড কলি ১৪ ৪১ চ ঞ ঠ
ছবিতোলা

১৭০১ রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
C/o দেবেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য পো
দেগঙ্গা ভায়া অশিনপুর ২৪ পরগনা
২১ ছাত্র গ অভিনয় গল্প
কবিতা

১৭৭৬ রাহুল বর্মন
C/o Miss R. K Barman Research
Fellow Indian School of International Studies. Sapru House
bara Khampa Road New Delhi-1
১৯ ছাত্র খ ঙ ট ঢ অঙ্ক পদার্থ বিজ্ঞান
দেহতত্ব মনোবিজ্ঞান

২২৩৭ রেণুকা রায়
খাগড়া মুর্শিদাবাদ ১৯ ছাত্রী ক গ ঘ ঞ
জ ড
কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ
করবেন।

২৫১৮ রুণকি নন্দী
হাওড়া ২০ ছাত্রী ক গ ঘ ঙ জ ঝ ড
ঢ অঙ্কন

২০২ লীলা দেব
রাউর কেলা উড়িষ্যা ২৩ গৃহস্থালী বইপড়া
রান্না ফটোতোলা ক্যারাম খেলা
কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ
করবেন।

বিশ্ব মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৯৮ শিবানন্দ বসু
১৪ ক্রীক রো কলি - ১৪ ৩০ ছাত্র ক চ ঞ

৯০৫ শোভেন বন্দোপাধ্যায়
১৪ রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, কলি - ২৭ ৩০ ব্যবসা ক গ পত্রালাপ

৯৯৪ শ্যামলী বর্দ্ধন
খড়ার মেদনীপুর ১৯ ছাত্রী ক খ গ ঙ

১১৬৩ শান্তিময় গাঙ্গুলী
গ্রা - গ্রা অযোধ্যা বাঁকুড়া ২৪ ক খ গ ছ ড

১৫৩৯ শরৎ কুমার পাল
৪১ এ নফর চন্দ্র লাহা লেন কলি - ৩৬ চাকুরী গ ঝ ছ ঘ অভিনয়

১৬০২ শুকদেব সাউ
২১৪ ফকির চাঁদ ঘোষ লেন সাঁত্রা গাছি হাওড়া ২১ ছাত্র গ ঠ

১৯৯২ শিবানী রক্ষিত
ড়া ১৯ শিক্ষিকা গ জ

২০৫৩ শুভঙ্কর বসু
C/o ডা জে, এন বোস 7 এ, এন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট দক্ষিণেশ্বর কলি - ৫৭ ২৪ ছাত্র ক খ ট

২৩৭৯ শান্তিরাম তপসী
C. I. C. Control S. E. Rly P.O. Bilaspur R. S. ২৩ ছাত্র গ ঙ ছ জ ঞ ঢ অভিনয়

২৪৩৩ শান্তি প্রসন্ন চ্যাটার্জী
৪ ওয়ডা রাজা লেন কলি - ১৫ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঞ চ বাগানকরা অভিনয়

২৪৭৫ শুভ্রা মাইতি
কলি - ২৭ ১৮ ছাত্রী গ ঘ জ ঞ ঝ ড আঁকা

১২৮ সুবর্ণা দাস
জামসেদ পুর ১৫ গৃহস্থালী গ ক ঞ উলের কাজ

কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

২২২ সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ
551 Kydgarj Allahabad u. p. ৩৮ চাকুরী কবিতা প্রবন্ধ

বিশ্ব মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৮৮৪ সুগত মুখোপাধ্যায়
১৭ রানী সাগর সাউথ বর্দ্ধমান ২৩ ছাত্র গ ঘ ছ প্রাচীন পুঁথি অটো গ্রাফ নৃতত্ব অপরাধ তত্ব

১০৪৫ সুনীল পাঠক
23 35 Einestine Arenue B. Zone. Durgapur 5 ২৮ চাকুরী ক গ খ সেবা সংগঠন

১০৬৩ সুশান্ত কুমার খাঁ
৮ তিনকড়ি নাথ বোস লেন সালকিয়া হাওড়া ২৬ ছাত্র ও চাকুরে ঙ গ ঞ ঠ ড

১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী
গ্রা সুন্দারকা, পো কলাতলাহাল ২৪ পরগনা ২৪ ক গ ঘ ঙ ছ ঞ নাটক স্ত্রী শিক্ষা মনোস্তত্ব সেবা

১২৪৫ সুরজিৎ দাশগুপ্ত
২২১।এ অনন্দমঠ ইছাপুর নবাবগঞ্জ ২৪ পরগনা ৩১ চাকুরী ক ঘ ছ অভিনয়

১৪৬৩ সেখ অব্দুল বারি
৯৬ দয়া নগর রোড পোঃ কাশিম বাজার রাজ বুর্শিদাবাদ ২৮ শিক্ষক গ ক ছ চ ঘ জ ঞ ট

১৬৩৭ সমর কুমার বসু
১৩২।১ মনোহর পুকুর রোড কলি - ২৬ ২৪ ছাত্র গ ঙ খ ঠ ড জ যাদুবিদ্যা ভ যাতত্ব জ্যোতিষ

১৭৭০ সোমেশ্বর বসু
৩১৪ আলিপুর রোড কলিকাতা - ২৭ ২৫ ছাত্র চাকুরী ঘ ঙ চ জ ঝ ঞ ড ট

১৯৮০ স্বপন দাস
S. R. S. V. Eng. Hospital Room No. 26 P. O. Suri Birbhum ২৯ ছাত্র ক ঘ ঠ

২১০৫ সিতাংশু ভূষণ চোধুরী
C/o Goods Shed. goods clerk P. O. Manendra garh Surguja M. P, ২৩ চাকুরী ক খ ঘ ঙ জ ঞ ড চ

২১৯২ সৌরেন্দ্র কুমার রায়
C/o শৈলেন্দ্র কুমার দে ১৩ ঈশ্বর বাবু গলি সৈদা বাদ বাঙাল পাড়া পোঃ খাগড়া মুর্শিদাবাদ ২২ ছাত্র গ ঙ ঘ ধ চ জ ঞ

২১৯৯ সুরজিৎ কুমার সেনগুপ্ত
'o S. M. Sengupta Administra-
ve officer W. B. N. V. F.
. O. Durgapur — 8 Burdwan
৭ ছাত্র ঘ ঙ জ এঃ চ

২৫০৫ সুবোধ কুমার নাথ
C/o নকুলেশ্বর নাথ ভাদুরী পাড়া P. O.
কালনা বর্দ্ধমান ১৯ ছাত্র (১ম বর্ষ বানিজ্য)
ক খ গ এঃ চ অভিনয়

২৫২০ সবিতা ঘোষ
মুগকল্যান, ১৯।৩ ছাত্রী বি এ ৩য় বর্ষ
গ ছ দর্শ নবাগান করা

১১০৬ হরি গোপাল ঘোষ
২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা - ১ ৩২
আইন জীবী ক খ গ ঘ চ
এঃ ট জ

১৫৭২ হেমন্ত কুমার সেনগুপ্ত
C/o East India Transport Ageney
N. N. Road cooch Behar
৪৮ চাকুরী ক ছ খ জ
এঃ নাটক

১৯৪৬ হৃষিকেশ নন্দী
H/o কেশব চন্দ্র বসু পোঃ পুরান হাট
মন্দির হাট রোড বার্নপুর বর্দ্ধমান ৩৫ চাকুরী
ক গ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

১৩৭৫

নেপাল ও পাকিস্তানের সভ্য সভ্যা ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক মিতাদের ৬৫ পঃ বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে। পাকিস্তানের নারী মিতা ভিন্ন অপর সকলের পূর্ণ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল। নারী মিতাগনকে সংঘের অবধ্যায়কত্বে প্রথম চিঠি পাঠাতে হবে। ঐ চিঠির মধ্যে লেখক তার নিজের ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারেন।

ভারত থেকে বহু মিতা বৈদেশিক মিতাদেরকে ইংরাজী ভাষায় চিঠি দেন বলে কয়েক জন প্রবাসী সভ্য অনুযোগ জানিয়েছেন। তারা প্রথম জীবনে মাতৃভাষায় অর্থাৎ বাংলায় চিঠি দিতে ইচ্ছুক।

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা - বানিজ্য, ছ - ধর্ম্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা; ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাক-টিকিট, ড - খেলাধূলা, ঢ - চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এই-রূপে সাজান হয়েছে:— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

২০৮০ আবু নাসের।

১২৬, আরামবাগ রোড, ঢাকা — ২; পূর্ব্ব পাকিস্তান; ২০ ছাত্র, ক খ ঙ ছ গ ঞ জ ক

৩০৪৯ এ. জামান।

P. B. — 104. College Station. Texas., U. S. A. ৩২ ছাত্র, ক জ গ ছ ঘ ঝ প্রকৃতি দর্শন, আড্ডা, পরোপকার।

৩৪১৩ এম, এ, আলি।

93, Brewery Road, London. S. E. 18. U. K. ২৪ ছাত্র, নৃত্য, জ ঝ চ ঞ ট গ

২৪৫৭ কল্পনা দাস।

ময়মনসিং, পূর্ব পাকিস্তান, ২৫ অধ্যাপনা, গ ব্যাডমিন্টন, দাবা, ক্রিকেট, নৌ-চালনা

৩৩৪২ করুণাময় আচার্য্য।

গ্রা: — বাগবাড়ী, পো: — ছাতক, জে: — সিলেট, পূর্ব পাকিস্তান, ২১ ছাত্র, গ ছ ক ট

৪২১৬ দিলীপ কুমার দে।

5. Norton Street. Liverpool - 3 U. K. ১৭ ছাত্র, ঞ

৪৫৭১ দীপক কুমার বিশ্বাস।

32. Lomonosova Street. Hostel—no - 10. Kiev — 101. U. S. S. R. ২৭ ভূতাত্বিক, খ গ ঙ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ঞ

১৪৩১ নির্ম্মল কুমার হাজরা।

49, West Field Lane. Mansfield Notts U, K. England. ২৮ ছাত্র (খনি বিদ্যা) গ ঙ ঠ বিভিন্ন যুগের প্রস্তর সংগ্রহ।

৩৮৪ পবিত্র শংকর বর্ধন।

59/43, Street. 2nd floor. Rangoon, Burma. ২৫ ছাত্র, ঠ ট জ ঞ ক অঙ্কণ, অভিনয়, মোটর চালনা।

৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায়।

7, Stuttgart — Sillenbuch. Tuttlingerstr. 27. Beifrav holzrichter West Germany. ৩০ শিক্ষানবীশ, ঙ ছ ঞ ড (ক্রিকেট)

বি ২২২৮ পাকি মনি।

টাঙ্গাইল, ময়মনসিং, পূর্ব পাকিস্তান; ১৭ ছাত্রী, ক গ ছ জ ঞ চ অভিনয়।

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

বি ৩০৭৬ প্রদীপ রঞ্জন দাশগুপ্ত।
Aegiclien Mankt — 13- 33, Braunschweig West Germany. ২৪ ছাত্র (ইঞ্জি:), জ চ ট ঙ ঝ

বি ১৬১৩ বিনয় কৃষ্ণ দে।
W. C. M. T. H. P, Trisuli I, A, M, G, P, O, Post box — 122, Kathmondu, Nepal ৩২ চাকুরী, জ ঝ ঞ ড ছ সেলাই।

৩৯৬৬ বিশ্বপ্রিয় মুখার্জী।
18 Carrington street (1 Upleft) Glasgow C, 4 scotland, U, K, ২৩ ছাত্র, (মেকা: ইঞ্জি:) গ খ জ (রবীন্দ্র) ছবি আঁকা, মনোবিজ্ঞান।

বি ৯৫৫ মনোরঞ্জন রায়।
152, Lynton Road, London, W, 3, England ২৪ ছাত্র, ঙ ঘ

২৭৩৬ মৃদুল কান্তি তালুকদার।
c/o বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, কুমারপাড়া, পো ঘোড়ামারা, জে: — রাজশাহী; ই, পি; ১৮ ছাত্র, ক গ ছ ঞ চ

২৭৪১ মনোজিৎ কুমার বিশ্বাস।
ঢাকা মেডিকেল হোষ্টেল, রুম নং — ২৮ ঢাকা — ২, পূর্ব পাকিস্তান, ২১ ছাত্র, ঙ গ ঞ জ ঠ খ বাগান, চিকিৎসা।

৩২৭২ মির্জা মুস্তফর রহমান।
186, Under Cliffe street, Bradford, 3 Yorkshire England, ২৭ চাকুরী ও ছাত্র, ঠ ঞ চ পত্রমিতালি।

৪৬৫৯ মলয় মুখোপাধ্যায়।
Lecturer in Civil Engineering, The College of building, Clarence street, Liverpool — 3, U K ২৫ অধ্যাপনা, ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট চ

৪১৪৩ বনেন রায়
8, Munchen 2 Carl Duisberg House Pfonderstr 6 10 W Germany ২৬ ছাত্র মেকা: ইঞ্জি: জ ঝ ঞ চ ঙ

১৩৮ ডা: শহীদুর রহমান
C/o Rangoon Drug House 819 Dalhousi Street Rrangoon Burma ৪৯ ব্যবসা ক গ চ (ঔষধ) ডাক্তারী বাংলার সেবা করা

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

২৬৩০ শ্যামসুন্দর সাহা
Leeds University Union Leeds 2 England ২৯ ছাত্র খ গ ঘ ঙ এ ক চ

৩১১৮ শিবেন্দ্র নাথ গুহ
25 Zahrad ni Ulice Plzen C s s r ২৬ ছাত্র ঙ ট খ্যাপত্য

১৫৪৫ সন্তোষ কুমার আচার্য
5902 Weidenau/sieg Untere Fridrich Strasse 78 West Germany ২৪ ইঞ্জিনিয়ারীং ক গ ঘ ঙ ছ কৃষিকাজ · সংস্কৃতি সভ্যতা

১৫০১ হরেন্দ্র কুমার রায়
562 Velbert am Kostenberg 42 West Germany ৩২ Eco Dipl st. ক গ খ ঘ ঙ ছ

বি ৪৫৪০ সুভাষ চন্দ্র দে
91 Highbury Hill London n 5 England ২৫ ছাত্র ঙ ট এ (কেমিষ্ট্রী)

বি ১৫৯৪ সুব্রত মজুমদার
Mobofabrsker A/s Trondheim Norway ২৯ ছাত্র জ ঙ আঁকা বন্ধুত্ব

— ৪ —

—ঃ ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা ৮/৬ প্রকাশিত 'লেখা চাই' শীর্ষক বিজ্ঞাপনের (পাতা ৪২৯) ঠিকানা
— সুভাষ মণ্ডল,
পোঃ — সুবদী, মেদিনীপুর,
প·শ্চি ম ব ঙ্গ।

সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ

নববর্ষের শুভেচ্ছা

নব বর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহন করে এনেছে বহু মিতার বহু সাদা ও রঙিন চিঠি' সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা কত কার্ড। অনেকগুলিতে আছে কবিতার দু - চারটে মধুর কলি। মিতাদের এই কুণ্ঠাহীন প্রাণ ঢালা ভালবাসা সঙ্ঘকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভাই সবাইকে স্বতন্ত্র ভাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান ... ... সংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সময়, শ্রম ও অর্থ এই তিনটিই বর্ত্তমানে সংঘের কাছে দুর্মূল্য।

তা'ছাড়া এই পত্রিকা যখন আমরা প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে পাঠিয়ে থাকি তখন এর মাধ্যমেই সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান সমীচীন বলে মনে হলো। সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের নববর্ষের আন্তরিক শুভ কামনা।

ইতিমধ্যে যাদের কাছ থেকে নববর্ষের শিল্পশ্রী রঙিন ছবি, রেশম ও জড়ির কাজ করা মূল্যবান উপহার প্রভৃতি পেয়েছি তারা হলেন —

বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবালা হোমিও হল শিল্পশ্রী (দু ডজন), ৪২৩৭ মন্দিরা বসু. বি ৩২৩১ মিনতি মজুমদার, বি ১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী, বি ২৬৯৯ সত্যরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বি ১০৯১ অনিল দাস, ৩৪৭৭ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য, বি ১৮১১ সুকুমার দাসগুপ্ত, ৪১১৭ প্রসূন বসাক, ৪১৩০ শঙ্করদাস মুখার্জী, বি ৩৯০৮ শোভন কুমার সেনগুপ্ত।

৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল, বি ৩৫৭৭ পীযুষ কান্তি দাস, ৪৩৩৬ বিদ্যুৎ নাথ মজুমদার, ৪৪৩৬ সনৎ মুখার্জী, ৪০৩৩ প্রবীর কুমার হাজরা, ৪১৬৮ প্রবীর কুমার দাস, বি ৪১৩৫ সুরেশ চৌধুরী, ৪০০৩ প্রদীপ রঞ্জন দত্ত, বি ৩০৮৭ শরদিন্দু রক্ষিত, বি ২০১১ সন্তোষ চন্দ্র পাল, বি ৩৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত, ৪৪২৫ বিজয় চাঁদ প্রকাশ।

—•—

বাৎসরিক মিতা সম্মেলন

বিশ্বমিতালি সংঘের অধিকাংশ সভ্য-সভ্যাগণের ইচ্ছানুসারে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে পৌষ মাস বড়দিন উপলক্ষ্যে সংঘের বাৎসরিক মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন যাতে সবদিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে সেজন্য অন্ততঃপক্ষে ৯ জন থেকে ১১ জন বিশ্বমিতাকে নিয়ে একটি উপ সমিতি গঠন করা হবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ দু জন নারী মিতা বাঞ্ছনীয়।

সম্মেলনের পূর্ব্বে চারটি বৈঠক ও পরে অনধিক দুটি বৈঠক সংঘের কার্যালয়ে হবে।

এই বৈঠকে যারা নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং মিতা সম্মেলনে দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম তাদেরই যোগদান কাম্য। অতএব যে সকল বিশ্বমিতা উল্লিখিত উপসমিতিতে যোগদানে ইচ্ছুক তারা সংঘের সম্পাদককে ১০ই শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে অবশ্য জানাবেন। উপসমিতি গঠনের পর বৈঠকের তারিখ পত্রের মাধ্যমে জানান হবে।

সম্পাদক

বিশ্বমিতালি সংঘ

—•—

অনুরোধ—

যারা প্রগতির সহিত পা মিলিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক তারা ৪৪১২ শ্রীমন্ত নারায়ণ বোসের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।

ভারতের বাইরে যে কোন দেশের মিতা ভাই - বোনদের সঙ্গে ৪১১৪ অলক কুমার চ্যাটার্জী পত্রালাপ করতে চান।

৬০১৮ গীতা সিনহা যারা 1st year MBBS রেগুলার হিসেবে পরীক্ষা দেবেন

এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

statistics নিয়ে পড়েছেন বা পড়ছেন এমন মিতাদের সঙ্গে ৩৭২৯ কৃষ্ণা বিশ্বাস পত্রালাপ করতে চান।

৪৩৩০ মানিক দাস দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে জানাতে পারেন এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

বি, এ, পাঠরতা নারী মিতার সঙ্গে ৪৫৯৩ সমীর ঘোষ পত্রালাপ করতে চান।

—•—

সংঘের বেয়ারিং চিঠি

ডাক মাসুলের আকস্মিক বৃদ্ধি হেতু সংঘে বহু চিঠি বেয়ারিং হয়ে আসছে। সৌজন্যের খাতিরে আমরা তিন-দিন সমস্ত বেয়ারিং চিঠি দ্বিগুন খেসারত দিয়ে গ্রহণ করে এই তিন দিনে শুধু বেয়ারিং বাবদ খরচা হয়েছে ২৪টাঃ ৪৫ পয়সা। এই গুনগারের কথা মিতাদের কে জানাতে আরও প্রায় ৫ টাকা ৫০ পয়সার মত খরচা হয়েছে।

এই বেয়ারিং গুলির মধ্যে কতকগুলি আছে সংঘকে লেখা আর কিছু আছে সংঘের অবধায়কত্বে মিতাদের কে লেখা শেষক্তো শ্রেণীর চিঠি বেয়ারিং ছাড়িয়ে মিতার কাছে পাঠাতে সংঘের খরচা পড়ে ৩০ পঃ এবং বিষয়টি পত্র প্রেরককে জানাতে আরও ১০ পয়সা খরচা হয়। সময় ও শ্রমের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু চিঠিখানা যদি সংঘ থেকে পত্র প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মিতা ভাই - বোনদের অত বেশী খরচা করতে হয় না। কারণ সংঘকে খরচা করা টিকিট ফেরত পাঠাতেও আবার ডাক খরচা করতে হবে। অনেকে

রবার পাঠাবেন লিখে, পাঠান না। তাছাড়া দরিদ্র সংঘের পক্ষে :নিয়মিত বেয়ারিঙের খরচা জোগান অসম্ভব। তাই সভ্য - সভ্যাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তারা যেন চিঠি পাঠাবার সময় ডাক মাসুল বৃদ্ধির কথাটি স্মরণ করেন। এই সঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে এখন থেকে সংঘ কোন বেয়ারিঙ্ চিঠি ছাড়িয়ে নেবে না।

আশা করি মিতা ভাই - বোনেরা সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করে সংঘের উল্লিখিত নির্দ্দেশকে সহজ মনে মেনে নেবেন।

বিঃ মিঃ স্বঃ

পত্রালাপে বিরত আছেন—

৪২৯৫ শ্যামল দাস, ৪৩৮৪ বুলবুল রায়, ৪৩৮৭ অনিমা কর, ৪৪১৯ নিবেদিতা সরকার

—::—

সংঘে আর নেই

১২১৩ শান্তিলতা ঘোষ, ২২০৯ গৌতম অনুপম বড়ুয়া, ২৩৩১ অমলেন্দু মোহন চক্রবর্ত্তী, ২৬৬৭ জ্ঞানেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, ৩২৮৯ শেফালেন্দু ভৌমিক, ৩৮৭৯ নীলিমা রায়, ৪২৩৫ কমলা চ্যাটার্জী, ৪৫০৭ অমলেন্দু মজুমদার।

—

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু' বৎসরের চাঁদা দিয়ে যারা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করে থাকি।

গত ২১শে বৈশাখ ১৩৭৫ পর্য্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম ও সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী — বি ৩৩৫৩ অশোক কুমার দাস, বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার দাস, বি ৪১৬৩

অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী, বি ৪৪৯৪ অমিয় চৌধুরী বি ৩৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস, বি ৪৫১০ উদয় চাঁদ সাহা, বি ৩৪৩৫ কিশোরী মোহন দত্ত, বি ৩৭৪৭ কেশব মুখার্জী, বি ৪৩৭৩ কান্তি রঞ্জন বিশ্বাস, বি ৪৫৬৬ কল্পনা মণ্ডল, বি ৩৪৭৮ গৌরাঙ্গ পাল চৌধুরী, বি ৩৯৯৭ গৌরাঙ্গ চন্দ্র দে, বি ৩৫৩৯ তারক প্রসাদ গুহ, বি ৪৫১৮ তারা চাঁদ নন্দী, বি ৩০০৬ দীপক চক্রবর্ত্তী. বি ৩৪২০ দিলীপ বৈদ্য চৌধুরী, বি ৩৪৫৭ দিলীপ কুমার মণ্ডল, বি ৩৪৯৪ নবকুমার মণ্ডল, বি ৪৩৩৬ বিভূতিনাথ মজুমদার, বি ৪৫২৮ বিশ্বনাথ কুণ্ডু, বি৪ ৬৭০ বিভূতি ভূষণ ভোঁড়, বি ৩৪৭১ মিত্র সেনগুপ্ত, বি ৩৫২২ শশধর ব্যানার্জী, বি ৪২৭৫ শশাঙ্ক শেখর দত্ত, বি ১৩৮৫ সুরজিৎ বসাক, বি ৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস, বি ৬৪২৪ সুবিনয় মণ্ডল।

সংঘ এ পর্যন্ত মোট ৫৯৯ জন বিশ্ব-মিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব-মিতা হবার পর সংঘকে পত্র - পত্রিকা ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা ৮ টাকা পাঠালেই চলবে।

আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্ব মিতা লাভে সক্ষম হবে।

—•—

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন—

গত ২০শে বৈশাখ ১৩৭৫ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — ৪৩২০ সুনীল কুমার দে ছয় টাকা, বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু. পাঁচ টাকা, ৪৩৯৮ শিবানী দাসগুপ্তা পাঁচ টাকা, ৬৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল পাঁচ টাকা, বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী পাঁচ টাকা; বি ৪৬৭০ বিভূতি ভূষণ ভোঁড় পাঁচ টাকা, বি ৩৫২২ শশধর ব্যানার্জী চার টাকা, বি ৩৫৩৯ তারক প্রসাদ গুহ চার টাকা, ৪৫৬৭ নারায়ণ চন্দ্র শীল তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা, বি ৩৪৯৪ নবকুমার মণ্ডল তিন টাকা, বি ৩৫... দিলীপ কুমার মণ্ডল দুই টাকা, বি ৩৯... দীপক নায়ার দুই টাকা, বি ৪১৬৩ দুই টাকা, ৪৩৩০ মানিক কৃষ্ণ দাস দুই টাকা ৪৪০১ সুনীল অধিকারী দুই টাকা, ৪৪... অমল তরু চৌধুরী এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ৪৫৫১ বলাই লাল দত্ত এক টাকা পঞ্চা... পয়সা, ৪৫৬২ বাবলু গাঙ্গুলী এক টাকা বি ৫৫৪ জগদীশ চন্দ্র সাহা এক টাকা বি ১৯৯২ শিবানী রক্ষিত এক টাকা, ২১৯৮ দিবোন্দু দাস এক টাকা, বি ২৮... শ্রীপতি চরণ পালি এক টাকা, বি ২৯...

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন-

অভিজিৎ চৌধুরী এক টাকা, বি ৩৪৭১ মিত্রা সেনগুপ্তা এক টাকা, ৩৭১৬ সুধেন্দু দাস এক টাকা, বি ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম এক টাকা, ৩৭৩২ অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী এক টাকা, বি ৩৯৯৭ গৌরাঙ্গ চন্দ্র দে এক টাকা, ৪১২৩ শিবাজী শংকর ঘোষ এক টাকা, ৪১৮৮ অরূপ কুমার মুখার্জী এক টাকা, ৪২৩৪ বিমান দে সরকার এক টাকা, ৪২৬৭ সুবল চন্দ্র সামন্ত এক টাকা, ৪৩০০ অমিতাভ ঘোষ এক টাকা, ৪৩৪০ সোমনাথ মুখার্জী এক টাকা, ৪৩৯৯ স্বপন কুমার দত্ত এক টাকা, ৪৪০০ প্রদীপ চৌধুরী এক টাকা, ৪৪৪৩ রমেশ দত্ত এক টাকা, ৪৪৫৯ পরিমল সূত্রধর এক টাকা, ৪৫১১ শিব শংকর সাহা এক টাকা, ৪৫৮৩ স্বপন কুমার সেন এক টাকা, ৩৬৩৬ কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত পঁচাত্তর পয়সা, ৪০৯২ আনন্দ গোপাল সামন্ত পঁচাত্তর পয়সা, ৪৪৫৯ পরিমল সূত্রধর পঁচাত্তর পয়সা, ৪২৯৭ প্রকাশ কুমার গুপ্ত পঞ্চাশ পয়সা. ৪৩০৭ নির্মলেন্দু চক্রবর্তী পঞ্চাশ পয়সা, ৪৫১৮ তারা চাঁদ নন্দী এক টাকা, ৪৩০৯ অরূপ সরকার পঞ্চাশ পয়সা; ৪১৬৮ প্রবীর কুমার দাস পঁচিশ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট সাতাশী টাকা পঁচিশ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট তিনশ নিরানব্বই টাকা একুশ পয়সা জমা ছিল সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট চারশ ছিয়াশী টাকা ছেচল্লিশ পয়সা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটিকে সুষ্ঠু ভাবে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য অধিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশা করি প্রত্যেক মিতা ভাই - বোন মুক্ত হস্তে দান করে সাহায্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তুলবেন।

— • —

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। ৩৩৯১ সৌমেন চক্রবর্ত্তী - E. R. S. (3B. R. D.) A. F. Chandigarh-3

২। ৩৩৮৫ সুরজিৎ বসাক - A. F. Surya Lanka. Po : - Baptala. Dt. - Guntur. A. P.

৩। ৩৯৯৮ দেবেন্দ্র নাথ কর - D. T. O. Asansol, Burdwan.

৪। ৪১৯১ দীপক কুমার ঘোষ - c/o এন. কে. ঘোষ; নিরালা; প্রফুল্লনগর; Po : — কল্যাণগড়; ২৪ পরগনা।

৫। ৪৩৫০ সুনীল কুমার দে — c/o Q. I. Food Corporation of India; Mad

pur. Midnapore.

৬। ৪৩৬৭ শঙ্কর কুমার বাবিক - Post Graduate Hall no - 2. Room no-24. Kalyani, Nadia.

৭। ৪৪১২ শ্রীমন্ত নারায়ণ বোস — VIII B. Roll - 38; c/o Head master Krishnath College School, Po :— Berhampore, Murshidabad.

৮। ৪৯৭৫ আশিস চক্রবর্তী - 70. H6; South Park. Bistupur, Jamshedpur-1

৯। ৪৫৪৫ সমীর চন্দ্র সরকার, পো: — গড়বেতা, মেদিনীপুর।

১০। ৪২৯২ স্বপন কুমার সমাদ্দার - Forman. Qr no - 1 - 1, Po :— Rennukoot, Dt. - Mirzapur. U. P.

১১। ৪৬৪৫ শান্তিপদ ঘোষ — গ্রা: — কুলেপাড়া (ওয়েস্ট পাড়া); Po : — সিঙ্গারকোন, বর্দ্ধমান।

১২। ৪৬৬৮ আশিস কুমার সরকার c/o Jyotish Ch. Sarkrr, Food and Supply Inspector, Po. : - Gangarampur, Vill - High School Para, Dt. : - West Dinajpur.

১৩। ৪৬৯৪ নেপাল চন্দ্র পাল — ১৮ - ই, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলি: — ১৪

১৪। ৪৫৬৪ চন্দন ঘোষ C/o T P Ghosh Bata Shop Po Jharia Dhanbad Bihar বৃত্তি ছাত্র (B. Sc Part 1)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

লিপিমিত্তা বর্তমান সংখ্যায় বৈদেশিক মিতাদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বমিতাদের কয়েকজনের পূর্ণ পরিচয়ও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বাকী বিশ্বমিতা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদের পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ লিপিমিতা ৯/২ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত যাদের চাঁদা পরিশোধ করা থাকবে কেবল মাত্র তাদেরই পরিচয় থাকবে।

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় অতিরিক্ত মূল্য এক টাকা এখনও যারা পাঠাননি তারা সত্বর পাঠিয়ে দিলে সংঘ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে।

লিপিমিতার বর্তমান সংখ্যায় মনোনীত রচনাগুলির সকলকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঐগুলি পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে। রচনা প্রকাশের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আন্তরিক দুঃখিত। ৺শান্তি দেবী স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতার ঘোষণা লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ভাদ্র আশ্বিন ১৩৭৫

৯ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

মুদ্রণে সাহায্য করেছেন—

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণে সাহায্য করেছেন :—

বেঙ্গল প্রেস

১৪/২৫, ভৈরব দত্ত লেন, (নন্দীবাগান)

সালকিয়া, হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

—: সূচীপত্র :—

বিশ্বদূতের আসরে

জন্ম বিপ্লবীর জন্ম শত বার্ষিকী

লিপিমিত্রা নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় বরোদায় বিষ্ণু ভাস্কর লেলের নিকট শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষা গ্রহণ ও সাধন ভজনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্ম জীবনাদর্শে ঐকীভূত। উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও সাধনা সমকেন্দ্র বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রভাবিত। তাই দেখিতে পাই উভয়ের কর্মধারা একই খাতে প্রবাহিত। মানিকতলায় বারীন ঘোষের বোমার আড্ডা উল্লাস কর্দত্ত ও হেম কানুন গোকে লইয়া বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়া ছিল। কিন্তু বোমার তৈরীর সঠিক ফরমূলা না জানায় আশানুরূপ ফল ফলিতে ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরেটারীতে অতিশয় গোপনে বোমা তৈরীর ফরমূলা লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতে লাগিল। হেম কানুনগোকে ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেওয়া হইল বোমা তৈরীর সঠিক হদিস লইতে। হেম ফ্রান্সে গিয়া কলেজে ভর্তি হইলেন। সকলে জানিল তিনি সেখানে পড়াশুনা করিতে গিয়াছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সফল হইতেই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিলেন না। সারা ভারতে গুপ্ত সমিতি ছড়াইয়া দিবার জন্য একটি চমৎকার পরিকল্পনা করিলেন। নিবেদিতা এই পরিকল্পনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ছিলেন। গরিলা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদিতা ভারত ব্যাপী গুপ্ত সমিতির পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন। কিন্তু বারীন ঘোষের হঠকারিতায় ও অহংকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্য উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে এই ঘটনা চির কলঙ্ক স্বরূপ।

এদিকে কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস ফোর্ডের অত্যাচার চরমে

উঠিল। বন্দেমাতরমের শব্দে কিংস ফোর্ড দারুণ ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিলেন। বাঙালী যুবকদের উপর নির্বিচারে বেত্রদণ্ড কারাদণ্ড প্রভৃতি অমানুষিক নিপীড়ণ চলিতে-ছিল। কিংস ফোর্ডকে পৃথিবী হইতে বিদায় দেবার জন্য বাংলার বিপ্লব পরিষদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। গুপ্ত চরের মুখে কিংস ফোর্ড সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে বদলী হইয়া গেলেন। মানিকতলার বাগান হইতে আদেশ পাইয়া ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী কিংস ফোর্ড হত্যার জন্য বোমা লইয়া মজঃফরপুর চলিয়া গেলেন। অরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত এবং রাজা সুবোধ মল্লিক একত্রে আদেশ দিলেন। ১৯০৮ সালে ৩১শে এপ্রিল রাত্রি আটায় বোমা ছোড়া হইল। গাড়ীতে কিংস ফোর্ড ছিলেন না ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। দুজনেই নিহত হইলেন।

কলিকাতায় টেলিগ্রামে সংবাদ পাইয়া অরবিন্দ বলিলেন — অন্ধকারের জন্য ভুলটা হইয়াছে। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়া ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিল।

ফাঁসির সময় দড়িটা ঠিকমত দেওয়া হয় নাই। ক্ষুদিরাম জল্লাদকে বলিল — 'দড়িটা ঠিক করিয়া দাও।" স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে এই বলিদান মহান যজ্ঞের প্রথম আহুতি বলিয়া ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। অরবিন্দ বারীন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেন সুরু হইল আলিপুর বোমার মামলা। নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হইলেন। অন্যতম রাজ-বন্দী সত্যেন বসু ও কানাই লাল ঠিক করি-লেন নরেন গোঁসাইকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু জেলের মধ্যে সে সুযোগ কোথায়? নরেন গোঁসাইকে বিশেষ পাহারায় রক্ষা করা হইতেছে, তাহাছাড়া জেলের মধ্যে হত্যা করিবার জন্য উপযুক্ত অস্ত্র কি ভাবে সংগ্রহ করা যায় তাহাও একটি ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল, সঙ্কল্প যেখানে স্থির উপায় সেখানে হইবেই।

কানাই লালের কাঁঠাল খাইবার বাসনা জাগিল। অতিকষ্টে জেলের মধ্যে কাঁঠাল আনাইবার অনুমতি পাওয়া গেল। কানাই লালের ভগ্নী কাঁঠালের মধ্যে একটি রিভাল বার এমন সুকৌশলে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন যে জেলের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহা সহজে কানাই লালের হস্তে গিয়া পৌঁছাইল। নরেন গোঁসাই জেল হাসপাতালের সম্মুখে প্রত্যহ সকালে বেড়াইতেন। পরদিন প্রভাতে কানাইলাল ছুটিয়া গিয়া নরেন গোঁসাইকে গুলি করিলেন পরে সত্যেন বসুর অব্যর্থ গুলিতে নরেন গোঁসাই ইহলোক ত্যাগ করি-লেন। সত্যেন বসু ও কনাইলাল উভয়েরই

ফাঁসি হইল। ফাঁসির আদেশের পর কানাই-লালের ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল।

নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু মানিকতলা বাগানে বিপ্লবী যুব গোষ্টিকে পুলিশের হাতে, পরোক্ষ ভাবে ধরাইয়া দিলেন বারীন্দ্র কুমার। শ্রীঅরবিন্দের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এবং গুপ্ত সমিতির সমস্ত আইন ভঙ্গ করিয়া বারীন্দ্র কুমার এই গর্হিত কাজ করিয়া ছিলেন এবং স্বাধীনতা ইতিহাসে ইহা একটি লজ্জাকর কলঙ্কিত অধ্যায়। নিবেদিতার চরিতকায় গিরিজা শঙ্কর বলিয়াছেন—নিবেদিতা উপস্থিত থাকিলে বারীন্দ্র এইরূপ করিতে পারিতেন না। কেন না এই রূপ কনফেশন বা স্বীকারোক্তি করিলে নিবেদিতার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে। গিরিজা শঙ্কর বলিতেছেন যে—ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যাকারী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আশ্রয় আত্মগোপন করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণ কুমার মিত্র, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুবোধ মল্লিক শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিন বিহারী দাস ভূপেন্দ্র চন্দ্র নাগ বিনা বিচারে বন্দী হইয়া ছিলেন। ইহারা যেদিন মুক্তি পাইলেন নিবেদিতা সেদিন তাঁহার বিদ্যালয় মঙ্গল ঘট কদলীবৃক্ষ এবং আম্রপল্লবে সুশোভিত করিয়া ছিলেন।

গিরিজা শঙ্করের কথা—ভারত ব্যাপি সমিতি দূরের কথা—এইসব ঘটনায় এক মারাঠা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেরই, বোম্বাই মাদ্রাজ যুক্ত প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদির পিলে চমকাইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে বাঙালী এই পিলে চমকানো কাজ অকুতোভয়ে করিয়া ছিল, নিবেদিতা এই পিলে চমকানো কাজের শিক্ষাগুরু।

রাসবিহারী ঘোষ ভগিনী নিবেদিতার গুণ মুগ্ধ ছিলেন। ১৯০৮ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতির অভি ভাষণে রাসবিহারী বঙলায় বিপ্লব বাদের কথা তুলিয়া ছিলেন এবং বলিয়া ছিলেন যে দমন মুলক আইন গুপ্ত সমিতির জন্ম দিয়াছে এবং যদিও আমরা সন্ত্রাস বাদের খুবই নিন্দা করি কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে উহা একবার জন্মালে সহজে মরেনা। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে টাউন হলের বিরাট জনসভার সভাপতি রূপে রাসবিহারী বলিয়া ছিলেন কাহারও কাহারও মতে নিবেদিতা আমাদের কতিপয় যুবককে বিপথ চালিত করিয়া ছিলেন কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে যে উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করি তাহা ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাতেই সম্ভব হইয়াছে।

নিবেদিতা বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সহসা পুলিশ বা গোয়েন্দার দৃষ্টিতে যাহাতে না পড়েন সেজন্য তিনি কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কি ভাবে কলিকাতার বাগবাজারে উপস্থিত হন তাহার বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। অবশেষে যখন তাহার আগমন বার্তা জনসাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িল বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, বেলুড় মঠের সহিত নিবেদিতার কোন সংশ্রব নাই। নিবেদিতা ইহতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজেকে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

খাস লণ্ডনে মদন লাল ধিংড়া কর্তৃক কার্জন উইলি হত্যার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইল। ইংলণ্ডে ও ভারতে আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। কিন্তু ইউরোপের বহু বিপ্লব কেন্দ্রে ঐ ঘটনা প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। আয়র্লণ্ডে বড় বড় প্লাকার্ড দেখা গেল—আয়ার ধিংড়াকে সম্মান করিতেছে। আয়র্লণ্ডের প্লাকার্ডের পিছনে নিবেদিতার হাত ছিল কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

উইলি হত্যার পর নিবেদিতা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আকাশে বাতাসে বিপ্লবের অগ্নিশিখা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই মাঝে মাঝে নিরুত্তাপের নিরুৎসাহের বাণি সিঞ্চন করিবার জন্য কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রস্তুত ছিলেন। গোখলে ধিংড়াকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিলেন। প্রোথিতযশা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ধিংড়ার কার্যকে বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্ণ এবং কাপুরুষোচিত বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিলেন। সেই সঙ্গে বলিলেন যে রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা দ্বারা কোন দেশ বড় হয় না। গোখলে এবং রামানন্দ দুজনেই নিবেদিতার বন্ধু। অরবিন্দ লিখিলেন তিনি ধিংড়াকে অভিশাপ বা ধিক্কার দিতে অসমর্থ। নিবেদিতার নীরবতা বুঝাইয়া দেয় তাঁহার সমর্থন কাহার প্রতি রহিয়াছে। যে রাজনৈতিক আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার জন্য বিপ্লবীরা গুপ্ত হত্যা করে ধিংড়া সেই উদ্দেশ্য ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। এক জন বা দুইজন ইংরেজ মারিলেই দেশ স্বাধীন হইবে না, বিপ্লবীরা ইহা জানিত ঐরূপ হত্যার দ্বারা স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়—ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্বাস ও শিক্ষা।

মদন লাল ধিংড়া শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার আশ্রিত এক পাঞ্জাবী যুবক। তাঁহার নির্দেশেই ধিংড়া কার্জন উইলিকে হত্যা করে। পূর্বেই বলিয়াছি বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য হেম চন্দ্র প্যারী গিয়াছিলেন হেমচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক পরিচালিত যুগান্তরের আদর্শ সৈনিক। প্যারী

থাকা কালীন হেমচন্দ্রের যাবতীয় খরচা শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা নির্বাহ করিতেন। নিবেদিতা যুগান্তর দলের অস্ত্র শিক্ষাদাত্রী ও গুরু। ইহার দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, শ্রীঅরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা পরস্পরের সহিত যুক্ত ছিলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা অরবিন্দ নিবেদিতার বিপ্লবী আদর্শ বাঘা যতীন সূর্য সেনের ভিতর দিয়া সুভাষ চন্দ্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

উইলি হত্যার পর সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ধিংড়াকে প্রশংসা করিয়া লণ্ডন টাইমসে একটি চিঠি পাঠাইলেন এবং টাইমস সেই চিঠি ছাপিল। ইহাতে দুই ভদ্র মহিলার ঘুম ছুটিয়া গেল। সরোজিনী নাইডু হায়দারাবাদ হইতে টাইমসে প্রতিবাদ পাঠাইয়া লিখিলেন—বীরেন্দ্র নাথের সঙ্গে আমাদের কোনই সংশ্রব নাই সে সব ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি আমার পিতা এবং আমাদের পরিবারের সকলে নিজাম ভক্ত এবং বৃটিশ ভক্ত। এনি বেশান্ত লিখিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নিজে বিদেশে সুখ শান্তিতে বাস করিয়া ভারত বাসীকে উত্তেজিত করিতেছেন ভীরু এই শব্দের দ্বারাও কৃষ্ণ বর্মার প্রকৃত চরিত্রের বর্ণনা হয় না।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন ব্যারিষ্টার নর্টন। অভিযুক্তদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্ত রঞ্জন দাস। তাঁহার মামলা পরিচালনার গুণে অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। দার্জিলিং এ একদিন রাস্তায় চিত্ত রঞ্জন দাসের সহিত নিবেদিতার দেখা। নিবেদিতা স্মিত হাস্যে তাঁহার কোটের বোতামের ঘরে একটি বড় লাল গোলাপ গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—আপনি মহৎ জানতাম, কিন্তু এত মহৎ তাহা জানিতাম না। অরবিন্দ জেলের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এগারো জন নেতা নির্বাসিত। তিনি কৃষ্ণ কুমার মিত্রের বাড়িতে উঠিলেন। কৃষ্ণ কুমার তখন আগ্রা জেলে বন্দী জেলে যাওয়ার আগে অরবিন্দ দেখিয়া ছিলেন সারটা দেশ বন্দে মাতরম ধ্বনিতে মুখরিত। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সমস্ত দেশ নিস্তব্ধ। বিপিন পাল লণ্ডনে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতেছেন গভর্ণমেন্টের অত্যাচারই বোমা ও সন্ত্রাস—বাদী বিপ্লবীদের জন্ম দিয়াছে। অরবিন্দ একা অতিশয় অসহায় বোধ করিতে ছিলেন এবং আগ্রহে নিবেদিতার আগমন প্রতিক্ষা করিতে ছিলেন এই অবস্থায় নিবেদিতা লণ্ডন হইতে ফিরিলেন। দুই বৎসর পরে দুই মহা বিপ্লবী মিলিত হইলেন। গিরিজা শঙ্করের অমর উক্তি—“এই দুই মহা বিপ্লবী সেদিন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস সেই কথাই বলিবে এবং

ভুল বলিবে না।

১৯০৯ সালের লাহোরে কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন মদন মোহন মালব্য। লণ্ডনে কার্জন উইলি হত্যা, নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন হত্যা, এবং বড়লাট মিণ্টোর গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ এই তিনটি ঘটনার তীব্র নিন্দা তিনি করিলেন। অরবিন্দ নিবেদিতা যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তখন বহু দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লাহোর কংগ্রেসে তিলক ও বিপিন পাল নাই। অরবিন্দ আসেন নাই। নিবেদিতাও অনুপস্থিত।

(ক্রমশঃ)

আসুন, মানব জাতির সকল শিশুর কল্যাণে আমরা কাজ আরম্ভ করি—তাদের নীরোগ করবার' শিক্ষিত করবার, গড়ে তুলবার কাজ তাদের ভবিষ্যতে বাঁচবার ব্যবস্থা করবার কাজ। এই কাজেই রয়েছে আমাদের বেঁচে থাকার সার্থকতা, আমাদের কাছে এই হচ্ছে যুগের দাবী।

—লিণ্ডন বি জনসন। সংগ্রাহক ৮৫৫৭ নারায়ণ চন্দ্র শীল

সমান্তরাল

—গীতা সিন্‌হা
কলিকাতা—৬

আর একবার হাত ঘুরিয়ে আড়চোখে ঘড়িটা দেখলো বর্ণালী। তিনটে বেজে ঘড়ির কাঁটা দুটো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ণালী ফুটপাথের দিকে তাকালো। সামনেই একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকান। দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বেজে তেত্রিশ মিনিট। এই শীতের অপরাহ্ণে বর্ণালীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমালটা বের করে আলতো হাতে মুখ আর গলার পাশটা মুছে ফেললো সে। রুমালটা যথাস্থানে রেখে ধীরে ধীরে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়িটাতে দম দিল। পর পর অনেক গুলো ট্রাম বাস চলে গেল। তবু রাজেনের দেখা নেই।

প্রতি শনিবার ঠিক তিনটের সময় রাজেন আর বর্ণালীর সাক্ষাৎ হয় এখানে। অন্য দিনেও হয় দুজনের সুযোগ মত। প্রতি বারেই বর্ণালী দূর থেকে এই নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায় রাজেনকে। ষ্টিয়ারিং এর উপর রাখা হাত দুটো থর থর করে কাঁপে। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা থেমে যায় রাজেনের সামনে। মাঝে মাঝে বর্ণালী একটু আগে এসে যায়। কিন্তু, রাজেন ঠিক সময়ে নামে ট্রাম অথবা বাস থেকে। বর্ণালী অনুযোগ করে, আচ্ছা, তুমি কি একদিনও একটু আগে আসতে পারোনা? রাজেন মুচকী হেসে উঠে বসে বর্ণালীর পাশটিতে। বলে, দেরীও তো কোন দিন হয়না। তৎক্ষণে বর্ণালীর গাড়ী ছুটে চলে বোটানিক্যাল গার্ডেন, আউটরাম ঘাট অথবা দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু, আজ একি অঘটন। রাজেন তো এ ধরণের ছেলে নয়। অবশ্য, একই দেয়ালের একদিকে আলো আর অপর দিকে জমাট অন্ধকার থাকতে পারে, তা বর্ণালী ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই তার এত অধৈর্য্য। রাজেন, তুমি জানোনা, তোমার চেয়ে অনেক সুদর্শন ধনী যুবক বর্ণালীর

পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। একটু অনু-রাগ ভরা চাহনি আর দুটো মিষ্টি কথার লোভে তারা প্রান পর্যান্ত দিতে পারে কিন্তু; বর্ণালী জানে, প্রান দিলেও মন তারা দিতে পারেনা। তাই, তার তৃষিত হৃদয় যৌবনের ডালী নিয়ে ছুটে বেড়ায় আর একটা দরদী মনের সন্ধানে।

শেষ পর্যান্ত বর্ণালীকে নিরাশ হতে হয়নি বাবার বন্ধু পুত্র রীতেন সে অভাব মিটিয়ে ছিল। রীতেন সুপ্রতিষ্ঠিত যুবক রূপে গুণে অতুলনীয়। তার অর্থ ছিলনা' ছিল একটা উদার হৃদয়। সেই উদারতা বর্ণালীর চঞ্চল হৃদয়কে আকর্ষণ করেছিল। বর্ণালী চেয়ে-ছিল, ওই উদারতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু, রীতেন সযত্নে তাকে পরিহার করে চলতে চাইত। আকাশ থেকে মাটির ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। তবু, অসীম দিগন্তে তাকে ধরা দিতেই হয়। তাই বুঝি রীতেন আর বর্ণালীর হৃদয়ে কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছিল।

বর্ণালীর মনে হল, আকাশ আর মাটির বন্ধন চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সে ভুল করেছিল রীতেনের ফাঁদে পা দিয়ে। ভাল মানুষির অভিনয় আর বানানো বড় বড় কথার ফাঁদ। হ্যাঁ, বাহাদুরি আছে বটে রীতেনের। নইলে বর্ণালীর মত মেয়েকে— ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে বর্ণালীর।

হঠাৎ একটা ছায়া বর্ণালীর কোলের উপর পড়ল। বর্ণালী বিরক্ত হয়ে ঘাড় তুলল। ছেলেটি সবিনয়ে হাতদুটি জোড় করে বলল, নমস্কার, আমাকে চিনতে পারছেন? অন্য দিন হলে বর্ণালী হয়ত এমন একটা কথা বলে বসত, যে ছেলেটা পালাতে পথ পেতনা। কিন্তু, আজ বর্ণালীর বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করছিল। সে নমস্কারের ভঙ্গিতে উত্তর দিল, "নিশ্চয়, অভিজিৎ না?" অভিজিৎ একেবারে অবাক। বর্ণালী আবার বলল এদিকে কোথায় যাচ্ছো? এবারে অভিজিৎ সবাক। বলল, এসেছিলাম রেডিও ষ্টেশনে কয়েক খানা গান টেপ রেকর্ডিংএর জন্য। বাড়ী যাচ্ছি। তোমার খবর ভালো তো? বর্ণালী নীরবে গাড়ির দরজাটা খুলে দিল। আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি হবেনা আশা করি। আপত্তি করবে কি, পৃথিবীটা তার কাছে তখন স্বর্গের চেয়েও সুন্দর হয়ে গেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে উঠে বসলো।

অভিজিৎ বর্ণালীর সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তো। অনেক ছেলেই বর্ণালীর সঙ্গে ভাব জমাতে আসত, বর্ণালী আমল দিত না। অভিজিতের লেখা চিরকুট একাধিক

বার পেয়েছে বর্ণালী। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছে সেই কাগজ আর ক্লাসে অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ওর দিকে। গায়ের রং মিশমিশে কালো, সারা গায়ে বসন্তের দাগ, বছরের পর বছর ফেল করা ছাত্র। ওর সাহসের বহর দেখে নিজের মনেই হাসত বর্ণালী। তবে একটা গুণ ওর ছিল — ভগবানের দেওয়া সুমিষ্ট গলা। কলেজ ফাংশনে গানের পর গান গেয়ে যেত, শ্রোতারা ছাড়ত না।

"একি, বাঁয়ে ঘুরলে কেন বর্ণালী?" অভিজিতের কণ্ঠে বিস্ময়, 'সোজা চলো।' বর্ণালী তার দিকে তির্যক দৃষ্টি ফেলে বলল, "কেন, বাড়ী যেতে একটু দেরী হলে অসুবিধে হবে?" না না তা ঠিক নয়। অভিজিৎ অভিভূত। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? তার সঙ্গে বর্ণালীর মৌখিক আলাপ এই প্রথম, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিলো অভিজিৎ। বললো, কোন্ দিকে যাচ্ছ, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

গাড়ি থামলো একটা হোটেলের সামনে। বর্ণালী নামলো, অভিজিৎও নামলো। দুজনে ঢুকল একটা কেবিনে। বয় এসে পর্দা টেনে দিলো। পেট ভরে খেল, মন ভরে কথা বলল ওরা। অভিজিৎ কিছু বলার আগেই বিলটা মিটিয়ে দিল বর্ণালী। বয়টা'র ভাগ্যেও জুটলো অতিরিক্ত কিছু অর্থ।

বর্ণালীর গাড়ী চলল অভিজিতের বাড়ীর দিকে। বর্ণালী বলল, আবার কবে আমাদের দেখা হবে অভিজিত?

অভিজিতের সে জড়তা আর নেই। উদাস কণ্ঠে সে বলল,।

বৃষ্টি কবে আসবে কেউ কি বলতে পারে? তোমার ফোন নম্বরটা আমাকে দেবে? নিশ্চয়, ৫৫-৪৫৮৮। দরকার হলে ফোন করতে পারো। তোমার নম্বরটাও দাও আমাকে।

বর্ণালী ওর নোট বুকে ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা লিখে দিল। নোট বুকটা দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলল' "তুমি বিয়ে করেছ?" অভিজিৎ আরও মৃদু স্বরে উত্তর দিল। না তার অদ্ভুত দৃষ্টি বর্ণালীর হৃদয়টাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অভিজিৎ, 'তুমি এখনও বিয়ে করনি কেন'?

বর্ণালীর দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল নিজের হাতের আঙ্গুলের উপর। মুক্তো বসানো আংটিটা রীতেনের উপহার। এতক্ষণে তার আবার মনে

পড়লো রীতেনের কথা। না, বুকের ভেতর সেই জ্বালাটা আর নেই। রীতেনকে সামান্য কারণে এতটা নীচ মনে করা উচিত হয়নি বর্ণালীর। হয়তো বিশেষ কাজে আটকে পড়েছে। অসুখ বিসুখ করেনি তো।

বর্ণালীর মৌনভাব সুযোগে অভিজিৎ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "জানো, মা আমার জন্য অনেক পাত্রী দেখেছেন। কিন্তু, আমি বিয়েতে মত দিইনি। কেন জানিনা আমার প্রাই মনে হয়, তুমি হয়তো আমার জন্যই—"চুপ করো, চাবুক খাওয়া বাঘিনীর মত বলে উঠল বর্ণালী "পুরুষ জাতটাই সুবিধাবাদী'। অভিজিৎ শান্ত স্বরে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল বর্ণালী জোরে ব্রেক কষে গাড়িটা মাঝপথে থামিয়ে দিল। ঝাঁজালো স্বরে বলল, 'তুমি নেমে যেতে পার। অভিজিতের বাড়ী বেশী দূরে ছিলনা। সে নামবার জন্য পা বাড়াল। বর্ণালী সদর্পে ঘোষণা করল তার সঙ্গে রীতেনের বিয়ের তারিখটা।

কয়েকদিন পরে বর্ণালীর হাতে এসে পৌঁছল সাদা কাগজে লেখা একখানা চিঠি।

বর্ণালী;

আগামী সোমবারে তুমি এক নতুন জীবনের পথে পা বাড়াচ্ছ আর ঠিক সেই দিনেই আমি শুরু করছি আমার নতুন জীবন - এ কথা বাস্তবের চেয়েও সত্য। কোন সুদূরের অজানা দুই বিন্দু থেকে আমাদের যাত্রা শুরু আমাদের যদি মিলন হত; তা হত ক্ষণস্থায়ী গতিশীল পৃথিবীতে আবার আমরা ক্রমশঃ দূরে সরে যেতাম। তার চেয়ে এই ভালো আমরা থাকবো সমান্তরাল। কেউ আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবেনা।

তুমি সুখী হও এই আমার একান্ত প্রার্থনা। তোমার তীরে গড়ে উঠুক সমৃদ্ধ নগরী। ভাঙ্গাকুঁড়ে ঘর বুকে নিয়ে আমি চিরদিন তোমার সাথেই থাকব। একই জলরাশী ঢেউয়ের তালে তালে ছুঁয়ে যাবে তোমাকে আমাকে।

চির শুভার্থী—

অভিজিৎ

বর্ণালী দূর আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কি সত্যিই মাটিতে মিশেছে? হাঁ' জন্ম জন্মান্তরে তারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা কল্পনায় তাদের মিলন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে রেডিওতে হচ্ছে অভিজিতের কণ্ঠে একটা গান। বর্ণালীর মুখটা এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে উঠল। রিসিভারটা তুলে সে ডায়াল করল—৫৫-৪৫৮৮।

(আধুনিক নর-নারীদের মনস্তত্ত্ব অবলম্বনে গল্প)

——

আইনস্টাইনের বিশ্ব

—দিলীপ বৈদ্য চৌধুরী।
(আসাম)

"অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের পুরস্কার এই যে, তা'র ফলে পৃথিবীকে ক্ষণকালের জন্য ও সুন্দর ও বিচিত্ররূপে দেখতে পাওয়া যায়' —কথা গুলো বলেছিলেন, শতবর্ষ পূর্বে বিজ্ঞানের গোলক ধাঁধায় পথহারা কোন পুস্তক পীড়িত জ্ঞানবৃদ্ধ নন, এই শতকেরই নোবেল প্রাইজ বিজেতা মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ এডোয়ার্ড এম, পার্সেল।

সত্যি, আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে ক্ষণিকের তরে শিল্প সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময় করে তোলার জন্য যেসব বৈজ্ঞানিক অতন্দ্র সাধনা এবং নিত্য নূতন উদ্ভাবনাদ্বারা যুগান্তর আনয়ন করেছেন, তাঁদের নামের তালিকা হবে সুদীর্ঘ। এদের সবাইকে একসাথে নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্ত বাতুলতা। সুবিধার জন্য আমরা আপেক্ষিকতত্ত্বের জনক আইনষ্টাইনকে বেছে নিলাম। উদ্দেশ্য, আপেক্ষিকতত্ত্বের দুচারটে ছিটমহলের সাথে পরিচয় হওয়া।

উনিশশো পাঁচ সাল। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের (Theory of relativity) বিশেষ তত্ত্ব (Special Theory) প্রকাশিত হল। প্রকাশের পর আমাদের সাধারণ জ্ঞান কতক গুলো নূতন অথচ অবিশ্বাস্য ধারণার মুখো মুখি হয়। এসব ধারণার ভিত্তিভূমি হল, সময়ের অগ্রগতি সব পর্যবেক্ষকের নিকট সমান নয়। আণবিক থেকে মহাজাগতিক:— সর্বত্রই এর বিস্তর প্রয়োগ। তথাপি আজও এর তাৎপর্য খুব সহজভাবে মেনে নেওয়া কষ্টকর।

আইনষ্টাইনের বিশেষ তত্ত্বের সূচনা দুটি স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে। প্রথমটি হল, দুজন পর্যাবেক্ষকের নিকট যদি পরস্পরকে নির্দিষ্টবেগে সরলরেখায় চলনশীল বলে মনে হয়, তবে কে গতিশীল দুজনের একজনও ঠিক করে বলতে পারবে না। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটির মতে যদি তারা আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করে তবে দুজনে একই উত্তর পাবে। কেননা, কোন কিছুর গতিবেগ আলোকের গতিবেগের

চেয়ে বেশী হতে পারেনা। একটি চলন্ত ও একটি স্থির গাড়ীর দৃষ্টান্তে আসা যাক প্রথম গাড়ীর যাত্রীর কাছে নিজের চলন্ত গাড়ীটি স্থির এবং স্থির গাড়ীটা বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার যদি দুটি গাড়ীই সমবেগে একই দিকে চলে, তবে তার কাছে দুটি গাড়ীকেই স্থির মনে হবে। যদি দুটি গাড়ী পরস্পরের বিপরীত দিকে চলে তবে উভয় গাড়ীর যাত্রীর কাছেই নিজের গাড়ীটা স্থির এবং অন্য গাড়ীটা বেশ বেগে চলছে বলে মনে হবে। পর্যবেক্ষকের কাছে, তার পরম গতিবেগ (Absolute Velocity) যাই হোক না কেন নিজেকে সব সময়ই স্থির বলে মনে হয়! নিজেকে স্থির ধরেই সে অপরের গতিবেগ নির্ণয় করে, এজন্য তার পক্ষে কোন কিছুরই পরম গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মহাবিশ্বের কোন কিছুর পরমবেগ জানতে হলে পরম স্থির কোনকিছু তুলনায় মাপতে হবে। আইনষ্টাইনের সময়ে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, ইথার (Ether) নামে এক জাতীয় পদার্থ সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে এবং ইহা নাকি স্থির। আইনষ্টাইন প্রথমেই ইথারের অস্তিত্ব অস্বিকার করেন। তিনি আরও বলেন, মহা বিশ্বে পরম স্থির বলে কিছুই নেই। কাজেই পরম গতিবেগ মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই সময়কে সব স্থানে ও সবার কাছে সমান বলে ধরা হতো দুটি স্বতঃসিদ্ধ থেকে আইনষ্টাইন দেখালেন সময় সম্বন্ধে আমাদের চিরায়ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতীত থেকে বর্ত্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে সময়ের যে অগ্রগতি, তা সবার সমতালে চলে না। পর্যবেক্ষকের গতিবেগ যত বাড়বে, তার কাছে সময়ের গতিবেগ ততো কমবে। প্রবল গতিবেগ নিয়ে যদি কোন বস্তু চলে, তবে প্রাকৃতিক পরিবর্তন তাতে অপেক্ষাকৃত ধীরে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য জনক বিষয় হবে মহাকাশযানের যাত্রিদের নিয়ে। একজন অভিযাত্রী প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে চলতে চলতে তার হিসেবে বিশ বছর পর পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে, এখানে ছাব্বিশ বছর ছয় মাস পার হয়ে গিয়েছে। অভিযাত্রির শারীরিক পরিবর্তন বিশ বছরের অনুপাতে হবে। কাজেই পৃথিবীর হিসেবে তার বয়স সাড়ে ছয় বছর কমবে। এটা স্বাভাবিক। পৃথিবীর তুলনায় অভিযাত্রীর সময় ধীরে চলছে ফলে পৃথিবীতে যা ছাব্বিশ বছর ছয় মাস, অভিযাত্রীর কাছে তা বিশ বছর।

কিন্তু সে সময়ে এর সত্যতা জানার উপায় ছিলনা। পৃথিবীর আহ্নিক গতির দরুণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের গতিবেগ মেরু

অঞ্চলের গতিবেগ থেকে অনেক বেশী। ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সময়ের অগ্রগতি মেরু অঞ্চল থেকে কম হবে। আইনষ্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের সময় মেরু অঞ্চলের সময় থেকে এক সেকেণ্ডের এক কোটি ভাগের একভাগ (১০ সে:) পিছিয়ে পড়বে। সম্প্রতি অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরক্ষার পর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়। মহাজাগতিক রশ্মিতে (Cosmic Ray) মেশন (Meson) বলে একপ্রকার স্বল্পায়ু মৌলিক কণা আছে। স্থির এবং প্রচণ্ড গতিশীল অবস্থায় এগুলোর আয়ু পরীক্ষা করে দেখা গেছে চলনশীল মেশনের আয়ু স্থির মেশন অপেক্ষা অনেক বেশী। এসব প্রমাণ থেকে সময়ের সংকোচন নিয়ে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু সময়ই নয়, গতির সঙ্গে বস্তুর আকারেরও পরিবর্তন ঘটে

সাধারণ বিশ্বে সবকিছুরই অবস্থান, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ,—এই তিনটি অঙ্ক দিয়ে বিচার করা হয়। এখানে সবকিছুই ত্রিমাত্রিক (Three Dimensional)। আইনষ্টাইন সময়কেও একটি অঙ্ক হিসাবে নেবার প্রয়োজনীতা দেখালেন। তাহার বিশ্বে সমস্তই চতুর্মাত্রিক (Four Dimensional)। তবে আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল। বস্তুর ভর সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ নূতন দিগন্ত খুলে দেওয়া। যেহেতু গতি হল শক্তির বিশেষ প্রকাশ, এবং গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারেরও বৃদ্ধি হয় কাজেই ভর ও শক্তির পরস্পর রূপান্তরশীল। পারমাণবিক বোমা, পারমাণবিক চুল্লী প্রভৃতির মূলভিত্তি আইনষ্টাইনের এই ভর-শক্তির সমতার যুগান্তকারী ধারণা।

আইনষ্টাইনের বিশ্ব আমাদের সাধরণ বিশ্বের মাঝেই রয়েছে। বস্তুর গতিবেগ কম হলে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ধারণার আলদা হিসেব করলেও উত্তরের তারতম্য খুবই নগণ্য হবে কিন্তু পদার্থের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় হলে বা পদার্থের ভর খুবই কম হলে আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাই পরমাণু বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে হিসেবের ক্ষেত্রে চতুর্মাত্রিক বিশ্বের ধারণার প্রয়োগ করতেই হয়। বস্তুতঃ আইনষ্টাইনের ধারণা থেকে যে বিশ্ব বের হয়ে আসছে তা উপলব্ধি করা যাবে না কখনও শুধু অঙ্ক দিয়ে হিসেবই করা যাবে।

—

দিগন্ত

—দেবব্রত সেনগুপ্ত।

(চুঁচুড়া)

'আচ্ছা বলতে পার বসু, তোমার ভগবানের কাছে কী এমন চেয়েছি যা দেওয়া যায় না? শুধু সুস্থ একটা জীবন, আর সেই জীবনের সংগী হবে তুমি। এই সামান্য আকাঙ্খা তোমার ভগবান পূর্ণ করছেনা কেন?' কথা গুলো বলে অম্বর আলসেতে ভর দেওয়া বসুন্ধরার দিকে তাকায়।

বসু কিন্তু তখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে, হয়তো নিজের ভাবকে গোপন করতে চাইছে।

কোন জবাব না পেয়ে অম্বর বলে —'কী হলো কথা বলছোনা যে?'

বসু এবার ফিরে তাকায় — 'বলেছিতো অমু অপেক্ষা আমাদের করতেই হবে।'

অমু হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে — 'কেন অপেক্ষা করব আমরা? সংসারের জন্য? — সংসার আমাদের কথা ভেবেছে একবারও?'

বসুন্ধরা ওর রাগ দেখে হেসে ফেলে, কিন্তু ওর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না — 'আচ্ছা তুমি কী ঝগড়া করতে এসেছ?'

এ কথায় অমু যেন একটু লজ্জা পায় — 'না—না—, তা নয়। তবে — আমার কিন্তু ভীষণ —।' কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়, আবার পর মুহূর্ত্তেই বলে — 'তোমায় আমি ঠিক — বোঝাতে —'

কথা শেষ করতে দেয় না বসু — 'থাক্ ও কথা।'

ওর পরিষ্কার ইঙ্গিত কিন্তু অমু মানে না — 'কেন থাকবে? বড় ছেলের বাড়ীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকবে না, আর তার বোঝা বুঝি বাড়ীর মেয়ে বইবে সারা জীবন।'

অমুর কথায় বসু যেন একটু দুঃখ পায় — 'তুমিতো জানো অমু, দাদার ব্যাপারে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগেনা। তাছাড়া দাদাকে তো আমি চিনি, তুমিও কিছু কম জানো না। দাদার কিছু করার ছিল না।'

এ কথাতেও কিন্তু অমুর অভিযোগ কমে না — 'আমারতো মনে হয় তোমার দাদারই সব দোষ। বউ যা বলবে তাই করতে হবে নাকি?'

বসু হাসে — 'সাধারণত তো লোকে তাই করে।'

অমু কৃত্রিম রাগে বসুর দিকে তাকায় — 'তাই বুঝি?'

বসু হেসেই জবাব দেয় — "না, অন্তত একজন একজনের কথা মোটেই শুনবেনা —, এটা আমি জানি

অমু বোধ হয় এবার রেগে যায়—'দেখ বসু তুমি হেসোনা, আমার ভীষণ রাগ হয়। রাখবার মত কথা হলে সবাই রাখে। তাই বলে কেউ যদি আবদার ধরে যে বাড়ীতে বড় ভীড়, এখানে থাকতে অসুবিধা হয়—অন্য কোথাও চল। শুধু তুমি আর আমি। তাহলে তাকে আমি অন্তত: কোর্টের রাস্তা দেখিয়ে দেবা। তোমার দাদার মত হবো না। সেলফিস।

বসু একটু গম্ভীর হয়ে যায় -"ছাদে হঠাৎ কেউ আসতে পারে। এসব' অমুর কিন্তু অভিযোগের রেশ কাটেনা—"তাই বলে তুমি পরের তৈরী দুঃখ মেনে নেবে কেন?

বসু কিছুটা অসহায় ভাবে যুক্তি দিতে চায়—"অমু দুঃখ ভাবলেই দুঃখ। বসুর নিজের কানেই কথাটা অনেকটা দার্শনিকের মত শোনায়—"আমার চেয়েও অনেক দুঃখে লোক বেঁচে আছে'।

অমু বসুর কথার সাথে তাল রাখতে চায়—তাকে আর বাঁচা বলে না।

বসু হেসে বলে—তুমি দেখছি প্রেসিমিজমের বিশেষজ্ঞ।

অমু বলতে যায়—আর তুমিতো অপটিমিজমের

—কিন্তু বন্দুর হাসি ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কোন কথাই বলতে পারে না শুধু চেয়ে থাকে।

অম্বর এই হঠাৎ থেমে যাওয়া দেখে বন্দু কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে, ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলে—কি হলো?

অমু যেন ওর কথায় পায়ের নীচে মাটি পেল—"না—একটা কথা ভাবছিলাম"।

বন্দুর সেই ক্ষণিকের অস্বস্তি যাই যাই করেও যেতে পারে না—'কী ভাবছিলে?'

তার সেই অস্ফুটস্বর অমু শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেলনা—আমাদের দিগন্ত কে স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল বন্দু।

হঠাৎ ছাদের দরজায় কার স্বর ভেসে এল—দিদি তোকে বাবা ডাকছে।

বসুন্ধরা ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায় কেন রে? তারপর অম্বরের দিকে ফিরে বলে—নীচে যাবে?

অম্বর এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর বললো—নাঃ আমি বরং অন্তুর সাথে গল্প করি।—তারপর কী খবর অন্তু? বলে অন্তুর দিকে ফিরে তাকায় অম্বর।

অন্তু একটু কাছে এগিয়ে আসে বসুন্ধরা ছাদের দরজায় মিলিয়ে যায়। অন্তু অম্বরের দিকে তাকিয়ে বলে—ভাল

ওর কথা বলার ধরণ দেখে অম্বরের মনে হয় অন্তু যেন কৃত্রিম আড়ষ্টতা আরোপিত করেছে নিজের উপর—"তোমার পড়া শোনা কেমন হচ্ছে?

ক্লাস নাইনে পড়া, অন্তু আগের মতই আড়ষ্ট ভাবে বলে—ভালই। আপনি কিন্তু অনেক দিন পরে এলেন।

কথাটা শুনে অমু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে—তার পরেই হঠাৎ বলে,—কদিন একটু কাজ ছিল। তারপর তোমার হাফইয়ার্লি পরীক্ষা কেমন হল?

এ কথার উত্তর দিতে অন্তু একটু যেন লজ্জাই পায়—ভাল হয়েছে।

তারপর একটু থেমে বলে; জানেন অমুদা এবার আমি ফার্স্ট হয়েছি।

অমু যেন খুব খুশী হয়েছে, এমনি ভাবে বলে—তাই নাকি? তাহলেতো আমার

একটা খাওয়া পাওনা হোল বস্।

ছাদের দরজার ফ্রেমে বসুন্ধরার ছবিটা ভেসে উঠল। অন্তু দিদিকে দেখেই বলে আমি যাই অমুদা।

অন্তুকে শুনিয়ে শুনিয়েই অমু বসুন্ধরাকে বলে,-এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় বসু বাড়ীতে একজন ফাষ্ট হয়েছে আর সেই খবরটাই তুমি এতক্ষণ দাওনি আমায়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বসু ভাইয়ের দিক তাকিয়ে হেসে ওঠে-ওহো, সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। অন্তু ততক্ষণে ছাদ থেকে চলে গেছে। হাসি কমে যেতে বসু বলে বাবা তোমায় যাবার আগে দেখা করে যেতে বলেছেন।

অমু হাসি থামিয়ে বলে-কী বললেন?

—কী" আর বলবেন, সেই এক কথা ওষুধটা কোন কাজ দিচ্ছে না। ডাক্তারের কাছে আর একবার বলা উচিত। বাবাকে নিয়ে হয়েছে মুসকিল। খাওয়া কমাবেন না. আর দিন দিন অসুখ বেড়েই চলেছে। গ্যাষ্টিক আলসার তার ওপর আবার হাই ব্লাডপ্রেসার -এত গুলো কথা একসাথে বলে একটু রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে ছাদের আলসেতে দুপুর বেলায় শুকোতে দেওয়া জামা কাপড় গুলো তুলতে শুরু করে।

অমু কিছুটা লঘু সুরে বলে—"তোমার বাবা দারোগা ছিলেন তো, চাকরী জীবনে এখানে ওখানে যেতে হয়েছে। আর এখানে ওখানে ভাল মন্দটা খেতেও হয়েছে। তা-ছাড়া তোমার বাবার চেহারাটা দেখলেই বোঝা যায় তিনি এককালে ভোজন বিলাসী ছিলেন। তুমি রাগ কর আর যাই কর, তোমরা পদ্মা পারের লোকেরা একটু খেতে ভালবাস। সেঅভ্যাস এখনও রয়ে গেছে।

বসু কাপড় গুছাতে গুছাতেই বলে—" এটা ওটা খাবে আর বলবে—ওষুধ সব বাজে সব ভেজাল। ডাক্তারদের বলে কোন কাজের নয়। মাকে কত বলি আজে বাজে জিনিষ খেতে দিওনা। সে কথা মা শুনলেতো? মা বলে—কোন দিন চলে যাবে, চাইলে না দিয়ে পারিনা।

অমু হেসে বলে—"তবেই হয়েছে। তার পর কী একটা চিন্তা যেন ঝেরে ফেলে দিল, এমনি ভাব করে বললো—চল, আর ভাল লাগছেনা"

তুমি বাবার সাথে দেখা করে এস, আমি ততক্ষণে — বলতে বলতে বসু কাপড়ের গোছা হাতে ছাদের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে এলে বসুর বাবা সুরেশ বাবুর মুখ থেকে যে কথা রোজই শুনতে হয়, আজও অমুকে সেই কথা শুনতে হল — আর বোলোনা, আজ কাল ডাক্তার গুলো যেমন, ওষুধও হয়েছে তেমন। চারিদিকে ভেজাল, বুঝেছ। তুমি কোন সভ্যতার ইতিহাস শুনেছ যে ওষুধে ভেজাল দেয়।

অথচ বসু বলে আমি খাই বলে নাকি আমার অসুখ সারে না।

আরে আমি আর কী খাই। দেশের বাড়ীতে বাবা জ্যাঠারা কী খাওয়াই খেয়েছে, কই তাদের তো কোনদিন এসব অসুখ হয়নি। খাওয়ার দোষ নয়, দোষ হচ্ছে দাওয়াইয়ের। বসুর বাবা যেন শেষ রায় দিলেন।

অমু হাবে ভাবে এই যুক্তিকে অকাটা বলেই মেনে নেয় —। কিন্তু কোন কথা বলে না।

সুরেশ বাবু হঠাৎ বলেন — বাব তোমাকে একটা কথা বলি—বিধবা মায়ে কখনও কষ্ট দিওনা! সন্তানের দেওয়া অঘা যে কতটা বুকে বাজে, তা তোমরা বুঝবে না। আমি জানি—তোমাকে আর কি বলব, জানো তো বসুই আমাদের একমাত্র ভরসা।

একথার অর্থ অমুর কাছে খুবই পরিষ্কা লাগে, কিন্তু একথাও শুনতে চায়না। তা ভাল লাগেনা। কিন্তু একথাই তাকে আবা শুনতে হয়—"এসময় কোথায় মেয়ের বিয়ে চিন্তা করবো, তা না সে চলে গেলে ব হবে তাই ভাবছি। কী করবো বলো পরি বেশই আমাকে এরকম ভাবতে শিখিয়েছে পেনসনের কটাইবা টাকা পাই, মোটে তে নব্বুইটা টাকা—বসু না থাকলে আমাদে যে কী হতো।

অমু বৃদ্ধর এই অসংলগ্ন কথা গুলো শুনে মনে মনে ক্রুদ্ধই হয়। এমন সময় বস দরজার আড়াল থেকে উঠে আসার ইশারা করলো। অমু যেন হাঁফছেড়ে বাঁচে —আমি যাই—

সুরেশ বাবু বলেন—যাবে? এসো—,তুমি তো আজ কাল আসা ছেড়েই দিয়েছ মাঝে মাঝে এস। আমার কথায় কিছু মনে করো না তুমি। আমি হয়তো স্বার্থপর হ

গেছি।

একথাতে অমুর রাগ যায় না, আবার মায়াও হয় বৃদ্ধর রোগশীর্ণ ভীত মুখটা দেখে।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই বসু শাড়ী বদলে নিয়েছে; মুখে সামান্য প্রসাধনের ছাপ যেতে যেতে বসু বলে—জানো মা না রাত্রে বেলা বিছানায়া শুয়ে শুয়ে কাঁদে। আমায় কী যেন বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারেনা। কথা গুলো বলে বসু একটু চুপ করে থাকে। অমু কিন্তু কোন কথাই বলে না।

বসু একটু ম্লান হেসে বলে—ভীষণ কষ্ট হয় মাকে দেখে। বল তোমার হয় না?

অমু এবার কোন জবাব দেয়না, চুপ চাপ হাঁটতে থাকে। হয়তো কোন উত্তর দিতে গেলে মেজাজের উষ্ণতাকে গোপন করতে পারবেনা, তাই চুপ করেই থাকে।

মাঠের এক কোনে বসে অমুই কিন্তু প্রথম কথা বলে—"দেখ বসু সবাই যদি স্বার্থপর হয়, আমাদেরও হতে হবে। এত দিন আমরা অপেক্ষা করেছি। ভেবেছিলাম তোমার দাদা একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবেন। কিন্তু আজ প্রায় দুবছর হতে চললো - কিন্তু এতবছর ও নয়, তার আগেও আমরা অপেক্ষা করেছি - তখন আমি মোটামুটি ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাইনি। কিন্তু আজ আমরা অসাধারণ না হক অন্তত সাধারণ ভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারি। কিন্তু এই যে অপরের তৈরী সমস্যা, এর জন্য কতদিন আমরা অপেক্ষা করব এভাবে বলতে পার? কথা গুলো বলতে বলতে অমু যেন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

বসু ঈষৎ হেসে বলে - কথাটা একেবারে স্বার্থ পরের মত হলনা? অমু খোচাটা হজম করে আগের মতই বলে - বলেছিতো বসু স্বার্থপর হতে হবে। আমরা কী কোরবো পৃথিবী আমাদের স্বার্থপর করেছে; তার পরই যেন সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এমনি ভাবে বলে - আচ্ছা এক কাজ করলে হয়না. তুমি আমি দুজনে মিলে যদি আমাদের দুই সংসারের ভার নিই, তাহলে?

বসু সঙ্গে সঙ্গে বলে - না, তা হয়না হতে পারে না। তাছাড়া বাবা তোমার আয়ের ওপর থাকবেন কেন?

অমু শেষ চেষ্টা করে - আহা না হয় তোমার আয়েই চলবে। বসু বলে - না, তুমি আমায় এ অনুরোধ কোরো না অমু

এ আমি রাখতে পারব না। সত্ত্বছাড়া যে দিন তোমার কাছে আসতে পারব, সে দিনই আমাদের মিলন হতে পারে।

এর পর অমু আর কোন কথা খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। দুজনেরই দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। অন্ধকার না হলে অমু দেখতে পেত বসুর সেই চোখ দুটো জলে ভরে উঠছে।

বসুই প্রথম নীরবতা ভাঙলো - অমু আমায় ভুল বুঝোনা, অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

বসুর ভেজা কণ্ঠস্বর শুনে অমুর ভীষণ মায়া হয় - কষ্ট হয় ওর দুঃখে বসু তুমি কেঁদোনা, তোমায় আমি ভুল বুঝতে পারি? অপেক্ষাতো করতেই হবে। আমরা হয়তো অপেক্ষা করার জন্যই এসেছি। যদিও অমু কথা গুলো বলে বসুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, কিন্তু কথা গুলো যেন নিজের কানেই হাহাকারের মত শোনায়।

অমুর স্বান্তনায় কিন্তু বসুর কান্না থামে না। অমু বসুকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলে—বসু তোমার কলেজের কথা মনে পড়ে? আমাদের সেই দিগন্তের কথা।

বসুর কান্নার রেশ যেন কমে—পড়ে, সেদিন শ্লোকটী তোলা যায়। বসুন্ধরা আর অম্বর, পৃথিবী আকাশ—পৃথিবীআর আকাশ যেখানে মিলেছে তার নাম দিগন্ত। বসুন্ধরা আর অম্বর যেখানে মিলবে তার নাম হবে দিগন্ত —। তারা যে ছোট্ট বাড়ীটা করবে তার নাম দেবে — দিগন্ত।

ওরা এতদিন স্বপ্ন দেখত, তবে আজ আর বোধ হয় দেখে না। কিংবা স্বপ্ন দেখাটাকে অবাস্তব বলে মনে হয় তাদের কাছে। আজ সেই দিগন্তের রং ও বিবর্ণ হয়ে গেছে শাওন মেঘের ঘন ঘটায়। অম্বরের মনে পড়ে — ছোট্ট বেলায় মামার বাড়ীতে কুটির মাঠে দিগন্ত দেখেছিল। একবার তার দিগন্তের কাছে যেতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল। ও যত এগিয়েছে দিগন্ত তত সরে গেছে। আগে যে গাছটার কাছে আকাশটা মাটিতে এসে মিলেছে মনে হয়েছে, সেই গাছটার কাছে গিয়ে দেখেছে — আকাশটা ওর থেকে ভাল ছুটতে পারে।

মনে হয়েছে দূরের ঐ লাল বাড়ীটার পিছনে আকাশটা পৃথিবীর সাথে মিশেছে। সেই বাড়ীটার কাছে গিয়ে দেখেছিল — পাখীর ডানায় ভর করে দিগন্ত উধাও।

অমুর চিন্তার স্রোত হঠাৎ বাধা পায় বসুর কথায় — "অমু এও যদি ভুলে যাই বাঁচবো কী নিয়ে।"

অমুর হঠাৎ হাসি পায় — জানো বসু এক এক সময় মনে হয় তোমার সাথে যদি দেখা না হত, তবে আর কে কার জন্য অপেক্ষা করতাম আজ?

শনিবার এলেই মনে হয় — কাল তোমার সাথে দেখা হবে।

বসু হঠাৎ ঘড়িটার দিকে তাকায় — 'চল ওঠা যাক্। একবার ডাক্তার খানায় যেতে হবে। এরপর গেলে আবার ডাক্তার বাবুকে পাওয়া যাবে না।'

এই মুহূর্তে অমু বসুকে সহ্য করতে পারে না। অমুর চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল — বসু তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কবে? একটা সন্ধ্যা আমাদের সম্বল; তাও তোমার কাজ? — কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। কিছুটা চলার পর যে কথাটা বসু সারা সময় অমুকে বলবে বলবে করেও বলতে পারেনি, স কথাটা কিছুতেই বলতে পারছিল না, সেই কথাটা হঠাৎ বলে — 'অমু তুমি একটা বিয়ে কর।'

একথা বলতে বসুর বুকের ভিতর কী হয়েছে সে কথা অমু বুঝতেও পারে না, তাই অকৃত্রিম বিরক্তিতে বলে ওঠে — 'তোমার আর কিছু বলার আছে?'

বসু হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে বলে — 'প্লীজ অমু, আমায় ভুল বুঝো না। তুমি —'

অমু বসুকে আর বলতে দেয় না — 'বসু তুমি আমাকে কী ভাব? 'গলার স্বরে যথেষ্ট রূঢ়তা প্রকাশ পায়।

দুঃখে না আনন্দে বসুর চোখে জল আসে, তাও নিজেই বুঝতে পারে না। কেউ আর কোন কথাও বলে না। দুজনেই চুপ্ চাপ্ এগিয়ে যায়। হঠাৎ যেন দুজনেরই কথা ফুরিয়ে গেছে।

— —

পৃথিবীর বিখ্যাত ডাকটিকিট সংগ্রহকারী

—সুব্রত সেন গুপ্ত।
(তেজপুর)

পৃথিবীর বিখ্যাত ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর নাম হল— ফিলিপ ব্যারন ফেরারী। ইনি জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান কিন্তু বাস করতেন ফ্রান্সে। এর মত বড় সংগ্রহ পৃথিবীর আর কারও কাছে ছিল না।

ফেরারী ১৮৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন বাবা মারা যাওয়ার পর ফেরারীর মা তার বিপুল সম্পত্তির অধিকারীণী হন। তার মাকে ইউরোপের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা বলা যেতে পারে।

ফেরারী চতুর ছেলে ছিলেন কিন্তু তখন স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে পারতেন না তাঁর বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তাঁর মা দেখলেন যে, একমাত্র সন্তান যদি এরূপ অবস্থায় থাকে তাহলে তাঁর স্বামীর ব্যবসা ডুবে যাবে। তাই তিনি অনেক চিন্তার পর ছেলের মন ভোলানোর জন্য কতকগুলি নানান দেশের টিকিট এনে দিলেন। ফেরারী টিকিট পেয়ে নূতন উৎসাহ লাভ করলেন এবং কাজে মন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক টিকিট সংগ্রহের ও ঝোঁক দেখা দিল

ফেরারী মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তাঁর পয়সার কোন অভাব নেই তখন তিনি এমন একটি সংগ্রহ করে যাবেন যেটা তিনি জার্মান সংগ্রহ শালায় দিয়ে যেতে পারেন

১৮৬৫ সালে বৃটিশ গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনের ডাকঘরে ডাক টিকিট শেষ হয়ে যায়। সেই জন্য পোষ্ট মাষ্টার নিজেরই পরিচিত এক প্রেসে সেই ডাকটিকিট ছাপতে দিলেন। ছাপানোর পর পোষ্ট মা-

...র দেখলেন যে টিকিটটি সহজেই জাল ...রা যায়। সেই জন্য তিনি বলে দিলেন ...ব প্রত্যেকটা টিকিটেই মোহর ছাড়াও তার ...জের সই থাকা চাই। এই টিকিট ১৭ ...ছর বের হওয়া সত্বেও কারও নজরে ...াগে পড়েনি। ১৭ বছর পর বৃটিশ গায়-...ার একটি ছাত্র ইহা লক্ষ করে এবং ...৬ শিলিং দরে বিক্রয় করে। পরে এটি ...৫০ পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। কিছুদিন ...বাদে ফেরারী টিকিটটি ১৫০ পাউণ্ড দরে ...ক্রয় করেন।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেরারী এমন টিকিটও সংগ্রহ করেছিলেন ...া পৃথিবীতে দু একখানার বেশী নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তিনি ৫২ খানা বড় বড় অ্যালবাম ফেলে রেখেই ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যান। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। তার উইলে দেখা গেল যে তিনি টিকিটের সংগ্রহটি বর্লিন মিউজিয়মে এ দান করে গেছেন ফরাসী সরকার কিন্তু এই সংগ্রহটি চাঁর পর লোভে নিলামে বিক্রী করে দেন।

১৯২২ সালে মিঃ আর্থার হিণ্ড নামে এক আমেরিকান কোটিপতি বৃটিশ গায়-মর সেই ১ সেণ্ট দামের টিকিটা ৭০৪০ পাউণ্ড দিয়ে কেনেন।

১৯২১ সাল হতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ফেরারীর সংগ্রহটি নিলাম হয়। দেখা গেল যে পৃথিবীতে এমন কেউ ধনী নেই যিনি এই সংগ্রহটি একা কিনে নিতে পারেন। এই সংগ্রহটি বিক্রয় করে পাওয়া যায় ৪ লক্ষ পাউণ্ডের ও উপর। অবশ্য টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রি হয়ে যায়।

আমাদের গরীবেরা ঘর দুয়ারে দিন রাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কী বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। দশ হাজার লোকের সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়। ঘোর স্বার্থপরও নিষ্পাপ হয়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজ্ঞাতসারেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনি ধন্য— সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী। তোমাদের প্রণাম করি।

— বিবেকানন্দ   সংগ্রাহক— ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায়।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট

—অচিন্ত্য কুমার সাহা
কলিকাতা—৩

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক দেশে ধর্ম বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই ধর্ম বিপ্লব সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে দেশে দেশে অত্যাচার, অরাজকতা, মরামারি-কাটাকাটি এমনকি জঘণ্য অবিচার চলিতে থাকে।

যাহাদের দ্বারা এই ধর্ম বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে একটি যখন রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ, তখন সমগ্র মানব সমাজ অন্ধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রসাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই রোমের গৌরব সারা জগৎ একবাক্য স্বীকার করিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে রোমের এক অখ্যাত অঞ্চলে এমন একজন মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যিনি জনসাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গি বদলাইয়া দিলেন এবং মানুষের মধ্যে এক নূতন ধর্মের পথ দেখাইলেন, তিনিই হইলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের একমাত্র সনাতন পুত্র, খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু।

ইহুদী ধর্মের প্রাণশক্তি স্বাভাবিক ভাবে যখন ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় তাঁহার (যীশু খ্রীষ্ট) আবির্ভাব। তাঁহার সংস্পর্শে, তাঁহারই তপস্যার ফলে প্রাচীন ইহুদীধর্মে নবভাবে, নব উদ্দীপনায় বিশ্বমানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে যে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল যীশু প্রচারিত ধর্মের ভিতরে সূক্ষভাবে তাহার প্রভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে আবার তাহার সৌধচূড়া ধূলিতে বিলীন হয় কিন্তু প্রভু যীশুর মহৎ কার্য্যাবলী ও তাঁহার প্রেরিত বাণী ও উপদেশ কখনও নষ্ট বা ধ্বংস হইতে পারে না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষ তাঁহার বাণী ও উপদেশ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র
ন ধার্মিক এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন
রোড রাজার সময় তিনি বৈথলেহাম নগরে
গ্রহন করিয়া ছিলেন। যীশুর মাতা ছি-
লন মেরী এবং পিতা ছিলেন জোসেফ
জোসেফ ছুতারের কাজ করিতেন। কথিত
আছে যীশুর কোন পিতা ছিলেন না,
জোসেফ নাকি তাঁহার পালকপিতা। যীশুর
মাতা কুমারী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে
মাতা মরিয়মের গর্ভে প্রেরণ করিয়া ধন্য
হইয়াছেন। মেরী ছিলেন ধার্মিক ও সুচরিত্রা

যীশুর জন্মের পূর্ব্বে স্বর্গের এক দূত আসিয়া
রিয়মকে বলিলেন, "হে মরিয়ম, তুমি ভয়
রও না। তোমার গর্ভে এক পুত্র ধারণ
রিবে, সে পুত্র এক মহান পুরুষ হইবে
মি তাঁহার নাম "যীশু রাখিবে। কারণ
তিনি পাপী মানুষদের উদ্ধারের জন্য এই
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন।

যীশু শব্দটি খুবই ক্ষুদ্রাকার। কিন্তু
এই যীশু শব্দের অর্থ ত্রানকর্ত্তা। যীশুর
অপর নাম ইম্মানুয়েল অনুবাদ করিলে ইহার
আমাদের সহিত ঈশ্বর।

যখন যীশু পৃথিবীতে জন্ম গ্রহন করি-
ছিলেন; সেই রাত্রিতেই আকাশে এক
অদ্ভুত নক্ষত্র আবির্ভাব হইযাছিল।

ইহা দেখিয়াই জ্যোতিষগণ বুঝিতে পারিয়া
ছিলেন যে, এই পৃথিবীতে একজন মহা
পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্যই সেই
রাত্রিতে এক আস্তাবলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
জন্ম হইয়াছিল। ক্রমশ: এই ভাবে যীশুর
নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তখন জুডিয়াতে হেরোড রাজা রাজত্ব
করিতেন তিনি এই শিশুটির কথা শুনিয়া
খুবই ভয় পাইয়াছিলেন এবং তাহার মন্ত্রিকে
আদেশ দিয়াছিলেন যে, রাজ্যের সমস্ত
শিশুকে হত্যা কর। কিন্তু সেই রাত্রিতে
প্রভুর এক দূত (ঈশ্বরের দূত) স্বপ্নে মেরীকে
বলিলেন। হে মেরী, উঠ, শিশুটিকে লইয়া
পলায়ন কর, কারণ হেরোড রাজা শিশুটিকে
অনুসন্ধান করিবে। তাহারা সেই স্বর্গের
দূতের আদেশ মানিলেন এবং শিশুটাকে
লইয়া মিশরে চলিয়া গেলেন।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিক্রম হই
বার পর হেরোড রাজা মারা গেলে পুন-
রায় তাহারা জেরুজালেমে চলিয়া আসিলেন।

মানুষরূপে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এজগতে
আসিয়াছিলেন,। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে

সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি কেবল মাত্র ঈশ্বর তিনি আসিয়া ছিলেন পাপী ব্যক্তিদের পাপ সকল ক্ষমা করিতে। মানুষের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য ছিল যে তিনি মানুষরূপী ঈশ্বর এবং তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তিনি মানুষের ত্রানকর্তা।

প্রভু যীশু যখন ইহুদি ধর্মের সম্বন্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন, তখন সেই ধর্মের কতক গুলি বিষয় তাঁহার পচ্ছন্দ হইত না যেমন, সেই সময়কার ধর্মযাজকগণ মানুষকে ভয় দেখাইয়া খারাপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিত। যীশু ইহুদী ধর্মকে কিছুটা পরিবর্ত্তন করিয়া এক নূতন ধর্ম প্রবর্তিত করিলেন যাহা খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত।

প্রভু যীশু জীবিতকালে নানা অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি একজন অন্ধ লোককে চক্ষুদান করিয়াছিলেন, এক জন কুষ্ঠ রোগীকে আরগ্যলাভ বা শুচি করাইয়াছিলেন। ব্যাধি, পীড়িতদের সুস্থ করিয়াছেন, বধির কে শ্রবণ শক্তি দিয়াছেন মানুষের শরীর ভুত ছাড়াইয়াছেন এমনকি মৃত দেহকে জীবিত করিয়াছেন। তিনি সমুদ্রের জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়াছেন, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঝড়কে ধমক দিয়া মুহূর্তের মধ্যে শান্ত করিয়াছেন

তিনি বিভিন্নস্থানে দুই দুইবার পাঁচখা ও কয়েকটি ভাজা মাছ দিয়া হাজারে বেশী লোককে পরিবেশন করিয়াছেন। প্র যীশু খ্রীষ্টর বাণী ও উপদেশ নি উদ্ধৃত করা হইল :—

১। "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ রাজ্য সন্নিক হইল।" (মেথি ৪ : ১৭)

২। 'সাবধান লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদে সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করিও না করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই।

৩। 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।'

৪। 'আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোনমতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।'

৫। 'যে আমায় বিশ্বাস করিবে, সে অনন্ত পাইবে।'

যীশুর দশ আজ্ঞা :—

১। আমার সাক্ষাতে অন্য কোন দেবতা থাকিবে না।

২। কোন ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিবে না।

৩। ঈশ্বর সদা প্রভুর নাম অনর্থক লেবে না।

৪। পিতামাতাকে সম্মান করিবে।

৫। বিশ্রামবারকে পবিত্র দিন বলিয়া পালন করিবে।

৬। নরহত্যা করিবে না।

৭। ব্যাভিচার করিবে না।

৮। চুরি করিও না।

৯। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

১০। অপরের বস্তুতে লোভ করিবে না।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মাত্র ৩৩ বৎসর এই পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র চিনিতে পারে নাই। ইহুদীদের কাছে তিনি রাজা রূপে আসিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। নিষ্ঠুর; ও নির্মমভাবে পাপী মানুষ যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে। কোন বিচারকই খ্রীষ্টের লেশ মাত্র অপরাধ খুঁজিয়া পাইলেন না। তবুও প্রজাদের তুষ্ট করিবার জন্য যীশুকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

নিষ্ঠুর রোমনীয় সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিলেন। অশেষ যন্ত্রনা সহ্য করিয়াও তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি এই অবুঝ লোকদিগের ক্ষমা কর ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" অনুপম খ্রীষ্টের পবিত্র রক্তে লাল হইয়া গেল ক্যালভেরীর পাষাণ ভূমি।

ধন্য তোমার প্রেম প্রভু ধন্য — ধন্য হে পবিত্র ভূমি ক্যালভেরী পাষাণ ভূমি। ধন্য, হে মরিয়ম, ধন্য? তুমি তোমার বক্ষে সনাতন বা ঈশ্বরের একজাত পুত্রকে ধারণ করিয়া ধন্য? "তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, তিনি ত্রাণকর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বরের সনাতন পুত্র।

মরীচিকা

-নজরুল ইসলাম

(হাওড়া)

সাগর কেন বলা হয় তাই ভাবছিলাম। আমার ভাবনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য; সত্যই অপূর্ব, পাশেই দৌলতাবাদ। "এখানেই মহমদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে তাঁর রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন।

আমি পেশাদার আর্টিষ্ট নই, আঁকাটা আমার সখ। কতকগুলো স্কেচ নেবার মনস্থ করলাম। সাগরের পাশেই পাহাড়, নিচের ঢালু অংশে কিছু ছোট ছোট পাকা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। কাগজে পেনসিল চলনা করলাম। এইটার প্রায় ধেক শেষ হয়েছে এমন সময় বাবুসাব কি আর্টিষ্ট? কথা কয়টি শুনতে পেলাম। আমাকে ইংরাজীতে যে লোকটি প্রশ্ন করলেন তাঁর দিকে তাকালাম, এখানকার বাসিন্দা বলেই মনে হল উত্তর দিলাম হ্যাঁ।

আপনি কি বাঙালী?

হ্যাঁ, কিন্তু বুঝলেন কি করে?

—বাবুসাব আমি পাঁচ বছর বাংলা দেশে কাটিয়াছি, বাঙালীদের চিনব না আসুন না আমার বাড়ী। এই তো কাছেই। যে কটা দিন এখানে থাকবেন যদি আমার আতিথ্য গ্রহন করেন, তাহলে সুখী হব। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন উত্তরের প্রত্যাশায়।

বিদেশে এরকম লোভনীয় আমন্ত্রন গ্রহন না করে পারলাম না চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁর নাম বখতমল শেঠ। আগে কলকাতায় বড় ব্যবসা ছিল এখন এখানেই বসবাস করছেন। সংসারে স্বামী স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। বাংলাদেশে থাকার ফলে শেঠজী ভাল বাংলাও বলতে পারেন।

বাড়ী পৌঁছে দেখলাম, বিরাট অট্টালিকা অর্থের প্রাচুর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে সামনের

ফুলের বড় বাগানটা বাড়ীটাকে আরও মনোরম করে তুলেছে।

শেঠজী আমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। জলখাবার এল, তার পরিমান লক্ষ্য করে রীতিমত ভীত হয়ে উঠলাম এত কি হবে শেঠজী।

এই তো সামান্য আপনারা বাঙালীরা তো এই জন্যেই—শেঠজীর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সামনাই তো নিন আরম্ভ করুন। নারী কণ্ঠ শুনে তাকালাম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। রূপ দেখেছি; কিন্তু এমন যৌবন উদ্দীপিত রূপ ইতি পূর্বে দেখিনি।

—কি দেখছেন? তাঁর জিজ্ঞাসায় লজ্জিত হলাম। আমি অবাক হইয়াছিলাম। প্রশ্ন করলাম আপনিও বাংলা জানেন?

—হ্যাঁ শিখেছি।

—তোমরা আলাপ করো ততক্ষণ আমি একটু আসছি, বলেই শেঠজী বের হয়ে গেলেন আমাকে একটা কিছু কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

সেদিন বেশ আনন্দে কাটল খাওয়া দাওয়ার প্রাচূর্যে শরীরের উন্নতি লক্ষ্য করলাম, একদিন যাবার কথা বলেছিলাম তাতে শেঠজী হাসতে হাসতে বলেছিলেন —পাগল হয়েছেন? আরো কদিন থেকে যান এখনই কি যাবেন? অবশ্য যদি আপনার কোন অসুবিধা হয়।

—না না আমার অসুবিধা থাক এত সুখ কোথাও পাইনি। উত্তর দিয়েছিলাম।

লীলা দেবীর (বলতে ভুলে গেছি শেঠজীর স্ত্রীর নাম লীলা দেবী) সম্পর্কে আমার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি তার স্বরূপ। আমাকে দেখলেই তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠত। বুঝতে চেষ্টা করতাম তার অর্থ, পারতাম না।

একদিন শেঠজী বললেন, আমাকে দিল্লী যেতে হবে বিশেষ কাজ আছে। একদিন পরেই ফিরব।

তবে আমিও যাব আপনার সঙ্গে বললাম।—না না আমি ফিরে আসি তার পর যাবেন।

রাত্রি বেলায় ঘরে বসেছিলাম লীলাদেবী এলেন ঘুমিয়েছেন নাকি?

—না আসুন। বিমলবাবু, বাঙালী হয়ে বাঙালীকে চিনতে পারলেন না। এর চেয়ে আর কি দুঃখ হতে পারে।

তার মানেই আপনি কি বাংলা দেশের মেয়ে।

আমি যে কি কষ্টে আছি, আপনি কি করে তা বুঝবেন বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

তাঁর কষ্টের কথা জানাতে চাইলে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হল এই—তিনি তাঁর স্বামীর সংঙ্গে পাঁচ বছর আগে এখানে বেড়াতে আসেন। তাঁর স্বামীর হঠাৎ হয় প্লেগ এবং তাতেই মৃত্যু হয়। দুরবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করে শেঠজী অসহায় অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন, তার পর বাড়ীর বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি সামান্য নারী শেঠজীর মত প্রভাবশালী লোকের কি করতে পারেন।

—লীলা, তুমি কেঁদোনা তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আমিই তোমাকে সুখী করব মুক্ত করব। বলেই লীলাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলাম।

তুমি পারবে আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে।

নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লাম নিজেকে লীলার হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম।

কতক্ষণ জানিনা, বাহিরে বিশেষ শব্দ হল, লীলা আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল। তার ব্যবহারে আমি অবাক হলাম। কিছু না বলেই চলে গেল লীলা।

সকালে শেঠজীকে দেখে বিস্মিত হলাম তাঁর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার শেঠজী এর মধ্যেই কাজ মিটে গেল, কখন ফিরলেন।

যেতে আর হলনা, টেলিগ্রাম পেলাম কাজ শেষ হয়েছে, আপনি সাগরের ধারে একটু বেড়িয়ে আসুন। বলেই শেঠজী অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। আপনি তৈরী হয়ে নিন্।

অবাক না হয়ে পরলাম না। যে মানুষ থাকবার জন্যে বার বার এত পীড়াপীড়ি করে তার এরকম ব্যবহার আমাকে চিন্তিত করে তুলল।

সাজগোজ করে যাবার জন্য প্রস্তুত

হলাম। যেতে তো আমাকে হবেই, যাবার সময় বললাম — লীলা দেবীকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

ওঁর শরীর খারাপ, আজ বের হতে পারবে না, চলুন আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দেই।

গাড়ী ছেড়ে দিল। শেঠ্জী কোন কথা বললেন না। তাঁর অনামনস্কতা দেখে বিস্মিত হলাম। সমস্ত ম'লনতা ঝেড়ে ফেললাম। আগের রাত্রির ঘটনা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু লীলা····। তা, ছাড়া আমার সঙ্গে, সে দেখাই বা করল না কেন?

যাক, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। চাদর বের করলাম। সেখানা পেতে বসলাম। গাড়ীতে ওঠার সময় শেঠ্জী একটা চিঠি দিয়েছিলেন। বার করলাম পকেট হতে। ভাবলাম, কি আর লিখবেন। আবার আসতে নিমন্ত্রন করেছেন নিশ্চয়ই।

চিঠিখানা চোখের ওপর তুলে ধরলাম মুখের উপর কে যেন চাবুক মারল স্পষ্ট করে ইংরেজীতে লেখা —
"বিমলবাবু"

আপনাকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতাম কিন্তু না নিজেকে কলঙ্কিত করতে মন চাইলনা। আপনি পড়ে অবাক হচ্ছেন খুব না? কালকে রাতের আপনাদের অভিসার আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। যখন দিল্লী যাওয়া হলোনা। রাত দশটায় বাড়ী ফিরে দেখলাম দরজা বন্ধ। আমার কাছে পিছনের দরজার চাবি ছিল। বাড়ীতে ঢুকে লীলাকে ঘরে দেখতে পেলাম না। আপনার ঘরের দরজার কাছে গেলাম, দোরের ভিতর দিয়ে সমস্ত কিছুই দেখতে পেলাম। অবাক হয়ে গেলাম।

ইয়ংম্যান, তোমার ভাগ্য ভালো যে তুমি বেঁচে গেছ। পুনশ্চ দিয়ে লেখা— লীলার একটা খবর জানিয়ে চিঠি শেষ করলাম।

লীলা একদিন রাত্রিতে মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে দিন তার প্রান রক্ষা করেছিল—এই শেঠজী লীলাকে বাড়ীতে এনে জেনেছিলাম, সে কুমারী এবং অন্তঃসত্বা। তাকে আশ্রয় দিই ও পরে বিয়ে করি। তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে মারা গিয়াছিলো।

আপনাকে এত কথা লিখতাম না। কিন্তু যে বিষের জ্বালায় জ্বলছি আপনিও তার

কিছুটা ভাগ নিন বন্ধু

—:০:—

ইতি
আপনার হিতাকাঙ্খী
শেঠজী

চিঠি খানা ধরে ছিলাম। গাড়ীর হিস হিস শব্দ বিশ্রী লাগছিল।

ঘুম। ঘুমোতে কি পারব। কে জানে কত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে হবে

গাড়ী তখন এক প্রান্তের উপর দিয়ে অপর প্রান্তে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে।

—:০:—

আজ দুঃখ দৈন্যেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দ্বারা ধনী হবে বিচ্ছিন্ন।
—রবীন্দ্র নাথ সংগ্রাহক ৪৬৮১ অমিয় চৌধুরী।

বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লখ, লক—ঘুড়ি উড়াইবার রেশমী সুতা লশকর—পদাতি সৈন্য, লাগাম—ঘোড়ার বলগা লাল—রক্তবর্ণ, লাশ—মৃতদেহ লেফাফা - খাম, শকরকন্দ—মিষ্ট বা লাল আলু, শনাক্ত - নিশান দিহি, শরম—লজ্জা, শরীক—অংশী শহর—নগর, ।

শাদি—বিবাহ, শাবাশ—প্রশংসা সূচক উক্তি, শামলা - শাল, ইত্যাদির পাগড়ী, শামাদান - বাতি দান, শামিয়ানা - চাঁদোয়া, শায়েস্তা—শাসিত, শাল - মূল্যবান পশমী বস্ত্র, শালগম—কন্দ, শাহ - বাদশা, শাহজাদা রাজপুত্র, শাহানা—রাগিণী, শিকার মৃগয়া, শিরনী—পীরকে বা সত্য নারায়ণকে নৈবেদ্য মিষ্টান্ন ।

শির পেচ - পাগড়ী, শিশা—কাচ, শিশি - কাচের ছোট বোতল, শোরগোল - চিৎকার, শোরা - লবন জাতীয় দ্রব্য, সওয়ার - আরোহী, সঙ্গিন - বন্দুকের মুখে সংলগ্ন ছোরা, সফেদ - সাদা, সবজী - শাক সবজ - হরিৎ, সরকার - মালিক, সরগম - উৎসাহপূর্ণ, সরজমিন - কোন ব্যাপার সংক্রান্ত স্থান, সরঞ্জাম - উপকরণ, সরপোশ - গেলাস ইত্যাদির ঢাকনি; সরফরাজি—মোড়লি সরবরাহ . যোগান, সরহদ্দ - সীমানা, সরাই—পান্থশালা, ।

সরোদ . বীণা জাতীয় যন্ত্র, সর্দার—দলপতি, সর্দি - কফ, সাদা - শ্বেত, সানাই - কাঠের বাঁশী, সাল . বৎসর, সিক - শলাকা' সিপাই - সৈনিক, সিরিশ - চামড়া, হাড় ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত আটা, সিরকা - গুড় ইত্যাদি সঞ্চিত করিয়া প্রস্তুত অম্ল, সুদ - কুসীদ, সুপারিশ - অন্যের জন্য অনুরোধ, সুরাহা- সুপথ, সুরুক সুলুক — সূত্র, ।

সুর্মা—চোখে লাগাইবার চূর্ণ অঞ্জন, সেও—আপেল ফল, সেতার — বীণা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র, সেরাই—কালী' সেরা—শ্রেষ্ঠ সেরস্তা—অফিস; সেলা খানা' সেলে—অস্ত্রাগার সোপারদ্দ—বিচারার্থে প্রেরণ।

ক্রমশঃ

মশায়, ধাড়ী মেয়ে, বসে বসে ছোটো ভাই-এর বয়সী ছেলেগুলের মাথা খাচ্ছে। আমার এক বন্ধু সবে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। আঠার উনিশ বয়স, তাকেও খপ্পরে ফেলেছে। বলে কিনা তোমায় না পেলে বাঁচবো না তপন, চল আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। ন্যাকামি দেখলে গা জ্বলে যায়।

বিজ্ঞের মত বললাম—ওর বাবা মা-র উচিৎ মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করা।

তাই বা কি করে সম্ভব, যখন কলেজে পড়ত, একটি ছেলের সংগে প্রেম করে কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসল, জেনেশুনে কে আর ওই নষ্ট মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়, তাই উনি এখন বসে বসে পড়ার ছেলেগুলির মাথা চিবোচ্ছেন

অরুণ অনেক ইতিহাস শোনাতে লাগল। শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না কিন্তু কি করবো, জিজ্ঞাসা যখন একবার করেই ফেলেছি, তখন না শুনে যাওয়াটা খারাপ দেখায়।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে, হঠাৎ একদিন বাজ'টাউনের রাস্তায় ওই মেয়েটিকে আবার দেখতে পেলাম, ভাবলাম একটু আলাপ করে জ্ঞান দিয়ে দেবো নাকী? কিন্তু আবার ভাবলাম ওই ছেলে গুলোরী কথা যদি ঠিক না হয় তা' হলে একটা ভদ্র মেয়ের সংগে আমার অভদ্রতা করা হবে। কি করবো ভাবছি, শেষ পর্য্যন্ত অদম্য কৌতুহলকে কিছুতেই চেপে রাখা গেল না। একসময় মেয়েটির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমায় দেখে মেয়েটিও থমকে দাঁড়াল, হয়তো চিনতে পেরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি সে সুযোগ না দিয়ে বলে বসলাম—মাফ করবেন, সে দিনের ব্যাপারে আমার কোনো দোষ ছিল না। ওই ছেলেগুলি আমার পরিচিত নয় ইত্যাদি বলে নিজের সাফাই গাইতে শুরু করলাম। সব শেষে বললাম—আমাকে ভুল বুঝে অপরাধী করবেন না।

মেয়েটি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করলো। সেদিনের সেই ছেলেগুলির সম্বন্ধে কয়েকটা কটুক্তি করে ক্ষান্ত হল তখন আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম, মেয়েটিও আমার সম্বন্ধে কিছু জানল। মানে যাকে বলে দুজন দুজনের কাছে পরিচিত হলাম, মেয়েটির নাম মিলি দত্ত। কিন্তু হায়রে আমার কপাল। এই পরিচয় দিনের পর দিন সাক্ষাতে প্রেমে রূপান্তরিত হল। মেয়েটি তখন আমার প্রেমে পাগল।

তরঙ্গিনী বাঁচতে চেয়েছিল

তোমায় না পেলে আর জীবন রাখব না—এই রকম অবস্থা। আমি ও পাকা অভিনেতার মত প্রেমের অভিনয় করে গেলাম। কখনও বলেছি—তুমি দময়ন্তির মত আমার জীবনের সমস্ত দুষ্ট শনির অপছায়া সরিয়ে শান্তির জ্যোৎস্নায় তপ্ত জীবনের জীবনকে সুস্নিগ্ধ করেছ। আবার কখনও বলেছি তোমার নয়ন যুগল আমার কাছে চাঁদ আর সূর্য্যের মত। তুমি হারিয়ে যেওনা।

তাহলে আমি পৃথিবীতে চাঁদ সূর্য্য হারা হয়ে যাবো ইত্যাদি নানা রকম স্তুতি বাক্য সে সব আজ আর মনে নেই। যাই হোক ইতিমধ্যে ওর সম্বন্ধে আমি যে ইতিহাস যোগাড় করলাম তার সঙ্গে সেদিনের সেই ছেলেগুলির বক্তব্য হুবহু মিলে যাচ্ছিল। তখন চিন্তা করলাম এ প্রেম আর বেশীদূর এগুতে দেওয়া যায় না। মেয়েটির বেহায়াপনাতে আমি তখন ভীষণ বিব্রত, তাছাড়া আমিও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তাই নিজের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। মিল দত্তকে মোক্ষম আঘাত হানলাম এক চিঠি লিখে। চিঠিটা বোধ হয় এই রকম ছিল—

মিলিদি;

তোমাকে যে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছি, এটা তোমার প্রাপ্য, কারণ তুমি আমার থেকে বয়সে বড়। আমার যে নাম তুমি জান সেটা আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নাম অভিজিৎ সেন, তোমার সংগে আজ পর্য্যন্ত প্রেমের অভিনয় করেছি মাত্র, কেন জান? তোমাকে আঘাত দেবো বলে। মিলিদি, একটা মানুষের জীবন কখনও এভাবে কাঁদতে পারে না, তুমি যাদের ভাব তোমার এক ফালি হাসিতে পাগল, সকলে তারা সুস্থ। কেবল তুমি নিজেই বিকার গ্রস্থ। তোমার জীবনের গংগাবারিকে কামনার গন্ধে বিষাক্ত করে ক্লিওপেট্রা হতে চেয়ো না। রিক্ততার জ্বালায় ছারখার হয়ে যাবে তোমার যৌবন, সৌন্দর্য্য, চটুলতা নিয়ে উর্বশী হতে চেয়ো না। স্বামী, সন্তান সুখ কিছুই পাবে না। বরং পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে বলো তুমি বিংশ শতাব্দীর জননী, ভগ্নী, প্রিয়া, নাটনী বা রংগিণী নয়। দেখবে জগৎটা তোমার কাছে কত ভাল হয়ে এগিয়ে আসবে।

ইতি

তোমার পরিচিত

"অনুপম'

এই চিঠি দেওয়ার পর থেকে আর ম্যানেজার মিলি দত্তর সংগে আমার দেখা হয়নি. কয়েক মাস পরেই মেদিনীপুর ছেড়ে চলে এলাম। তারপর আজ আবার এখানে দেখা হল।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। রবিবার বলে আর একটা ঘুম দেবো ভাবছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মিলিদির কথা মনে পড়তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম! বাইরে এসে দেখি মিলিদি বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে এক মনে কি যেন ভাবছে। জিজ্ঞসা করলাম —মুখহাত ধুয়েছ?

—হ্যাঁ, সেই কখন উঠেছি, বাব্বা তোমার যা ঘুম।

বললাম—তুমি একটু বস, আমি এক্ষুনি মুখ হাত ধুয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে চাকরটাকে চা আনতে বলে মিলিদির সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। কি বলে কথা আরম্ভ করব ভাবছি, এমন সময় মিলিদি আমায় জিজ্ঞাসা করল—তুমি এখানে কি করছ অভিজিৎ?

—আমি এই কোলিয়ারীর এ্যাসিসটান্ট

—বেশ সুখেই আছ, তাই না?

—সুখ আর কোথায় দেখলে? এই নির্জন জায়গায় কেউ কি সুখে থাকতে পারে? অন্ততঃ আমি পারি না।

—তুমি বিয়ে করনি বুঝি?

—সে সৌভাগ্য আর হল কোথায়?

—তবে বিয়ে করে একটা বউ নিয়ে এসে একাকীত্ব ঘুচিয়ে ফেল।

বলেই মিলিদি একটু মুচকে হাসল। মিলিদির হাসিটা সেইরকম মনমাতানো কিন্তু যেন কিছুটা ম্লান।

বললাম—না না, জেনেশুনে একটা মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে মন চাইছে না। এখানে এলে হয়ত বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ নীরব, এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এখানে কি করে এলে?

আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সে এক ইতিহাস ভাই।

- যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে বলই না শুনি।

- কিন্তু আমায় যে এক্ষুনি যেতে হবে।

- না হয় বিকেলেই যেও, এখানে কি তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে?

- না না মোটেই তা নয়। বেশ শুনতে যখন চাও তখন শোন।

ইতি মধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চা খেয়ে মিনিদি তার এক করুণ ইতিহাস আমার সামনে তুলে ধরল -

তোমার ঐ চিঠি পেয়ে প্রথমে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম' সেই মুহূর্তে' তোমার প্রতি আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু শান্ত মনে যখন তোমার চিঠির কথাগুলো চিন্তা করলাম, তখন নিজের প্রতি খুব রাগ হল, দুঃখও হল, সত্যি কথা বলতে কি তারপর থেকে যে আমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছিল তা আমি স্পষ্টই বুঝে-ছিলাম। যেন নূতন আশায় আলো দেখ-লাম। তাই নিজেকে অপার গণ্ডী থেকে গুটিয়ে নিলাম।

ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গেলেন। মা ত অনেক আগেই গত হয়েছিলেন। তখন সংসারে নিজের বলতে দুই দাদা, বড়দা বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ছোটদা তখনও করেননি। মাস কয়েকের মধ্যে ওঁরাও ঝগড়া ঝাঁটি করে পৃথক হয়ে গেলেন। আমি কার কাছে থাকবো সেই নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিল শেষ পর্যান্ত ছোটদার কাছেই থেকে গেলাম। ছোটদা বিয়ে করল, বউ এল, কিন্তু বউদি আমাকে সুনজরে দেখ-লেন না। হয়ত পূর্ব ইতিহাস তাঁর কর্ণ গোচর হয়েছিল। যাই হোক সমস্ত কিছু সহ্য করেও বাঁচতে চেয়েছিলাম নূতন করে কিন্তু ছোটদা আমার সে পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল, নিজের অফিসে পদোন্নতির জন্য একদিন কৌশলে আমাকে তার বড় বাবুর কাছে উপহার পাঠাল, আর আমার অসহায়ের সুযোগ নিয়ে ঐ পশুটা আমার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেল। ও হয়ত তৃপ্তি পেল, আনন্দ পেল, ছোট্দার পদো-ন্নতি হল, কিন্তু আমার স্বপ্ন বালির বাঁধের ন্যায় ভেঙ্গে গেল, আমি হেরে গেলাম ভাবলাম আত্মহত্যা করে এ জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটাই, কিন্তু মনে জোর পেলাম না আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। এমন সময় একদিন খবরের কাগজে তোমাদের পাশের কোলিয়ারীর Creche nurse এর Vacancy দেখে দরখাস্ত দিয়ে ছিলাম। চাকরীটা পেয়েও

গেলাম। এই চাকরীটা পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এখানে কেউ আমাকে চিনবে না, জানবে না' আমি বেঁচে যাব সুরু করলাম আমার নতুন জীবন সুখ দুঃখে এক বছর কাটিয়ে দিলাম কিছুদিন আগে ঐ কোলীয়ারীর নূতন ম্যানেজার এলেন মিঃ যাদব, তিনি আবার আমাকে পথে নামিয়ে দিলেন

আমি জি সা করলাম—কেন, তিনি আবার কি করলেন,

—কি করলেন শুনতে চও ? ভদ্রলোকের ব্যবহার আমার মোটেই ভাল লাগত না, তাই আমি ওকে এড়িয়ে চলতাম। তুমি ত জান অভিজিৎ সে মানেজারের সংগে আমাদের প্রয়োজন খুবই অল্প। কিন্তু তবুও কারণে-অকারণে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বিব্রত করতেন। আমি খুব অসহায় বোধ করতাম তিনি হো হো করে দাঁত বার করে হাসতেন, গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর চাকরটা আমায় এসে বললে—সাব আপনাকে ডাকছেন ভাবলাম হয়ত কোনো দরকারে ডেকে পাঠিয়েছেন। তৈরী হয়ে অফিসের দিকে যাব পা বাড়িয়েছি, এমন সময় চাকরটা বললে সাব বাংলোতে আছেন, মনটা আমার দমে গেল। তবুও ধীর পদক্ষেপে একসময় তাঁর বাংলোতে গিয়ে হাজির হলাম। চাকরটা আমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে সাহেবকে খবর দিতে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে সাহেব এলেন, হাতে মদের গ্লাস দেখে আমি চমকে উঠলাম।

দুচারটে অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করার পর একসময় দেখলাম তিনি দরজায় 'ছিটকানি লাগাচ্ছেন।

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, পশুটা তখন আমার দিকে এগিয়ে এল আমাকে গ্রাস করতে। নিজেকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে টেবিল থেকে মদের গ্লাসটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম ওর কপাল লক্ষ্য করে একটা আর্তনাথ করে কপালে হাত চেপে পশুটা বসে পড়ল, পালাবার সুবর্ণ সুযোগ দেখে দরজা খুলে দৌড় দিলাম। তার পরের ব্যাপার ত তুমি জান, অভিজিৎ আমাকে কেউ বাঁচার সুযোগ দিলনা. সবাই ভোগ্যা নারী হিসাবে ব্যবহার করতে চায় আমার বেঁচে থেকে কি লাভ বল ?

বলেই নিলদি মুখে দুহাত চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, আমি ভাবলাম সান্ত্বনা দিলে হয়ত আরও দুঃখ বেড়ে যাবে এর চেয়ে কেঁদেই কিছুটা শান্তি মিলে ত কাঁদুক। কিছুক্ষণ পরে যখন কান্না থামল

তখন আমি বললাম—মিলিদি, তুমি বরং কয়েকটা দিন আমার এখানে থাক।

মিলিদি আপত্তি না করে চুপ করে বসে রইল।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে আমাদের কথা হয়েছে খুবই কম মিলিদিকে মন মরা দেখে আমার খুব দুঃখ হত ওর জন্য, একদিন সন্ধ্যায় চা খেয়ে দুজনে বারান্দায় বসে আছি, একসময় আমি বললাম—মিলদি একটা কথা বলব?

—বল,

—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, তোমার কোনো আপত্তি আছে? নির্জীব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—তুমি আমাকে দয়া করতে চাও?

বলেই উঠে গেল ওখান থেকে,

পরের দিন সকালে উঠে মিলিদিকে আর পাইনি, ছোট একটা চিঠি পেয়েছিলাম তাতে লেখাছিল—

আমার এ বিষাক্ত নিঃশ্বাস পাছে তোমার ফুলের মত জীবনটাকে ছারখার করে দেয় তাই পালিয়ে যাচ্ছি। জানিনা, তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা ভোলার নয়। অভাগী দিদিকে ক্ষমা করো।

ইতি

মিলিদি।

পরের দিন কাগজে একজায়গায় এসে চোখটা আটকে গেল। সেখানে লেখাছিল—
"কালিপাহাড়ী ষ্টেশনের নিকটে ট্রেনে কাটা পড়িয়া এক অজ্ঞাত মহিলার মৃত্যু মহিলাটির বয়স অনুমান ২৭। ইহা আত্মহত্যা বলিয়া পুলিশের সন্দেহ। খবরটা পড়ে মনটাল ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম তরঙ্গিনী তপস্বিনী হতে চেয়েছিল, বাঁচতে চেয়েছিল নতুন করে। কিন্তু নিষ্ঠুর জগৎটা তা হতে দিল না, একটি তারাকে খসিয়ে দিল পৃথিবীর বুক থেকে।

—0·

অরবিন্দ স্মরণে

—রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
দেগঙ্গা; ২৪ পরগণা

ভারত মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল
অমল ধবল অরবিন্দ কি বা শোভা পরিমল।
নহে এ সাহেবী বর্ণবিলাস নহে লিলি ড্যাফোডিল.
জগৎ দুর্লভ শ্রীঅরবিন্দ হিমশুভ্র অনাবিল।
সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী ওগো কান্ত পেলব পর্ণ—
অগ্নিযুগের বজ্রবহ্নি তব লাগি উৎকর্ণ।
দেশমাতৃকার বন্ধন পাশ মন্ত্রে তোমার ছিন্ন,
আনন্দমঠের আনন্দ তুমি ভবানন্দ নহে ভিন্ন।
আঁধারের মাঝে দেখাতে আলোক সেবেছ যে অনুপম,
দেশমাতৃকার অপার মহিম মন্ত্র সে 'বন্দে মাতরম্'।
ভাব বিন্যাসে তুরন্ত প্রকাশ, এনেছ প্রীতির বান
আজ ও মন্ত্রে হৃদয়যন্ত্রে গায় সে আগুন গান।
গানি মরণেরে বরন্তু বিলাস স্মরণে মেঘে ধীর,
ভারত আত্মার বৃহৎ মুক্তি মনে করে ক্রমে ভীড়।
স্বদেশ ও স্বধর্মের হে কর্ণধার। প্রণমি শ্রীপদ খানি—
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে ভারতে তোমার ভবিষ্য বাণী।

বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলে পতন আছে, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও কালে অন্যথা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংগ্রাহক ৪৬৮৩ রবীন্দ্র নাথ বাগচী

বৃথা

-রবীন্দ্র নাথ রায়
(কটক)

নীরব কেন এত, লেখোনা চিঠি আর ?
মনে কী পড়েনা আমারে একবার ?
হারিয়ে গেছি হায়,
আঁধারে কুয়াশায়
ছিঁড়িয়া গেছে আজ আমারই বীণা তার।

কী দোষ করেছি, কিছুই জানিনাতো
দিয়েছি মালা গেঁথে, তোমারই বাথা যতো
তোমারই আবাহনে
তোমারই উপবনে
সাজাতে তোমারই তুলেছি ফুল কতো।

ভাল না লাগে যদি কী হবে গান গেয়ে ?
কী হবে শুধু শুধু তোমারই পথ চেয়ে ?
কী হবে প্রীতি ঢালা
সুরভি ফুল মালা ?
কী হবে বলো নাগো, চিঠির তরী বেয়ে ?

সহসা এসেছিনু, সহসা চলে যাই
দিয়েছ যাহা কিছু কুড়িয়ে নেব তাই,
আমি তো পারি নিকো
তোমারে দিতে ওগো
চেয়েছি যাহা দিতে, দেবোনা কিছু তাই,

সুরভি কথা দিয়ে, গেঁথেছি শুধু হার,
ফুলের মালা গেঁথে, ছিঁড়েছি বারে বার,
পারিনি দিতে সুর
হেঁটেছি বহু দূর
পারিনি কাছে যেতে বন্ধু হে আমার।

জানি গো কুসুমের আয়ুর ইতিহাস
জানিতো ফুলেরা ফোটেনা বার মাস;
ঝরিযা যায শুধু
ছড়ায়ে দেয় মধু
বাতাসে মিসে যায, ক্ষণিক সে সুবাস।

জানিতো সাগরেতে যে সব ঢেউ জাগে
আঁধারে মালা গেঁথে মাটীরে বৃথা মাগে
শুনেছিঁ সারারাত
বুঝিনি আঁখিপাত
দেখেছি ভাঙ্গা-ঢেউ, সাগর শুধু জাগে।

—•—

শরৎ

প্রসূন বসাক

(কলিঃ ৭)

শরৎ কালের প্রভাত আকাশে
সাদা সাদা জলহারা মেঘ ভাসে,
শিশিরের রেখা ধরে ঘাসে ঘাসে,
চারিদিক ভরে ফুলের সুবাসে ॥

সবুজ ধানে ক্ষেত যায় ভরে,
আগমনী সুর বাজে ঘরে ঘরে,
আনন্দলহরী উঠে নারী নরে.
প্রাণধারা জাগে নিষ্প্রাণ জড়ে।

মাধুরীর হাট বসে চারি পাশে,
গাছ ভরে যায় শিউলি বকুল কাশে,
ভীড় জমে পূজামণ্ডপের পাশে,
দশভূজার পূজা হয় মহাউল্লাসে ॥

নদী শান্ত হযে চুমে তটরেখা;
জলে জলপদ্ম ফুটে ওঠে সেথা
পাটের ক্ষেত ঠেকে ফাঁকা ফাঁকা
ধরার ছবি ঠিক যেন পটে আঁকা ॥

তরুপল্লবে বাতাস লাগায় দোল,
ফলে ফুলে ভরে উঠে মায়ের কোল,
পথে ঘা ট মাঠে জাগে আনন্দের হিল্লোল
মণ্ডপে জাগে জনতার কল কল্লোল ॥

পল্লী প্রকৃতি সাজে

শান্তনু চৌধুরী

(উত্তর পাড়া)

ভোরের সানাই শোন শোন ঐ বাজে
বরষার শেষে পল্লী প্রকৃতি সাজে।
বাদল ধারায় হয়েছে ছুটি
নদীর কিনারে কাশ ওঠে ফুটি,
অতসী দোপাটি শেফালি টগর
হাসে ধরণীর মাঝে।
ভোরের সানাই শোন শোন ঐ মধুঝরা সুরে বাজে
বরষার শেষে পল্লী প্রকৃতি সাজে।

কিশোর কুঁড়ির কচি মুখে ঝরে হাসি
কাননে কান্তারে মাঠে প্রান্তরে বাজে শুন ঐ বাঁশী
দিবাকর জাগো তমসা বিদারি
কিরণে তাহার সোনা ঝরে পড়ি,

রূপালী নদীর ঢেউগুলি নাচে প্রভাতে দুপুরে সাঁঝে
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে অথবা ধরণী মাঝে
বরষার শেষে পল্লী প্রকৃতি সাজে।

অবনীর শোভা নবনীর সম শিশির বিন্দুগুলি
হীরা মরকত মণিময় আভা ক্ষণে ক্ষণে উঠে ঝলি
নবীন ধানের সবুজের খুশি
চন্দ্রিমা সম্পাতে নেচে ওঠে নিশি,
শারদা আসিবে শরৎ সভার আগমনী গান বাজে
বাউলের হাতে বাজে একতারা
সাথে সুর দেয় খঞ্জনী গোড়া
পল্লী প্রকৃতি সাজে।

—0—

সাদা আলো যেমন বাঁকা কাচের মধ্য দিয়ে রঙীন হয়ে ওঠে, ন্যায়ও তেমনি অন্যায়, পাপ তাপের বাঁকা পথ দিয়ে দয়া মায়া, ক্ষমার বিচিত্র হয়ে দেখা দেয়।

—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রাহক ৪৪৮৯ বাণী বসু

শরৎ

অনন্ত কুমার বিশ্বাস
(নৈনিতাল, ইউ, পি)

শরৎ এলো শরৎ এলো মেঘ গেল সব টুটে,
বর্ষায় ধোয়া আকাশ খানি নীলিম হয়ে ওঠে।
মায়ের হাসি চাঁদে এই সময়েতে ঝরে,
তারাগুলি সব মিষ্টি হাসে আকাশ বাতাস ভরে।
স্বচ্ছ জল ঝর্ণা তড়াগ হিমেল পরশ পেয়ে,
শুকোয় কাদা পথের পরে রবির আলোয় নেয়ে।
মুক্তা ঝরায় ভোরের আভা পাতায় পাতায় শিশির।
শিউলি ফুলের গন্ধ ছড়ায় মদীর মধুর সমীর।
সরসী নীরে কমল ফুটি বিমল শোভা শোভে,
গুঞ্জেরে অলি আপনা ভুলি সেথায় মধুর লোভে।
কাশ ফুলেরা দূরের বনে ফুলের বাঁধে রাখি,
শিয়াল সেথায় জটলা পাকায় হুক্কা হুয়া ডাকি।
পিপিলিকার বিরাম নেই খাদ্য আনে বহি,
তুগগো টুনি বাসা বোনে টিংটিং গান গাহি।
নদীর তীরে বকেরা যত মাছ নিয়ে করে খেলা,
জোটবেঁধে সববুনো হাঁসেরদল উড়ে চলে প্রাতের বেলা
দেবীর পূজার পূণ্য আশিস ছড়িয়ে দিকে দিকে,
উৎসব শেষে চলে শরৎ বিজয়ার স্মৃতি রেখে।
পূর্ণ চাঁদে শঙ্খনাদে ভরিয়ে জগৎ ধাম,
শরৎ লক্ষ্মী এলেন মর্তে পুরাতে মনোস্কাম।

—•—

প্রবাসে বিজয়ার দিনে

পরিমল কর্ম্মকার

(কাঁচড়াপাড়া)

বিসর্জনের বাজনা বাজে
আকাশ বাতাস ঘিরে.
অতীত দিনের কত কথা
আসছে ফিরে ফিরে।
স্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে
পুরানো সেই জীবন
ভাবছি আজ বসে বসে
আর ফিরবে কি কখন ?
ছোট ছোট ভাই বোনদের
হাসি ভরা সেই মুখ
দেখছি আজ মনের চোখে
তাই ভুলেছি সব দুঃখ।
স্নেহময়ী মায়ের কথা
জাগছে আমার মনে
সেই মুরতি আজও জাগে
হৃদয় গভীর কোণে।
বন্ধুজনের মধুর হাসি
প্রতিবেশীর প্রীতি ভাষণ
আরও কতস্মৃতির টানে
টলে উঠছে হৃদয় আসন।
বড়দের প্রণাম জানাই
ছোটদের ভালবাসা,
আলিঙ্গন রইল বন্ধুজনে
স্মৃতি রইল ফেলে আসা।

জগৎ জননী

শ্রীবিকাশ চন্দ্র সামন্ত

(কুড়মুন, বর্দ্ধমান)

শরতের শিউলি ফুলের ডাকে
কে উঠেছে আজি জেগে রে

চেয়ে ছাখ চেয়ে ছাখ ওকে
ও যে জগৎ জননী রে।

শরতের এই শুভ্র মল্লিকার ডাকে
তুমি পেয়েছ বুঝি গো সাড়া

তাই আসিয়াছে আজ দেখা দিতে
তোমার হতভাগ্য সন্তান যারা।

তোমার এই রূপ দেখে
শিশু বুড়ো এক সাথে ওঠে নেচে

ভুলে যায় ভুলে যায় তারা
হিংসা' দুঃখ' দরিদ্রতা আনন্দে।

প্রতি বৎসর এমনি করে
শরতের এই শুভক্ষণে,

সারা বাংলার আনন্দের ঝড়ে
তোলপাড় করে বাঙালীরে।

শেষে তোমার কাছে আমারা
শির করি নত,

অস্তের সাথে যেন মোরা হই
মানুষের মত।

সমালোচনা

বলাই দত্ত

(উড়িষ্যা)

৮—৪ সংখ্যা 'লিপিমিত্তায় ৩৬১৯—বিকাশ চন্দ্র সামন্তের প্রশ্নের উত্তরে—বি - ১৭৭৬ রাহুল বর্ম্মণের ইথার (Ether) সম্পর্কিত ব্যাখ্যার—সত্যতা সন্দেহাতীত নয় এবং সূর্য্য ও পৃথিবীর—মধ্যে এক—বিরাট শূন্যতা বর্ত্তমানও নয়। তাঁর (শ্রীবর্ম্মনের) শূন্য - শব্দটির অর্থ এখানে ফাঁকা বা কোন কিছুর অস্তিত্বহীন—বলে বুঝাচ্ছেন। কিন্তু মহাবিশ্বের—শূন্যতা বলতে কেবলমাত্র—বায়ু শূন্য—স্থানকেই—বুঝায়।

এই মহাশূন্য—Ether পরিপূর্ণ। বেতার তরঙ্গ (Radio Wave) Ether এর মধ্যেই সৃষ্ট হয়। তাই মহাকাশযান (Space ship) সমূহের সংগে বায়ুশূন্য মহাকাশে বেতার সংযোগ (Radio Connection) রক্ষা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের—সৌরপরিবার থেকে এগার আলোক বর্ষ দূরে ছায়াপথের অন্তর্গত আর একটি সৌর পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন।

তাঁরা (বৈজ্ঞানিকগণ) মনে করেন ঐ সৌর পরিবারের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অব - স্থিত গ্রহে পৃথিবীর মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব—থাকা বিচিত্র নয়। তাই—কেপ কেনি-ডিতে বিপুল আয়তন এক মহাশক্তিশালী রেডিও দূরবীণ, (Radio telescope) ঐ গ্রহপুঞ্জের—দিকে মুখ করে বসান হয়েছে। যদি ঐ গ্রহপুঞ্জে কোন বুদ্ধিমান জীব বর্ত্ত-মান থকে-এবং - তাদের - মধ্যে বেতার (Radio) বার্ত্তা বিনিময় ব্যবস্থা থেকে থাকে তবে ঐ—রেডিও দূরবীণে তা ধরা পড়বে।

ব্যবধান এগার আলোকবর্ষ বলে আজ-কের প্রেরিত—সংবাদ আমরা জানতেও পারব এগার বছর পরে।

"ইথার এক ধরনের লঘু বায়ু পদার্থ নয়। আইনষ্টাইন মহাশয়ের চরিত্র—(Thiority of relativity) সম্পর্কে বলেছেন, দুটি বস্তুর—মধ্যেকার ব্যবধান যত বেশীই - হোক সেই ব্যবধান বায়ুশূন্য হোক বা না হোক

রা পরস্পরকে আকর্ষণ করবেই করবে বং সেই—আকর্ষণক্রিয়া মুহূর্তের মধ্যে— ান্ হবে। একটুও বিলম্ব হবেনা। এ সংগে Ether এর কোন উল্লেখ নাই।

Ether অতি সূক্ষ্ম বস্তু। আজও বজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করে এর কোন নির্দিষ্ট স্ত্রা দিতে পারেননি বলে অনেকে Ether কে hypothetical midium— (... মাধ্যম) বলে থাকেন।

অবশ্য শ্রীসামন্তের প্রশ্নটি যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন না আলোর মাধ্যম Ether নয়। পরন্তু শব্দ স্বর্গের দেশে গিয়ে পৌঁছাতেও পারে এবং তা ঐ Ether এর মাধ্যমে।

—•—

আমার বিশ্বাস, বিধাতা যদি চাইতেন একদল লোক শুধু খাবে এবং কোন কাজ করবে না; তাহলে তিনি তাদের সৃষ্টিকালে শুধু মুখই দিতেন, হাত দিতেন না আর তাঁর যদি অভিপ্রায় হত। একদল লোক শুধুই কাজ করবে এবং খাবে না তাহলে তিনি তাদের সৃষ্টি কালে শুধু হাতই দিতেন মুখ দিতেন না।

ইব্রাহাম লিংকন

সংগ্রাহক:— ৪৫১৮ তারাচাঁদ নন্দী

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

—বিষ্ণু শর্মা

১। লক্ষ্ণৌ থেকে সুবিমল রায় প্রশ্ন করেছেন ইংরাজী ভাষাশিক্ষার বইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের বহুল প্রচার দেখতে পাওয়া যায়, শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে জানালে উপকৃত হবো, শব্দগুলি এইরূপ—Archaism, Dialect, Euphony, Homonym Paronym এবং Solecism.

উত্তর। Archaism—যে শব্দ পূর্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আধুনিক ভাষায় তার রূপান্তর ঘটেছে। যথা Clomb এর স্থলে বর্তমানে climb ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Dialect—যে কোন ভাষাতে প্রাদেশিক বা স্থানীয় বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গী বা টান।

Euphony—শ্রুতি সুখকর শব্দ বা শব্দাংশ।

Homonym—শব্দ দুটির বানান ও উচ্চারণ অভিন্ন কিন্তু অর্থ পৃথক। যথা—Bear ভল্লুক' bear সহ্য করা। paronym - দুটি শব্দের উচ্চারণ এক কিন্তু বানান ও অর্থ পৃথক। যথা hair চুল, hare খরগোস Solecism—কোন বাক্যের ব্যাকরণ গত ভুল। যথা—Die With Pneumonia, এখানে With এর স্থলে of হবে Pneumonia.

২। বরিশাল, পূর্ব্বপাকিস্তান থেকে সবিতা গাঙ্গুলী প্রশ্ন করেছেন, ইসলাম ধর্ম প্রথম গ্রহণ করেন কে?

উঃ। হজরত মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা বিবি ইসলাম ধর্ম প্রথম গ্রহন করেন।

৩। এলাহবাদ থেকে মহেন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত খাণ্ডব বন কোথায় অবস্থিত ছিল? পুরাতন কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত খাণ্ডববন বর্তমান দিল্লী শহরের অন্তর্গত ফিরোজ শাহের কোটলাভূমি ও

হুমায়ুনের সমাধিস্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানের উপর অবস্থিত ছিল।

৪। তমলুক, মেদেনীপুর থেকে মোহিত রুদ্র প্রশ্ন করেছেন। কয় বৎসর বয়স থেকে খরগোস সন্তানের জন্মদান করতে পারে এবং কয় দিন গর্ভধারনের পর এক সঙ্গে কয়টি সন্তান প্রসব করে?

উঃ। স্ত্রী খরগোস ৬-৭ মাস বয়স থেকে সন্তান প্রসব করে থাকে উহারা ১মাস গর্ভধারণের পর একসঙ্গে ৬-৭টি শাবক প্রসব করে।

৫। নদীয়া থেকে আব্দার রহিম জানতে চেয়েছেন, হাউলার কাকে বলে?

উঃ। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার খাতায় স্মৃতি ভ্রংশ বা অসাবধানতা বশতঃ যে সকল অদ্ভুত মারাত্মক ভুল করে সেগুলিকে হাউলার বলে, যেমন সম্রাট অশোকের সঙ্গে জহর লালের অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহারা দুইজনে এলাহাবাদে যাইয়া কুম্ভমেলায় দরিদ্রের মধ্যে সর্বস্ব দান করিয়া রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেন।

৬। দিল্লী থেকে জগদীশ ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছেন।

লিমেরিক, কবিতা কাকে বলে? বাংলা ভাষায় এর প্রচলন প্রথমে কে করেন?

উঃ। লিমেরিক পাঁচ লাইনের ছড়া, সাধারণত প্রথম দ্বিতীয় ও পাঁচ লাইনের মিল বা অন্ত্যানুপ্রাশ এক রকম, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের মিল অপর লাইন গুলি থেকে পৃথক। রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়া নামে ছড়ার বইতে এরূপ কয়েকটি লিমেরিক আছে সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বাংলা দেশের লিমেরিক ছড়ার প্রবর্তক।

৭। পাটনা থেকে ধীরা সরকার জানতে চেয়েছেন।

ভুট্টা কোন দেশের খাদ্য? এবং ভারতে কোন সময়ে এর চাষ শুরু হয়?

উঃ। ভুট্টা মধ্য আমেরিকার খাদ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ভারতে ভুট্টার চাষ প্রথমে শুরু করেন।

৮। খুলনা থেকে নবীন চন্দ্র সাহা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন।

প্লাষ্টিক সার্জারী সর্ব প্রথম কোন দেশে কোন সময়ে প্রচলিত হয়।

উঃ। প্রায় ৩৫০০ বছর আগে ভারতবর্ষে প্লাষ্টিক সার্জারী প্রচলিত ছিল। এর বহু প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায় তখন বিভিন্ন অপরাধে শাস্তির স্বরূপ নাসিকা ছেদন করা হত। বিশেষ একধরনের চিকিৎসক ছিলেন তারা শরীরের অন্য স্থান থেকে মাংস কেটে নিয়ে কাটা নাককে পূর্ণরূপে ফিরিয়ে আনতেন।

৯ কানপুর থেকে মদন দাস প্রশ্ন করেছেন : পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত ?

উঃ পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৫৭ সেন্টিগ্রেড। ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তার ডেথের আবহাওয়া থেকে এই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০ জলপাইগুড়ি থেকে প্রমথ বসু প্রশ্ন করেছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ডাকটিকিট প্রথম চালু হয় কবে ?

উঃ। ১৮৪৭ সালের ১লা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়। এ সময় মাত্র ৫ সেন্ট ও ১০ সেন্ট মূল্যের দুরকমের ডাকটিকিট চালু হয়। ৫ সেন্ট মূল্যের ডাকটিকিট খানিতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং ১০ সেন্ট মূল্যের ডাকটিকিট ওয়াশিংটনের ছবি ছিল।

বিশ্বাস জিনিষটা একটি শেকড়হীন রঙিন ফুল। তাকে যদি কাচের বাটিতে ফটিক জল ভর্তি করে রেখে দাও, বাহারের আর শেষ নেই।

কিন্তু একটি ফুল তুলতে যাও --- ডালপালা সবসুদ্ধ উঠে আসবে।

আশাপূর্ণা দেবী

সংগ্রাহক:— বি ২১২১ সৌমেন্দ্র রায়

বিশেষ ঘোষণা

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশানুসারে গত ১৫ই মে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে সর্বক্ষেত্রে ডাক মাশুল অত্যাধিক বৃদ্ধি পেল। পূর্বে সভ্য সভ্যাদের পত্রিকা পাঠাতে প্রতি হাজারে ডাক মাশুল লাগত ৩০ টাকা আর আজ সেখানে লাগছে ১০০ টাকা অর্থাৎ ডাক মাশুল পূর্বাপেক্ষা বর্তমান তিন গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্ড খাম, প্যাকেট প্রভৃতিতেও অনুরূপ বৃদ্ধি ঘটেছে সুতরাং সংঘ বাধ্য হয়ে বিশ্ব মিত্রাদের চাঁদার হার বার্ষিক ৫ টাকার স্থলে ৮ টাকা ধার্য্য করল আগামী ১লা আশ্বিন ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ থেকে উল্লেখিত হার চালু হবে।

প্রত্যেকে জানেন এই ধরণের সংস্থা গুলি একান্ত ভাবে ডাক নির্ভর, তাই ডাক মাশুলের আকস্মিক বৃদ্ধিতে পত্র মিতালি সংঘের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।

ভারত সরকারের পুনরাদেশে ডাক মাশুল হ্রাস পেলে 'বিশ্ব মিত্র'র বার্ষিক চাঁদার হার ৮ টাকা থেকে নামিয়ে ৫ টাকা করা হবে। আশাকরি সংঘের প্রতিটি ভাই বোন বর্তমান সংকটের কথা বিবেচনা করে উল্লেখিত চাঁদা বৃদ্ধির অনুরোধকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবেন। মিত্রাদের কুণ্ঠাহীন সহানুভূতি ও সহযোগিতা বিশ্ব মিতালি সংঘের আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধির এক মাত্র সহায়ক।

-সম্পাদক

বর্তমান ডাক মাশুলের হার—

—পোষ্ট কার্ড—১০ পয়সা—আন্তঃপ্রাদেশিক পত্র ১৫ পয়সা খাম—২০ পয়সা বুক পোষ্ট ১৫ পয়সা—(১৫গ্রাঃ পর্যন্ত), রেজিষ্ট্রার্ড খরচ —৭০ পয়সা এক্সপ্রেস খরচ—২০ পয়সা বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্র—৮৫ পয়সা।

——

সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ

অনুরোধ—

বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ভাল ভাবে ইংরেজী ভাষা লিখিতে, বলতে ও শিখতে চান।

৪৯১৭ নমিতা বসু—B.Sc পাশ করেছেন বা পড়ছেন এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস বিহার, বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর এই সব জায়গার দ্রষ্টব্য বা অত্যাশ্চর্য জায়গা সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক।

৪৬৮১ অমিয় চৌধুরী ভারতের যে কোন জায়গার মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৪৬৭১ বিমল কুমার সা।। বি, এ, পড়ছেন এমন মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৪৩০৯ অরূপ কুমার সরকার মিতাদের সঙ্গে ডাকটিকিট আদান প্রদান করতে চান।

বাংলা এম, এ, ছাত্রীকে বিনা পারিশ্রমিকে বিনা স্বার্থে সময় মতো ও সুবিধে মতো নোট দিয়ে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে পারবেন এমন ছাত্র ছাত্রী বা অধ্যাপক মিতার সঙ্গে বি ১৪০১ মাধবী দে পত্রালাপ করতে চান।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ছেন বা পাশ করেছেন এমন মিতার সঙ্গে ৪৮০৬ অনিল মান্না পত্রালাপ করতে চান।

Willys Jeep চালাতে জানেন এবং Driving জানেন এমন মিতার সঙ্গে ৪৩৩০ মাণিক দাস পত্রালাপ করতে চান।

—: পত্রালাপে বিরত :—

৪৬৯৮ দেবব্রত দাস, ৪৭২৫ স্বপ্না বৈদেশিক চক্রবর্তী।

ঠিকানা পরিবর্তন

১। বি১৪০৬ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য—স্নেহ কুটীর, বীরনগর নদীয়া।

২। বি ১৯৮৩ স্বপন দাস C/o J. N. Das Sub-divisional Compensison Officer Po+Dist Purulia.

৩। বি২৫১৩ কালিপদ ঘোষ—C/o রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল সুভাষ পল্লী' পোঃ বনগাঁও ২৪-পরগণা।

৪। বি ১৮৬৭ নারায়ণ চন্দ্র সাহা- P. C. C. LTD. C/o AEG. ENGG Co OF (9) LTD. Po. Bhadravati Mysore State

৫। বি ৩২৩০—দেবাশিস ভট্টাচার্য্য C/o B. C. Guha (Advocate) Sri Sri Mataji Ashram po. গড়িয়া ২৪ পরগণা

৬। বি ৩৪৭৮—গৌরাঙ্গ পাল চৌধুরী Submarine Party I.N.S. Angre C/o F.M.O, Bombay -1

৭। বি ৩৪৯৩—সৌমেন্দু মজুমদার Research Scholar Commerce Deptt Burdwan University Golap bag Burdwan.

৮। বি ৩৫৭৯—সুধীর কুমার দাস G. 28. Nauraji Nagar. New Delhi —16

৯। ৩৭১৬—সুখেন্দু দাস—দেশবন্ধু রোড শিলচর ৫ আসাম।

১০। ৪৪১২—দীপক প্রসাদ বাগচী ১২/১ দীনবন্ধু মুখার্জী লেন, শিবপুর হাওড়া

১১। ৪৩১৮—ননী গোপাল সিংহ Room No. 50 C. I. F. T. Buildings Pand D. Po Sindri Dhanbad Bihar

১২। ৪৪৪২—অমল গুরু চৌধুরী Appr S. I. M E. Manager Signal Work ShoP E Rly Howrah

১৩। ৪৫৯৯ বিশ্বনাথ নিয়োগী C/o ভূদেব চন্দ্র সরকার শীতল পুর ৪নং কলি-য়ারী পো: দিসেরগড় বর্দ্ধমান

১৪। ৪৬৩৭ সুব্রত কুমার বেরা মেদিনী-পুর এন্ড কলেজ হোটেল, পো: মেদিনীপুর জে: মেদিনীপুর।

১৫। ৪৬৭৩ প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জী —3/4 Nagarjune B. zone Durga pur - 5 Burdwan

১৬। ৭৭৫৮ সমীর গোস্বামী 5th-yr Mechanical Regional Engineering College Hostel-2 Po. Rourkela —8 Orissa

১৭। ৪৭৫৪—কল্যাণ তরফদার 50, Jo-urnalist Colony Bangatore - 2

১৮। ৪৭৭৭ রঞ্জন কুমার দাস C/o Prof. B. C Das M, B B College Qro Agartala Tripura

১৯। ৪৮০৬—অখিল কুমার রায়। Vill Biswas po. Dhalhara Midnapure

২০। ৪৮৬৪। বিনয় কুমার দত্ত (EQ/ Assistant) Site—1 No. 56 AIS STO RESPARK AIRFORCE STATION FARIDABAD SECTOR —4 HARY-ANA

২১। ৪৮৮০—সোম নাথ সেন ৬৫।১ আহিরী টোলা ষ্ট্রীট কলি-৫

২২। ৪৬৭৬—সুধীর নাগ ৩০ মদন চ্যাটার্জী লেন সি, আই, টি, বিলডিং ফ্ল্যাট নং এ/১০ কলিকাতা ৭

২৩ ৪৭৪৭ তপন সরকার C/o পি কে সরকার ৩৯।১ কি গোপাল নগর রোড (প্রথম তল) পো: আলিপুর কলিকাতা ২৭

২৪। ৪৩৩০ মাণিক দাস Trans port Depot Dnk project Jagdalpur (M (P)

২৫। বি ১৬১৩—বিনয় কৃষ্ণ দে (W. C. M) T.H, P Work shop po Trisuli p.o, Nauakut West no 1 Nepal

সংশোধন আর হবে—

৩৪৭১ মিত্রা সেন গুপ্ত, ৪৩২৭ সমীর কুমার দাস ৪৪১৬ সুচিত্রা সোম, ৪৬৫৪ দীপঙ্কর চ্যাটার্জী ৪৩৩৫ দুলাল কৃষ্ণ দত্ত।

:— ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা ৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর বিভাগের ৪০০২ চন্দ্র শেখর ঘোষের ৫ নং প্রশ্নটি উত্তরে আমরা প্রথমে তারা শঙ্কর ব্যানার্জীকে জ্ঞান পীঠ পুরস্কার প্রথম পান বলে বিবেচিত করেছিলাম। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তরটি ৪২৯৭ প্রশান্ত কুমার গুন সংশোধণ করে পাঠিয়েছেন। পুরস্কারটি প্রথম পান কেরালার কবি শ্রীশঙ্কর কুরূপ, লিপিমিতা ৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বমিতাদের পরিচয়ের তালিকায় বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার দাসের স্থলে অসিত কুমার সাহা হবে।

৪৭৯২ সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য্য বয়সের জায়গায় ১৫র স্থলে ১৩ হবে।

——

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দুবৎসরের চাঁদা দিয়ে যারা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাদেরকে আমরা বিশ্ব মিতা নামে আখ্যায়িত করে থাকি। গত ৩১শে শ্রাবন ১০৭৫ পর্য্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম ও সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৪৬০৪ পত্রলেখা মজুমদার ও ৪৫৪২ সুকুমার চন্দ্র দে ৩০২১ সুবোধ সরকার।

সংঘ এ পর্যন্ত মোট ৬১২ জন বিশ্বমিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা ৮ টাকা পাঠালেই চলবে।

আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

—•—

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন

গত ২৪শে শ্রাবন পর্যন্ত সাহয্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৪৬৯৯ দিলীপ ভট্টাচার্য দু টাকা ৪২৮৪ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, ৩৫০৩ অভয় চরণ ব্যানার্জী এক টাকা এবং ৩৫৮১ প্রভাত কুমার সাহা পঁচিশ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট চার টাকা পঁচাত্তর পয়সা পাওয়া গেছে। গত বারে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট চারশ আটানব্বই টাকা একুশ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট পাঁচশো দু টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটিকে সুষ্ঠু ভাবে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক, শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশাকরি প্রত্যেক মিতা ভাই বোন মুক্ত হস্তে দান করে সাহায্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তুলবেন।

—: মনোনীত রচনাবলী :—

গত শ্রাবন ১৩৭৫ পর্যন্ত যে সকল রচনা সংঘে এসেছে, সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনা গুলির লেখক লেখিকার নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপি মিতায় প্রকাশ করা হবে।

বি ৫১৮ বলাই পাল, বি ৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি ২২২ সুরেশ দেবনাথ, ৪৪১২ শ্রীমন্ত বোস, বি ৪১৬৫ অরুণ চক্রবর্ত্তী. ৪৬৮২ দেবকুমার দাস ৪৪১০ গোবিন্দ প্রসাদ দাস. বি ১৭৭৬ রাহুল বর্মন, ৪৫৪৪ স্বপন কুমার ঘোষ ৩৭৬০ মাধবী দত্ত বি ২০১৪ সুভাষ চন্দ্র পাল ৩৮৬৩ কল্যাণ ব্রত রায়, বি ৩৪১৮

অমল বসু, ৩০১৮ গীতা সিনহা বি ৩২৩২ মিনতি মজুমদার, বি ১৫৪৩ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, বি ২৯০৮ প্রবীর কুমার বসু মল্লিক, বি ১৩৭১ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস ৪৫৩৯ গীতা রায়, ৩৮৯৪ সুনীতা দত্ত, বি ২১৯২ সৌরেন্দ্র কুমার রায় বি ১৭০১ রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, বি ৩০২৭ ঠাকুর দাস আচার্য, ৪৪৯৯ শিবপদ মৈত্র, ৪১৬৬ সুভাষ কুমার মণ্ডল; বি ৬৪৪ উত্থান পদ বিজলী, ৩৯৩৫ শৈলেশ চক্রবর্ত্তী, বি ২৮২৬ নারায়ণ রায় ৪৪৭৭ সুব্রত রায়, বি ৩৮৪৭ স্বপ্না চক্রবর্ত্তী ৪০০২ চন্দ্রশেখর ঘোষ. ৪৬২৩ জয় প্রসাদ খাঁ, ৪৪৬০ সমীর, ৪৫০৮ অধীর মণ্ডল ৪৩৯৮ শিবানী দাশগুপ্ত, ৪৬০৮ প্রেমাংশু কুমার হালদার, বি ৩১৪৯ বেবী রহমান, বি ১১৯৯ দেবব্রত গুপ্ত, ৪১৭১ তনুশ্রী বাগ ৩৭১৬ সুধেন্দু দাস' ৪৪৯৬ অরুন সান্যাল, ৪৭৪৩ দীপ্তেন সরকার, বি ৩৪২০ দিলীপ বৈদ্য চৌধুরী।

—: অমনোনীত রচনা বলী :—

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন কারণে পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েক জন মিতার রচনা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো। এরদ্বারা বাকী মিতারা রচনা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে তারা রচনা পাঠাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার নামের আদ্য বর্ণ উল্লেখ করা হল। শ্রাবন ১৩৭৫ পর্য্যন্ত যে সকল রচনা এসেছে কেবল সেগুলিরই ফল এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

সমুদ্রের নোনা জল— মা: লা: ব:
ভাষায় গুরু চণ্ডালী দোষ ঘটেছে এবং দুপিঠে লেখা হয়েছে।

আমি একটা আস্ত পাগল স্ব: সা: রচনাটির মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকলেও পাগলামির

মাত্রা অত্যধিক হওয়ায় পাঁচ জনের সামনে তোলা সম্ভব হল না।

ছবির আড়ালে—সেঃ নঃ ইঃ রচনা শৈলী ভাল। কিন্তু গল্পাংশ অত্যন্ত মামুলী।

শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—মাঃ কঃ গল্পাংশ ভাল কিন্তু রচনা শৈলী অত্যন্ত দুর্বল।

দিদি—কিঃ ভূঃ রাঃ

লেখা ভাল কিন্তু গল্পটি দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

অভাগা মেয়ে—ভূঃ গঃ

গল্পটির রচনা শৈলী ছোট খাট উপন্যাসের সারাংশ বলে মনে হয় ছোট গল্প লেখার টেকনিক অন্যরকম

মুক্ত বিহঙ্গ—অঃ কুঃ চঃ

রচনা শৈলী ভাল কিন্তু বিষয় বস্তুতে মৌলিকত্বের অভাব আছে।

যোগ সাধন— আঃ ইঃ

গুরুচণ্ডালী দোষ রয়েছে।

একদিন দুপুরে—স্বঃ কুঃ চঃ

কবিতাটিতে শব্দ বিন্যাস ঠিক মত হয় নাই ও বেশ কিছু বর্ণা শুদ্ধি আছে।

কোনো—গোঃ রঃ দেঃ সিঃ

কবিতাটি ৪০ পংক্তির বেশী হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

পূর্ণিমা নিশীথ—দিঃ চঃ রাঃ

মাঝে শব্দ বিন্যাস ঠিক মত হয়নি।

চিরনন্দিত সিংহ—সুঃ চৌঃ

শব্দ চয়ন ও সন্নিবেশ ঠিক হয়নি। তাছাড় গুরু চণ্ডালী দোষ ঘটেছে।

মৃত্যু প্রণয়ী—তুঃ কুঃ মঃ

কবিতাটি সুলিখিত কিন্তু আকারে অত্যন্ত বড় হওয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

মঙ্গলময়ী—আঃ গোঃ যাঃ

রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

অতৃপ্ত আত্মা স্বঃ কুঃ মু

আধুনিক টেকনিকে ভৌতিক কাহিনীটি রচিত হলে প্রকাশ করা সম্ভব হত।

একটি অধ্যায়—আ চৌ

রচনা শৈলী অভিনয় কিন্তু গল্পাংশের পরিণতিতে ক্লাইমেক্সের অভাব।

ভাঙা বাসর —অ কু সা

রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

কন্যাবরয়েত্ত—শো কু সে সু

রচনা শৈলী ভাল কিন্তু গল্পাংশ মামুলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে শি ন

কবিতাটির শেষে অন্যান্য প্রান্তে গলদ কবিতাটি মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রান্তে অসমভাব বর্তমান।

মহামায়া দী মা

রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

বিদ্রূপ শ দা সু

বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে অশোভন ভাবে।

আধুনিক ভারতীয় কাওবয়ের ক্লাবে যাওয়ার সাজ—অ না চ

কবিতাটি রুচিসম্মত হয়নি।

সন্ধ্যা আলোক কা চ দা

লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট যেটুকু উদ্ধার করা গেছে তার রচনা শৈলী অবিন্যস্ত।

জাগো সু শে দ

কবিতার বিষয়টি মনোজ্ঞ কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গী দুর্বল।

—০—

সে পর্ণ কুটিরেই থাক, আর প্রাসাদেই থাক। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। যে পৃথিবীর দুঃখ হরণ করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু।

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক :- ৩৯২৬ মায়ারাণী কর।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী
ভাদ্র আশ্বিন—১৩৭৫

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা
১৩৭৫ সাল ৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৪৯০১ থেকে ৫০০০ হাজার পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কদের আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। তবে নারী মিতাদেরকে লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কদের পাঠাতে হবে। চিঠির মধ্যে নিজের ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশত নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাহা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিত'দের নাম, পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ -

ক- সমাজ, খ,- রাজনীতি, গ - সাহিত্য ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান. চ - ব্যবসা বাণিজ্য, ছ - ধর্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা ঞ - ভ্রমন ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাকটিকিট ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি এই রূপে সাজান হয়েছে -

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকনা বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

৪৯০৩—অরুণ চন্দ্র দেবনাথ

C/o. হরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ২৯, মল্লিক পাড়া বাই লেন। শ্রীরামপুর। হুগলী; ১৫ ছাত্র IX. বিজ্ঞান. ঠ গ ঙ ড ট।

৪৯০৪— অরুণ কুমার গাঙ্গুলী।

৮/১ শশী ভূষণ চ্যাটার্জী লেন কলিকাতা -২, ১৭, ছাত্র, ড ক খ, জ ঢ ছ আধ্যাত্মিক।

৪৯২৯ ক্যাপ্টেন অরুণ কুমার গুহ।

৪. হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা- ৬ ২৭ ব্যবসা, গ ঘ ক ঢ

৪৯৩০ --অশোক কুমার সামন্ত,

৩১/এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা- ২৫, ১৩. ব্যবসা; ঠ, ঞ ছবি, বিদেশী মুদ্রা

৪৯৪৩ – অমুরঞ্জন দাস

c/o ডা: মনোরঞ্জন দাস, উত্তরচক ভবানী বালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৫; ছাত্র বিজ্ঞান (একাদশ) ঙ, ঠ /ট গ অঙ্কণ।

৪৯৫৪—অমিত কুমার ঘোষ,

গ্রাম:--মল্লিকপুর, পো: উত্তর রামনগর

বর্দ্ধমান, ১৪, ছাত্র ঙ ঠ ম ড,

৪৯৭২ অমিয় প্রকাশ দত্ত'
c/o সুবঞ্জন দত্ত, তালদার পাড়া ষষ্ঠীতলা পো:—চন্দন নগর হুগলী ১৬ অধ্যাপনা গ ঙ ড ঢ (উপন্যাস)

৪৯৭৯, ডা: অনুতোষ চ্যাটার্জী।
এল, টি এম গ্রাম+পো: ফুল গেরিয়া মেদিনীপুর, ৩৮ ডাক্তারী জ অভিনয়।

৪৯৯১ অমিত কুমার সিংহ।
এম আই গ্রাম ও পো: আরিয়া ডাঙ্গা, মালদাহ ২৬, চাকুরী ক খ গ ছ জ ঞ ড ঢ অর্থনীতি।

৪৯১৫ আবু সেলিম হোসেন
Miah ManjeelKukurmara Po Radha madhab Hat. Goal Para Assam. ১৮ ছাত্র (১০ম) গ ছবি আঁকা কবিতা।

৪৯২৫ আরতি সরকার।
হালতু ২২ ছাত্রী ১ম বর্ষ গ জ ঢ

৪৯১৩ ইন্দ্রজিৎ ঘোষ।
C/o বি, কে রায়, ৩ মোহন বাগান লেন, কলিকাতা ৪ ১৬, ছাত্র ফুটবল, খেলা

৪২৭৭ ইউনুস জমাদার
আয়মা পাহাড়পুর বাশুড়ী, হুগলী ২৩ চাকুরী ছ জ ঝ ঞ ড ঢ

৪৯৩১ উষারঞ্জন চৌধুরী
U. R. Chowdhury M. Sc. Sr Lecturer. Kanchrapara Technical School E. Rly Kanchrapara 24 Parganas ৩৭ শিক্ষক ঙ ঞ ঢ ঢ অভিনয়, (হরিদ্বার ভ্রমনে সাথী চাই) (B Sc. ছাত্র' ছাত্রী পড়াইতে চাই)

৪৮১১—কিশলয় মিত্র
B/14. Sector-6, RourKela 2 Orissa ২০ চাকুরী ও ছাত্র (ইঞ্জি:) জ, ঝ, ঞ ড

৪৯০১ কৃষ্ণ প্রসন্ন মুহুরী
গ্রাম সাতিগাছা, পো: অমুলিয়া রাণাঘাট নদীয়া, ১৫ ছাত্র (৯ম শ্রেণী বিজ্ঞান) খ জ ঝ ঞ ছ ড ঢ

৪৯১০ কামাখ্যা রায়
ওভারসীয়ার, C/o M/S. Som Datt—Builders (P) LTD. Po. Bokaro

Steel City. Hazaribagh. Bihar, ১৬ চাকুরী গ ছবি আঁকা।

৪৯১৬ কল্যাণ কুমার সাহা
১৮৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭ ১৯ ছাত্র বি, এস সি, এ ট ড মণ্ডল।

৪৯৮১ কালিকা প্রসাদ বিশ্বাস
পো: গ্রাম কালিগঞ্জ ভায়া জলঙ্গী মুর্শিদাবাদ, ১৬ ঠ অভিনয়।

৪৯৮৫ কমল কান্ত কুমার
১৭ এ পি আঢ়া লেন সেওড়াফুলী হুগলী ২১ গ্রন্থাগারিক ড ট ঝ ট

৪৯১৬ গুরুদাস ব্যানার্জী
C/o শ্রীগুরু ভাণ্ডার ১২ সি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট কলি: ৩ ৩২ ব্যবসা ঠ ট ফ ফটোগ্রাফ।

৪৯৩১ গোরা চাঁদ দে
C/o এভারেষ্ট ষ্টীম শীপ করপোরেশান ৭ গভ: প্লেস নর্থ কলি ১, ৩৩ চাকুরিয়া এ ছায়া চিত্র দাবা ক্যারামখেলা

৪৯৬২ গিরীজা শংকর বাগচী।
C/o দেশবন্ধু মন্দির ৩৬ বৈকুণ্ঠনাথ সেন রোড সৈদাবাদ পো খাগড়া মুর্শিদাবাদ ২১ চাকুরী ও ছাত্র বি এ ড ঝ — ড

৪৯৮৪ গৌর কিশোর কর।
২০।৩ বেচারাম চ্যাটার্জী রোড বেহালা কলি ৩৪ ১৮, ছাত্র (১১ শ্রেণী বিজ্ঞান) ক ড পত্র বিনিময়

৪৯৮৭ জয়ন্ত কুমার রায় চিত্তরপাড়া কাছিনগর বীরভূম ১৫ ছাত্র (১০ম) ক খ ড ট

৪৯২৪ তরুণ কুমার সাহা
৭১ গঙ্গাধর কবিরাজের গলি পো: খাগড়া মুর্শিদাবাদ ২২ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ট এ ঘ বাগান গল্পের বই, ইঞ্জিনীয়ার বিষয়।

৪৯৫০ তপণ কুমার দাস
১৭ রামকুমার গাঙ্গুলী লেন পো: বি গার্ডেন হাওড়া ৩ ২১ ছাত্র ট ড ড ঙ ঝ ট

৪৯৬৩ তপন কুমার সরকার ২৮
৫৭।এ ডায়মণ্ড হারবার রোড, পি ১৬ আর স্কেডিয়া, বেহালা কলিকাতা-৩৪ ২২ ছাত্র স্নাতো.কাত্তর ড ট

৪৯৮৮ তপন কুমার গোস্বামী
৪ রাজা কে, এল' গোস্বামী ষ্ট্রিট পো: শ্রীরামপুর হুগলী ২১, ছাত্র গ চ ট এ

৪৯১১ দিলীপ কুমার মিত্র
গ্রাম - লক্ষীপুর, পো: গোবর ডাঙ্গা ২৪ পরগণা ১৫ ছাত্র, ১০ম শ্রেণী ঠ ভ

৪৯১৮ দিবোদাস ভট্টাচার্য
D· 14 Khalispura Varanasi-1, U. P. ২৩ এ জ ঝ বইপড়া

৪৯৩৬ দীপ্তি বিশ্বাস,
কলি: ৩৭ ১৯, ছাত্রী (৩য় বর্ষ) গ এ ক ঘ ঙ চ ছ,

৪৯৩৮ দেবাশীষ কুমার দত্ত,
C/o নীরোদ কুমার দত্ত বল্লভপুর মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্র গ ঙ ক ছ ঠ

৪৯৫৩ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়।
(B. E CAL. P.G, P T) Mining Engineer Qr. A-I Ningoh Colliery Po. Kalipahari- Burdwan ২৩ চাকুরী ঙ এ গ চ জ ঝ বন্ধুত্ব

৪৯৮৯ দীপা ব্যানার্জী
বীরাটী ১৭ ছাত্রী ১০ম বিজ্ঞান গ গল্প-লেখা।

৪৯৭৮ ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী
Inchek Tyres LTD. Po. Kankinara. 24 Parganas.
প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

৪৯৮৩ ধরণীধর নায়েক।
C/o বিজয় কৃষ্ণ নায়েক গ্রাম পো:—আনগুনা, ভায়া জামালপুর বর্দ্ধমান, ১৯ ছাত্র বিজ্ঞান (২য় বর্ষ) রবীন্দ্র সঙ্গীত ফুটবল খেলা অভিনয়

বি: ৪৯১৪—নির্ম্মল দাস।
C/o New Mart. G. S. Road. Shillong- 2 ছাত্র (Pu. Sc) গ চ ভিউ কার্ড গল্পেবই।

৪৯১৭ নমিতা বসু
রাঁচী, ১৯ ছাত্রী ১ম বর্ষ বি, এস সি, ক গ ঙ ছ ঝ এ ট ঢ ঘ জ সূচীশিল্প বাগানকরা।

৪৯১৯ নিখিল রঞ্জন চৌধুরী
Cpl. Chaudhary N. R. No: 505 Signal Unit Air Force. C/o 56. A. Po ২৭ চাকুরী ঙ এ চ ব্যায়াম

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৯৩৭ নেপাল চন্দ্র রায়।
১, 2 Salyagqeunit SuRanussi
llundur ২৪ চাকুরী চ রেডিও গল্প
উপন্যাস পড়া

৪৯৩৭ নারায়ণ সরকার দাস
০ মৃগেন্দ্র কুমার দাস গ্রাম ইলছোবান
া: ইলছোবা মণ্ডলাই হুগলী ১৮ ছাত্র
। এস সি ড ছবি আঁকা বাগানকরা
বিতা ও গল্পলেখা সমাজ সেবা গঠণ মুলক
াজ

৪৯৩৯ নিখিল কুমার চাটার্জী
নে পাড়া পোঃ গন্দোল পাড়া চন্দ
নগর হুগলী ২৩ ছাত্র B. Com ড এ
জ ঝ বইপড়া

৪৯৫৫—নারায়ণ চন্দ্র দেব নাথ
কালীমাতা রোড, সাউথ হাবরা পোঃ টাক-
বড়িয়া ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র বিজ্ঞান
অনার্স ১ম বর্ষ ক ও ছ এ চ

৪৯৬১—নিরঞ্জন মান্না
১৯।৩ হালদার পাড়া লেন, শিবপুর হাওড়া
২, ২৯ চাকুরী ড জ মাছধরা উপন্যাস

৪৯৬৭—নারায়ণ চন্দ্র সরকার।
C/o ননীগোপাল সরকার হস্পিটাল রোড,
বার্ণপুর কোঃ নং এইচ, সি,।২ পোঃ বার্ণ
পুর বর্দ্ধমান, ১৯ ছাত্র ফুটবল পত্রযোগে
মিত লি,

৫০০০ নারায়ন চন্দ্র সাঁতরা
৬২।৩ বেলগাছিয়া রোড, কলিঃ ৩৭ ২২, ছাত্র
ডাক্তারী ক ও ছ জ ঝ এ

৪৯২২—পাপিয়া মিত্র,
সিঙ্গুর; ১৭, ছাত্রী P. U, ঝ এ ট
ঠ, গীটার।

৪৯২৭—পার্থ সারথী ঘোষ
Directorate of Dairy Development
Gen. Adm. sec ৬৪।৯৯, বেলগাছিয়া
রোড কলিঃ ৩৭ ২১।৬ চাকুরী B com
এ চ ঝ

৪৯৪০ প্রভাত কুমার মুখার্জী
গ্রাম—আমনাম পোঃ পাউনাম হুগলী ২৩,
চাকুরী ক খ গ ছ এ ঠ
জ ঝ।

৪৯৪৬—পংকজ কুমার দাস।
Shillong-1 Assam, ২৫ ছাত্র সিভিল
ইঞ্জি, বি, ই, জ ঝ চ সংঘের অবধায়কে
চিঠি যাবে।

নতুন মিতাদের নাম পরিচয়ের তালিকা

৪৯৫৭—প্রবীর কুমার দাস

C/o পবিত্তোষ কুমার দাস নীবপাড়া টি ই পোঃ বীরপাড়া জলপাই গুড় ১৫ ছাত্র একাদশশ্রেণী ঙ

৪৯৮৬ পংকজ কুমার চন্দ্র

চাঁদনী পাড়া সিউড়ী; বীরভূম, ১৮ ছাত্র গ ছ ক ট

৪৯৯২ প্রভাত কুমার সরকার,

খরবা ১নং ব্লক পোঃ—চাঁচল, মালদাহ, ২৬ চাকুরী খ গ জ ঝ ঞ ঢ ক

৪৯৯৫ পার্থ ব্যানার্জী

C/o বঙ্কিম চন্দ্র ব্যানার্জী বলাগড় রোড ব্যাণ্ডেল চার্চের কাছে পোঃ জেঃ হুগলী ১৬ ছাত্র খ ঙ ড,

৪৯২১ বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী,

C/o শ্রীবিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী ইনসপেক্টর অব সেণ্ট্রাল এক্সসাইজ দি ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানী লিমিটেড পোঃ শ্রীরামপুর হুগলী ১৮ ছাত্র মেডিকেল ১ম বর্ষ ঞ ঙ চ

৪৯৩৫ বিনয় কুমার খাড়া

১২২, নেতাজী সুভাষ রোড, খুরুট হাওড়া ২০ ছাত্র জ ড

৪৯৪২ বটু চন্দ্র দে।

C/o হারাধন চন্দ্র দে সেণ্ট্রাল কলনী; রেল-ওয়ে কোয়াটার নং ৩৩।ডি পোঃ ভক্তিনগর নিউ জলপাই গুড়ি, জলপাইগুড়ি ২১ গ ঘ

৪৯৭৫ বিমল কুমার রায়

C/o. বি, কে রায়, ৩ মোহোন বাগান লেন কলিকাতা ৭, ১৬ ছাত্র গল্প

৪৯৫১ বংশীধর ঘোষ

C/o Capt, A. Ghose State Hospital Nirsa chatty Dhanbad Bihar ২১, ছাত্র, (ইঞ্জিঃ মেকানিক্যাল) গ ড ট ঙ চ ঝ

৪৯৫৯ ডাঃ বিনোদ শংকর দাস

হেড ডিপার্ট অব হিস্ট্রি মেদেনীপুর কলেজ পোঃ জেঃ মেদিনীপুর ৩৪ অধ্যাপনা আড্ডা দেওয়া।

৪৯৬৬ বিপ্লব কুমার হাজরা

১৬।৩ কাশুন্দিয়া রোড খুরুট হাওড়া ২১ ছাত্র জ ঞ

৪৯৬৯ ব্রজ বল্লভ দাস

জিরানীয়া পোঃ বীরেন্দ্র নগর ত্রিপুরা ১৭ ছাত্র ড পড়ার বিষয়

৪৯৯৪ বিভাস কুমার চ্যাটার্জ্জী
৬৩ রামলাল আগড ওয়ালা লেন; পোঃ সিঁথি কলিঃ ৫০ ২১ ছাত্র ইঞ্জিঃ চ জ ঝ গল্পের বই পত্রমিতালি

৪৯৯৬ বিশ্বজিৎ গান্ধী
C/o New Book Stall. G.T Road po, Asansol Burdwan; ২১ ছাত্র বি কম পার্ট ওয়ান চ গ ক থ ছ সংস্কৃত

৪৯৯৭ বিকাশ রঞ্জন দাস
বিশুদ্ধানন্দ ছাত্রাবাস মণিরাম পুর ব্যারাক পুর ২৪ পরগণা ১৫ ছাত্র ট ঝ

৪৯০১ মুক্তারাম পাত্র।
গ্রাম খড়িয়াল পোঃ কানাইপুর জেঃ হুগলী ২০ ছাত্র ঙ জ ঞ ঢ ড চ

৪৯০৫ মহ বুহুল অমিন,
C/o মহ তোজাম্মেল হক, গ্রাম ও পোঃ ফাজিল নগর নদীয়া, ১৯ (খেলাধুলা বৃত্তি) চ, ভ, গল্পেরবই,।

৪৯০৬ মধু ভট্টাচার্য্য
1244915, Wireless Operator Sqd 908 E. T. P Arty centre 2/1, Treg. Regt Hyderabad 31. A P ১৯ চাকুরী ঙ জ প্যারাস্যুট চড়া—

৪৯৫৬ মনোজ মুখোপাধ্যায়।
Type 11 M 207 E/O.E Varangaon Jalgaon Maharastra ২০ চকুরী জ ঙ ফটোগ্রাফী।

৪৯৭১ মহেশ্বর মালিক
নিমতলা লেন পোঃ ভদ্রেশ্বর হুগলী ২৩ ছাত্র ২য় বর্ষ পি, এ কবিতা সংগীত রবীন্দ্র ভজন আধুনিক গান, প্রতিমা নির্মান।

৪৯০৮ রমা সাধুখাঁ
গাড়ুলিয়া ১৭, ছাত্রী গল্পের বই বাগান করা

৪৯১৩ রবীন্দ্র নাথ কুণ্ডু
C/o ভানু বিশ্বাস ছোটবাজার পো রাণাঘাট নদীয়া ২৫ চাকুরী ড চ গ

৪৯ ৬ রণজিত কুমার পালিত।
c/5 B Goldmohar Avenue po Chittaronjan Burdwan ১৯ ছাত্র অঙ্কন ক.টা. ক ড ড জ ঝ ঙ

৪৯৮০ রজত কান্তি ভৌমিক
Doy Class Electrical Section c/o Central Engineering Trwing Institute 159 A B B Ganguly street. cal I2 ২৩ ছাত্র ইঞ্জি ব ঞ ঠ ঝ ট চ পিকচার পোষ্ট কার্ড।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৯১২ শ্যামল মিত্র
৬ এবি এন চাটার্জি রোড বেহালা কলিকাতা ৩৭, ১৫ ছাত্র ১০ম শ্রেণী ঝ ঞ চ ড ঠ

৪৯৪৮ শ্যামা প্রসাদ বসু
কম ৩১ ক্রবাষ্টাবী পো খেজুরিযাঘাট মালদা ২৭ চাকুরী গ ঘ ঙ

৪৯৬৮ শিবেন সরকার
পো গ্রাম চেঙ্গীশপুর পশ্চিম দিনাজপুর ২৪ শিক্ষকতা ঙ গ ঙ

৪৯৯৩ শংকর লাল চক্রবর্ত্তী
c/o সন্তোষ চক্রবর্ত্তী রেলওয়ে কো নং L/ 110-A Grauhat 1 Assam ১৭ ছাত্র বিজ্ঞান ১ম বর্ষ ঙ ক

৪৯৮৯ শুচিস্মিতা বিশ্বাস
আলিপুর দুয়ার কোর্টা ২০ ছাত্রী সাহিত্য ৩য় বর্ষ গ ড চ ঠ

৪৯৯৯ শিখা ঘোষ
শিবপুর ১৭ ছাত্রী গ ঞ

৪৮৯২ L/nk সোনাতন সরকার
No 6791132 11 s, b u co 56 A, p o ২৭ চাকুরী ক বাহ্ বিদ্যা ফটোগ্রাফী পত্র লাপ

৪৯০৭ সহদেব ভট্টাচার্য্য
চাকদহ নূতন পাড়া নদীয়া ১৭ ছাত্র ট থ সঙ্কেতচনা তালিকা অনুযায়ী।

৪৯২০ সুরেশ্বর সরকার
s, sarkar (244821) No-505 su, A F c/c 56A p.o ২৪ চাকুরী গ ঞ চ ট বইপড়া

৪৯৩৩ স্বপন কুমার সরকার
বি, সি, রায় হল আই আই টি এস, খরগপুর মেদিনীপুর ২৫ রিসার্চস্কলার ইন এপ্লায়েড জিওলজী গ ছ ক ঙ দর্শণ

৪৯৪১ সুনীল বরণ দাস
রুবেল রু. ২০৫ রাঘব পুর কলোণী পো: পান পাড়া নদীয়া, ১৯ ছাত্র বানিজ্য চ ট ঢ জ ঠ ভিউকার্ড, পত্রিকা, চটার ফটো ইংরাজী ও হিন্দী পত্রিকা বিনিময় করিতে চান।

৪৯৪৪ সুভাস কুমার মুখোপাধ্যায়
c/o দুর্গামেডিকেল হল, বীজরা রোড রুড়কেল্লা, উড়িষ্যা ২৩ ছাত্র বি, এ, গ চ

৪৯৪৭ সুহাস দাস
c/o Ajoy sutradhar class x Public High, school silchar 5 Cachar Assa ১৫ ছাত্র, জ ঝ ঞ ট ট ঠ ঢ ড

৪৯৪৯ সুমিত্রা হাজরা

কলি: ৫০, ১৫, ছাত্রী ৮ম. ঝ ঢ ড

৪৯৫২ সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

হোষ্টেল ১১ রুম ৪০৮, সি, ই কলেজ শিবপুর, হাওড়া ৩ ২০, ছাত্র [ইঃ ৪র্থ বর্ষ ঙ ড ঢ

৪৯৫৮ সেখ আব্দুল ওহাব

গ্রাম:—চাতি পোলো, পো: নন্দাই ভায়া কালনা বর্দ্ধমান, ৩৬, শিক্ষকতা, গল্প কবিতা ছবি,

৪৯৬০ সুনীল কুমার মাহাতো

২৬ বি, ধরম পুর এগ্রিকালচার হো.ষ্টেল, পো: মোহন পুর, নদীয়া, ২১, ছাত্র, ঙ ঝ ঞ চ ঠ,

৪৯৬৪ সর্বাণী বসু

চিত্তরঞ্জন' ১৭ ছাত্রী ১১ শ্রেণী গ ঞ অধ্যয়ন পত্র মিতালী

৪৯৬৫ স্বপন মণ্ডল সরকার

Newtoun ohotodighari Road -I5 Qr no F 4I Burnpur Burdwan ১৮ ছাত্র ঢ ঝ

৪৯৭০ সুদর্শন দাস

ক্লাস—১১, গেঁও-খালি এইচ,— এস স্কুল, পো: গেঁওখালি, মেদিনীপুর, ১৮, ছাত্র গ ট হোমিও ডাক্তারী,

৪৯৭৩ সন্তোষ কুমার ঘোষ,

c/o G D Ghose central camp D no 87 Noamundi singhbhum Bihar ২১ চাকুরী ঝ ড ঠ ঢ নৃত্য

৪৯৭৪ সর্বাণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৭৪ মুর এভিনিউ কলি ৪০, ২৯, চাকুরী, ট রবীন্দ্র সংগীত

৪৯৭৫ সুনীল চন্দ্র বসু,

রেলওয়ে কো: নং ৫৪ এম, লোকো কলনী পো: সীতারামপুর বর্দ্ধমান, ৩১, মেকানিক্স ঞ ঢ ড ক

৪৯৮২ সুভাষ চন্দ্র মহান্ত,

C/o নগেন্দ্র চন্দ্র পাল স্কুল বাগান পো: পো বোলপুর বীরভূম ১৬, ছাত্র (১০ম বিজ্ঞান) গুণীব্যক্তির ছবি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ

জলপাইগুড়ি ১৮, ছাত্রী ঠ ঢ ড থ মুদ্রা সংগ্রহ

৪৯৯০ সর্বাণী বসু

জলপাইগুড়ি, ১৪ ছাত্রী ঠ ঢ ড থ মুদ্রা সংগ্রহ।

নতুন সভ্যদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৪৯০৯ হিমাংশু বর্মা
Lansdowne Acharj Jagadish Bose Road Po & Dist Darjeeliug ১৮ ছাত্র (B-80) লঘু সঙ্গীত ও অজানাকে জানা

৪৯২৮ শৈলেশ সাহা
২নং সাউথ রোড, সন্তোষ পুর, কোলকাতা ৩২ ২৫ ছাত্র (সিভিল ইঞ্জি) ম অঙ্কন, অভিনয়, গল্প কবিতা গানলেখা

—০—

রাজনীতি ও ভালোবাসায় অন্যায়বলে কিছু নেই।

উইলিয়ম সেক্সপিয়র

সংগ্রাহক:—৪৪১৫ বিজয় চাঁদ বাথেচা

অহিংসার শক্তি পৃথিবীতে কয়বারই প্রমানিত হয়েছে। হিংসা সাময়িক ভাবে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত সে নিজেকেই ধ্বংস করে।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং

সংগ্রাহক:—৬৩৮১ তুলসী প্রসাদ ঘোষ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

পৌষ— মাঘ— ১৩৭৫

৯ম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পটের আলোক চিত্রটি তুলেছেন
বি ৮২ বিজয় প্রতাপ মিত্র (দিল্লী)

(পরপৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে সাহায্য করেছেন—
বেঙ্গল প্রেস
২৪/১৫, ভৈরব দত্ত লেন, (নন্দীবাগান)
সালকিয়া, হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

-: সূচীপত্র :-

পৃষ্ঠা

বিশ্বদূতের আসরে

জন্ম বিপ্লবীর জন্ম শতবার্ষিকী

লিপি মিতার গত ৯।৪ সংখ্যায় লিখিয়াছি ভগিনী নিবেদিতার সহায়তায় শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে রাজনীতির জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ ও ফরাসা উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে আত্ম-সংহত জীবন যাপন করিতে সুরু করিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় দিয়া ভগিনী নিবেদিতা নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কর্মযোগে সহসা যেন কিছু বাধা পড়িল। বিপ্লবের যজ্ঞাগ্নি কিছু কালের মত স্তিমিত হইয়া গেল। নিবোদতার দেহ ও মন কিছু কাল ধরিয়া যেন ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। কোন রকমে একটু অবসর একটু বিরাম খুঁজিতে ছিলেন। তাঁহার অবেচতন চিত্তে একটি যাযাবর ঘুমাইয়া থাকিত। একটু অবসর বা ফাঁক মিলিলেই সেই যাযাবর আসিয়া স্থান জুড়িয়া বসিত; মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত সে দেশভ্রমণের আব্দার ধারিত। নিবোদতা একমাত্র তাহার কাছেই হার স্বীকার করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় গ্রহণের পর নিবোদিতার ক্লান্ত মন হিমালয় ভ্রমণে মনস্থ করিল। নিবোদিতার নিকট সুউচ্চ হিমালয় ও নালাম্বু সমুদ্র দুই-ই অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র ও তাঁহার পত্নী অবলা বসুকে ভগিনী নিবেদিতা হিমালয় ভ্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। জগদীশ চন্দ্র পত্নী ভাগিনেয় অরবিন্দ বসু ও ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম গেলেন হরিদ্বার। ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে নিবেদিতা নিশ্চল ভাবে বসিয়া আরতি দিতেন। শিবের ধ্যানে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন: তারপর চারিজনে কেদার বদরী রওনা হইলেন। তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৯১০ সালে জুলাই মাসে নিবেদিতা বাগ বাজারের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ফিরিয়া আসিবার পর তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈপ্লবিক জীবনের একটি মূল্যবান পরিচ্ছেদের উপর যবনিকা পাত হইল। বাগবাজারের বিদ্যালয়টি মঠ স্বহস্তে লইয়াছে। নিবেদিতার সহিত প্রতিষ্ঠানটির পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল এমনটিও বুঝিবার কোন প্রমাণ মঠ রাখিল না। কিন্তু কর্মযোগের অধীশ্বরী যিনি তিনি তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। দেশ ও দশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার তাঁহার বিপ্লবী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি বিভিন্ন বিষয় লইয়া শিক্ষামূলক প্রবন্ধাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাগবাজরের বাসায় জগদীশ চন্দ্র, বসু ও কুশলী শিল্পী অবনীন্দ্র নাথ নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এই সময় নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। নিবেদিতার বহু

গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রামানন্দ সম্পাদিত মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হইতে থাকে। রবীন্দ্র নাথের কয়েকটি ছোট গল্প নিবেদিতা এই সময়ে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনূদিত গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যে উপযুক্ত স্বিকৃতিলাভ করিয়াছে। এইসময় দীনেশ চন্দ্র সেনও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থটির অনুবাদ করিবার জন্য নিবেদিতার নিকট প্রায় যাইতেন। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং অবনীন্দ্র নাথ প্রবর্ত্তিত ভাবতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব প্রবন্ধের অনেকগুলি এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

১৯১০ এর ডিসেম্বরে এলাহাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ বলিলেন বিপ্লববাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা কেবল পাইকারী লাঞ্ছনা এবং ব্যক্তিগত দুঃখ আনিয়াছে, দেশের উন্নতি একচুলও অগ্রসর করিয়া দিতে পারে নাই। নিবেদিতার প্রতি ইহা সুস্পষ্ট কটাক্ষ কিন্তু নিবেদিতা কোন জবাব দিলেন না। তিনি জানিতেন বিপ্লববাদ মরে নাই। ইহা সাময়িক বিরতি মাত্র।

পরবর্ত্তী জানুযারী মাসে হঠাৎ একটি দুঃসংবাদ আসিয়া নিবেদিতাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিল। বিদেশে নিবেদিতার সর্বতম ও নির্ভবশীল আশ্রয় স্থল ছিল ওলিবুলের গৃহ এবং তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁহারা ব্রিটিশ সিংহের নিষ্ঠুর থাবা হইতে কোন রকমে নিস্কৃতি লাভ করিয়া বিদেশে আশ্রয় খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন, নিবেদিতার সৌজন্যে ওলিবুলের গৃহ ও ধনাগার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যাইত। তিনি নির্বিবাদে ও অকুণ্ঠ চিত্তে তাহাদেব আশ্রয়, আহাব ও সেবা দিতেন। সংবাদ আসিল সেই ওলিবুল আজ মৃত্যু শয্যায়। তিনি অন্তিম সময়ে নিবেদিতাকে একবার দেখিতে চান। স্বামী বিবেকানন্দ ওলিবুলকে নিবেদিতার দ্বিতীয় মাতা বলিতেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রকে ওলিবুল পোষ্য পুত্র রূপে অহ্বান করিতেন। এই সংবাদ নিবেদিতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এই মহীয়সী রমণী জগদীশ চন্দ্রের বসু বিজ্ঞান মন্দিরেব জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়াই নিবেদিতা রওনা হইয়া গেলেন। যখন পৌছিলেন তখন শেষ সময়ের আর বেশী দেরী নাই। মিসেস ওলিবুল তাঁহাব একমাত্র কন্যাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া ছিলেন। মায়ের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে কন্যা আসে নাই। নিবেদিতা ভারত হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছিলেন। বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে মিসেস ওলিবুল নিবেদিতা ভিন্ন কাহাকেও বিশ্বাস কবিতে পাবিতেছিলেন না।

শ্রীমতি ওলিবুলের বিশাল ঐশ্চর্যের যে উইল তৈয়ারী হইল তাহার অছি হইলেন ভগিনী নিবেদিতা। নারী শিবোমনি ওলিবুল নিবেদিতাব কোলে নিশ্চিন্তে মাথা রাখিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর দুইদিন পর ওলিবুলের কন্যা আসিয়া উইল লইয়া নিবেদিতার সঙ্গে কলহ শুরু করিয়া দিল। সে আদালতে নিবেদিতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিল। নিবেদিতা এই ধরনের কলহ

বা মামলাকে ঘৃণা করিতেন। মার্চ মাস নাগাদ তিনি ভগ্ন হৃদয় লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। মামলা চলা কালান শ্রীমতী ওলিবুলের কন্যা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। মরিবার পূবে তাহার কৃত কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ছিল।

সন্দেহ আশঙ্কা, হতাশা প্রভৃতির আক্রমনে নিবেদিতার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। দেহ পূর্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছিল। তিনি ওলিবুল-উইলের নির্দেশমত অধিকাংশ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া ছিলেন; কিছু টাকা আচার্য জগদীশ চন্দ্রের গবেষণার জন্য দিয়া ছিলেন। বোধহয় তিনি পূর্ব হইতেই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া ছিলেন, তাই সমস্ত কাজ সত্বর চুকাইয়া ফেলিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য আচার্য জগদীশ চন্দ্র, তার স্ত্রী এবং গনেন মহারাজ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

বন্ধুবর ৺দেবজ্যোতি বর্মন নিবেদিতার জীবনের শেষ অংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "নিবেদিতার জীবন তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি পণ্ডিত সমাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না মহিলা। রিভলবার এবং কলম উভয়ই তিনি সমান দক্ষতার সহিত চালাইয়া গিয়াছেন। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বসিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উহার উদ্বোধন করিলেন। নিবেদিতার নিমন্ত্রণ হইল কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি যাইতে পারিলেন না। ভারতের নারী-জাতীর মর্যাদা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিলেন। কংগ্রেসের সময় লণ্ডনের রাস্তায় প্লাকার্ড পড়িয়াছিল—প্রাচ্য হইতে আলো আসে।

১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরে নিবেদিতার ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জগদীশ চন্দ্র তাঁহাকে দার্জিলিং আসিতে বলিলেন। তিনি এবং লেডি বসু আগে গেলেন। নিবেদিতা কয়েকদিন পরে গেলেন। গিয়াই তিনি জ্বরে পরিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—ম্যালিগন্যান্ট আমাশয় হইয়াছে, জীবনের আশা নাই, পাহাড়ে দেশে এই রোগ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়। তখন শরীরে এমন অবস্থা যে কলিকাতায় আনা চলে না। রোগটী কলিকাতায় থাকিতেই ধরিয়াছিল। তিনি চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন কাহাকেও বলেন নাই। শেষ মুহূর্ত সমাগত ইহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন এবং তার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। লেডী বসু দিন রাত্রি সর্বক্ষণ নিবেদিতার রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেন। শেষ কয়দিন নিবেদিতা কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। চিত্তের একাগ্রতা তাঁহাকে সমাধিতে পৌছাইয়া দিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুদের নিয়া তিনি একত্রে ভোজন করিলেন। তারপর জীবনের শেষ প্রর্থনা নিজেই করিলেন।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি রুদ্রযত্তে দক্ষিনং মুখং তেনমাং পাহি নিত্যম্। ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল আমার দেহভেলা ডুবিতেছে কিন্তু আমি সূর্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি (এমন শক্তি আছে)।

১৩ই অক্টোবর ১৯১১ অতি প্রত্যূষে নিবেদিতার মৃত্যু হইল। পূর্ব নির্দেশমত মৃত দেহে আগুন দেওয়া হইল। চিতাভস্ম প্রেরিত হইল চারিটি স্থানে—বেলুড় মঠে, বাগবাজারে বশি সেনের মন্দিরে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এবং আয়র্লণ্ডে পারিবারিক সমাধি স্থানে।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কোন প্রস্তর ফলকে ভগিনী নিবেদিতাব নামে নাই। শুধু স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ প্রদীপ হস্তে এক নারী মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। মনে করাইয়া দিতেছে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিতা পথপ্রদর্শক।

মায়ের ডাকে

★অনন্ত কুমাব বিশ্বাস (নৈনিতাল)

ফ্রান্সের এক রাজসভা। সভার বিচারপতি স্বয়ং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তিনি গম্ভীরভাবে বসে আছেন বিচারপতির আসনে। চাবিধাবে বসে আছে তাঁর পবম হিতৈষী পরিষদবর্গ। সভাব শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে সশস্ত্র প্রহবীগণ। সভাশুদ্ধ সকলেই নিশ্চুপ, কারাগাব ভেঙ্গে পলাতক বন্দীব বিচার দেখতে উদ্‌গ্রীব।

সহসা গম্ভীবস্বরে নেপোলিয়ান এক প্রহরীকে আদেশ করলেন, — প্রহবী! বন্দীকে নিয়ে এস।

আদেশ শুনে প্রহরী বন্দীকে এনে রাজসভায় হাজির করল। বন্দীটি অন্য কেউ নয়? নিউজী-ল্যাণ্ডের আঠার বছর বয়স্ক এক নির্ভীক যুবক। নাম ফিঙ্কস্ বার্নাডো।

নেপোলিয়ান গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবলেন বার্নাডোকে, - তুমি কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন? এই অপরাধেব জন্য তোমাব প্রাণদণ্ড হবে। তোমাব কোন অনুযোগ থাকলে জানাতে পারো।

প্রাণদণ্ডেব আদেশ শুনে ভীত হল না বার্নাডো। সে দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল,—মৃত্যুভয় আমি করিনা সম্রাট! আমার মনে একটা দুঃখ যে আপনি আমাকে বিনাদোষে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, এতে আপনার মহত্বের পরিচয় পেলাম না, মহৎ ব্যক্তির কর্তব্য কি এই?

নেপোলিযান বললেন;—অন্য কথা রাখ! তোমাব অভিপ্রায় কি খুলে বলো! কেনই বা বন্দী হয়েছিলে, আর কেনই বা কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

কেন যে বন্দী হয়েছিলাম, তা প্রথম থেকে বলছি, শুনুন মহারাজ।—বার্নাডো বললো,—আপনার

সৈন্য বাহিনী যখন আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে বিদ্ধস্ত করে দেশবাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচাব আবন্ত কবে, আমার একমাত্র বিধবা মা আমাকে কাছে ডেকে বললেন,—বার্নাডো ! আজ তোমাব দেশেব স্বাধীনতা বিদেশীবা এসে নষ্ট করছে আব তুমি কিনা নীরবে তাই সহ্য করছো। নিজেব দেশের জন্য প্রাণ দিতে না পারলে, তবে তোমার মত নির্বোধ সন্তান গর্ভে ধাবন করাই আমাব মহাপাপ হযেছে । তোমার মত সন্তানেব মুখ দর্শন না কবাই ভাল। তোমাব পিতা যদি জীবিত থাকতেন, নিশ্চয়ই তিনি ছুটে যেতেন এব প্রতিকারেব জন্য। তুমি তেমনিভাবে ছুটে যাও। বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত কবে দেশেকে উদ্ধাব কব।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দেশের সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করলাম। পরে যুদ্ধের জন্য ছুটে এলাম আপনাব সৈন্য বাহিনীর সম্মুখে । বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ হল। কিন্তু কি হবে যুদ্ধ করে ? আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য আপনার বিপুল সৈন্য বাহিনীর নিকট টিকে থাকতে পারল না। অনেকে প্রাণ হারাল। আব আমি পরাজিত হয়ে বন্দী হলাম আপনার সৈন্য বাহিনীর কাছে। কিন্তু ....

বলতে বলতে বার্নাডো কিছু সময় নীরব হয়ে রইল। পরে আবার বলতে শুরু করে দিলো. — সেইদিন থেকে আপনার কারাগারে আবদ্ধ হলাম। কারাগারে আবদ্ধ হলেও মন রইল পরাধীন দেশমাতৃকার উদ্ধার কল্পে ব্যস্ত। তাই একদিন আবদ্ধ অবস্থায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, — "মা যেন আমাকে ডাকছেন" ডেকে বলছেন,— "বার্নাডো, কাবাগাব ভেঙ্গে বেবিয়ে এসো। তোমার দেশকে পবাধীনতাব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কব। বিদেশী শত্রুব কবল থেকে দেশবাসীকে বাঁচাও"।

মাযেব ডাকে ঘুম ভাঙ্গতে চেয়ে দেখি, রাত তখন দ্বিপ্রহব। হাতে বাঁধা লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন কবে ফেললাম। বেবিযে এলাম কারাগাবেব দরজা ভেঙ্গে। ছুটে গেলাম সমুদ্র তীরে। বিবাট সমুদ্র পাব হবাব কোন ব্যবস্থা নেই। সে জন্য নীরাশ হলাম না। সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলাম। যদি কোন ব্যবস্থা করতে পরি। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম একটা গোলাকার কাঠের গুঁড়ি। একখানা অস্ত্রের জন্য পুনবায় রাজধানীতে ফিরে এলাম। খুঁজে পেলাম একখানা ভাঙ্গা কুঠাব । কাঠের গুঁড়িটাকে সেই ভাঙ্গা কুঠার দ্বারা খোল করে নিলাম। তাতে চড়েই সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলাম। বাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, পুনবায় আপনার সমুদ্র প্রহরারত বক্ষীগণ কর্তৃক সমুদ্র বক্ষে ধৃতহয়ে আপনার নিকট আনিত হয়েছি। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, প্রাণদণ্ডদিতে পারেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে যেন আমার মৃতদেহটা, আমার একমাত্র স্বাধীন চেতা বৃদ্ধা মাযের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই আমার শেষ অনুরোধ।

এই নির্ভীক যুবক বার্নাডোর কথায় সম্রাট নেপোলিয়ান অতিশয় বিস্মৃত হলেন। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন বার্নাডোর মুখের দিকে। পরে প্রশ্ন

করলেন,—তুমি যদি সমুদ্র গর্ভে প্রাণ হারাতে, তখন তোমার মৃতদেহটি কে পাঠাত তোমার মায়ের নিকট ?

উত্তরে বার্নাডো বললেন,—মৃত্যু আমার হতনা। হলেও মায়ের ডাকে দেশের জন্য স্বাধীন ভাবে সমুদ্রে ডুবে মরতাম। অধীনতা স্বীকার করে মরতে হত না।

বার্নাডোর কথায় কি যেন বুঝলেন সম্রাট নেপোলিয়ান। বুঝলেন বার্নাডোর মায়ের প্রতি আর দেশের প্রতি কতখানি অনুরাগ। যার জন্য সে আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সামান্য এক কাঠের গুঁড়িকে নির্ভর করে বিরাট সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশের জন্য ছুটে যাচ্ছিল। তার সেই দুঃসাহসিক কর্ম দেখেই বোধ হয় তিনি বলে ছিলেন,—"Impossible" শব্দটি ডিক্স্‌ন্যারি থেকে তুলে দেওয়া উচিৎ। মানুষের অসাধ্য কোন কাজ থাকতে পারেন।

যা হোক, সম্রাট নেপোলিয়ান বার্নাডোর কথায় এবং কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের লোকেদের দ্বারা তাকে নির্বিঘ্নে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই থেকে তিনি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আর কোনদিন অস্ত্র ধারণ করতে প্রবৃত্ত হননি।

(একটি ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত।)

জীবন-সংগ্রাম

★শিবপদ মৈত্র (কানপুর)

বেঁচে থাকা মানুষেব বড় সাধ। পৃথিবীর অফুরন্ত সুখের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সে চায় তার একটা পরিপূর্ণ ভোগ, ঈপ্সিত বস্তুলাভে চলে সাধনা। মৃগতৃষ্ণিকার মত সিদ্ধি চলে দূরে সাধনা বাধা ঠেলে চলে তার পিছনে; আরম্ভ হয় সংগ্রাম। জীবন-প্রকাশের মূলে এই আজীবন সংগ্রামই চলছে।

শিশুর জন্মক্ষণ হতে তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত এই সংগ্রামের সমষ্টিই জীবন। সংগ্রামহীন জীবন ব্যর্থতা। জীবন বিকাশের মূলে এই ব্যর্থতার করুণ কাহিনী আমাদের সহানুভূতিশীল মনকে অহেতুক পীড়া দিলেও তাকে রক্ষার উপায় সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মে; আমাদের হাতে নয়। কবির দৃষ্টিতে সাহিত্যিকের ভাষায়, এই করুণ কাহিনী হয়তো একটি অনির্বাচনীয় ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে, কিন্তু বিরাট সৃষ্টিতে এই ব্যর্থতা শূন্যতার আকারেই প্রকাশ পায়।

তাই শুধু মানুষ নয়, জীব জগৎ, জড় জগৎ, এই একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। ছোট্ট নুড়ি যুগ যুগ ধ'রে পড়ে আছে। পৃথিবীর আকাশ, বাতাস বৃষ্টির ধারা অবিরত তাকে নিয়ে করে খেলা; সংগ্রাম শুরু হয়। তারপর সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মে হয়তো একদিন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তার বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টার উৎসর্গে। কোথায় সে যায়, বিরাট পৃথিবীর কোন স্তরে নূতন রূপে আত্ম-প্রকাশ ক'রে আবার বেঁচে থাকার সাধনা শুরু করে। সে উদ্ঘাটনের ভার বৈজ্ঞানিকদের উপর। তথাপি মনে হয় এই বেঁচে থাকার সংগ্রামই যে কয়দিন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেয়, তাই-ই তার জীবন। সংগ্রামের শেষ মুহূর্তে তার জীবনের শেষ হয়। বিরাট সৃষ্টিতে সে মূর্তিতে আর তার স্থান মিলে না।

কালের প্রহরী বড় সজাগ। তার সন্ধানী চোখ দিয়ে সে দেখে এই জীবনব্যাপী সংগ্রাম—সংগ্রাম শেষ হয় জীবনের অবসানে। সন্ধি আনে পরাজয়ের বার্তা। নির্বিচারে দখল ছেড়ে দিয়ে কালের অপ্রতিহত গতির নিকট আত্মসমর্পনে মিলে ছুটি, নতুবা নিস্তার নেই। জীবন জাগার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে সাধনা বাহিরের চলমান পৃথিবীর সাথে তার কোন বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নেই। ছোট বীজ পড়ে আছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর আলো, বাতাস, জল নিয়ে জীবন-জাগার জন্য তার সাধনা সংগ্রামের নামান্তর হলেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা অনুধাবন করতে পারিনে। কিন্তু যে মুহূর্তে ছোট উদ্ভিদ শিশু নিজ সাধনা বলে পৃথিবীর মাটির উপর আত্ম প্রকাশ করে—সেই মুহূর্তে আরম্ভ হয় সংগ্রাম। এই সংগ্রামই তার উদ্ভিদ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। সংগ্রামের শেষে তার জীবনের ঘটে পরিসমাপ্তি। তারপর মাটির নীচে হাজার হাজার বছর পড়ে থেকে একদিন সে হারিয়ে ফেলে নিজেকে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের বিরাট খনির মাঝে। তখন সে জীবনের সঙ্গে উদ্ভিদ জীবনের কোন সম্বন্ধই থাকে না।

ব্যবহারিক জগতের এই নিত্য সংগ্রামের সহিত-ই আমাদের জীবনের সম্পর্ক; এখানে বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয় কোন রাজার রাজ্য জয়ও তার সঙ্গে তুলনামূলক হয় না। সৃষ্টির প্রতি পরমানুতে জড়িয়ে আছে এই বেঁচে থাকার উপাদান। স্রষ্টা নীরব দর্শকের মত হাত গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন দূরে; পৃথিবীর বুকে চলে সংগ্রামের মহড়া।

বেঁচে থেকে এই পৃথিবীকে নীজের উপযোগী করতে যুগ যুগ ধরে মানুষের যে সংগ্রাম চলছে তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সভ্যতা। বর্ত্তমান সভ্যতা মানব সমাজ সে দানে কার্পন্য করে নি। তার, বেতার, যানবাহন, বৈষয়িক, অর্থনৈতিক সকল প্রকার উন্নতির মূলে এই সংগ্রামেরই ইতিহাস লিপিবদ্ধ। নিষ্ঠুর নিয়তির নিশ্চিত নির্দ্দেশে জীবনের শেষ ঘটে, পড়ে থাকে জীবন-ব্যাপী সংগ্রামের ক্ষত চিহ্ন পৃথিবীর বুকে। তাই মনে হয় অসত্য এই জীবনে সন্ধানী মানুষের সংগ্রামের সভ্যতাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে সভ্যতা; পৃথিবীর বুকে দাগ টেনে অনিশ্চিত কালের জন্য বেঁচে থাকতে হ'লে চাই জীবন-ব্যাপী সংগ্রাম। হে ক্ষণস্থায়ী জীবনের অসীম সাহসী যোদ্ধা-! ক্ষেত্র তো পড়ে আছে ধরার বুকে, বিজয় চিহ্ন এঁকে রেখে যাবার ব্যবস্থা করেছ কি? যদি বাঁচতে চাও,—তৎপর হও; দিন আগত ওই।

বাংলা ভাষায় ফরাসী শব্দাবলী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সোপবদ্দ – বিচারার্থে প্রেরণ, হপ্তা – সপ্তাহ, হব – প্রতি, হরকত – বাধা, হরদম — সর্বদা হস্তবুদ — জমাবন্দি, হাঙ্গামা — দাঙ্গা, হাজাব — সহস্র, হাবিলদাব — দেশীসেনানায়ক, হামানদিস্তা — লোহা ইত্যাদিব কানা উঁচু খল ও মুষল, হামেশা — সর্বদা, হামেহাল — সর্বদা, হিন্দী — উত্তর ভারতের ভাষা, হিন্দু — সনাতনপন্থী ভাবতীয় জাতি।

—সমাপ্ত—

অমৃতস্য পুত্রাঃ

ইতিহাসের যাদুঘবে সম্প্রতি জমা পড়ল এমন একটি বিস্ময়কব ও রোমঞ্চকর বিষয়-রত্ন যা পৃথিবীতে এব আগে কখনও ঘটেনি। গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার কেপ্ট কেনেডির ঘোষনায় জানা গেল, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-১৫মিঃ তিন জন দুঃসাহসিক মহাকাশচারীকে নিযে এ্যাপোলো-৮ চন্দ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এই তিন জনেব নাম হল যথাক্রমে ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান (দলপতি), জেমস্ লোভেল এবং উইলিয়ম অ্যাণ্ডাবর্স। ভাবতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-২১মিঃ-এ অতিকায় স্যাটারন-৫ রকেটের প্রথম পর্যায় তাদের ৩৮মাইল উচুঁতে তুলে দিয়েছিল। ২মিঃ ৩৩সেঃ পবে দ্বিতীয় পর্যায় চালুহযে তাদের তুলে দিল আরও ৮০মাইল উঁচুতে—মোট দাঁড়াল ১১৮মাইল, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই তৃতীয় পর্যায় চালু হল এবং সে-ই 'এ্যাপোলো—৮' মহাকাশযানকে পৃথিবীব কক্ষপথে তুলেদিল। শুরু হল পৃথিবী প্রদক্ষিণ, ঘণ্টায় গতিবেগ ১৭৪০০ মাইল, ঠিক এ সময় ৩য় পর্যায় রকেটটি নিবিযে দেওয়া হল।

পৃথিবী ছেড়ে যাবার প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে ভারতীয় সময় ৯-১২মিঃ পৃথিবীর নির্দেশ: এবার ছুটে চলো

(পরবর্তী অংশ ৩৪৩ পৃষ্ঠায়)

পেশা

শ্রীদিলীপ কুমার দাস বিশ্বাস।
বাঁকুড়া।

সেকেণ্ড ক্লাশ ওয়েটিং রুমে বসে ট্রেণের তীক্ষা করছিলাম। এবং ভদ্রলোক আমার শের আরাম কেদারায় এসে বসল। পরনে মী স্যুট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, কালো কচকে পয়েন্টেড ইটালিয়ান সু, হাতের ব্জিতে একটা বিরাট আকৃতির ঘড়ি, এক তে দামী ফোলিও ব্যাগ। সমস্ত দেহে ভিজাত্যের ছাপ। দেখে মনে হয় বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ।

পুরাণ চিন্তায় লিপ্ত হলাম রেলওয়ে কর্মচারীদের সময় জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্য বোধছিল আমার চিন্তার বিষয়, সেই সাথে ট্রেনের ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে মনে মনে শাপ—শাপান্ত রছিলাম। হটাৎ 'রাবিশ' বলে একটা শব্দ কানে আসতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার নিকটের নবাগত বাবুটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনটি আঙ্গুল দিয়ে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, —দেখুন ত কি ব্যাপার। সেকেণ্ড ক্লাশ ওয়েটিং রুম অথচ কোন রেল সুইপাররা এই চেয়ার সোফা গুলো পরিষ্কার করে রয় না। দিলে আমার প্যান্টটার বারোটা বাজিয়ে। দু'এক জন রেল বাবুদের মাস্থ'ল ইনামের চেয়ে আমার এই প্যান্টের দাম বেশী। টিকিট না কাটলে তখন জেলের ভয় দেখান হয়। এবারে কর্তাদের প্যাসেঞ্জারদের প্রতি কোন রকম কেয়ার নেই। দিন দিন যুগটা কী হচ্ছে! সব কিছুতেই করাপসান্ শুরু হয়েছে।

অন্যান্য চেয়ার টেবিল গুলো সাফ করা হয়েছে বলে মনে হল। তাই ভদ্রলোকের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে একটু যেন সন্দেহ হল পরে অবশ্য দ্বিতীয়বার তাঁর দিকে নজর দিতেই খটকা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম উনি জুতা সমেত দু' পা তুলে মহাসুখে গভীর একাগ্রতার সাথে হিন্দি একটা ইংরাজীর বই পড়ছেন।

কিছুক্ষণ পর দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। ওনার ফোলিও ব্যাগের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা! পি. রুদ্রর পুরোটা কি?

ডান চোখ তুলে সান্দ্রদৃষ্টিতে নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন,—প্রতিনিধি রুদ্র। কিন্তু আমার নাম যে পি, রুদ্র তা আপনি জানলেন কেমন করে?

বড় টেবিলের উপর রক্ষিত ফোলিও ব্যাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম, —ও টা থেকে।

বিস্ময়ে ও লজ্জা মিশ্রিত এক ধরণের হাসি হেসে প্রতিনিধি বাবু বললেন, — বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ত আপনি। কিন্তু আপনার নাম —।

প্রতিনিধি বাবুর কথা শেষ হবার পূর্বেই বললাম, — ডি, সেন। অর্থাৎ দর্শক সেন।

ধীরে ধীরে জানতে পারলাম দু'জনের গন্তব্য স্থল একই। উনি দমদম কলেজের ইতিহাসের লেকচারার। কথাবার্তা শুনে মনে হল বেশ বড় ঘরের ছেলে এবং ছাত্র জীবনে বেশ নাম করা ছাত্র ছিলেন।

আমি একটি সিগারেট বের করে তাঁর দিকে খোলা প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, — নিন, একটি সিগারেট খান।

— ধন্যবাদ। তবে কি জানেন আমি বড় একটা সিগারেট খাই না। ক্রাইসিসের বাজারে ওসব বাজে খরচ করে লাভ কি বলুন। তাছাড়া কোন উপকার ত নেই বরং অপকারই বেশী। শুনলাম নাকি এবার থেকে আমেরিকায় সিগারেটের প্যাকেটের ওপর লেখা থাকবে — ইট্ ইজ হারম্ফুল ফর ইওর হেলথ্। তবে আপনি যখন অফার করছেন তখন —। কথাটা শেষ না করেই উনি একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বেশ আমেজ করে খুব জোরে একটা টান দিয়ে চোখ মুদলেন। আমার মনে হল অনেকদিন পর সিগারেট খাওয়ার এক অতৃপ্ত সুখ অনুভব করছেন।

প্রতিনিধি বাবু সঙ্গে থাকায় ভ্রমণের একঘেয়েমি দূর হবে ভেবে আশ্বস্ত হলাম। গাড়ী আসতেই একটা খালি কামরা দেখে উভয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। বলাই অন্যায় হবে না, প্রতিনিধি বাবু বেশ বাকপটু ব্যক্তি। গাড়ীর ক্রম বর্দ্ধমাণ গতির সাথে তার বক্তৃতা চলতে লাগল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে এক পোঁঢ়া শীর্ণকায়া ভিক্ষুক গাড়ীতে উঠে পয়সা চাইতে লাগল। উনি তখন আমায় ভারতের শিক্ষা সমস্যার একটা গুরুতর অধ্যায় গুরু গম্ভীর স্বরে বোঝাচ্ছিলেন। — বাবু, একটু দয়া করুন। ভিখারীর মুখে কথাকটি শুনেই ভীষণ রেগে তাকে প্রায় তেড়ে এলেন যাও যাও এখানে কিছু হবে না। খেটে খেতে পার না। একটা এমনতর গুরুতর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বাধা পড়ায় উনি খুব রেগে গেছিলেন।

বেচারী ভিক্ষুক মেয়েটির করুণ ভয়ার্ত মুখ দেখে আমার দুঃখ হল, আমি কিছু দিতেও পারতাম। তাহলে আমার সহযাত্রী মহোদয়ের অপমান হবে তাই দু'পাটি শুভ্র দাঁতের কিছু দংশ প্রকাশ করে মুখে তার উক্তিকে সমর্থন করার ভাব এনে ক্ষান্ত রইলাম।

প্রতিনিধি বাবুও সুযোগ বুঝে শিক্ষা সমস্যাকে সাময়িক ভাবে চাপা দিয়ে অর্থনীতিতে ঝাঁপ দিলেন।

ভিখারী দেখিয়ে উনি বললেন, — এই, এদের জন্য আমাদের দেশ অর্থে অপুষ্ট। এরাই দেশকে দরিদ্র করে তুলেছে। ভিক্ষায় চাল ডাল আর খারাপ। জানে ট্রেনে উঠলেই দু'

পয়সা হবে, কে আর খেটে খাচ্ছে। এতেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। ছোট বড় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কাজ করা উচিৎ, এতে ব্যক্তি-গত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হবে। নিজেকে বাঁচাতে গেলে আগে দেশকে বাঁচাতে হবে। আমাদের সরকারের এ বিষয়ে একটা বিহিত করা উচিৎ। যান কমিউনিষ্ট কান্ট্রি রাশিয়ায় বা অন্য এ রকম দু'একটি দেশে দেখবেন সেখানে কি ব্যাপার। নো বেগিং বিজনেস্ খাটো খাও। কয়েক সেকেণ্ড চুপ-চাপ থেকে আবার জের টানলেন, — আচ্ছা বলুন ত পরের কাছে হাত পাতার চায়তে একটু খাটতে কি দোষ? ভাবলাম, বলি, — কিন্তু কাজটা দেবে কে? আর কাজের বিনিময়ে যে সামান্য মজুরী পায় তাতে ও ভিক্ষে না করলে চলে না। মিছে তর্ক এড়াবার জন্য কথাটা মনের মধ্যে পুষে রাখলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি সাহস পেয়ে বলে চললেন, — আমাদের দেশের আজ যে এই দুরবস্থা। খাদ্যাভাব, জনসংখ্যা প্রভৃতি যে নানা সমস্যা এর জন্য দায়ী কে? দোষী কারা জানেন? আমরা সকলেই। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করছিনা। আমরা প্রত্যেকে আত্মকেন্দ্রীক, স্বার্থান্ধ হয়ে গেছি নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর আমরা কিছু দেখিনা।

যতদিন জাতীয় স্বার্থের চিন্তা আমাদের মধ্যে না গজাবে ততদিন আমাদের দেশের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। আড়চোখে দেখলাম পাশের যাত্রীরা অনেকেই প্রতিনিধি বাবুর প্রতি আসক্ত হয়েছেন। হবে না। হাজার হলেও সত্যকথা বলছেন। মনে মনে ভাবলাম—না, লোকটা সত্যই অভিজ্ঞ। সব বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান রাখে।

—এই যে ছাত্র সমাজ। এরাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু ছাত্রর আজকাল 'ছাত্রানাং অধ্যয়নাং তপঃ' কথার অর্থ ভুলে গেছে। এবার সুযোগ বুঝে একটু খোঁচা দিলাম, - কিন্তু বিংশ শতকের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেছেন যে ছাত্রদের শুধু অধ্যয়ন নিয়ে থাকলে চলবে না, দেশের ও দশের কাজের দিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

উনি প্রায় আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে উত্তর দিলেন,—সে কথা হাজার বার সত্য। কিন্তু দেশের ও দশের কল্যাণের নাম করে ট্রাম-বাস ট্রেন পোড়ালেই কি তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়! মিথ্যা প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার অভিযোগে পরীক্ষা ভন্ডুল করে পরীক্ষা কেন্দ্রকে রণক্ষেত্রে পরিণত— !

প্রতিনিধি বাবু আরও কি বলতে যাচ্ছি-লেন। কিন্তু পার্শ্বে কালো কোট ধারী টিকিট চেকারের আবির্ভাবে আবার বাধা পেলেন। টিকিট চায়তেই উনি বললেন, —পাশ আছে!

এত বড় এক জন উচিৎ বক্তা, জ্ঞানী,

খোপদুরস্ত সাহেব প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে পাশের সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখার তাঁর সাহস হল না।

তাঁর মুখে—পাশ আছে কথা দুটো শুনে আমার ভ্রূ জোড়া ঈষৎ কুঁচকে উঠল। একটু আশ্চর্য্য হলাম। চেকার মহাশয় স্থান ত্যাগ করলে, উনি আমার কাছে একটু সরে এসে মুখে গর্ব মাখা চাপা হাসির রেশ টেনে বললেন,—আমার নিজের নয়। আরে মশাই, কলেজের প্রফেসর আবার কবে পাশ পায় শুনেছেন। এক বন্ধুর কাছ থেকে ম্যানেজ করেছি আজকি!

আমার মাথাটা ব্যথা করায় প্রতিনিধি বাবুর পার্মিশন নিয়ে উপরের বাঙ্কে গা এলিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ এবং কখন ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে দু'জনের কথোপকোথন কানে এল।

একজনের অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর — তারপর — আজকাল খুব বাবু হয়ে গেছিস যে? কী ব্যাপার?

— কি আর করব বল। তোদের মত বড় অফিসার হতে না পারলেও কিছু রোজগার ত হচ্ছে তাই সাধ আহ্লাদগুলো একটু করে মিটাচ্ছি। পরিচিত গলা। বুঝলাম প্রতিনিধি বাবু।

— বৌ কেমন আছে? এখন কোথায়?

— কেমন আছে জানিনা, তবে রয়েছেন বাপের বাড়ীতে।

— কেন?

— 'ডিভোর্স' হয়ে গেছে। প্রতিনিধি বাবু বিনা দ্বিধায় নি:সঙ্কোচে বলে গেলেন। — কোর্টে গিয়ে হাত ধরে এনে ঘরে তুললি আবার এক বছরের মধ্যেই কোর্টে গিয়ে বিদায় দিয়ে এলি। কী ব্যাপার তোদের?' — এমন কিছুই না। পাশ করা বড় ঘরের মেয়ে, আমার মত এমন হা-ভেতে বেকার স্বামী চায় না। আমিও তাই ভেবে চেষ্ট — প্রতিনিধি বাবুর কথা শেষ না হতেই তাঁর বন্ধু বলে উঠলেন — এই সুবুদ্ধিটা তোমার উর্বর মস্তিষ্কে আগে ফলেনি কেন? ভেবেছিলে বৌ এর মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাবে। এবার রাজ্য রাজকন্যা দু'টোই গেল ত। তা শুনলাম না'ক কোন কলেজে কি একটা চাকরী পেয়েছিস্।

— হঁ্যা।

— কোন পোষ্ট?

প্রফেসর।

—প্রফেসর। অঁ্যা-। উনি ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধি বাবু তৎক্ষণাৎ — স···স···স...করে একটা শব্দ করলেন যার অর্থ সাবধান, চুপ! আন্দাজে বুঝলাম আমার জন্যই এই সাবধানতা। মনে মনে না হেসে পারলাম না।

প্রতিনিধি বাবুর সাবধানতার জন্য ওরা খুব সতর্ক হয়ে ফিস্‌-ফিসকরে আলোচনা করছিল। ওদের কথাবার্তায় একটি বর্ণও

আমার কানে এলো না। আর যা এলো তার অর্থ বোধগম্য হল না মিথ্যা সময় অপচয় না করে ঘুমবার চেষ্টা করলাম। প্রতিনিধিবাবুর সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষন পরে ঘুম ভাঙ্গলে খেয়াল হল আমার কামরায় পুরাণ কেও নেই। কয়েকজন নতুন মুখের অবির্ভাব ঘটছে। প্রতিনিধি বাবুকে কোথাও নজরে পড়ল না, সেই সাথে আমার সুদৃশ্য দামী লেদারের ব্যাগটাও দেখতে পেলাম না। সহযাত্রীদেরকে হৃত সম্পত্তিটির বিষয় জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হল না। কারণ জানতাম কোন লাভ হবে না।

মনকে সান্তনা দেবার জন্য পকেটে মনিব্যাগের নিরাপদ অবস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম।

—::—

বৈদ্যুতিক মৎস্য

—শ্রীদেবকুমার দাস (রাঁচি - বিহার)

জীবদেহে অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্য দহন জনিত রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ রূপান্তরিত হয়।

মানুষের স্নায়ু ও পেশী যখন সক্রিয় ও উত্তেজিত হয় তখন অল্প পরিমানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গত ইলেকট্রো—এন্সে—ফালোগ্রাম্ ও ইলেক্ট্রো কার্ডিওগ্রাম এই দুই যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা যায়।

ইলেক্ট্রো এন্সফালোগ্রাম নামে এক যন্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত মানুষের মস্তিকের কোষগুলির অতি মৃদু বৈদ্যুতিক স্পন্দন বহুগুন বর্দ্ধিত হয়ে ঢেউয়ের আকারে কাগজে রেখাঙ্কন করে। এই রেখাঙ্কন দেখে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুর কার্য্যকারিতা বোঝা যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় একজন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১৩টি তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়। কিন্তু মৃগী রোগীর নিকট থেকে সেকেণ্ডে এই তরঙ্গ রেখা ৬ অথবা ৭টার বেশী হয় না। বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের এই তরঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তড়িৎ শক্তির দ্বারা এক প্রকার যান্ত্রিক কৌশলে অঙ্কিত হৃতকম্পন জনিত বৈদ্যুতিক শক্তির রেখাচিত্রকে ইলেক্ট্রোকার্ডিও গ্রাফ বলে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় কোন দোষ বা ত্রুটি উপস্থিত হলে এই যন্ত্রের দ্বারা তার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হয়; রেখাচিত্রের আকৃতি প্রকৃতি দেখে হৃৎপিণ্ডের দোষ বা ত্রুটি ধরা সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ শক্তির অধিকারী প্রধানত মৎস্য জাতের প্রাণীরা এবং জীবজগতে সবচেয়ে বিস্ময়জনক প্রাণী বোধহয় বৈদ্যুতিক মাছ। বাইন, (Electric Eel , মোর্মিরাস (Morimiras), টরপেডো বা বিজলীরশ্মি মাছ (Torpedo or Eletric ray fish , ষ্টার গেজার (Star Gazer), জিম্নোটাস, মার্জ্জার বা বিড়াল মাছ (Cat fish) প্রভৃতি কয়েক জাতের মাছে বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি অতিশয় বিবর্ধিত ও প্রকাশিত।

বৈদ্যুতিক বাইন ও বিজলী রশ্মি মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র এদের চামড়ার মধ্যে থাকে কিন্তু মার্জ্জার বা বিড়াল মাছের কয়েকটি গ্রন্থি বা Gland অস্বাভাবিক ভাবে বড় হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের মত কাজ করে ব্রেজিলের নদী ও জলাশয়ে যে জাতের বাইন মাছ পাওয়া যায় তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি সবচেয়ে বেশী। বাইন মাছ দশফুট দীর্ঘ হয় আর এদের লেজই আটফুট লম্বা হয়। এদের দেহ সবুজ বর্ণের এদের চোখগুলো এত ক্ষুদ্র হয় যে সহজে দেখা প্রায় অসম্ভব। বাইন মাছের দীর্ঘ লেজের দুইপ্রান্তে অজস্র সজীব বিদ্যুৎ উৎপাদক কোষ বা ইলেকট্রিক সেল আছে। এই বাইন মাছের বৈদ্যুতিক শক্তি ৩০০ ভোল্টের সমান। অর্থাৎ সাধারণ বাড়ীতে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তার থেকেও এই বিদ্যুৎ শক্তি বেশী। ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ ও সামুদ্রিক জীব বৈদ্যুতিক বাইনের কাছে এলে বাইন তাদের প্রবলভাবে তড়িতাঘাতে মেরে আহার করে। মানুষ ও অন্যান্য বড় জীবজন্তু এই মাছের বিদ্যুৎ সঞ্চারের ফলে কিছুক্ষনের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কথিত আছে নিউইয়র্কের জলাধারে এমন একটি বড় বাইন মাছ ছিল যার বিদ্যুৎ শক্তিতে আলো জ্বালানো ও ঘণ্টা বাজানো সম্ভব হয়ে ছিল।

• হামবোলড নামে এক জীববিজ্ঞানী প্রমান করেন যে বৈদ্যুতিক ইল একবার বিদ্যুৎ নির্গত করার পর এদের দেহস্থিত সজীব বিদ্যুত উত্পাদক কোষগুলি দুর্বল হয়ে যায় এই কোষগুলিকে পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য ইলকে খাদ্য ও বিশ্রাম নিতে হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির অধিকারী হিসেবে টরপেডো বা বিজলী রশ্মি মাছের নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেন পর্ত্তুগালের পশ্চিম উপকূলের নদী ও জলাশয়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এরা ২ মিটার লম্বা এবং এদের ওজন ১০০ কিলোগ্রাম। এদের দেখতে অনেকটা গীটারের মত। টরপেডো মাছ ৩০০ ভোলট আট অ্যামপ্লিয়ারে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করতে

সক্ষম। ছোট ছোট মাছ সামুদ্রিক প্রাণীকে এরা হঠাৎ আক্রমণ করে আহার করে।

কোন ইস্পাতের দণ্ড তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রেখে এতে বিজ্ঞানী রশ্মি মাছের তড়িৎ সঞ্চালন করলে ঐ ইস্পাত চুম্বকে পরিণত হয়। অনেক দিন আগে যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়নি তখন রোম দেশের চিকিৎসকেরা বাতরোগীদের রোগ সারাবার জন্যে টরপেডো মাছের কাছ থেকে তড়িতাঘাত গ্রহণ করতে বলতেন।

নীল নদের মোরিমিরাশ নামক বৈদ্যুতিক মাছ বিস্ময়কর রাডার যন্ত্রে সজ্জিত। এই মাছের লেজে পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুত স্রোতের (Atternating Current) একটি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্র (Generator) আছে। ঐ যন্ত্র প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ বার পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুত স্রোত (Atternating Current) প্রেরণ করে। এই মাছকে ঘিরে যে বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় ক্ষেত্রে তা পারিপার্শ্বিক বস্তুর সঙ্গে সংঘাতে প্রতিফলিত হয়ে মাছের পৃষ্ঠস্থ একটি গ্রাহক যন্ত্রে তত্‌ক্ষণাত সংগৃহিত হয়ে যায়। এই রাডার ব্যবস্থা অতিশয় অনুভূতি সম্পন্ন সেজন্য মোরিমিরাশ মাছকে একটি জালে আবদ্ধ করা যায় না। এই মাছ যখন কোন জলাধারে থাকবে তখন যদি কোন লোক তার কাছে এসে চুল আঁচড়ায় তখন এই মাছ উত্তেজিত হয়ে উঠবে কারণ চুল আঁচড়ানোর জন্যে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমেরিকার কাছে সমুদ্রের তলায় ষ্টার গেজার নামে এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। এই মাছের তড়িত উৎপাদক যন্ত্র এদের চোখের পাশে স্থাপিত। এই মাছও খুব বেশী তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে। এরা নানা প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী ও ছোট ছোট মাছ তড়িতাহত করে আহার করে।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে সুরিনাম বলে একটা সহর আছে। সেখানে নদী ও জলাশয়ে জিম্নোটাস বলে এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। তাদের শরীরে সব সময় উচ্চ চাপের বিদ্যুত প্রবাহিত হয়। এরা জলের নানা প্রকার ছোট ছোট মাছ ব্যাঙ এবং পোকামাকড়কে তড়িতাঘাত করে আহার সম্পন্ন করে। মানুষ ও নানা প্রকার বড় জীবজন্তু এদের সংস্পর্শে এলে তড়িতাঘাত অনুভব করে। ক্যাপ্টেন ষ্টেডম্যান একবার এই মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে সুরিনামে গিয়েছিলেন। তিনি বহু কষ্টে এই মাছ ছিপে উঠাতে পারলেও হাত দিয়ে তিনি এই মাছকে কিছুতেই ধরতে পারেননি। যতবার তিনি হাত বাড়ান ততবারই ভয়ানক তড়িতাঘাত অনুভব

* ব্যারন ফ্রেডরিক হেনরিক আলেকজাণ্ডার ভন হামবোলড ১৭৬৯ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে প্রকৃতি বিজ্ঞানী, জীব বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্বিক ও ভ্রমণকারী ছিলেন। ইনি প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানের নানা অমূল্য পুস্তক রচনা করে গেছেন। তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে ভূবিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি অভিনয় চিত্তাকর্ষক। ইনি ১৮৫৯ সালে মারা যান।

করেন। এইভাবে তিনি মাছটিকে কুড়িবার ধরতে চেষ্টা করেন এবং তিনি মাছটির কাছ থেকে কুড়িবারই তড়িতাঘাত অনুভব করেন। শেষকালে তিনি বাধ্য হয়ে মাছটিকে জালে জড়িয়ে বাড়ী নিয়ে গেলেন। এই জিম্নোটাস মাছ খেতে খুব সুস্বাদু। আমেরিকার এক বন্য জাতি বেশ বুদ্ধির সঙ্গে কৌশলে এই মাছ ধরে। তারা যখন জানিতে পারে কোন নদীতে বা জলাশয়ে এই মাছ আছে তখন তারা সেই জলাশয়ে বা নদীতে বন্য ঘোড়া তাড়িয়ে আনে। ঘোড়ার পাল যখন সগম্ভীর জলে দৌড়া দৌড়ি করে জল তোলপাড় করে তোলে তখন এই মাছ ভয় পেয়ে ঘোড়াদের পেটে, পায়ে, পিঠে গায়ে তড়িতাঘাত করে তড়িতাঘাত খেয়ে ঘোড়ারা আরও উত্তেজিত হয়ে পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে ফলে ঘোড়াদের পায়ের চাপে অনেক জিম্নোটাস মরে জলের উপর ভেসে ওঠে আর যে গুলি মরে না সেগুলিও পায়ের চাপে আধমরা হয়ে যায় ও গা এলিয়ে জলের ওপর ভাসতে থাকে তখন ঐ বন্য লোকেরা জালের সাহায্যে এদের ধরে মহানন্দে ভোজ লাগিয়ে দেয়। উপরোক্ত মাছ গুলির তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র মাছের মাংসপেশীর কোষের পরিবর্ত্তনের ফলে গঠিত হয়। মাছ গুলির প্রতিটি কোষ অ্যাসিড জাতীয় তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে স্নায়ু দ্বারা মাছের মস্তিষ্কের যোগাযোগ থাকার জন্য এরা নিজেদের বিদ্যুত্ উৎপাদক যন্ত্রকে নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু নীল নদের মার্জ্জার বা বিড়াল মাছের কয়েকটি গ্ল্যাণ্ড (Gland) বা গ্রন্থি অনৈসর্গিক উপায়ে বড় হয় এবং সেই গ্রন্থিগুলি যখন পরিপুষ্টতা লাভ করে তখন সেগুলি তড়িত্ উৎপাদক যন্ত্রের কাজ করে। এই তড়িত্ ব্যবস্থার সঙ্গে বিড়াল মাছের মস্তিষ্কের কোন যোগ যোগ না থাকায় এদের সারা দেহের উপর দিয়ে সবসময়েই বিদ্যুত্ প্রবাহিত হয়। বিড়াল মাছ খাদ্য সংগ্রহ ও আত্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের এই বিদ্যুত শক্তি ব্যবহার করে। কোন প্রাণী বা মানুষ বিড়াল মাছকে স্পর্শ করলে তড়িতাঘাত অনুভব করে। বলা বাহুল্য যাইন, মোরিমিরাশ টরপেডো প্রভৃতি মাছের মত তড়িত্ শক্তি উৎপাদন করবার ক্ষমতা বিড়াল মাছের নেই। বৈদ্যুতিক মাছেরা তাদের এই বৈদ্যুতিক শক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের মতই আত্মরক্ষা ও আক্রমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবেই এরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

—•—

—গীতা রায়
(মেদিনীপুর)

পুত্রের মুখে এহেন কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রাণতোষ বাবু, বলে ওঠেন 'আমি তোমার মুখে নিশ্চয়ই উপদেশ শুনতে চাই না। আমি তোমার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হচ্ছি, এরপর কখনো যেন এরকম অন্যায় অনুরোধ তোমার মুখ থেকে শুনতে না হয়।' —বলেই ঘর হতে বেরিয়ে যান তিনি।

সুমন এতক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাণতোষবাবু ঘর হতে চলে যাবার পর একটি সোফায় উপর বসে পড়ে। মুখ তুলেই দেখতে পায় বাবার অল্প বয়সের ছবিটা পাশের দেয়ালের বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে তাকায়। — অদ্ভুত মিল ওর সাথে ওর বাবার অল্প বয়সের ছবিটার। ওরই মতো কোঁকড়ানো এক গোছা চুল সব কিছুতে না - মানার ভঙ্গীতে কপালের ওপর এসে পড়েছে, উজ্জ্বল ঝকঝকে দুটো চোখ, পুরু ঠোঁট, চোয়াল দুটো দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব দিয়ে গড়া, অথচ বাবার বর্তমান চেহারার সাথে তা যেন আর মিলে না, বাবার মাথায় চুলের বদলে বেশ বড় একটা টাক বিরাজমান, মেদবহুল শরীর, মুখে লোক-ভোলানো হাসি, গায়ে খদ্দরের জামাকাপড়। হাসি পায় সুমন এর। অথচ এই বাবাই নাকি একদিন দেশ উদ্ধারের কাজে বড় নেতা ছিলেন। অনেকবার জেলটাও ঘুরে এসেছেন।

প্রাণতোষবাবু সুমনের সামনে হতে এসে নিজের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যান ভাবেন সুমন তাঁর সেই ছোট্ট সুমন আজ তাঁকে উপদেশ দিতে এসেছে। এত কষ্ট করে তিনি চালগুলো কম দামে কিনে আড়তে জমিয়ে রেখেছেন, কালোবাজারে ছাড়লে প্রতিমন চাল তার কেনা খরচের চারগুণ করে ফিরিয়ে আনবে। ভেবেছিলেন এবারে লাভ হলে সুমনকে একটা গাড়ী কিনে দেবেন ওর কলেজে যাতায়াতের সুবিধার জন্য। তিনি নিজে কতবার পুত্রকে নিজের গাড়ীতে করে কলেজে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ও - নানান অজুহাত দেখিয়ে হেঁটেই চলে গিয়েছে। তখন অবশ্য পুত্রের বাবার সাথে এক গাড়ীতে যেতে লজ্জা করে এইটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু পুত্রের মুখে এ কি কথা! বলে কিনা তাঁর অত সাধের জমানো চালগুলো বাজারে ন্যায্য মূল্যে ছেড়ে দিতে! তিনি কার মুখে যেন শুনেছিলেন সুমন কলেজের ছাত্রনেতা। ভেবেছিলেন ওসব অল্প বয়সের পাগলামী কিন্তু এ যে তার পিছনেই লেগেছে। তাবড় তাবড় মালিক বর্তমানের মালিককে কালোবাজারী করার বিরুদ্ধে হুমকী দেখায়। বাপের সম্পত্তিতে লোভ নেই। নিজের মেহনতে — নিজে করে খাবে। নাঃ এর একটা বিহিত করা দরকার। সুমন এর কথা

ভাবতে গিয়ে তাঁর নিজের কথাই মনে পড়ে যায়। তিনি নিজেও কি এই সব পাগলামী কম করেছেন। উঠতি বয়সের দিনগুলোর কথা তাঁর মনে পড়ে।

তখন দেশ পরাধীন, অবিভক্ত বাংলা। তিনি সবেমাত্র কলেজে উঠেছেন। চারিদিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। দেশকে যে করেই হোক বিদেশীর হাত হতে মুক্ত করতেই হবে। সেই দেশমাতাকে স্বাধীন করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন পুরোধার অংশ। রাত নেই, দিন নেই, তিনি কিভাবে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কতদিন খাওয়া জুটেনি। বিপ্লবের খরচ চালাবার জন্য কত জমিদার বাড়ী লুঠ করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে স্কুল কলেজের ছেলের রক্ত গরম হয়ে উঠত। সবকিছু একে একে মনে পড়ছে। সেই সাথে মনে পড়ছে লীলার কথা। শ্যামলী মেয়ে, ছিপছিপে গড়ন, বড় বড় দুটি চোখ। আজ প্রাণতোষ বাবুর মনে পড়ে তিনি সেই সময় লুকিয়ে কবিতাও লিখতেন। লীলা পাশের বাড়ীতেই থাকত। প্রাণতোষ বাবুর মাষ্টারমশাই এর মেয়ে—এই লীলা, লীলা তাঁর কবিতায় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে—ওঁকে ভাল বেসেছিল। শ্যামলা শরীরে চকচকে চোখ দুটো দেখলে আদর্শের প্রেরণা আরো বেশী করে অনুভব করতেন প্রানতোষবাবু। আজ মনে পড়ে তিনি নিজের আদর্শকে যেমন করে ভাল বেসেছিলেন, তেমন করেই ভালোবেসেছিলেন লীলাকে। তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে, নিজে জেল খেটেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে। পূর্ববঙ্গ হতে ছিটকে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, তিনি, লীলা—সবাই। তার পরের দিনগুলোর কথা আজ এই এয়ার—কণ্ডিশনড ঘরে ডানলোপিলোর গদীতে বসে ভাবতে মন্দ লাগে না। দেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু তিনি কি পেলেন? একটা সামান্য চাকরির জন্য রাস্তার কলের জল খেয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেরিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কালোবাজারে নিচের তলার পদ্ধতিগুলো একে একে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। সেই সময় কী একদিনের কথা তাঁর মনে পড়ে যেদিন লীলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল, বলেছিল—'এই জঘন্য পাপের আশ্রয় হতে ফিরে চল, এতো আমরা চাইনি কোন কথায়' প্রানতোষবাবু শোনেন নি। লীলা শেষ পর্যন্ত তাঁর বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাক্ষান করে বলেছিল—'তোমার সুন্দরকে ভালোবেসেছি, কিন্তু তোমার ভিতরের নীচতাকে নয়। আজ তিনি একবার সুমন এর মা সরমা দেবীর পাশে লীলার মুখটাকে কল্পনা করেন। আর নিজের মনেই বলে ওঠেন—'Impossible' লীলা অমনভাবে লিপস্টিক মেখে, পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে নিশ্চয়ই ব্যবসার মত বড় বড় কনট্রাকট আদায় করতে পারত না। স্বাধীন দেশের জেলখাটা নেতা তিনি,

ব্যবসার ক্ষেত্রে তার কদর তখন অনেক। উন্নতির সিঁড়ির ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ এই ঐশ্চর্যের প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি শুনেছিলেন লীলা এক স্কুলমাষ্টারকে বিয়ে করেছে। তারপর এই তো সেদিন সেই রোরুদ্যমানা, আদর্শ বাদিনী লীলা তাঁর কাছে এসেছিল কিছু সুপারিশের জন্য। কারন তার একমাত্র ছেলে 'নীলাঞ্জন' এর যক্ষা হয়েছে। সে যাতে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে তার জন্য পুরানো সম্বন্ধের সূত্র ধরে লীলা এসেছিল। কিন্তু সেদিন তিনি তা করেন নি। লীলার ওপর পুরানো দিনের প্রতিহিংসার আকাঙ্খা মাথা খুঁড়ছিলো। তাই সেদিন নিষ্ঠুর ভাবে লীলাকে বিদায় দিয়েছিলেন। পরে শুনেছিলেন 'নীলাঞ্জন' মারা গেছে। লীলা আর তাঁর মাষ্টর স্বামী স্কুল মাষ্টারীই করে চলেছে পুরানো দিনের মতো। প্রানতোষ বাবুর হাসি পায় ঐ বোকামীগুলোর কথা ভেবে।

এতক্ষনে হঠাৎ দরজার দিকে নজর যায়। কারন সুমন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। মাথা তার উঁচু। প্রানতোষ বাবু বুঝতে পারেন সুমন কিছু বলবে বলেই এখানে এসেছে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন — 'কিছু বলবে নিশ্চয়ই। তা ভেতরে এসে বোস।' সুমন প্রত্যুত্তরে বলে = 'আমি এবাড়ী হতে চলে যেতে চাই।' প্রাণতোষ বাবুর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে বারেকের জন্য। পরমুহূর্তে নিজের কথা মনে পড়ে যায়। বলে ওঠেন — 'আদর্শ-বাদী হতে চাও? আমার নিজের কথাটি নিশ্চয়ই জান। ঠিক আছে যও। তবে তোমার মায়ের সাথে দেখা করেযো। ছোটবেলা হতে — আমার কাছে মানুষ হওয়া, স্নেহের কাঙ্গাল সুমন বলে ওঠে — 'না তার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যোগেন বাবুর বাড়ী গিয়েছেন।' প্রাণতোষ বাবুর মনে পড়ে যায় আগামী সোম-বার তাঁদের বিবাহবার্ষিকী। তাই বোধ হয়— পার্টির ব্যবস্থা করতে গেছেন সরমাদেবী। তিনি পুত্রকে বলেন — 'যাচ্ছ যাও, কিন্তু একদিন আবার ফিরে আসতেই হবে। এটা আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল। যেদিন দেখবে পেটে ভাত নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই সেই আদর্শ পালাবে লজ্জায়। সেদিন আমার কথাটা মনে কোর। সুমন উত্তর না দিয়ে পিতার কাছ হতে বিদায় নিয়ে আলাদা হয়ে যায় — আদর্শের দ্বন্দে। ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে যৌবনের ধর্মে, আদর্শের উন্মাদনায়।

দপ্তর

— ঠাকুরদাস আচার্য্য
(মুঙ্গের - বিহার)

যমরাজ প্রেরিত চিঠিটা কালেক্ট করতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন চিত্রগুপ্ত মহারাজ। অনন্ত পাত্রের পার্সোনেল ফাইলটা ভাল করে দেখ্‌লেন। একি! লোকটার এখনও স্বর্গের দশ দিন মানে মর্ত্তের দশ বৎসর আয়ু বাকী পাপ পুণ্যের কাটাকাটিতে। অথচ আজই যমরাজ লোকটার প্রাণ হরণ করে নিয়ে এলো। বিধানে লেখা আছে স্ত্রীর মৃত্যু শোকে লোকটার মৃত্যু হবে অথচ — যমরাজ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যু দেখালো। স্বর্গরাজ্যে এমন ভুল হতে থাকলেত সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে চলে যাবে দেখ্‌ছি। তিনি সাথে সাথে ফাইলটি ভগবান বিষ্ণুর সামনে তুলে ধর্‌লেন।

বিষ্ণু - ভগবান দু'তিন বার ফাইলটি পরীক্ষা করে যমরাজকে ডেকে আন্‌তে আদেশ দিলেন।

খবর পেতেই যমরাজ লোকটির ফাইল নিয়ে হাজির হলেন।

চিত্রগুপ্ত মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন 'তুমি আজকাল কি শুরু করেছ যমরাজ। মনোযোগ দিয়ে কাজ কর্ম্ম করছো না বলে মনে হচ্ছে। লোকটির এখনও মর্ত্তের দশ বৎসর আয়ু বাকী — আজই তুমি তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে এলে।'

যমরাজ কপাল কুঞ্চিত করে বললেন 'বলো কি। এমন মারাত্মক ভুল হওয়ার ত কথা নয়।'

— 'কথা নয় — হয়েছে এই দেখ' — বলে চিত্রগুপ্ত মহারাজ নিজের ফাইলটা যম-রাজের সামনে তুলে ধরলেন। দুই তিনবার যমরাজ ফাইলটি পরীক্ষ করে বললে 'না গুপ্ত, তোমার কোথাও ভুল আছে নিশ্চয়ই।' — যমরাজ নিজের ফাইলটা খুলে দেখালেন — দেখা গেল লোকটির পাপ পুণ্যের কাটাকাটিতে আয়ুর শূন্য।

চিত্রগুপ্ত মহারাজ যমরাজের হিসাবের সাথে নিজের হিসাব মেলাতে গিয়ে লোকটির ৮০ নং জন্মে বসে হিসাবের — পার্থক্য ধরা পড়্‌লো।

চিত্রগুপ্ত মহারাজ বললেন 'এখানে তোমার হিসাবের — ভুলল।'

— 'কি করে গুপ্ত? লোকটি ৮০ নং জন্মে অনিচ্ছাকৃত ভাবে গো হত্যা করেছিল বলে ২০ বৎসর আয়ু ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু একজন তৃষ্ণার্ত্ত কুকুরকে জল দানের পুণ্যের ফলে সে জন্ম থেকে আয়ুটা কাটতে পারিনি। ক'দিন থেকে লোকটি এত বেশী মদ খেতে শুরু করে দিয়েছিল যে আর বলার নয়। তাই একজন্ম থেকে ২০ বৎসর আয়ু কেটে নেওয়া হল। ছুরিকাঘাতে লোকটার মৃত্যু হবে — মদ খাবার পাপের ফলেই এটা হবে, ত' বিধানেই লেখা আছে। আমি কি ভুল করলুম?'

— 'কি যে বলছো তুমি। লোকটি গো-

হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল বলে যে তার দশ বৎসর সাজা মাফ করে দেওয়া হয়েছিল মানে ২০ বৎসর যায়গায় দশ বৎসর আয়ু ঘটানো হয়েছিল — তার হিসাব কোথায়?'

— 'লোকটি যে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল তা' আমার জানা আছে। কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্তের কোন ফল হয়েছিল বলে ত আমাকে জানানো হয়নি।'

— 'কি বলবো তোমাকে, D. O. letter দিয়ে তোমাকে জানানো হয়েছিল — সাথে সাথে পুরাতন ফাইলটার স্থলে নূতন বিধানও পাঠান হয়েছিল। তার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেখ আমার ফাইলে নথি করা আছে।

যমরাজ দেখলেন, ঠিকইত তিনি নিজেই চিঠিটা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, 'তোমার কথাই ঠিক গুপ্ত। চিঠিটা নথি না হওয়াতেই ভুল হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় বলতো?'

চিত্রগুপ্ত মহারাজ বললেন 'ভগবান বিষ্ণুর নিকটই পরামর্শ চাওয়া যাক্।'

ভগবান বিষ্ণু তখন মহর্ষি নারদ প্রেরিত মর্ত্তের Special Inspection report টা মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিলেন। এক যায়গায় লেখা আছে 'প্রভো। দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের আঠার দিনের যুদ্ধে আপনি যে প্রলয়ের সৃষ্টি করেছিলেন; মর্ত্তের মানুষ নির্মিত একটা ৫০ মেগাটন বম্ ঐরকম হাজার হাজার কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করতে পারে।' যমরাজের কথায় তাঁর চিন্তার ব্যাঘাত হল। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, 'এমন ছোট ছোট কাজের জন্য আমাকে বিরক্ত করবেন না আপনারা। মর্ত্তের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন না! মানুষগুলি আমার পূজা ছেড়ে দিয়ে কেমন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চল্‌ছে। কোন দিন যে আমার সাধের মর্ত্ত্য ধ্বংস করে দেয় বেটারা সেই ভাবনায়ই অস্থির। যান যান, কি করবেন না করবেন আপনারা নিজে ঠিক করুন গিয়ে।'

ধমক খেয়ে যমরাজ চিত্রগুপ্ত মহারাজকে নিয়ে বের হয়ে এলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন 'কিহে গুপ্ত। স্যারের মেজাজটা এমন গরম কেন? স্যারের না ছ' দিনের ছুটিতে যাওয়ার কথা ছিল। যান নি?'

—'হঁা হঁা তিনি গত পরশু থেকে ছুটি করছিলেন বৈকি। তাঁর যায়গায় ব্রহ্মা মহারাজের কাজকর্ম্ম দেখার কথা ছিল। কিন্তু ব্রহ্মা মহারাজ সৃষ্টিতে এমনই বিভোর হয়ে আছেন যে পালন করার কাজটি তাঁর আর মনে থাকে না। তাই তিনি শিবজীকে পাঠিয়েছিলেন। শিবজী চেয়ারে বসেই অমাকে ডেকে বললেন 'গুপ্তজী! মর্ত্ত্যের যুদ্ধের ফাইলটা নিয়ে আসুন ত একবার?' শুনেত আমি ভয়েই অস্থির। একবার একদিনের রিলিফ করতে বসে শিবজী মর্ত্তের প্রথম মহাযুদ্ধটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দু'দিনের রিলিফ করতে বসে মর্ত্তের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবার এসেছিলেন ছয়-

দিনের রিলিপ করতে। সময় ছিল অনেক। যদি এবার তৃতীয় মহাযুদ্ধ লেগে যায় তবে মর্ত্য ধ্বংস হয়ে যাবে একেবারেই। কি করি আমি। শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম 'স্যার! যুদ্ধের ফাইলটা বিষ্ণু ভগবান নিজের কাছেই রাখেন। যদি বলেন 'তবে কাল সকাল বেলায় তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো।' আমার কথা শুনে শিবজী মনক্ষুন্ন হলেন। মনক্ষুন্ন হওয়ার কথাই। ধ্বংসেই ত তাঁর মহাসুখ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু অনেক দিন থেকেই তাকে এ সুযোগ দিচ্ছিলেন না। এবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও প্রথম দিনটি কাজে লাগাতে পারছিলেন না শিবজী। আমি সেদিনই রাত্রি-বেলায় বিষ্ণু ভগবানকে সব কথা খুলে বললাম। শুনে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা মহা-রাজ তাঁর যায়গায় কাজকর্ম্ম দেখবেন বলে স্বীকার করেছিলেন বলেই তিনি ছুটি করতে রাজী হয়েছিলেন। শিবজীর উপর তাঁর কোন বিশ্বাস নেই।'

কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল। যম-রাজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন 'এখন কি করা যায় গুপ্ত?'

চিত্রগুপ্ত বললেন 'লোকটার প্রান আবার ফিরিয়ে দিলেই পার। সব ল্যাটা চুকে যাবে।'

যমরাজ বললেন 'ঠিকই বলেছ। আমার পুত্রের দ্বারা হবে না, আমি নিজেই যাব।'

যমরাজ বিষ্ণু ভগবানের চাপরাসিকে ডেকে। নিজের দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন অনন্ত পাত্রের প্রান বাবুর আধারটা ভাণ্ডার রক্ষক থেকে চেয়ে নিয়ে আসার জন্য। চাপরাসি চলে যেতেই যমরাজ বললেন 'চাপরাসি-টাকে নুতন দেখছি যে।'

চিত্রগুপ্ত মহারাজ বললেন 'হাঁ নুতনই বহাল হয়েছে। লোকটা আর জন্মে বিষ্ণু ভগবানের ভক্ত ছিল। লোকটি মরতে মরতেই তাকে নিজের চাপরাসি করে নিলেন। Interview পর্যন্ত হয়নি লোকটার।

যমরাজ বললেন 'এসব ভিটো পাওয়ারের ব্যপার। আমিও এমনি ফ্যাসাদে পড়েছি। আমিও আমার নিজের দপ্তরে দুজন লোককে বহাল করতে হল। লোকদুটি মঙ্গল শনির ভক্ত। কিন্তু একেবারে অপদার্থ—তবুও বহাল করতে হল।'

বিষ্ণু ভগবানের চাপরাসি অনন্ত পাত্রের প্রান বাবুর আধার নিয়ে আসতেই যমরাজ বললেন 'গুপ্ত চট করে কলকাতার হালের নকসাটা দাও তো কলকাতার যা রাস্তা-ঘাট, চন্দ্রসুর লেন আবার কোথায় কে জানে।'

কলকাতার চন্দ্রসুর লেনের উপর একটা লোক পিঠে ছুরিকাঘাত অবস্থায় পড়ে আছে। লোকটির জামাকাপড় এবং আশ পাশ ছোপ ছোপ রক্তে লাল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে

একটা ভীড় জমে উঠে। হঠাৎ মত্ত লোকটি নড়তে চড়তে থাকে। জনতা প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। তারপর তারা নিজেদের সামলিয়ে নিল। লোকটার পিঠের মধ্যে যে ছুড়ির বাটের মত দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ এটা এখন একটা ভাঙ্গা বোতলের মুখের দিকটা ছাড়া কিছুই নয়। লোকটি উঠে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করাতে বললো 'কি বলবো ভাই, হঠাৎ পিঠে এমন ব্যথা উঠ্লো যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।' 'আচ্ছা ঐ যে ভাঙ্গা বোতলটা দেখ্ছি — ওটা মদের বোতল নয়ত।' লোকটি লজ্জিত হয়ে বললো 'না, না। আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছে কিনা, স্ত্রী আজ অফিস থেকে ফেরার পথে এক শিশি আলতা নিয়ে যেতে বলেছিলেন। আমি ভাব্লাম এক শিশি নিয়ে গেলে কি হ'বে — এক বোতল যদি নিয়ে যাই তবে তিনি খুব খুশী হবেন— তাই এক বোতল আলতাই কিনে নিয়েছিলাম।

দেখা গেল সত্যিই। ভাঙ্গা বোতলটির গায়ে আঁটা লেবেলে লেখা আছে 'সুবাসিত তরল আলতা' বেঙ্গল ক্যামিকেল নির্মিত।

—•—

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি

— সৌমেন্দু মজুমদার (ভদ্রকালী, হুগলী)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাইডের মুখে শুনলাম যে এবারে আমরা যাব 'বিবি - কি মক্বারা' দেখতে। বিবি - কি মক্বারা হুবহু তাজমহলের অনুরূপ, ও সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রিয় বেগম দিলরস বানুর কবরের উপরে। এই সমাধি সৌধ গড়েছিলেন, তবে তাজের মত তত মার্বেল পাথরের সমারোহ নেই বা তাজের ঐতিহ্যময় স্থাপত্যের নিদর্শন খুব উল্লেখযোগ্য হিসেবে সেখানে স্থান পায়নি, ভেতরে দিলরস - বানুর কবর সাদা কাপড়ে ঢাকা, তার চারদিকে মার্বেল পাথরের পিলার আর পাথরের জালি বড়ই ঝিলমিল। সুউচ্চ চূড়াগুলো সূর্যের প্রখর আলোতে ঝক্ ঝক করছে। সামনের জলাশয়ে তার প্রতিচ্ছায়া। বিভিন্ন কোন থেকে বেশ কিছু ফটো নেওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় একটা ঘণ্টা ঝোলান ছিল দেখেছিলাম, নামার সময় সবাই একবার করে ঘণ্টায় আওয়াজ ধ্বনিত করে কবরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শেষবারের মত বিদায় নিলাম। বিবি - কি - মকবারার শেষে আমরা পেলাম পনচক্কী। সেখানে একটা

অফুরন্ত জলাধার আছে। ওপর থেকে অবিশ্রাম ভাবে জল পড়ছে সামনের একটা বিরাট পাথরের আধারে আর উপছে পড়ে পাথরের গা বেয়ে সেই জল চার পাশের নর্দ্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার সেই জলটাই ওপরে উঠে নীচে ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে জলাধারের সৌন্দর্য রাত্রেই বেশী খোলে। কারণ বিভিন্ন রঙের আলোর ফোকাসে জল-স্রোতের চেহারাটা হয়ে ওঠে অপরূপ। আমরা দিনের বেলায় গিয়েছিলাম বলে আলোর খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠল না।

এবারে ফিরে যাবার পালা। পূর্ণ উদ্যমে বাস ছুটে চলল ঔরঙ্গাবাদ সিটি অফিসে। হাঁটাহাটিতে সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই বাসে উঠেই সবাই একটু আধশোয়া অবস্থায় এলিয়ে পড়ল। একই পথ দিয়ে ফিরে আসবার সময় দূর থেকে বিবি-কি-মকবারার চূড়াগুলো আবার চোখে পড়ল, যেতে ইচ্ছে না করলেও জোর করেই ফিরতে হল, তবে ঔরঙ্গাবাদের চোখ ধাঁধানো ভাস্কর্য্যের আর স্থাপত্যের মাঝে তাদের স্রষ্টা ঔরঙ্গজেবের কবর টাই যেন এক ব্যাঙ্গের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কবরে কোন রকম কারুকার্য নেই — নেই কোন চোখে পড়বার মত স্থাপত্যের নিদর্শন। তার কোরান নকল ও টুপি বিক্রয় করা অর্থ দিয়ে সামান্য একটা কবর সাদা চাদরে ঢাকা, অবিশ্রাম রোদ বৃষ্টি জলে ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলাচ্ছে।

এবার অমোদের যাত্রার শেষ লক্ষ্য হচে শিল্প নগরী বোম্বাই। পরদিন রাত ৯ টায় ঔরঙ্গাবাদের মিটারগেজ লাইন থেকে যাত্রা শুরু হল। রাত প্রায় ১২॥• টার সময় এসে পৌঁছলাম ব্রডগেজ লাইনের ষ্টেশন মানমাড় জংশনে, সেখান থেকে পাঠানকোট বা বম্বে এক্সপ্রেস ধরতে হয়। প্রথমে বোম্বে এক্সপ্রেস এল কিন্তু আনরিজার্ভড্ অবস্থায় কম্পার্টমেন্টে ওঠা — সে এক অমানুষিক ব্যাপার। দরজা বন্ধ, জানলা দিয়ে এক সাথে ১• জন লোক ঢুকতে চেষ্টা করছে — সুতরাং চেষ্টা বৃথা দেখে একটা কুলীকে মাথা পিছু ৭৫ পয়সা করে দিয়ে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে জায়গা করে নিলাম, ট্রেন এমনতেই লেট ছিল। সুতরাং বোম্বে ভি, টি, স্টেশনে এসে পৌঁছল প্রায় ১২ টার সময়। মালপত্র স্টেশনে রেখে বেরোলাম হোটেল খুজতে। সব হোটেলেই লোক ভর্ত্তি আর তার ওপর দৈনিক চার্জ ১২ টাকার কম নয়। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও কোথাও জুটে পেলাম না। তখন ষ্টেশনের কাছাকাছি না পেয়ে, নওরোজী রোড্ পেরিয়ে মেট্রো সিনেমা ছাড়িয়ে কালভাদেবী রোডে একটা হোটেলে এসে উঠলাম, মোটামুটি আস্তানা হিসেবে ভালই। তবে খাওয়ার খুবই কষ্ট। কারন অধিকাংশ দিনই ভাত পাওয়া যায় না, যাই হোক পরদিন থেকেই বোম্বে যাবার প্রোগ্রাম ঠিক হল।

পর দিন ভোরে টুরিষ্ট অফিসে গিয়ে

লাক্সারী বাসে মাথাপিছু ৫টাকা করে টিকিট কেটে নিয়ে এলাম। ঐ বাসে করে বোম্বে শহর টা ঘোরা হবে। দ্রষ্টব্য জিনিষ প্রচুর ছিল কিন্তু সময়ের অত্যন্ত অভাব থাকায় শুধু চোখ বুলিয়েই যেতে হল। দাদাভাই নওরোজী রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড আর হেনরী রোড এর ক্রসিং এ ফ্লোরা ফাউন্টেন। বোম্বের সবচেয়ে জনবহুল জায়গায়। সেটা পেরিয়ে প্রথমে এলাম গেটওয়ে অব্ ইণ্ডিয়ায়। তার কাছেই বিখ্যাত হোটেল তাজমহল। প্রায় তাজমহলের প্যাটার্ণের তৈরী। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটা সকালের কুয়াশায় মন্দ লাগছিল না। যাই হোক মিনিট দশ পরেই এখান থেকে গিয়ে পৌছলাম ভিক্টো-রিয়া গার্ডেন্স্ এ কলকাতার চিড়িয়াখানার মতই প্রায়। খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাণী নেই বরং বোম্বের চিড়িয়াখানার চেয়ে কলকাতাটা আরও বেশী দর্শনীয়। তার পর এখান থেকে আমরা গেলাম হ্যাঙিং গার্ডেনস্ এ, সেটা সবচেয়ে দর্শনীয় বন বুট হাউস্। একেবারে একটা ওল্ড লেডিস্ সু এর প্যাটার্নে বাড়ীটা, তা ছাড়া তার ও লতানো গাছ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রানীর চেহারার সৃষ্টি করা হয়েছে। দূর থেকে দেখতে হবহু একটা উট বা গরুর মত। মালাবার হিল থেকে মেরিন ড্রাইভের দৃশ্যটা সত্যই মনোরোম। মেরিন ড্রাইভের সমুদ্র একেবারে নিস্তরঙ্গ। সবচেয়ে অপূর্ব লাগে সন্ধ্যা বেলা। বিভিন্ন আলোর রঙে ও রকমারী পোশাকে আচ্ছাদিত বিচিত্র সব লোক তাদের বিচিত্রতর ভাষার গুঞ্জনে যখন জায়গাটা মুখরিত করে রাখে তখন জায়গাটা বেশ বৈচিত্র্যময় লাগে।

যাই হোক্ মালাবার হিল থেকে নেমে এসে মেরিন ড্রাইভ দেখার পর গেলাম 'একোয়রিয়ামে'। কত আশ্চর্য রকমের মাছ, আর সামুদ্রিক প্রাণী সেখানে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে দেখলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। বিভিন্ন ধরনের কাঁচের বাক্সে কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে শঙ্কর মাছ থেকে আরাম্ভ করে রুই, কাতলা, হাঙ্গর, কাকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীকে সাঁতার কাটা দেখতে মন্দ লাগছিল না। কাছেই একটা বাক্সের গায়ে এই একোয়ারিয়মের নির্মাণের খরচ লেখা রয়েছে প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যেতেই বাসের হর্ন বেজে উঠল। এবার ফেরার পালা। ফেরার সময় ক্রেফোর্ড মার্কেটের পাশ দিয়ে ফিরলাম। সেটাই বোম্বের শ্রেষ্ঠ বাজার। হেন জিনিষ নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। একেবারে আমাদের নিউ মার্কেটের মত। তবে দাম খুবই বেশী, এখানকার বেশীর ভাগ বাড়ী-গুলিই গথিক শৈলীর অনুকরণে তৈরী। বোম্বেতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেখানকার যান-বাহন ব্যবস্থা, বাসে ভীড় একেবারেই নেই।

কণ্ডাক্টরের কথা মত লোক উঠছে। আর লম্বা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার মত এত অমানুষিক ভীড় চোখে পড়ল না, সেখানে সবাই বেশ শৃঙ্খলাপরায়ণ। তা ছাড়া সেখানকার লোকেরা বেশ পরিশ্রমী। রাত থাকতেই লোক চলাফেরা করছে বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি চলছে। বলতে গেলে প্রায় সারা রাতই এখানকার কর্ম্ম চাঞ্চল্য অব্যাহত থাকে, তবে এখানে সকালের আলো দেখা যায় প্রায় ৭৷৷৹ সময়। ৬ টা ৬৷৷৹ টার সময় রীতিমত অন্ধকার। কিন্তু কাজকর্ম্ম ঠিকই চলছে।

তারপর দিন ঠিক হল জুহু বীচে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে বিহার লেক, ও পাওই লেক দেখা। মেরিন লাইনস্ সুবার্বান স্টেশন থেকে ইলেক্ট্রিক ট্রেনে করে চেপে নামলাম সান্তাক্রুজে। সেখানে স্টেশনের কাছেই জুহুতে যাবার বাস পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়ানর পর বাসে উঠলাম, অনেক তথাকথিত ফিলম্ ষ্টারের বাড়ী অতিক্রম করে জুহু বীচে বাস এসে পৌঁছল। সগর্জ্জনে ঢেউগুলো বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে, ফেনার রাশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর তার মধ্যে অজস্র নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে বাতাসের উদ্দাম গতি — বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। যতদূর চোখ যায় বেলাভূমির বিস্তার চোখে পড়ছে — দিগন্তরেখা সমুদ্রের মধ্যে মিশে গেছে, আর তারই সাথে সফেন ঢেউয়ের বিরামহীন আনাগোনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য্য অস্ত গেল। তার পরই আরম্ভ হল রক্তিম অস্তরাগের সঙ্গে সমুদ্রের জলে রঙের খেলা। লাল, গাঢ় লাল প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের সমারোহ সত্যিই অপূর্ব্ব লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন এই মুহূর্ত্তটুকু সারা জীবন অক্ষয় হয়ে থাকুক! দিগন্তের প্রান্ত থেকে শেষ রশ্মিটুকু বিদায় নেবার পর সন্ধ্যার আঁচল যখন কুয়াশার আস্তরণে আচ্ছাদিত হয়ে চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বার উপক্রম করছে, তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম হোটেলে ফেরার জন্য। কিছু কেনাকাটা সেরে একটি নিশ্ছিদ্র ঘুমের আশায় খুব শীগগীরই বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

তারপর পরদিন ঠিক হল এলিফ্যান্টা গুহা দেখতে যাব। ফোনে যোগাযোগ করে সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লাম। গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়াতে লঞ্চের টিকিট বিক্রী হচ্ছিল সেখানে শুনলাম শেষ লঞ্চ ছাড়ে বেলা ১১৷৷ টার সময়। সুতরাং প্রয়োজন মত টিকিট কিনে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে লঞ্চে উঠলাম। বেলা ১১ টায় লঞ্চ যাত্রা করল এলিফ্যাণ্টার উদ্দেশ্যে। বোম্বে থেকে প্রায় ৭/৮ মাইল লঞ্চে করে যেতে হয় জল কেটে এগিয়ে চলল লঞ্চ। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতে লাগল তাজমহল হোটেলের সুউচ্চ চূড়া আর গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার থামগুলো। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ঘণ্টা দুয়েক পর এলিফ্যাণ্টায় এসে পৌছলাম লঞ্চ থেকে নেমে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া পর ওপরে ওঠবার সিঁড়ি পেলাম। গুহা

ওঠবার সিঁড়ি পেরোতে বেশ হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। সে যেন ডালভাঙ্গা ক্রোশ। অগুনতি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়। তবে গুহার স্থাপত্য সেই অজন্তা ইলোরার বুদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তির পুনরাবৃত্তি। তবে এদের আকার অনেক প্রকাণ্ড প্রায় দৈত্যর মত। এখানে মাত্র দুটো কি তিনটে গুহা আছে। পিকনিক স্পট হিসেবে সত্যিই আদর্শস্থানীয়। বহু সিন্ধী, মারাঠী আর পাঞ্জাবী পরিবার সতরঞ্চী আর টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে তাস সহ বসে গেছেন। ওপর থেকে সমুদ্রের শান্ত রূপ ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে একফালি কাপড়ের মত লাগছিল,— আকাশটা সমুদ্রের জলে এসে মিশেছে, দু' একটা মাল-বাহী ষ্টিমারের আনাগোনা আর সামুদ্রিক পাখীর পাখার ঝাপটানির আওয়াজ ছাড়া চারদিক বেশ নিস্তব্ধ। সামুদ্রিক বস্তু বলতে গেলে ঝিনুকই বেশী বেশ সস্তায় বিক্রী হচ্ছে। এখানে আগে বিরাট একটা পাথরের হাতী ছিল, সেটা এখন আর নেই, বোম্বে মিউজিয়মে রয়েছে। সেই হাতীর নামানুসারেই এই গুহাগুলোর নাম হয়ত হয়েছিল এলিফ্যান্টা কেভ্স্। মূর্ত্তিগুলো সেই গতানুগতিক বুদ্ধের নির্বান বা তাঁর কার্য-কলাপের উপর ভিত্তিকরেই সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় অজন্তা আর ইলোরার ভাস্কর্যের অনুরূপ। এবার এল ফেরার পালা। আবার মোটর লঞ্চে উঠলাম, একটানা যান্ত্রিক ধ্বনির সৃষ্টি করে ঢেউ কেটে এগিয়ে গেল লঞ্চ। পেছনে পড়ে রইলো বৃক্ষপত্র সমন্বিত এলিফ্যান্টা।

হোটেলে ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে মালপত্র গোছান আরম্ভ হয়ে গেল। জনতা এক্সপ্রেসে একটা কামরা রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। সেই দিনই রাত ৮টায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন থেকে বোম্বেকে শেষ বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। ফেরার পথে মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়েছিল কারন অনেক দিনের ব্যাস্তভার পরিসমাপ্তি ঘটল সেদিন। সত্যি কথা বলতে কি শিল্প নগরী বোম্বাই তার শৈল্পিক নিদর্শনে এত সুন্দর অভিভূত করে রেখেছিল যে ফিরে আসবার কোন তাগিদই অনুভব করছিলাম না। কিন্তু তবু যেতে হল। সেই হুসেল্ হকারের বিচিত্র আওয়াজের পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে আবার পা দিলাম অতি পরিচিত কলকাতায়।

—:০:—

ভাল মন্দ কিছুই দেখিওনা, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে প্রসূত চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্য দৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে স্বর্গ-নরক সকল স্থলে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন—সর্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ। সংগ্রাহক—৪৫১৮, শ্রীতারা চাঁদ নন্দী।

তোমা বিরহে

—সৌরেন্দ্র কুমার রায়। (সৈদাবাদ)
(মুর্শিদাবাদ)

বেদনা বহন করে চলেছি। তোমাকে কাছে না পাওয়ার বেদনা। আর তারই প্রচণ্ড আঘাত মনের শান্তিকে করেছে হরণ, এনেছে অতৃপ্তি হতাশা।

আকর্ষণ। কিসের যেন আকর্ষণ অনুভব করছি। বিনিময়ে, তারই সূত্র ধরে আমাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, তোমার দেওয়া পুরানো স্মৃতির সামনে।

জীবনে তো অনেক ঘটনাই ঘটেছে। কই, তার কোনটার জন্যই তো এমনভাবে আকর্ষণ অনুভব করিনি তবে তোমার ক্ষেত্রেই বা এমন হ'ল কেন?

তাহলে কী তোমাকে ভালবেসে ফেললাম। তাই হবে বোধহয়। ছোটবেলা থেকেই যে তোমাকে আমি দেখে আসছি, —স্কুলের পথে, বাসের স্টপেজে। অবশ্য ঐ পর্যন্তই। কাছে যাইনি। পরিচয় ছিল না।

অবশেষে একদিন সে বাধাও দূরীভূত হল। তখন তোমাকে জানলাম, চিনলাম, তোমার নাম শুনলাম। এক কথায়-পরিচয় হ'ল

ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই। কেননা তারপর থেকে প্রায়ই তো তোমার কাছে গিয়েছি, তোমাকে চেয়েছি, পেয়েছিও। তুমি তো আমাকে বারণ করনি, বরং নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছো, আমার কাছে। যেন এতেই তোমার আনন্দ, এতেই তোমার তৃপ্তি।

অমনি করে বিলিয়ে দিয়েই তুমি আমার মাথায় একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছো। বাড়িয়ে দিয়েছো তোমার প্রয়োজনীয়তা। তাইতো তোমাকে ভুলতে পারিনা। উপরন্তু, তোমার বিরহে কাতর হয়ে পড়ি। তোমার সেই মসৃণ-চিক্কণ দেহ, কোমল করের শীতল স্পর্শ আমি যেন এখনও অনুভব করি তাতে শিহরণ জাগে দেহে—মন হয় উদাসী।

মনে পড়ে শেষ মিলনের দিনটি। তোমার মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তনই আমি লক্ষ্য করিনি। প্রতিদিনের মতই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলে, সেদিনও। পরশে তোমার, দেহে জেগেছিল শিহরণ, হৃদয়ে উঠেছিল আনন্দের হিল্লোল।

সেই যে আনন্দ, সেই যে তৃপ্তি,—এখন বয়ে এনেছে বেদনা অতৃপ্তি। কিন্তু এ বেদনা সহ্য করা ছাড়া আর তো কোন উপায় নাই। চেষ্টা করেও তো তোমাকে এখন আর কাছে পাব না।

তাই বলছি, ওগো আমার বেদনা জ্বালা নিবারণ কারিণী 'কুল্‌পি', কবে তোমার আসবার সময় হবে? কবে আমার বিরহ যন্ত্রণার অবসান হবে?

—:•:—

ডনট্ ডিলে দি ট্রেন প্লীজ

— গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ

(চুঁচুড়া)

আগুন - আগুন - আগুন। আর বলবেন
;, ট্রামে আগুন, বাসে আগুন, রাজনীতিতে
াগুন, বাজার আগুন, মানুষের মেজাজ আগুন,
ট্রেনেও আগুন।

এই যে ছোকরা ট্রেনে কি সত্যই আগুন
লবে? — বলা যায় না, জোরালো ধোঁয়া
হচ্ছে, সম্ভবনা খুবই বেশী। নেমে গিয়ে
শীমদের নিয়ে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুন।
-কি ভাই বড় বড় বাত্তো খুব শিখেছো,
াসীমা - মেসোদের জ্ঞানও দিতে শিখেছো,
াত সব ফাজিল চ্যাঙড়ার দল। — আরে এত
ট্রস্ত থাকতে ভয় কেন? হয়েই থাকনা এক
ত। — না - না বাইরে এসে এ কাজ
করা ঠিক হবে না। — আরে ভাইয়া লেক্-
চারকা কিয়া ফায়দা হয়? ট্রেন জাদা লেট
হো গিয়া, ইসকো ছোড় দিজিয়ে। সব শেষে
হাতে ব্যাগ, মুখে বাঁশ, মাথায় টুপি, কালো
কোট পড়া ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বললেন, ডনট
ডিলে দি ট্রেন প্লীজ!'

কথাগুল শুনে নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন
ব্যাপারটা কি? এটা আর কিছু নয়, এটা
আমাদের একটা চলন্ত বাৎসরিক উৎসব।
অনিচ্ছা থাকা সত্বেও প্রায় প্রতি বছরই এটা
পালন হয়ে থাকে। এই উৎসবে দুঃখই ভোগ
করতে হয় বেশীর ভাগ, তবে সুখ বা আনন্দ
যে আসে না তাও ঠিক বলা যায় না।
আমাদের বছরে ভাগ্যদেবীর দয়ায় আমাদের
ভাগটা ভালই ছিল। আমি আমাদের এই
উৎসবটার একটু ছিটেফোঁটা খবর আপনাদের
লিখছি।

ট্রেনের শেষ কামরায় বড় বড় ইংরাজী
হরফে লেখা — 'এন্জিনীয়ারিং ইন্স্টিটিউট্
এণ্ড টেক্নোলজী ......ইত্যাদি। মাপ করবেন
ছাত্র বন্ধুরা আমি কোন এন্জিনীয়ারিং ইনষ্টি-
টিউটের ছাত্রদের নিন্দা বা দুর্নাম করছি না
কারণ আমিও পশ্চিম বাংলার একটি পলিটেক্-
নিকের ছাত্র সুতরাং করতে পারি না বা জীবন
থাকতেও করব না।

আমাদের এই বাংলা দেশে ঘোষ মন্ত্রীসভার
আগে বাংলা কংগ্রেস, ফঃ ব্লক, পি, এস, পি,
আর, এস, পি, কমিউনিষ্ট (বাম, ডান)
ইত্যাদি অনেকগুলি পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে
গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা। বর্ত্তমানে
তাঁরা গদীচ্যুত অর্থাৎ সেই সরকারের পতন
হয়েছে। আমাদের এল, সি, র ছাত্র সংখ্যা
ছিল ৬১ জন। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম
বিভিন্ন ক্যাটাগরির। এই ৬১ জন মিলে
আমরাও সেদিন গঠন করেছিলাম একটা অভেদ্য

যুক্তফ্রন্ট ছাত্র ইউনিট। মাপ করবেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তফ্রন্ট ছাত্র ইউনিটের মধ্যে কোন ভেজাল নাই, দল ছাড়াছাড়ি নেই আমাদের, তাই আমাদের পতন নেই, আমরা অমর। মাপ করবেন ঘোষ সরকার, যুক্তফ্রন্ট সরকার মানে পুরো রাজনীতিতে এসে গেছি। আমাদের মহামান্য নেতারা রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করা উচিৎ নয় বলে বুঝিয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে আমি একটু বেশী বুদ্ধিমান, তাই কেউ বুঝুক না বুঝুক আমি বুঝেছি। সুতরাং মেন লাইন ছেড়ে কর্ডে যাচ্ছি।

আমার বন্ধুদের নাম বিশু, ঝবুজু, হাবু, গোবু ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেকের নামেই শেষে উ অর্থাৎ কিনা হাবু, গোবু, ইত্যাদি। হয়ত ভাবেন কেন রাম, যাদব ইত্যাদি নামও তো হতে পারত। হ্যাঁ পারত কিন্তু আমাদের দলে এলেই ঐ রাম বাবুকেও হতে হত রামু আর যাদব বাবুকেও হতে হত যাদু। এটাও আমাদের ইউনিটের একটা যাদু বলতে পারেন।

প্রতি বছরই শীতে বিহারের ঐ উঁচু নীচু মাঠ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমরাও তাতে সাড়া না দিয়ে পারি না। তাই আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পরি প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের উদ্দেশ্যে। গোটা একটা মাস ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হয়। সঙ্গে থাকেন অভিভাবক হিসাবে ২/৩ জন অধ্যাপক। এই একটা মাসের সফরকেই বলা হয় সার্ভে ক্যাম্প।

ডিসেম্বরের কোন একদিন ষ্টেশনে ভীড়ে ভড়ে গেছে। ইনষ্টিটিউটের সব ছাত্র তাই সেদিন ষ্টেশনে। ট্রেনের অন্য যাত্রীরা তা অবাক হয়ে হয়ত ভাবেন হয়ত যুক্তফ্রন্টের কোন নেতা বা নামকরা কোন ফুটবল টীম ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আসবেন। তা তাঁদের অভিনন্দন জানাতে ষ্টেশনে এত ভীড় আঁজে না ইস্টবেঙ্গলও না, মোহনবাগানও ন স্বয়ং আমরা অর্থাৎ হাবু, গোবু, ঝবুজু ইত্যাদি এদেরকে অভিনন্দন জানাতে ষ্টেশনে ভীড় উপ পড়েছে। ট্রেনে আমাদের একতা, বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা শুনতে শুনতে কানে প্রা তালা লেগে যাবার যোগাড়।

ট্রেন ছেড়ে দিল। ঝবুজুদা তোমার ক্রীজট চেনটা নিয়েছ? সব ঠিক হ্যায়। বিদে যাচ্ছি সুতরাং আত্ম রক্ষার সরঞ্জাম প্রত্যেকে কাছেই অল্প বিস্তর কিছু আছে। লোকে (কয়ে জন) বলেন আমরা উগ্র প্রকৃতির। কেন জা না, মনে হয় এর সায়িন্টিফিক কোন কার আছে। এই সুনামটা আমরা বহুদিন হ পেয়ে আসছি উত্তরাধিকারী সূত্রে এবং পরব বংশধরেরাও পাবে। উগ্রপন্থী বলে আবা মাঝে মাঝে ভয়ও লাগে। কারণ দেশের অবস্থা।

পানাগড়, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, রাণীগ একের পর একে পিছনে ফেলে ট্রেন এগি চলেছে দ্রুতগতিতে। দুর্গাপুরে দেখলাম এ বৃদ্ধা মহিলাকে ধরে উঠতে সাহায্য করা

আমারই দুই বন্ধু নবু ও বিশু। তারপরই দেখি চেকারের সাথে নবু ও বিশুর ঝগড়া। চেকার নিজেই ধরা পড়ে গেছেন নবুদের হাতে, শেষে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি। আর একটা স্টেশনে দেখি এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে নাইনটি মাইল স্পীডে বলেই চলেছেন আপনার উপকার ভুলবার নয়, কখনও ভুলব না ইত্যাদি। জানি না হাবু তার কি উপকার করেছিল। তবে এটা ঠিক আমরা ঐ রকম ছোটখাট উপকার প্রায়ই করে থাকি। তাই উপকারটা কি সেটা জানবার আগ্রহ ছিল না। হঠাৎ পাশ থেকে চুল পোড়ার গন্ধ পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম একজন হিন্দুস্থানীর মাথার মোটা চুটকীটাতে (আধ হাত লম্বা) সিগারেটের আগুন লাগান হচ্ছে। পাশের কামরার সমু এক ভদ্র মহিলার সাথে অনর্গল বকে চলেছে ইংরাজীতে। বিষয় বস্তু রাজনীতি। তাই সমুর কাছেই বসলাম। বসেও কি শান্তি আছে? দেখি এক ভদ্রলোক আমাদেরই কথা বলছেন অপর একজন ভদ্রলোককে। একটু কথা কানে ঢুকল, 'পলিটেকনিকের ছেলেরা কত স্মার্ট' ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম, কেননা এত সুনাম বোধ হয় হজম হবে না। ট্রেনের গতির সাথে আমাদের আনন্দও সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলল। হঠাৎ রাণীগঞ্জের কিছু আগে আমাদের আনন্দের গতি যেন ব্রেক করল। আমরা সকলেই তখন বেশ হতভম্ব।

হ্যাঁ - হ্যাঁ - বা - বা তুই আমায় কি করবি। তোর মত অনেক অনেক হিরো আমায় হাতে গেল - এলো। এই এখানে এসে বেশী মস্তানি বমাস না। জানিস্ এটা কোন্ এরিয়া, একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাবি। আরে যা - যা অনেক এরিয়া দেখলাম, কে কাকে বেপাত্তা করে দেখা যাবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। বিদ্যুৎগতিতে গুম্ গুম্ দুই ঘুঁসি, এতেই ক্ষান্ত না, পাশের দুই বন্ধুর ঘাড়ে ভর দিয়ে বডিটাকে এয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে পয়েন্টেট্ সু-দিয়ে জোড়া পায়ে সামনের ছেলেটিকে সজোরে আঘাত। মনে হয় হিন্দী ফ্লিমের নায়কও হার মানবেন আমার এই বন্ধু 'মিঃ ধবুজুং' কাছে। ধবুজু এখন চলন্ত মঞ্চের নায়ক অর্থৎ ট্রেন হচ্ছে চলন্ত মঞ্চ, যাত্রীরা হচ্ছেন দর্শক, ধবুজু নায়ক আর আমরা তার চ্যালা।

বাঁশি বাজল, ট্রেন ছাড়ল, আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। গার্ড সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অনুরোধ জানালেন 'প্লীজ - ডনট্ - ভিলে দি ট্রেন'। আচ্ছা চল্ আসানসোল দেখা যাবে তোর মস্তানি। শালাকে জ্যান্ত কেটে ফেলব। শালা আমাদের এখানে এসে আমাদেরকে মেরে যাবে। অসম্ভব এটা হতে পারে না।

ট্রেন চলছে মন্থর গতিতে, জানিনা ট্রেনটিও বোধ হয় খুব ভাবনায় পড়েছে। সেও বোধ হয় ভাবছে তার বাবা কিছু একটা করা সম্ভব কিনা। পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ভগবানের বাবা এলেও আমাদের বিশেষ করে ধবুজুকে রক্ষা

করতে পারবেন না। তারা স্থানীয় ছেলে। ছাড়বার পাত্র তারা নয়। আমরা সকলে আত্ম রক্ষার জন্য যে যার সম্বল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। ভাববেন না বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের মত বুলি আওড়াচ্ছি। সত্যই আমরা প্রস্তুত। দুই দলের পুরোদমে প্রস্তুতি পর্ব চলতে লাগল। ধ্রুবজ্যোতিকে একটা ছোট কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আটকে রাখল করু আর শম্ভু। আমরা গোটা ট্রেনে ছড়িয়ে পড়লাম শত্রু পক্ষের গতি প্রস্তুতি লক্ষ্য করার জন্য এবং খবরাখবর যথাসময়ে পৌঁছে দিলাম আমাদের হেড কোয়াটারে। আসানসোল আসবার আগেই নির্দেশ এল প্রস্তুত হয়ে থাকবার, যে যার শক্তি নিয়ে লড়বে। মনে যেন হঠাৎ উঁকি দিল যুক্তফ্রন্টের পতন হবে না তো?

আসানসোল এল, গাড়ীও থামল। ৪/৫ মিঃ মধ্যে স্টেশন গমগম করতে লাগল। একটা থমথমে ভাব। কৈ সেই হিরো? আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে। কইরে বুকের ছাতি আছে তো নেমে আয়, বাপের ব্যাটা আছিস তো এখানে নেমে আয়। আপনারা ওকে নামিয়ে দিন। না সেটা সম্ভব না কারণ সে আমাদের একজন বন্ধু। যদি সে কিছু অন্যায় করে থাকে তার হয়ে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। না, না, ওসব ক্ষমাটমা হবে না। এস্পার — কি — ওস্পার হোগা। তবে আপনারা যা পারেন করে নিন আমরা নামাব না।

ইতিমধ্যে ট্রেন প্রায় ১৫ মিঃ লেট হয়েছে গার্ড সাহেবের কাতর অনুরোধ 'প্লীজ প্লীজ ডন্ট ডিলে দি ট্রেন'। জানিনা কারও কানে গেল কিনা।

রক্ত—রক্ত—কপাল দিয়ে রক্ত, নবুর কপাল দিয়ে ফিং দিয়ে রক্ত। ইস্ কি হল নবুর? ওরা কি মেরেছে? প্রতিশোধ নিয়েছে? না না ওরা মারেনি, ওরা মারেনি। একজন ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলা ট্রেন থেকে নেমে ডান দিকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলেন। আর উপর হতে একজন ছোকরা জোরে বাঁ দিক দিয়ে নীচে নামছিল। ভদ্রমহিলার সাথে ছোকরার সাংঘাতিক সংঘর্ষ। ভদ্রমহিলা নীচে পড়ে প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড়। এদিকে ভদ্রলোক রেগে ছোকরার কলার ধরে প্রায় মারবার উপক্রম এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের নবুর কপালেই আঘাত। নবুর রক্ত দেখে আমরা আর আমাদের অপর পক্ষ মানে শত্রু পক্ষে ভদ্রলোককে ঘিরে ফেললাম। অবশেষে ভদ্রলোক ক্ষমা চেয়ে নেওয়াতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমাদেরও আপনারা ক্ষমা করবেন। এতক্ষন ধরে আপনাদের সঙ্গে যা খারাপ ব্যবহার করেছি তার জন্য আমরা আসানসোলের ছেলেরা বন্ধুত্বের রাখী হিসাবে চিরদিন যত্ন করে তুলে রাখব।

এবার আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন। একেই বলে অঘটন। এ যেন

ডনট্ ডিলে দি টে্ন প্লীজ

ফ্রন্টের এক বিরাট জয়। শুরু হল অভিনন্দনের পালা। সিগারেট বিনিময়, ইষ্ট আরো কত কি।

টে্ন আরও ১৫মি: লেট। গার্ড সাহেব পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে আপনারা করছেন কি? টে্নটাকে দেরী করিয়ে আপনাদের লাভ কি? 'প্লীজ প্লীজ ডনট্ ডিলে দি টে্ন।

টে্ন ছাড়ল। আসানসোলের ছেলেদের মুখে 'থ্রি চিয়ারস্ ফর্ এন্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট এ্যাণ্ড টেক্নোলজী. থ্রি চিয়ারস্ ফর্ যুক্তফ্রন্ট ছাত্র ইউনিট, ইক—ইক—হুরে হুরে।

—:•:—

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(৩১৮ পাতার শেষাংশ)

চাঁদের দিকে, পৃথিবীর অভিকর্ষ অগ্রাহ্য করতে হলে মহাযানকে গতি দিতে হবে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। অতএব, রকেটের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল, চাঁদের সড়ক খুঁজে নিয়ে ছুটে গেল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের সেই পথ :স পথে মানুষ কোনদন এগোয়নি।

বুধবার, ২৫.শ ডিসেম্বর, বড়দিন, 'এ্যাপোলো-৮' চন্দ্র পরিক্রমা শেষ করে পৃথিবীর দিকে রওনা হয়েছেন।

এই রওনার মুখে নভোচারীরা রকেট ইঞ্জিন চালু করেন। ২০ঘণ্টা ধরে তাঁরা চাঁদ প্রদক্ষিণ করেছেন, নানা দৃষ্টি কোন থেকে চাঁদকে দেখেছেন, অবশেষে দশবার প্রদক্ষিণ শেষ হলে পর পৃথিবীর নির্দেশে তাঁরা রকেট ইঞ্জিনটি চালু করে চাঁদের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করে মহাকাশে দূর বিস্তৃত পৃথিবীর পথে এসে দাঁড়িয়েছেন—সেই পথ সব হু- লক্ষ ৪০ হাজার মাইল বিস্তারিত, সেই পথের শেষে রয়েছে পৃথিবী, সূর্যমণ্ডলের আর একটি গ্রহ। যাত্রার মুহূর্তে তাঁদের রকেটের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬ হাজার ১০ মাইল।

বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার জন্য যখন রকেটটি চালু করা হয়, তখন পৃথবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগই ছিল না, কেন না তখন তাঁরা ছিলেন চাঁদের ওপিঠে, যে পিঠ থেকে কোনক্রমেই বেতার তরঙ্গ পৃথবীতে এসে পৌঁছয় না।

২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার 'এ্যাপোলো ৮' ঠিক ৯—২১মি: প্রশান্ত মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে, তখন তার বাইরের অগ্নিসহ তাপমাত্রা উঠল ৬ হাজার ডিগরি ফারেনহাইট। দেখা গেল একটি আগুনের গোলা হয়ে মহাকাশযান

খানা পৃথিবীর দিকে নামছে।

শনিবার তিন হাজার টনের যে মহাকাশযানটি চাঁদের দিকে ছুটে গিয়েছে সে এক একটি তার অংশগুলি মহাকাশে ও আকাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেই অমিত শক্তিশালী স্যাটরন্ রকেটের কিছুই অবশিষ্ট নেই— তিনজন মহাকাশচারীকে চাঁদের আকাশ দেখিয়ে আনতে গিয়ে সে এক এক স্তরে তার এক একটি অস্থিপঞ্জর খুলে দিয়ে যখন সে পৃথিবীতে এসে পৌছল, তখন কী আছে তার? মহাকাশচারীদের কেবিনটি, কয়েকটি, ছোট ও হালকা জাতের ইন্জিনের একটি জ্বালানী আঁধার ৩ হাজার টনের মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে এল মাত্র ৫০ টনের মতো, ৩৬৪ ফুট দীর্ঘ দেহটি কাটছাঁট হয়ে এলো মাত্র ত্রিশ ফুট হয়ে।

তিনজন দুঃসাহসিক মহাকাশচারী ৭০ মাইল দূর থেকে চাঁদকে ১০বার প্রদক্ষিণ করে নির্বিঘ্নে ফিরে এলো পৃথিবীতে। জগদ্বা[সী] তাদেরকে জানাল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ক[রে] ঝুলিয়ে দিল বিজয় মাল্য।

আজ মনে পড়ে যাচ্ছে প্রথম মহাকাশচা[রী] য়ুরী গ্যাগারিনের কথা। গত মার্চ মা[সে] তিনি দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

বেঁচে থাকলে তিনিও হয়ত এই সম্মানে[র] অংশীদার হতে পারতেন। এই চন্দ্রলো[ক] অভিযানের সাফল্যে তাঁর পরলোকগত আত্মা নিশ্চয় তৃপ্তিলাভ করেছে। সবশেষে তিনজন দুঃসাহসিক মহাকাশচারী বোরম্যান, লোভেল এবং এ্যাণ্ডারস্‌কে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা তাঁদের এই সাহস, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য্য ভাবী অভিযাত্রীদের পাথেয় হোক,— বিশ্ববাসীর তরুণ চিত্তাঙ্গনে ঐ গুণাবলী অক্ষয়-বটরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তার করুক।

—•—

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

—বিষ্ণু শর্মা

১। লক্ষ্ণৌ থেকে সুহাস চন্দ্র দত্ত প্রশ্ন করেছেন—

ইংরাজী সাহিত্য পাঠকালে এমন অনেক পুরাণ বর্ণিত নাম পাই যে গুলির সঙ্গে আমাদের আদৌ পরিচয় থাকে না। অথচ ঐ পরিচয় গুলি জানা থাকলে সাহিত্য পাঠ আরও রমনীয় ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি দু একখানি বইয়েতে এরূপ কয়েকটি নাম পেয়েছি, তাদের মধ্যে যেগুল অজানা এখানে সেগুলি জানালাম। কিছু আলোক পাত করলে উপকৃত হব, নামগুলি হল—Abdera, Bacchus, Cacus, Geryon, এবং Semele.

উত্তর—

Abdera—গ্রীক পুরাণে বর্ণিত থ্রেস অঞ্চলে অবস্থিত এ্যাবডেরা একটি সামুদ্রিক নগর। এই এ্যাবডেরা আসলে ছিলেন হার কিউলিসের বর্মবাহক। তাঁর বিশেষ কোন কাজে হারকিউলিস সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নামে এই সামুদ্রিক নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

Bacchus—জুপিটর ও সিমেলের পুত্র এবং সুরার দেবতা।

Cacus—তিন মাথা বিশিষ্ট বিখ্যাত দৈত্য। এই দৈত্য হারকিউলিসের কাছ থেকে জারিয়নের বলদগুলি চুরি করে নেওয়ায় তিনি তাকে হত্যা করেন।

Geryon ইনি হলেন স্পেনের রাজা শক্তির দেবতা হারকিউলিস এঁকে হত্যা করে এঁর সমস্ত বলদগুলি গ্রীসে বহন করে নিয়ে যান।

Semele—ক্যাডমাসের কন্যা এবং ব্যাক্কাসের জননী।

২। মুর্শিদাবাদ থেকে তাজাম্মল হোসেন জানতে চেয়েছেন—

হজরত মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা শুনেছি তিনি তাঁর স্বামী অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বয়সের তফাৎ কত বৎসরের ছিল?

উত্তর—

খাদিজা বিবি হজরত মহম্মদ অপেক্ষা বয়সে ১৫ বৎসর বড় ছিলেন।

৩। এলাহাবাদ থেকে রবি দত্ত প্রশ্ন করেছেন—

মানুষ কত সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে?

উত্তর—

(ফুটনাঙ্কের তাপ মাত্রা হল ১০০° সেন্টিগ্রেড) বাতাস শুষ্ক থাকলে মানুষ ১৬০ সেন্টি গ্রেড পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে। কিন্তু বায়ু আর্দ্র থাকলে মানুষ ৮০ সেন্টিগ্রেডেই কাবু হয়ে পড়ে।

৪। নাগপুর থেকে শ্রীমতি ইন্দ্রানী রক্ষিত প্রশ্ন করেছেন -

রাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রধান বিভাগ - গুলির নাম কি ?

উত্তর—

প্রধান বিভাগ মোট ছয়টি।

১। দি জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি, (২) সিকিউরিটি কাউন্সিল (৩) ইকনমিক এ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল, ৪ ট্রাষ্টিশিপ কাউঃ ৫) ইন্টা'র ন্যাশানাল বোর্ড' অব্ জাষ্টিস, এবং (৬) সেক্রেটারিয়েট।

৫। ২৪ পরগনা থেকে শ্রীমতী কবিতা চৌধুরী জানতে চেয়েছেন —

সারকারামা বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর—

সারকারামা একটি নতুন ও ভিন্ন ধরণের সিনেমা। গোলাকৃতি এই প্রেক্ষা গৃহের চার ধারেই পর্দা টাঙানো থাকে এবং দর্শকগণ মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা অবলোকন করেন। প্রেক্ষা গৃহের মাঝখানে চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শকের মনে হয় তিনি নিজেই যেন চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছেন।

মোট ১১টি ক্যামেরার সাহায্যে একই সঙ্গে চারপাশের চিত্র গ্রহন করা হয় এবং ক্যামেরা গুলি বসানো হয় একই জায়গায়। সবগুলি ক্যামেরা একটি মাত্র ইউনিট হিসাবে কাজ করে

আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র প্রেযোজক ওয়াল্ট ডিজনি সারকারামার উদ্ভাবক। ১৯৫৬ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সারকারামা দেখানো হয়েছে।

১৯৬২ সালে ভারত বর্ষের বোম্বাই বাঙ্গালোর, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং নয়া দিল্লীতে সারকারামা দেখানো হয়।

৬। বাঁকুড়া থেকে শ্রীসুরেশ চট্টোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন---

মধুসূদন কোন কাব্য গ্রন্থে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

উত্তর---

মাইকেল মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

৭। মাদ্রাজ থেকে শ্রীহৃষিকেশ সামন্ত জানতে চেয়েছেন--

উইলিয়াম্ কেরীর কোন সন্তানাদি ছিল কিনা ? থাকলে পরে তাঁরা কে কি করতেন ?

উত্তর---

উইলিয়াম কেরীর পুত্রের সংখ্যা চারটি, কন্যা ছিল কিনা জানা যায় নি। চারটি পুত্রের নাম যথাক্রমে - ফিলিপ্স, উইলিয়ম, জাবেজ এবং জোনাথন্।

ফিলিপ্স্ ব্রহ্মের রাজদূতের পদ গ্রহন করেন। সেখানে যাবার পর কিছু দিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও শিশু পুত্র ইরাবতী নদীতে নৌকাডুবি হয়ে মারা যায়। ফিলিপ্স ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমণ করেন।

মেজো ছেলে উইলিয়ম কাটোয়ার একটি

মিশনারী স্কুল চালাতেন। সেজ ছেলে জাবেজ মিশনের কাজে সুদূর আবিসিনিয়ায় থাকতেন। জোনাথনও মিশনের কাজে কোন দূরদেশে থাকতেন।

কনিষ্ঠ পুত্র জোনাথনকে কেরী সাহেব খুব বেশী ভালবাসিতেন। তাই ডেন মার্কের রাজার দেওয়া সম্মান উপহার মূল্যবান স্বর্ণ পদকের আবরণের উপর নিজের হাতে লিখে রেখে ছিলেন—

'আমার আন্তরিক অভিলাষ যে এই স্বর্ণ পদক ও এতদস্থ ডেনমার্ক অধীশ্বরের স্বহস্ত লিখিত পত্রখানি যেন আমার প্রিয় পুত্র জোনাথনকে' প্রদান করা হয়।

—•—

যাও পাখী বোলো তারে (প্রবন্ধ)

—রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
(দেগঙ্গা)

'যাও পাখী বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে' — কি বলুন তো? পারলেন না তো? ভাব্ছেন, ভারী মজার ধাঁধাঁ তো। আচ্ছা, আমি-ই বল্ছি, সে হ'চ্ছে — 'চিঠি'।

মিতা ভাইয়েরা, আপনাদের কি মনে হয় জানিনা, ঐ শব্দটা কিন্তু আমার মনে আশ্চর্য রঙ্ মাখিয়ে দেয়। ঠিক রঙ্ নয়, অনেকটা ঘন গোলাপী রঙের মিষ্টি আমেজ। আপনারা জানেন বিশ্বমিতালী সঙ্ঘ ভারতের একটি বৃহত্তম পত্রমৈত্রী প্রতিষ্ঠান। এবং এই মৈত্রীর মিলন-সেতুর যোগাযোগ রয়েছে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী। আর এই সেতু বন্ধনের মাধ্যম হ'চ্ছে — 'চিঠি'। শব্দ এবং বস্তু উভয়ের আয়তন এবং ওজন সামান্য হলেও আমার মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা পার হবার জন্য বানর সোনার তৈরী সেতুর চেয়ে অনেক বেশী জোরালো। শ্রীরামচন্দ্রের সেতু হয়ত কালের গহবরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন চিঠিরও সন্ধান পাওয়া গেছে যা কালজয়ী। ঐতিহাসিক চিঠি পত্রই তার প্রমাণ। ভল্তেয়ার একদা বলেছিলেন,— 'The post is the Consolation of life' — অর্থাৎ 'ডাকই জীবনের সান্ত্বনা।' কথাটা কতখানি সত্য আলোচনা

করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কতদিন আগে এক মিতা আমায় চিঠি লিখত নিয়মিত; চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুগন্ধি নীলাভ কাগজের উপরে মুক্তার মত পরিচ্ছন্ন কয়েকটি অক্ষর যার অর্থ ও মূল্য শুধু আমার হৃদয়ের দাঁড়িপাল্লার ওজনে একদিকে ভারী হয়ে নীচে নেমে পড়েছে। অপরের কাছে যে ভাষা ব্যবহার মলিন পুরাতন, আমার কাছে তা ভাষাতীত অনন্য রূপ নিয়ে আসে। আল্-গোছে চিঠি হাতে নিয়ে আমি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু শুধু চিঠিতে কি ভরে প্রাণ? চোখের সম্মুখে তাই তখন দেখতে পাই তাকে, একটু আগেই যে আমার দৃষ্টির বাইরে ছিল কখন অজান্তে সে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমি যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত তার কথা শুনছি। শুন্তে শুন্তে অর্থাৎ পড়তে পড়তে দু'চোখ ভরে ঘোর নেমে আসে। শুধু আমার নয়, নিশ্চয় আপনাদেরও।

এমন চিঠি আপনিও পেয়েছেন যাতে বর্ষার বিরহী যক্ষের কাহিনী ছিল না হয়তো, ফাগুন মাসের আগুন জ্বালানো উত্তাপ নিশ্চয় ছিল। এবং সে চিঠির সমাপ্তি ঘটেছিল 'ইতি - একান্ত তোমার - ই' বিশেষণে। এ ধরণের চিঠি আজ পর্যান্ত যদি না পেয়ে থাকেন তবে সত্যিই আপনি কৃপার পাত্র। কারণ প্রেম যতই কাম্য হোক প্রেমের চিঠি ততোধিক লোভনীয়।

দূরকে নিকটে, অজানাকে আপন করে যে চিঠি তার একটি নিজস্ব মহিমা আছে। দু'জনের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, বিচ্ছেদ ও বিরহের যে নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে চিঠি যেন তাকে সেতু বেঁধে দিয়েছে। কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীর একাংশে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিক, চিঠি যেন দু'টি হৃদয়ের সংযোগস্থল, গঙ্গা যমুনার বিপরীত ধারা যেন এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। বহু দূর দূরান্তরিত হৃদয়ের স্পন্দন চিঠিতে শুনতে পাওয়া যাবে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের করস্পর্শে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। স্থান ও কালের দূরত্ব আজ শুধু আপেক্ষিক। টেলিফোন টেলিভিশনে বার্ত্তা বিনিময় মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র। তবু একথা মানতেই হবে, আধুনিক টেলিফোনে বিদ্যুতের যতই বেগ থাকুক, বৈদ্যুতিক আবেগ তাতে কনামাত্র নেই। কালো অক্ষরের আড়ালে যে অলিখিত বাণী আত্মগোপন করে আছে ত কখনো টেলিফোনে প্রকাশ পায় না। উপম দিয়ে আর একটু স্পষ্ট করেই বলি। একটিে যদি বলা হয় ফটোগ্রাফী, আরেকটিকে নিঃসন্দে বলতে হবে ছবি আঁকা। অথাৎ শিল্পীর ম পত্র লেখকের অবাধ স্বাধীনতা আছে। শি বা সাহিত্যিক হ'বার যোগ্যতা যদিও সকলে নেই তবু অস্বীকার করি না যে, অসাহিত্যি ও কোনো এক বিশেষ প্রকৃতির চিঠিতে রবী মত কবিত্ব করে এবং সে কবিতার পাঠক পাঠিকা মাত্র একজন। বাজারে সাহিত্যি মত সর্বসাধারণের তুষ্টির দোহাই দিয়ে তা

কলম ধরতে হয় না। শুধু একজনকে খুশী করাই তার কাজ। একজন খুশী হলেই সে তৃপ্ত, তার জগৎ ঐ একজনকে নিয়েই। কারণ এ যে শুধু দু'জনের দেশ। তাই দু'খানি হৃদয় ধরে দুজনে সৃজন করে নতুন ভুবন।

উপন্যাসের জগৎ ও এই জগতে প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা তা শুধু রচনার আদর্শ নিয়ে। সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সাহিত্যিকের কর্তব্য বলে কোন একজনকে খুশী করার দায়িত্ব তার নেই, আসলে সে দায়িত্বহীন। অথচ চিঠির বেলা তা একেবারে বিপরীত। এখানে শুধু একজনকে খুশী করতে হয় বলে তার দায়িত্ব অপরিসীম। তার ভালো লাগা না লাগাই চিঠির উৎকর্ষতার কষ্টি পাথর — ভুল বানান ও অশুদ্ধ ব্যাকরণ সত্ত্বেও। যদি চ এমন চিঠি বিরল নয় মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে মুদ্রিত না হয়ে ও যা স হিত্য পদবাচ্য। এবং চিঠি ও যে সাহিত্যরূপে পরিগণিত হতে পারে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি এবং অন্যান্য পত্রগুচ্ছ।

এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যতম মহাজন সক্রেটিস্, কনফুসিয়স্ যীশু, গান্ধী, বঙ্কিম, সেক্সপীয়র, শেলী, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, হিট্লার, চার্চিল, এদের পত্রের ও যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যগুণসম্পন্ন হওয়ায় প্রনিধানযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এঁদের এক কাঠি উপরে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ - ই একমাত্র পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ পত্রলেখক, যাঁর অজস্র পত্র রচনার প্রত্যেকটিই বিশ্বের দরবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পদবাচ্য। সে হিসাবে তাঁকে 'Man of letter' নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

—•—

"মানুষের মত দেশ শহর, পাড়া প্রতিষ্ঠান, সব কিছুরই শৈশব বাল্য, যৌবন বার্দ্ধক্য আছে, উদয় অস্ত আছে। এটা প্রকৃতির রীতি। কেউ যদি ভাবে কোনো কিছু চিরকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে তার মত ভুল আর নেই। কোনো কিছু আবরত উন্নতির পথে এগোবে, এমন চিন্তাও হাস্যকর। সমাজ সংসার সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুতেই প্রকৃতির এই উদয় - অস্তের লীলা।"

— আশাপূর্ণা দেবী

সংগ্রাহক ৪৫৮৭, সুধীর পান

রিক্ত স্মৃতির দেশে

— মাধবী দত্ত
(২৪ পরগণা)

সারা ভারত জুড়ে মুঘল স্থাপত্যের যে রূপময় সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তার প্রত্যক্ষ দর্শণ ঘটেছে। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম নবাবী আমলের বাংলার কীর্ত্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। এতদিন কেবল মনে মনে কল্পনার রঙীন জাল রচনা করেছিলাম।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন কয়েকজন বন্ধু এসে যাবার জন্য ধরলে তখন সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলাম না। তাই গত এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় বাসযোগে আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করলাম যশোর রোড ধরে। পরের দিন আমরা পৌঁছিলাম পলাশীতে, একজন আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল 'এই সেই পলাশী'! পলাশী রাক্ষুসী! অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। অবশেষে মুর্শিদাবাদ, ঠিক হলো আগে যাব খোসবাগে। ক্ষীণ স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথীকে পেরিয়ে পশ্চিম দিকে গেলে পাওয়া যায় খোসবাগ — সিরাজের সমাধি। ধূলাস্তীর্ণ পথ পরিবহনের অগম্য। খোসবাগের বাগানটি প্রকৃত পক্ষে আলিবর্দি'র মায়ের সমাধি। এইখানে তাঁর সুযোগ্যা সহ ধর্মিনীও সমাধিস্থা। আলিবর্দি'র সমাধির পাশেই তাঁর হতভাগ্য দৌহিত্র সিরাজ সমাহিত। নাম না জানা বনফুল তুলে পুষ্পাঞ্জলীর দিলাম। বাংলার এক হতভাগ্য তরুণের উদ্দেশ্যে। কাঠগোলার বাগানের জৈন মন্দিরটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী এর জৈন মূর্ত্তি এবং ভেলফট টাইল দিয়ে মন্দিরটি সাজানো। রাণী ভবানীর মন্দির, জগৎ শেঠের বাড়ী, নিমকহারাম দেউড়ী মণিবেগমের সমাধি, নশীপুরে দেবী সিংয়ের রাজপ্রসাদ। আর দেখেছি ১৮ ফুট লম্বা ৫ ফুট বেড়ের সেই বিখ্যাত কামান জাহানকোষাকে। এই কামান সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

সংক্ষিপ্ত বাস যাত্রায় মুর্শিদাবাদ দর্শনে এইখানেই ইতি। এবার ঘরে ফেরার পালা কিন্তু মন যেন ভারাক্রান্ত। যাকে দেখব বলে দিন গুনেছি, তার দেখা না মেলাই ছিল ভাল নবাবী আমলের সব কিছুই আজ ধ্বংসোণুখ এ কি তবে ইতিহাসেরই নির্মম ফলশ্রুতি আমার মনে হয় শিল্প - সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলো খানিকটা রিক্ত। দিল্লী, আগ্রার বাদশাহী কীর্ত্তিকলাপকে যদি দরবারী কানাড়ার সঙ্গে তুলনা করি, এগুলো তবে বাংলার বাউল সংগীত যা একান্ত উদাস। সিরাজদ্দৌলার সাথে সাথে সব কিছুই যেন অন্তর্হিত হয়েছে।

হায় সিরাজ! হতভাগ্য সিরাজ!

—•—

নববর্ষ

— নারায়ণ রায় (বর্দ্ধমান)

হে নববর্ষ,
এসো তুমি আজি নতুনের সাজে
মুছে যাক্ যত পুরাতন গ্লানি
নিয়ে এসো তুমি আমাদের মাঝে
নবারুণের সাতটি রং-এ
সাতটি আশীর্বাণী।
তোমার সে বাণী যেন মুছে দেয় দারিদ্র, অজ্ঞতা,
দূরীভূত করে যেন কলঙ্কের আঁধার
ঝরে যাক ফুল যত শীর্ণ
পর্ণ যত শুষ্ক
তোমার স্পর্শে।
এ পৃথিবীর মাঝারে
স্বার্থান্ধ মানুষ যত লুকায় আঁধারে
তোমার সাতটি রং সম্মিলিত হয়ে
তারে যেন বারম্বার আলোকিত করে।

—•—

শীত

— শিবাণী দাসগুপ্ত (হাওড়া)

শীত এলো—
উত্তরে বাতাস কি বলে গেল—
এসেছে সময় পাতা ঝড়ান'র বেলা।
এসেছে সময় দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে
সুখ-সাধনার তপস্যায় বসা।
শীত সে যে প্রাণের দুঃখের গীত,
বুকের কান্নার মধ্যে জমান
হিমশীতল সমস্ত বেদনাকে নিয়ে
সে উত্তরে বাতাস হয়ে বহে,
তাই তাকে রোধ করার জন্যে—
আমরা পশমী কোট চাদরে
আবৃত করি নিজেদের,
কিন্তু পারি কি ?
সুখকে পেতে হলে.
দুঃখকে সহ্য করতেই হবে।
তপস্যার আগুনে নিজেকে না পোড়ালে
তপস্যার ধন কি পাওয়া যায় ?
পাওয়া যায় কি ?
শীত তাই বেদনার গানের মধ্য দিয়ে—
জানিয়ে যায়: 'ওগো দুঃখ আমি আমার
বুকের তীব্র যন্ত্রনার ভিতর দিয়ে।
আমার তপস্যার ধনকে একদিন
ফিরিয়ে আনব।
বসন্ত বাহারে পৃথিবী সেদিন হাসবে।
আমার দুঃখের গান তখন ফুরাবে,
ফুরাবে তখন তোমার হিমেল স্পর্শ,
পৃথিবী ঝলমল করবে তার সৌন্দর্যে
সাধনা বাতাস হয়ে আমি ভেসে বেড়াব।

—•—

জুলিয়েট

সুব্রত রায় (ডানলপ)

তুমি নারী, নাম্ জুলিয়েট।
হাত কাটা ব্লাউজ, লম্বা ছিপ ছিপে
যৌবন রূপ, সুন্দর গন্ধ
পুরুষকে করেছ মুগ্ধ।
কাজল টানা চোখ, ঠোটে লিপষ্টিক
পায়ে ঝুমুর, হীল তোলা জুতো
খট্ খট্ আওয়াজ,
লিঙ্ক রোডে ঘুড়ে বেড়াচ্ছ।
যৌবন রূপ নিয়ে কচ্ছ মাতলামি
পুরুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো
করছো হয়রানি।
বব ছাঁটা চুলের কী বাহার।
যেন নাম না জানা ছোট্ট একটি পাহাড়,
ঘুরিয়ে বেঁধেছ
আমায় মুগ্ধ করেছ।
শাড়ীটাকে জড়িয়ে
মাথার কিছুটা চুল সামনে ফেলে
জুলিয়েটের মতন সাজ পোষাক পড়েছ
তবু তুমি অধুনিকা,
রোজ বৈকালে লিঙ্করোডের ধারে
বসে থাক তুমি পুকুরের কিনারে
শাড়ীটাকে ছড়িয়ে দাও ঘাটের উপরে
ভাব মনে আসবে আমার রোমিও
পুকুর ধারে।
তোমার বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা
সুন্দর ভঙ্গিতে নেচে নেচে চলা
সাহেবি কায়দায় নকল করা
আমায় মুগ্ধ করেছে;
তবু তুমি আধুনিকা
সুন্দর মানিয়েছে।

—•—

"যদি একান্ত মনে কিছু কামনা কর তা পাবে, যদি একাগ্র মনে কিছু অন্বেষণ কর, তা নিশ্চয়েই লাভ করবে, যদি ব্যাকুল হয়ে কোনো বন্ধ দরজায় আঘাত কর, সে দরজা তোমার জন্য উন্মুক্ত হবেই।"

— ভগবান যীশু

সংগ্রাহক — অর্জুন কুমার দত্ত (৪৮১৮)

মিতা আহ্বানে

শান্তনু চৌধুরী (উত্তরপাড়া)

আয় মিতা ভাই দল বাঁধি সব
হাত মিলাই আয় মিতায় মিতায়
বিশ্বমিতার আসর সাজাই
রূপ রঙ্ সুর রস ও কথায়।
আয়রে কুসুম আধফোটা ফুল
গোলাপ বেলি কমল বকুল,
কুলহারাকে কুল দিতে আজ
হাটবাজাই আয় মনের পাতায়।
আয় মিতা বোন জুড়াই ব্যথা
ঘুরাই চাকা কালের যাঁতায়
একের দুখ্ সব আর জনে বই
আয় মুছে দিই নির্মমতায়।
আয়রে আয়রে নবীন আয়রে প্রবীন
এক সাথে গাই বাজাইরে বীণ,
হাসি কাঁদি মুক্ত মনেই
মুক্ত বৃন্দাবনের হাওয়ায়।
আয় মিতা ভাই মিলিমিশি
হাত মিলাই আজ মিতায় মিতায়
মিলন গীতির সুর সুরেলায়
উছলে উঠুক প্রাণ সত্তায়।
আয় মিতা বোন আয় মিতা ভাই
রাখতে মাথা একই ছাতায়
বেসুর বীণার তার জুড়েই আজ
সুর তুলি আয় মিতায় মিতায়।
আয় মিতা সব দূর বা কাছের
সদর কিংবা খিড়কী নাচের,
চাঁদ সুরজের ছড়ান হাসি
কুড়িয়ে মাখি মাথায় মাথায়।
পৌঁছে দিই আজ সাম্য বাণীর
ঘর ঘর দোর সুর বারতায়॥

(সপ্তম বার্ষিক মিতা সম্মেলনে মিতাদের উদ্দেশ্যে পঠিত)

—•—

"মানুষ জানতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য, কেন সে বেঁচে আছে, তার জীবনের সার্থকতাই বা কি? এ প্রশ্নের সত্যিকার সমাধান না পেলে তার জীবনে শান্তি মিলে না; নিজের জীবন ব্যর্থ বলে মনে হয়, অন্তরের সমস্ত শক্তি সে উন্মুক্ত করে দিতে পারে না।"

— নেতাজী

সংগ্রাহক — অসিত দাস (৪৭৪০)

জয়

— সমীর রায় (বিষ্ণুপুর)

দূরের ঐ আকাশের কোনে-ঘন কালো একখানা মেঘ,
কোন এক জায়গায় গুটিয়ে রয়েছে,
কোন আধুনিকার কেশ - বিন্যাস - এর মত,
অপব দিকে সূর্য্যের অন্তর্ধান।
... তারই রশ্মিগুলো বেরিয়ে আসছে একেবারে
শেষ প্রান্ত হতে,
যেনে কারো বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে
আসছে.
টাটকা তাজা বক্ত।
এক হাতে 'বধাতার বিষ ক্ত ধাবালো চক চকে
ছুবি
আর অন্য হাতে কালো কালীতে ভেজানো—
ছোট একটা সুন্দর তুলি,
ও হিংসায উন্মাদ না শিল্প সৃষ্টির নেশায় ভরপুর,
বোলতে পাবো কোনটা ?

না — কিছুই বোঝবার উপায় নেই,
দু'চোখে আমার অপার বিস্ময়।
অবশেষে—
জয় হল ঐ শ্যাম বরণী কাজ্‌লা মেয়ের
এলো খোপা খুলে পিঠখানাকে ভরিয়ে ফেলল
কালো চুলে।
আকাশে আর লালেব চিহ্ন নেই,
কি হল ওর ? —
বলতে পারো'
আকাশেব বুকে কি দেখলে
কোন শিল্পীব 'শ
না মহাভাবতের দুঃশাসনেব রক্ত মাখা দ্রৌপদী
কালো চুল

—•—

অমানিশার তারা

— অধীর মণ্ডল (২৪ পরগণা)

কালো মেবে সারাজীবন কালোব আঘাত পেয়ে
মুছে ফেলে মনের কালি আঁখির জলে নেয়ে।
যারা বলে কালোব মাঝে নেই কোন রোশ নাই,
ভালো লাগাই নেশা তাদের যায়না 'বাসার ঠাঁই।
শতরূপের সমাবেশে রূপটি কালো হয়,
কালো কালির লেখাব মাঝে' ত্রিকাল জেগে রয়।
কালো বিনা সাদার আদর কবেই হতো শেষ,
আঁধার রাতে ক্ষণ প্রভাব রূপটি ফুটে বেশ।
ধরার বুকে আঁধার যবে নামে অমা বাতে
প্রকৃতিরই বিচিত্ররূপ লুকিয়ে থাকে তা'তে।

কালো সবার নয়নতারা, কালো চুলের রাশি,
ভুরু দু'খান কালো মোদের — বড়ই ভালবাসি
বিশ্ব মাঝে যাহাই ঘন, যাহাই সীমাহীন,
তাহাই তত' আঁধার ভরা, কালোতে হয় লী
সাগর বুকে অগাধ বারি সেও তো অতি কা
গভীর গহন অরণ্যেতে নেইকো কোন আলো।
আলোর আলো কৃষ্ণ আলো ভক্ত চূড়া মণি,
ওই কালো রূপ ভবে পাগোল হলো যে রাই
আমি কবি তাদের দলে, যারা কালোর দুখ
চির জীবন দুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে বুকে

———

এ পারের ডাক

— জয়প্রসাদ খাঁ (২৪ পরগণা)

ঘুমায় খোকন নদীর পারে ওই যেখানে কবরখানা,
মা আমি তার তবু কেন সেথায় আমার যেতে মানা ?
শিয়াল তারে দেয় পাহারা, ডানায় চামর দোলায়
পাখী
ফাঁকির কারাগারে আমায় হায়রে শুধুই ঝরে
আঁখি।

অনন্ত তার ঘুমের মাঝে স্বপন দেখায় তরুলতা,
আমারি হাজার আর্ত্তনাদেও ভাঙে কিরে ওর নীরবতা ?
যখন নিঝুম গভীর রাতে ঝিল্লী তারে শোনায় গান
আমার বুকের ভগ্নবীণে দুঃখ তারে উঠে তান।
এপার হতে রোজই ডাকি, ‘আয়রে খোকন ফিরে
আয়,’
প্রতিধ্বনি এসে বলে ‘নাইরে খোকন, নাইরে হায়।’
বলতে পারো, কোন জননী এমন ব্যাথার সইতে
পারে ?
যার খোকনের বুকটি চাপা অসহ্য এক মাটির ভারে!
লক্ষ চুমায় সুধামাখা সোহাগী তার দেহখানি
কাদা-জলে যায়রে গলে, নীরব তবু মুখের বাণী।
একটু চোখের আড়ালে সে ‘বুক ভাসাতো চোখের
জলে,
একটি বছর মা ছেড়ে রয় কেমনে কোন নিঠুর
ছলে ?
চমকাতো সে ক্ষণিক ভয়ে থাকতো যবে একটু
একা,
হৃদ কাঁপানো আঁধারে রোজ কোন জননীর পায়
সে দেখা ?
সন্ধ্যা হ’লে রোজই তারে আঙিনা আর ঘরে খুঁজি,
অবুঝ মনে ভাবি খোকন লুকোচুরি খেলছে বুঝি।
রোজই বসে রই খোকার আশায় হাতে লয়ে
দুখের বাতি,
হায়রে আশা! খেলনা পোষাক, শূন্য শয্যা বৃথাই
ঘাঁটি।
খেলার সাথী সকাল সাঁঝে পথে পথে খুঁজে তা’রে,
পায়না ভেবে খোকন গেল কেমনে কোন পরপারে ?
ঘুম যদি তারি নাই ভাঙে মোরি ঘুম ভাঙনো
ক্রন্দনে,
এবার আমায় ঘুমাতে দাও পুত্র বাহুর বন্ধনে।

—•—

পথযাত্রা

— কিংশুক (জামসেদপুর)

কত পথ প্রান্তর যাবে পেরিয়ে
কত মিতা,
কত জন্ম — কত চিতা।
কত সে হাসি — কত সে কান্না
তবু সে যাত্রা — কভু থামবেনা
বড় সে আনন্দ — বড় সে জ্বালা
কত ফুলের গাঁথা — কত সে মালা
কেঁদে ফেরে পথে পথে ধূলায়
কেউ হাসি মুখে ফেরে — কেউ ফেরেনা কুলায়
কাল্ এসে তারে নীরবে ভুলায়,
যারা সে স্মৃতির নাটকে বন্দী হ'ল
কে যেন তবু বলে — পথ চলো, পথ চলো,
ওগো ভাবীকাল তুমি বলো
সে কালরাত্রি কি পোহালো ?
সে ঘটনার কত বাঁকে বাঁকে
কে যেন টেনে আনে কোন্ ফাঁকে
রাশি স্মৃতির মুখোমুখি
আমি চাতকের চোখে — শুধু মেঘ দেখি
কত সে কান্না — হাসির আলপনা
কত সে প্রজাপতি কল্পনা
যার শেষ নেই — শুরু নেই
আমিও তো নেই — সেদিনের সেই,
তবু রাশি রাশি — আগত, বিগত, অনাগত
পদে পদে ফেলে যায় স্বাগত,
তাই আজো পথে পথে ফেরে কত পান্থ
কেউ দিশাহারা — কেউ শান্ত,
তুমিও এক পান্থ — ছোট্ট বনফুল
কত ঘাট ভেঙ্গে যাবে — আরো কত কূল
তবু তো শেষ নেই তারে খোঁজা
তবু তো থামেনি — আজো সে বোঝা
কেউ পেলো — কেউ সে পেলোনা তা
তবু তো থামেনি — সে পথযাত্রা।

—•—

নিবেদন

— বেবী রহমান (সিউড়ী)

ছিনায়ে লও আজি এ ক্ষুদ্র সংসার,
তুমি দাও মোর হাতে সেই বিশ্বভার
নাবাও আমারে সবার মাঝারে,
ডুবাও আমারে অতলের জলে
ঘুচাও সীমিত স্নেহের পীড়ন
পাতব জগতে প্রেমের আসন
যাদের নাই লাজভয়, নাই সংশয়
আমি যাবই সেথা করিব অজয়
ক্ষুদ্র বাঁধন করগো ছিন্ন দূর কর' মায়াজাল
দেখিবই আজি, বুঝিবই আজি নিয়তির
বক্র চাল।

—•—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের—

সপ্তম বার্ষিক

মিতা সম্মেলন

রবিবার ৭ই পৌষ ১৩৭৫ উত্তরপাড়ার 'সুর-মঞ্জিল' বিশ্বমিতালি' সঙ্ঘের বহু প্রতীক্ষিত সপ্তম বার্ষিক মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বার আমরা যেভাবে মিলিত হয়েছি এবার সে ধারার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিমতাকে এড়িয়ে খোলা মনে যাতে আমরা আরও সহজ ভাবে মিশতে পারি। এতে ছিল না বাইরে থেকে আনা কোন সভাপতির বাহুল্য, প্রধান অতিথি আপ্যায়নের আতিশয্য। তাই গতানুগতিক পদ্ধতি ছেড়ে আমরা সবাই মিলিত হয়েছিলাম খোলা আকাশের তলায়, 'সুর মঞ্জিলে'র মুক্ত অঙ্গনে। সেখানে না ছিল বনমর্মর, না ছিল পাখীর কাকলী, কিন্তু ছিল রৌদ্রভরা ঝলমলে সকাল — সমবেত মিতাদের কলগুঞ্জন — মাইকে ভেসে আসা একের পর এক মিতার দরদভরা সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীত, আবৃত্তি আর গীটারে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর। কে কতটা নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন সেটাই বড় কথা নয়। সব চেয়ে বড় কথা হল, প্রত্যেক মিতাই চেষ্টা করেছেন অপরকে আনন্দ দিতে এবং তার বিনিময়ে নিজেও আনন্দ পেতে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'সভ্যতা শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা সেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনের। যেখানে এই মিলন তত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্তা সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এই জন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপান বলছে — অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা - আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।' বিশ্বকবির বাণী অন্তরে গেঁথেই আমরা সেদিন 'সুর মঞ্জিলে' আমাদের একলা - আপনের ঢাকা খুলে সকল - আপনের সত্যে প্রকাশিত হতে চেয়েছিলাম।

আসর আরো জমত সেইদিন শান্তিনিকেতনে যদি পৌষের মেলা শুরু না হত বা ঈদ উৎসব না থাকত। দূরের ও কাছের মিতাদের নিয়ে শীতের রৌদ্র স্নাত মিঠে সকাল শুরু হল অনুষ্ঠান। বি ৩৩৪৫ সমীর দে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে উৎসবের সূচনা করেন। এরপর সঙ্ঘের প্রবীণ

মিতা ৩৩৮২ শান্তনু চৌধুরী স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সমাগত মিতাদের আবাহন করেন। অতঃপর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ গঠনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি চসারের অমর গ্রন্থ (ক্যান্টার বেরী Canterbury-Tales) এর উল্লেখ করেন। সেখানে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের প্রতিনিধি বত্রিশজন তীর্থযাত্রী এক জায়গায় সমবেত হয়েছেন এবং তাঁদের পেশাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরকে আপন করে নিয়েছেন, আমরা সেরকম ভাবেই দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বমিতালির প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছি। এও আমাদের এক তীর্থযাত্রা। জন্ম থেকে জন্মান্তরে উত্তরণ। সুখে দুঃখে ভরা যাত্রা পথের কষ্টতাকে পরস্পরের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা - জাত কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে মসৃণ ও মধুর করে গন্তব্য স্থানে আমরা পৌঁছুতে পারি। 'আমি' - কে হরির লুটের মত চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। বরেন বাবুর ভাষণের পর মিতা পরিচয়ের সূচনা হল। পত্রের মাধ্যমে যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে চাক্ষুস পরিচয়ে সেটা কিরূপ নেবে তা' জানবার জন্য প্রতিটি মিতাই উদগ্রীব হোয়ে অপেক্ষা করছিলেন এবং যখনই মিতারা একের পর এক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আত্ম পরিচয় দিচ্ছিলেন, আর সবাই কৌতূহল ভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

এরপর প্রাতঃ রাশের বিরতি। কিন্তু সঠিক অর্থে একে বোধ হয় বিরতি বলা চলে না একদিকে মাইকে ভেসে আসছে সমীর দে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত টেপ - রেকর্ডের মধুমাখা সঙ্গীত, অপর দিকে উপস্থিত মিতাদের সম্মুখ থেকে অপরিচয়ের বন্ধন ততক্ষণে উন্মুক্ত হোয়েছে তাঁরা তখন অনুষ্ঠান মঞ্চ খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছেন ক্যারাম, তাস আর খোস-গল্পের মাধ্যমে।

প্রাতঃরাশের পর পুরোদমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে। প্রথমেই উত্তরপাড়া কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীরথীন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ এবং উত্তরপাড়া সম্পর্কে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। আঞ্চলিক পরিচয় ছাড়াও উত্তরপাড়ার যে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মণ্ডিত দিক আছে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সেকথা উল্লেখ করেন। এরপর পল্লী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বি ৫৫০ শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বি ৩৪১৮ অমল বসু। শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কণ্ঠে আধুনিক গান, এবং তবলা সঙ্গত।

শ্রীমহেশ্বর মালিকের কণ্ঠে আধুনিক গান, ৪৯৮৮ শ্রীতপন গোস্বামী এবং ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্যের আবৃত্তি, বি ২৭১৯ শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৪৬৭৪ দেবব্রত দাসগুপ্তের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩৭৬০ শ্রীমতি মাধবী দত্তের কণ্ঠে আবৃত্তি, নজরুল গীতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্রীমতি শিখা দে'র কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও

…নিক এবং ৪১৭৭ প্রসূন বসাক, অমল এবং বি ১৭৯৫ বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের …রও অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। …হ্ণ ভোজনের ঠিক আগে দুটি সময়োচিত …ন গেয়ে মিতাদের আনন্দ দান করেন শ্রী…রুণ চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু …ল ৪৮৮৮ শ্রীঅনুপম পড়ুয়া বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ …বং মিতা সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিবেদন …রেন এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিযোগও …থাপন করেন। কিন্তু বি ৩৪৯৪ শ্রীসৌমেন্দু …মদার এবং শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গেই …র অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করে দেন

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিকাল নির্দিষ্ট ছিল রাত …াট টায়। কিন্তু সন্ধ্যে ছ'টার পর থেকেই …তাদের মধ্যে ঘরে ফেরার ব্যস্ততা পরিলক্ষিত …য়। যার ফলে সন্ধ্যে ৭ টার মধ্যেই অনু…ানের উপর ছেদ রেখা টেনে দিতে হয়। শ্রী…অরুণ চট্টোপাধ্যায় 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু' …ানটি গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন

সমগ্র অনুষ্ঠান চলাকালে সুব মঞ্জিলের মুক্ত অঙ্গনে সমবেত মিতাদের আচরণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঘরোয়া পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। আজকেই যাদের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হোল, আবার পরের দিনই যারা চলে যাবে দূরে, তাদেরকেই দেখলাম নিজেদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এক জায়গায় দেখলাম কয়েকজন মিতা আজকের দিনে যেটা সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয় - সেই সাহিত্যের শ্লীলতা - অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনা করছেন। আবার অপর জায়গায় দেখতে পাওয়া গেল ৫/৬ জন মিতা একটি গীটার, হারমোনিয়ম এবং তবলা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই একটি সঙ্গীতের আসর খুলে বসেছেন। একজন নারী মিতাকে দেখা গেল একাগ্র মনে একটি ছবি আঁকতে এবং কয়েকজন মিতা নিবিষ্ট চিত্তে সেটি নিরীক্ষণ করছেন। সব চেয়ে চমকপ্রদ দৃশ্য চোখে পড়ল অন্য দিকে। সেখানে একজন মিতা অন্য মিতাদের হাত দেখছেন এবং বেশ কয়েকজন তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছেন।

সব শেষে বাকী থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করছি শ্রদ্ধেয় শ্রী-সতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম। যাঁদের সৌজন্যে অধি-বেশনের স্থান সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের কাছে আমাদের যে ঋণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তার পরিশোধ সম্ভব নয়। এঁরা চিরদিনের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এরপর নাম করবো অধ্যাপক শ্রী-রথীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের, যিনি তার অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন এবং আমাদের আনন্দ বর্ধন করেছেন। তাঁর বক্তৃতা থেকেও কয়েকটি খুটিনাটি বিষয়ে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। আর ধন্যবাদ জানাই সর্বশ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ এবং দেবীদাস কোলেকে। এঁরা দুজন সম্মেলনে অতিথি রূপে

এসেও সক্রিয়ভাবে আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন। সম্মেলনকে সবদিক থেকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য দু'জন মিতার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও লাভ করা গিয়েছে। বি ২১২ শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেবনাথ ১০ টাকা এবং বি ৪৯৮ শ্রী শিবানন্দ বসু ১২ টাকা দিয়েছেন। বি ২২৪৮ শ্রীবিকাশ দত্ত একটি উদ্যান ছাতা (Garden Umbrella) দিয়ে সাহায্য করেন। শ্রীবীরেন মান্না হারমোনিয়ম এবং তবলা দিয়ে এবং শ্রী সন্তোষ ঘোষ পথ নির্দেশের নক্সা তৈরী করে দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। এ ছাড়াও কয়েকজন মিতা অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজে সহায়তা করেছেন।

কয়েকজন মিতা অবশ্য অনুযোগ করেছেন যে, তারা আরও বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাদের সে আশা ফলবতী হয়নি। অনুযোগটা হয়তো ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কি পাইনি তার হিসাব মেলাতেই ব্যস্ত থাকলে কী পেয়েছি তার হিসাব হয়তো কোন দিনই পাওয়া যাবে না। তাই যেটুকু পেলাম, তার স্মৃতিটুকু মনে রেখে পরবর্তী সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়াটাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন হবে এবং সে সম্মেলন যাতে আরও সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর হতে পারে সেজন্য তাঁদেরও সক্রিয় সহায়তা কামনা করা হচ্ছে।

(সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মিতা সম্মেলনের বিবরণটি লিখেছেন—বি ১৭৯৫ বীরেন চট্টোপাধ্যায়)

—•—

আমি জানব আমার কাজ তখনই শেষ হবে যখন বিরাট মানব সমাজে আমি এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে পারব যে, দেহ যত দুর্বলই হোক না কেন প্রত্যেক নারীর ও পুরুষের তার আত্ম সম্মান ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার রয়েছে।

— মহাত্মা গান্ধী

সংগ্রাহক — ৪১১৪ অলক কুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

পৌষ — মাঘ — ১৩৭৫

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

১৩৭৫ সাল ৯বম বর্ষ ৫ম সংখ্যা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৫১০১ থেকে ৫২০০ শ' পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। তবে নারী মিতাদেরকে লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। চিঠির মধ্যে নিজের ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এর পর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী - মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাহা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সংগত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প,

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা - বাণিজ্য, ছ - ধর্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাক টিকিট, ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে।

সদস্য - সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে চিঠি দিতে হবে।

:০:—

৫১০৮ অভিজিৎ দত্ত।
লালবাগান, বেলতলা, চন্দন নগর, হুগলী, ১৬ ছাত্র, বাণিজ্য (১০ম) ঞ ঙ

৫১১০ অরূপ দাস।
C - 217. Greater Kailash - 1. New Delhi. ৩৯ চিত্রশিল্পী ঘ

৫১১৫ অসীম কুমার বানার্জী।
Type - III, 50 - B O, E, Varangoae. Jalgaon. Maharastra, ২৫, চাকুরী ও ইঞ্জি: ছাত্র. গ ঞ জ অভিনয় পত্রকলা, মনস্তত্ব

৫১১৬ অরুণা দাস।
কলি: ৩১, ২০ ছাত্রী, বি, এ, ৩য় বর্ষ, গ জ ঢ

৫১১৯ অসিত কুমার ঘোষ।
A/49, H. B. Town. P. O. - সোদপুর ২৪ পরগণা, ১৯ ছাত্র, (ভূতত্ত্ব - ২য় বর্ষ) ঞ ড ঢ ঙ ট

৫১২৫ অসীম কুমার পুরকাইত।
c/o ডা: এস, বি, পুরকাইত, গ্রাম - মানখণ্ড পো: - মাথুর, ২৪ পরগণা, ভায়া - ডায়মণ্ড-হারবার, ১৭ ছাত্র, বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ড ঢ ঙ ক জ খ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৫১২৬ অজিত কুমার সেন।
১৭/৩৭ এ, দক্ষিণ দারী রোড, কলি: ৪৮, ৩০ চাকুরী, ঞ চ গ জ ঝ ড নাচ।

৫১৩৪ অলক দত্ত।
Stewerts and Lloyds of India Ltd. c/o H. A. L. N. M. Dept. Po: Suna Bada - 2. Koraput. Orissa. ২১ চাকুরী, জ গ ঞ ড অঙ্কণ

৫১৪০ অলক কুমার বিশ্বাস।
নাগেন্দ্র নাথ মুখার্জী রোড, কলি - ৫৮, ১৯ ছাত্র, ড ঞ ঙ ট জ

৫১৪৫ অমিতাভ দাশ।
৭, বুড়ো বিবি লেন, শ্রীরামপুর; হুগলী, ১৭ ছাত্র, কলা, একাদশ, ঠ ড ঢ জ ঝ গ

৫১৬৭ অশোক কুমার নস্কর।
এম, এসসি, বারুইপুর, ২৪ পরগণা ৩০ ব্যবসা ঙ গ ক ঞ

৫১৭৪ অমিতাভ দে।
২, বেলেঘাটা রোড, কলি - ১৪, ২০, খ গ ঢ জ ড

৫১৭৫ অমিতাভ সাহা।
হাষ্টেল - ১৫, রুম - ১০৯, বি, ই, কলেজ বি, গার্ডেন, হাওড়া - ৩, ১৯ ছাত্র, ট ঞ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত

৫১৮৬ অশোক কুমার দে।
১৬ এ, শ্রীনাথ দাস লেন, কলিকাতা - ১২ ২৪ ছাত্র, (মেরিন ইঞ্জিঃ) ক ঞ ড ট

৫১৮৭ অঞ্জন কুমার সাহা।
হোষ্টেল - ১৫, রুম - ১০২, বি, ই, কলেজ বি, গার্ডেন, হাওড়া - ৩, ২০ ছাত্র; ট ঠ ড জ ঢ

৫১৬৯ আব্দুর রহিম ওস্তবা রন্জমি।
পো: — রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, ২৩, প্রেস কর্ম্মচারী, জ ঞ ট ঢ

৫১২৯ এ্যামিলি বিশ্বাস।
ব্যারাকপুর, ১৮ ছাত্রী স্নাতক শ্রেণী, ৩য় বর্ষ, জ ঝ ঞ

৫১৩০ উদয়ন দাশগুপ্ত।
১১০/১৭ সেলিমপুর রোড' কলিকাতা ৩১ ২২ ইঞ্জিনীয়ার, বাস্তুকার, ক খ গ ঙ চ ঞ ড ঢ (ক্রিকেট)

৫১৩৫ উৎপল কুমার ভট্টাচার্য্য।
পি - ১৭, আর্য্য পল্লী, চণ্ডীতলা মেইন রোড কলিকাতা — ৪১, ১৬ ছাত্র, (১০ম) জ ঝ ড ঢ ঠ

৫১১১ কালীপদ দাস।
c/o গোকুল চন্দ্র দাস, পোলবা থানা; পোঃ- পোলবা; হুগলী, ১৭ ছাত্র, ১০ম ক গ ঠ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

* ৫১৩৬ কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়।
32 Lavender Gardens. London. S. W. 1II; U. K. ২৪ ছাত্র (সি-এ) জ ঝ ঞ ট

৫১৪১ কল্যাণ কুমার বেরা।
গড়বেতা কলেজ হোস্টেল; পোঃ — গড়বেতা মেদিনীপুর, ১৮ ছাত্র, বিজ্ঞান (২য় বর্ষ) ঙ গ ক খ ড চ ট ঞ

৫১৫৪ কুমুদ রঞ্জন রায়।
বাড়ীর নং ১৪৮; পোঃ – ফুলিয়া কলোনী নদীয়া; ১৭ ছাত্র, সাহিত্য (একাদশ) গ ড ঞ চ ছ ক বইপড়া, গল্প লেখা।

৫১৬০ কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়।
২৬, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য লেন, হাওড়া — ১; ১৯ ছাত্র, ঙ খ চিত্র ও স্বাক্ষর সংগ্রহ

৫১৪৮ গৌরী শংকর খান।
সেন কর্ণার, মিত্রপাড়া রোড, পোঃ- নৈহাটী; ২৪ পরগণা, ১৭ ছাত্র, ঠ; ম্যাগাজিন সংগ্রহ

৫১৭৯ গৌতম চক্রবর্ত্তী।
490 — 8/11; বুধা রেল কলোনী; পোঃ— আসানসোল, বর্দ্ধমান; ১৮ ছাত্র; চ গ অভিনয় শিল্পীদের স্বাক্ষর ও ছবি সংগ্রহ

৫১৯১ গৌরী দে।
আগরতলা, ১৭ ছাত্রী. জ চ বইপড়া

৫১৯৯ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী।
৬ এন, কে, ব্যানার্জী স্ট্রিট. রিষড়া, হুগলী, ২৫ চাকুরী ও আইন পাঠ, ক ঙ জ ড ঞ চ গ খ ঘ রূপ চর্চ্চা

৫১৫৪ জগন্নাথ দত্ত।
১৭৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিঃ — ৫০, ২১ স্নাতকোত্তর ছাত্র, গ ঘ ঙ ঞ জ ঝ খ ড ছবি ছায়া

৫১২৭ তপন কান্তি বক্সী।
Junior Executive. 3/21, Coloney no - 1. Batanagar. 24 Pgs. ২২ মাইনিং ইঞ্জি., গ জ ঝ ড চ গীটার

৫১৫৩ তপন কুমার গুহ মজুমদার।
304. Engineer's Hostel. no — 1 P. O. Dhurwa. Ranchi — 4 Bihar, ২৩ ইঞ্জঃ এ্যাসিসটেন্ট, গ ঘ ও ছবি আঁকা।

৫১৬৫ তাপস কুমার ভট্টাচার্য্য।
গ্রাম ও পোঃ — বিভূষণপুর, মেদিনীপুর, ১ ছাত্র (১ম বর্ষ), খ গ ঙ জ ড চ

৫১২৪ দীপু পাল।
হরি স্মৃতি, কোনা রোড, অরু পাড়া, হাওড়া — ৪, ১৯ ছাত্র, (বি, এ, ইংরাজী অনার্স ১ম পার্ট, গ জ ঝ ট ঠ ভ চ বাগান সেতার, চিত্র অঙ্কণ, নাচ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৫১৩৯ দেবব্রত দে।
c/o শুধাংশু দে, ২৯/১ উল্টাডাঙ্গা রোড (১ম তলা সাউথ) কলিকাতা - ৪, ১৫ ছাত্র, XI ঠ, ক্রিকেট, স্কাউটিং

৫১৫১ দেবী প্রসাদ কুণ্ডু।
৬/১ এ, রামকান্ত বোস ষ্ট্রীট, কলিঃ — ৩, ১৮ চাকুরী. চ গ জ ঝ পত্র মিতালী

৫১৫৮ দেব কুমার হালদার।
No - 20. SQUDN. A. F. c/o 56 A. P. O. ২৩ চাকুরী ও ছাত্র, ঞ গ রাইফেল শুটিং

৫১৭১ দীপক কুমার ঘোষ।
c/o K M. Ghosh. Yarma Lane. Paltan Bazar. Gahuhati - 8. Assam ১৯ ছাত্র, (বি, কম, ১ম বর্ষ) ক খ জ ঙ গ

৫১৮৮ দীপক ভৌমিক।
Rangirkhari, Silchar - 5, Caehar. Assam ১৯ ছাত্র, বাণিজ্য ৩য় বর্ষ, ক ঙ চ ড চ ট মাছ ধরা, পত্র মিতালী

৫১৮৯ দিলীপ কুমার সেন।
২, বাবানন্দী ঘোষ লেন, কলিঃ - ৬, ১৭; গীটার; বাদ্য যন্ত্র

৫১৯৫ দীপংকর দেশমুখ।
ফ্লাট নং - ৬, ৭ গুরু সদয় দত্ত রোড, কলিঃ —১৯, ১৬ ছাত্র, ঞ দর্শন, উপন্যাস লেখা মনুষ্য চরিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

৫১০৩ নিবেদিতা দেবী।
বেহালা, ৬৫ সমাজ সেবী. ছ গ চ খ ঞ সমাজ সেবা।

৫১০৫ নির্মল কুমার দাস।
৫ সি, মহেন্দ্র বিশ্বাস লেন, কলিঃ - ৫৪ ২০ চাকুরী, জ ঝ চ ছবি আঁকা।

৫১৫০ নন্দিনী মিত্র।
কলিকাতা - ১৪, ১২ ছাত্রী; ঙ চ ঞ

৫১৯৩ নৃপেন্দ্র নাথ সরকার।
III yr. B. E. Room - AG / 48. K. R. Engg College, Surathkal, Srinivasnagar. Mysore ২০ ছাত্র, গ জ ঠ চ ঙ ঞ

৫১০৬ প্রীতিলতা বিশ্বাস।
আগরতলা ১৯ ছাত্রী, ১ম বর্ষ, সাহিত্য, গ ক ঘ দর্শন

৫১৩১ প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জী।
ক্ষুদিরাম মেডিকেল হোষ্টেল, পি - ২৯৮, দুর্গা রোড, কলিঃ - ৭, ২২ ছাত্র, (M. B. B. S. 4 yr) ঙ গ ঘ জ চ ঞ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৫১৫৫ পরেশ চন্দ্র সিংহ।
রাধানগর, রাজ নগর, বীরভূম ২০ ছাত্র; বি. এস. সি. ৩য় বর্ষ চ ঠ ঞ

৫১৫৬ প্রশান্ত কুমার রাহা।
c/o শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রাহা, রাহা ব্রাদার্স, শরৎ চ্যাটার্জী কলোনী, প্লট নং - ১৩, পো: — বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি, ১৬ ছাত্র, বিজ্ঞান, একাদশ; ঙ চ

৫১৬৩ প্রীতিশ চন্দ্র দাস।
Teeh, Assis. (Civil) M/S R. J. Shah & Co Ltd. Giribatta Project. Po : — Dadahu, Sirnur, H, P, ২৫ চাকুরী, ক গ চ খ জ চ ড ট ঘ ঙ

৫১৬৬ পীযূষ কান্তি দাস।
Inspector of Bailers, 1, Kiran Sankar Ray Road, New Secre Tariate Bldge. 8 I K Floor, Cal-1 ২৩ চাকুরী ক গ ঙ

৫১৭২ প্রদ্যোৎ কুমার মিত্র।
c/o হরিপদ পদ মিত্র, গ্রাম — ছয় ঘরিয়া-মিত্র পাড়া পো: — বনগাঁ ২৪ পরগণা ১৬ ছাত্র ঙ খ গ

৫১৭৮ পতিত পাবন প্রামাণিক।
গিরিধাম তমলুক মেদিনীপুর ২০ ছাত্র ৩য় বর্ষ বিজ্ঞান) ঙ গ চ ঞ ড জ ঝ ট চিঠি লেখা।

৫১৮১ প্রভাত কুসুম মাথুর।
২/এ নরেন সেন স্কোয়ার কলি: - ৯ ১২ ছাত্র (চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্ট) জ রেকর্ড সংগ্রহ পড়াশোনা

৫১৮৫ পবিত্র সেনগুপ্ত।
মুন্সেফ ডাঙ্গা পুরুলিয়া ১৮ ছাত্র কলেজ জ ঞ ড

৫১৯২ প্রভাত কুমার সামন্ত।
৩১৩ সি, লালালাজপৎ রায় হল, আই, আই, টি, খড়গপুর মেদিনীপুর ১৯ মেকানিক্যাল ইঞ্জি: গ

৫১৯৬ পিন্টু মুখার্জী।
হোষ্টেল নং ২, রুম নং ১, জলপাইগুড়ি, গভ: ইঞ্জি: কলেজ, পো: - ডাঙ্গুয়াঝাড়, জলপাইগুড়ি ১৯ ছাত্র, ঙ ছ জ ট

৫২০১ বিজয় সিংহ রাঠোর।
33 braunschweig Hans - Sommer Strasse - 25 West germany ২৮ ছাত্র (m sc) খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড চ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৫১৩৮ বিশ্বতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৪/ই/১ নন্দলাল মিত্র লেন, শিউলি ভবন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা - ৪০, ১৮ ছাত্র (একাদশ শ্রেণী) গু ড ক

৫১৪৩ বিনায়ক ভট্টাচার্য্য।
c/o Sharma book stall, gar Ali Road, Jorhat - 2 Sibnagar Assam ১৬ ছাত্র, বিজ্ঞান ড ঢ গু ঢ ক সিনেমা পত্রিকা পড়া, চিত্র তারকাদের চিঠি দেওয়া ও ফটো সংগ্রহ।

৫১৮৩ বর্ষা দাস।
চাইবাসা ১৮ ছাত্রী H S ড ঞ ঢ ছবি আঁকা, রেডিও গল্পের বই সংবাদ পত্র।

৫১৯৪ ভাস্বতী মিত্র।
রাণীগঞ্জ, ১৭ ছাত্রী XI জ ঝ ঠ পত্র-মিতালী।

৫১০৪ মুকুল লাহিড়ী।
Drawing Office. I. S. W. Co. Ltd. Po :— burnpur. burdwan ৩২ ঞ গ জ ট

৫১৩৭ মিঃ মল্লিক আবুবকর।
C/O বিজয় ব্রত গুহ, গুহ রাইস মিল, বাসন্তী ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র, (স্নাতক শ্রেণী ২য় বর্ষ) ক গ

৫১৪২ মাধুরী দে।
কর্ণ জোড়া, ১৭ ছাত্রী (১১ শ্রেণী) গ ঝ ঠ কোটেশন সংগ্রহ।

৫১৪৯ মলয় কুমার সরকার।
রুম — ২০৯, হোষ্টেল — ১৫, বি; ই; কলেজ শিবপুর বি গার্ডেন হাওড়া ১৭ ছাত্র ১য় বর্ষ (b e) গ ড ট রবীন্দ্র সংগীত, ভিউ কার্ড।

৫১৬১ মানিক লাল রায়।
গ্রাম ও পোঃ — ভট্টনগর হাওড়া ১৮ ছাত্র ড্রাইভিং ও ম্যাকানিকেল ঠ ট জ ঝ ড ঞ ছবি সংগ্রহ পত্রিকা এফ ভি সি পত্র বন্ধুত্ব।

৫১:৩ রঞ্জিৎ কুমার নন্দী।
Nandi Hardware Store Po : — Tinsukia Dali bazar Lakhimpur Assam ১৫ ছাত্র ৯ম ড ঞ জ ঝ গু ঢ পড়াশুনা।

৫১৬১ রঘুনাথ বসাক।
Arai Danga D b m Academy Po : — Araidanga Malda ২৬ শিক্ষকতা ঞ গু ড

৫১৬৮ রুবি মুখোপাধ্যায়।
শিলচর - ১ ২৩ ছাত্রী এম এ পরীক্ষার্থী জ ড

৫১৯০ রথিন সাহা।
বুধামেস ৫০ চক্রবর্ত্তী লেন পোঃ — আসানসোল বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র A M I E জ ঝ ঞ ট ড ঢ পত্রমিতালী।

৫১৯৮ রতন কুমার রায়।

মানদা ম্যানসন, ৭/৩ তপসিয়া লেন, কলকাতা ৪৬, ২৬ সেলস ইন্সপেক্টর; ফুটবল; ডিটেকটিভ বই, জাতীয় নেতাদের জীবনী পাঠ।

* ৫১০২ ললিত মণ্ডল।

33 Braunschweig. Pockels Str - 21 West Germany. ২৭ ছাত্র (ইঞ্জি:) ক খ গ ঞ ট ঠ ঢ জ নাচ, রান্না, টেনিশ।

৫১১৪ শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী।

৮/১২ নেতাজী নগর, কলি: — ৪০, ১৯ ছাত্র (বি, এস, সি) ঞ জ ঝ পত্রলেখা।

৫১১৭ শম্ভুনাথ দাস।

গ্রাম:— দ্বি. পো: দলপাতপুর, হুগলী ১৩, ছাত্র, ঠ

৫১১০ শেখর রঞ্জন দাস।

P. G. Men's Hostel - no - 1. Wing no - 2. Room no - 140. 5th yr Applied Economics) Vani Vihar Bhubaneswar - 4. Orissa. ২২ ছাত্র (এম - এ) ক গ ঘ ছ জ ঝ ঞ ট

৫১২২ শিব কুমার ঠাকুরা।

রুম — ৪০১, হোস্টেল — ১০, বি, ই. কলেজ, হাওড়া — ৩, ২০ ছাত্র (৪র্থ বর্ষ কারীগরী) ছ ঘ ঙ ঞ ঢ

৫১৭০ শিব প্রসাদ বক্সী।

স্বর্ণ কুটীর, দিনহাট,, কুচবিহার, ১৭ ছাত্র, গ জ ঞ ঢ

৫১৪৭ শান্তাশিস দত্ত।

U. D. P. Central Jail. Hazarib-agh. Blhar. ৩০ ব্যবসা বাণিজ্য ও ইঞ্জিনীয়ার, খ গ গল্প লেখা, ধাতুর উপর খোদাই কোরে ছবি আঁকা।

৫১৫৯ শিবব্রত মিত্র।

Hotel - Sukh Sadan. Room - 2. 13A, E. C. Road. Dehradun — U. P. ২৮ চাকুরী, পত্রালাপ।

৫১৮০ শুকদেব মুখোপাধ্যায়।

২১ রামলাল মুখার্জী লেন, সালকিয়া, হাওড়া ২১ ছাত্র, বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ. ট ড ঢ ঞ চ

৫১৮৪ শিবানী কুণ্ডু।

আলিপুর দুয়ার, ১৮ ছাত্রী, (কলেজ), তালিকা অনুযায়ী।

৫১০৭ সেখ মো: ইসমাইল।

সারেঙ্গা, ২৩ মেকানিকস. এড্যুকেশন, বিবিধ

৫১০৯ সুধীন চন্দ্র ব্যানার্জী।

c/o যাদব চন্দ্র সিংহ, ফটাশিল, গৌহাটী - ৯, আসাম, ১৮; ছাত্র. বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ, গ ঙ ঠ ফাষ্ট ডে কভার, পত্রালাপ।

৫১১২ স্বপন কুমার ভৌমিক।

c/o রাধা চরণ ভৌমিক, শিবনগর, পূর্ব. আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৭ ছাত্র, বিজ্ঞান (কেমিস্ট্রি ১ম বর্ষ) জ ঝ ঠ ঙ

৫১২১ সুশান্ত সাহা।

c/o শুকলাল সাহা, শিতলাবাড়ী রোড, পো- দিনহাটা; কুচবিহার. ১৮ ছাত্র, ড জ চ ঠ ঞ

৫১২৩ সমীর কুমার ভৌমিক।
c/o মুক্তেশ্বর সাহা, গ্রাম — নর্থ হাওড়া; পোঃ — হাবড়া; ২৪ পরগনা, ১৪ ছাত্র, ঠ

৫১২৮ স্বপন কুমার বিশ্বাস।
St no - 64, Qr no - 1/7B Chittaranjan, Bhrdwan, ২৪ চাকুরী, ইঞ্জিঃ-নীয়ারিং, ক খ ঙ চ ছ এ ড চ

৫১৩২ সঞ্জিৎ কুমার ব্যানার্জী।
৩৭; বেলগাছিয়া রোড, ব্লক - এম, ফ্ল্যাট— ৫, (এল, আই, জি) কলঃ ৩৭, ২৭, চাকুরী, ক গ চ সাঁতার।

৫১৩৩ স্বপ্না দত্ত।
বর্দ্ধমান, ছাত্রী. (ডিগ্রী কোর্স - ১ম বর্ষ) ড বইপড়, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ফটো তোলা।

৫১৪৬ সোমনাথ দত্ত।
২ এ, বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা - ৬, ২০ ছাত্র এ বন্ধুত্ব।

৫১৫২ সমীর কুমার ভট্টাচার্য্য।
c/o A, কে, ভট্টাচার্য্য. ২৩০/২ অশোক নগর পোঃ — অশোক নগর, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র একাদশ, গ

৫১৬৪ সেখ জামিরুদ্দিন।
পোঃ ও গ্রাঃ — হানটালখাল, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র, ক গ ছ

৫১৭৬ সুবজ লাহা।
38. Macdonnel Hostel, A. M. U. AliGarh, U. P. ২২ ছাত্র; (B A. LL. B) গ খ জ ট এ চ

বিঃ ৫১৭৩ সুশীল কুমার দাস।
c/o J. B. Das, Advocate, Christian Patty. Nowgong, Assam. ২১, ছাত্র (৪র্থ বর্ষ: M. B. B. S) গ ঙ জ এ চ

৫১৭৭ সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য।
ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; হোষ্টেল - ২ পোঃ বীরেন্দ্র নগর; সদর - ত্রিপুর; ১৮ ছাত্র; গ ট এ বন্ধুত্ব।

৫১৮২ সোমনাথ ব্যানার্জী।
২৩/২ মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া - ১. ১৬ ছাত্র. ঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত; সাইক্লি

৫১৮৭ স্বপন সেন।
Fund - 3, Office of the A. G.—Orissa; Bhubaneswar, Puri; ২৭ চাকুরী, গ

৫২০০ সুখময় দাস।
২৭ বাদুর বাগান লেন, কলিকাতা - ৯, ২১ ছাত্র (ম. এ) ক গ ঙ এ ট ঘ চ

৫১১৮ হারাধন শীল।
Qr no - HA/2, Hospital Road. po : Burnpur. Burdwan. ১৫ ছাত্র; স্কুল, খ চ ক্রিকেট ক্যারাম।

৫১৫৭ চিন্ময় রাহা।
Ratua B. D. O. Office, po :— Ratua. Malda. ১৫ ছাত্র, বিজ্ঞান ট ঠ

— ০ —

সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ

ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

বহু উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে চলে গেল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। অজানার সিংহদ্বার পেরিয়ে এগিয়ে এলো ১৯৬৯। এই নবাগত আগন্তুকের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের সমস্ত মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভকামনা।

মহাকালের প্রদর্শনীতে জমা পড়ল একটি অত্যুজ্জ্বল বৎসর — ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। প্রকৃতির খুশী খেয়ালের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক জয় যাত্রা ১৯৬৮কে মহিমান্বিত করেছে সর্বাধিক। তিনজন মহাকাশচারীর অশরীরে চন্দ্র লোকে প্রদক্ষিণ পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর ঘটনা এ পর ধরা যাক তিনজন বিজ্ঞানীর কথা, যাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছেন, জীবন বা প্রাণের মূলসূত্র আবিষ্কারে এঁরা আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন। মানুষের কাছে বড় রহস্য হল এই জীব জগতের প্রাণবস্তুর উৎসমুখে প্রধান উপাদান কি। তারপর চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছেন কয়েকজন চিকিৎসক। এঁরা জীর্ণ বা রোগাক্রান্ত দেহযন্ত্র অপসারণ করে সুস্থ নীরোগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছেন। হৃদয় মুত্রাশয়, যকৃত প্রভৃতির প্রতিস্থাপনের কাজ পুরো দমে চলেছে। সর্বশেষের অবদান হল পৃথিবীতে হিলিয়ামের সঞ্চয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পৃথিবী থেকে হিলিয়াম নিঃশেষিত হতে চলেছে অথচ এটি বহুভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীর জীব জগতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন অবশিষ্ট হিলিয়ামকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখতে। ১৯৬৮র বেদীতে ১৯৬৯ অভিযান নিশ্চয় জগৎ বাসীকে আরও সুখ শান্তি এবং নিরাপত্তা এনে দেবে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নবাগত বৎসরটি গত বৎসরের তুলনায় আরও কীর্তিমান আরও মহীয়ান হয়ে উঠুক।

বড়দিন ও নববর্ষের অভিনন্দন জানিয়ে বহু মিতা ভাই বোন সুচিত্রিত মনোজ্ঞ ছবি কার্ড শিল্প লেখা প্রভৃতি পাঠিয়েছেন। যাদের উপহার সঙ্ঘ সযত্নে রেখে দিয়েছে তাদের নাম হল—সর্বশ্রী ৪৭১০ প্রভাত কুমার দেব, বি ৩৩৫৫ সুপ্রভাত পাল, ৪৪৩৬ সনৎ মুখোপাধ্যায়। ৪৫৪২ এস, সি দে, ৫১৪৫ অমিতাভ দাস, বি ১৬৩৭ সমর কুমার বসু, বি ১০৮৯ সমর সরকার, ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা, ৪১২৪ অজয় কুমার প্রধান, বি ১০১০ রাজেন্দ্র পৎ সিং, বি ০৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস, বি ১৬০৮ দুলাল বন্দোপাধ্যায়, বি ১৯০ মদন মোহন দাশ, ৫১৬৯ আবদুর রহিম ভূঞা, বি ১০৯৯ অনিল দাস, ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল, ৩৯৪৬ দীপক নায়ার, ৪৭৭৫ জ্যোতির্ময় দত্ত; ৪৯১৯ নিখিল রঞ্জন চৌধুরী, বি ৪৪৯৪ অমিয় কুমার চৌধুরী।

—•—

৫১৩৮ বিশ্বতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯/ই/১ নন্দলাল মিত্র লেন, শিউলি ভবন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা - ৪০, ১৮ ছাত্র (একাদশ শ্রেণী) ঙ ড ক

৫১৪৩ বিনায়ক ভট্টাচার্য্য।
c/o Sharma book stall, gar Ali Road, Jorhat - 2 Sibnagar Assam ১৬ ছাত্র, বিজ্ঞান ড ঢ ঙ ঢ ক সিনেমা পত্রিকা পড়া. চিত্র তারকাদের চিঠি দেওয়া ও ফটো সংগ্রহ।

৫১৮৩ বর্ষা দাস।
চাইবাসা ১৮ ছাত্রী H S ড ঞ ঢ ছবি আঁকা, রেডিও গল্পের বই সংবাদ পত্র।

৫১৯৪ ভাস্বতী মিত্র।
বাঁশীগঞ্জ, ১৭ ছাত্রী XI জ ঝ ঠ পত্র-মিতালী।

৫১০৪ মুকুল লাহিড়ী।
Drawing Office. I. S. W. Co. Ltd. Po :— burnpur. burdwan ৩২ ঞ গ জ ট

৫১৩৭ মিঃ মল্লিক আবুবকর।
c/o বিজয় ব্রত গুহ, গুহ রাইস মিল, বামন্তী ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র, (স্নাতক শ্রেণী ২য় বর্ষ) ক গ

৫১৪২ মাধুরী দে।
কর্ণ জোড়া, ১৭ ছাত্রী (১১ শ্রেণী) গ ঝ ঠ কোটেশন সংগ্রহ।

৫১৪৯ মলয় কুমার সরকার।
রুম — ২০৯, হোষ্টেল — ১৫, বি; ই; কলেজ শিবপুর বি গার্ডেন, হাওড়া ১৭ ছাত্র ১ম বর্ষ (b e) গ ড ট রবীন্দ্র সংগীত, ভিউ কার্ড।

৫১৬১ মানিক লাল রায়।
গ্রাম ও পোঃ — ভটুনগর হাওড়া ১৮ ছাত্র ড্রাইভিং ও ম্যাকানিকেল ঠ ট জ ঝ ড ঞ ছবি সংগ্রহ পত্রিকা এফ ভি সি পত্র বন্ধুত্ব।

৫১১৩ রঞ্জিৎ কুমার নন্দী।
Nandi Hardware Store Po : — Tinsukia Dali bazar Lakhimpur Assam ১৫ ছাত্র ৯ম ড ঞ জ ঝ ঙ ঢ পড়াশুনা।

৫১৬১ রঘুনাথ বসাক।
Arai Danga D b m Academy Po : — Araidanga Malda ২৬ শিক্ষকতা ঞ ঙ ড

৫১৬৮ রুবি মুখোপাধ্যায়।
শিলচর - ১ ২৩ ছাত্রী এম এ পরীক্ষার্থী জ ড

৫১৯০ রথিন সাহা।
বুধামেস ৫০ চক্রবর্ত্তী লেন পোঃ — আসানসোল বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র A M I E জ ঝ ঞ ট ড ঢ পত্রমিতালী।

৫১৯৮ রতন কুমার রায়।
মানদা মাঞ্জল, ৭/৩ তপাসিয়া লেন. কলকাতা ৪৬. ২৬ সেলস ইন্সপেক্টর; ফুটবল; ডিটেকটিভ বই, জাতীয় নেতাদের জীবনী পাঠ।

* ৫১০২ ললিত মণ্ডল।
33 Braunschweig. Pockels Str - 21 West Germany. ২৭ ছাত্র (ইঞ্জি:) ক খ গ ঞ ট ঠ ঢ ঙ নাচ, রান্না. টেনিশ।

৫১১৪ শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী।
৮/১২ নেতাজী নগর, কলি: — ৪০, ১৯ ছাত্র (বি, এস, সি) ঞ জ ঝ পত্রলেখা

৫১১৭ শম্ভুনাথ দাস।
গ্রাম :— দ্বি . পো: দলপাতপুর, হুগলী ১৩, ছাত্র, ঠ

৫১২০ শেখর রঞ্জন দাস।
P. G. Men's Hostel - no - 1. Wing no - 2. Room no - 140. 5th yr Applied Economics) Vani Vihar Bhubaneswar - 4. Orissa. ২২ ছাত্র (এম - এ) ক গ ঘ ছ জ ঝ ঞ ট

৫১২২ শিব কুমার ঠাকরা।
রুম — ৪০১, হোস্টেল — ১০, বি, ই. কলেজ, হাওড়া — ৩, ২০ ছাত্র (৪র্থ বর্ষ কারীগরী । ছ ঘ ঙ ঞ ঢ

৫১৭০ শিব প্রসাদ বকসী।
স্বর্ণ কুটীর, দিনহাট,, কুচবিহার, ১৭ ছাত্র, গ জ ঞ ঢ

৫১৪৭ শ্যামাপদ দত্ত।
U. D. P. Central Jail. Hazaribagh. Blhar. ৩০ ব্যবসা বাণিজ্য ও ইঞ্জিনীয়ার, খ গ গল্প লেখা, ধাতুর উপর খোদাই কোরে ছবি আঁকা।

৫১৫৯ শিবব্রত মিত্র।
Hotel - Sukh Sadan. Room - 2. 13A, E. C. Road. Dehradun — U. P. ২৮ চাকুরী, পত্রালাপ।

৫১৮০ শুকদেব মুখোপাধ্যায়।
২১ রামলাল মুখার্জী লেন, সালকিয়া, হাওড়া ২১ ছাত্র, বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ. ট ড ঢ ঞ চ

৫১৮৪ শিবানী কুণ্ডু।
আলিপুর দুয়ার, ১৮ ছাত্রী, (কলেজ), তালিকা অনুযায়ী।

৫১০৭ সেখ মো: ইসমাইল।
সারেঙ্গা, ২৩ মেকানিকস. এডুকেশন, বিবিধ

৫১০৯ সুধীন চন্দ্র ব্যানার্জী।
c/o যাদব চন্দ্র সিংহ, ফটাশিল, গৌহাটী - ৯, আসাম, ১৮; ছাত্র. বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ. গ ঙ ঠ ফার্ষ্ট ড কভার, পত্রালাপ।

৫১১২ স্বপন কুমার ভৌমিক।
c/o রাধা চরণ ভৌমিক, শিবনগর. পূর্ব. আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৭ ছাত্র, বিজ্ঞান (কেমিস্ট্রি ১ম বর্ষ) জ ঝ ঠ ঙ

৫১২১ সুশান্ত সাহা।
c/o শুকলাল সাহা, শিতলাবাড়ী রোড, পো- দিনহাটা; কুচবিহার. ১৮ ছাত্র, ড জ চ ঠ ঞ

৫১২৩ সমীর কুমার ভৌমিক।
c/o মুক্তেশ্বর সাহা, গ্রাম — নর্থ হাওড়া; পোঃ — হাওড়া; ২৪ পরগনা, ১৪ ছাত্র, ঠ

৫১২৮ স্বপন কুমার বিশ্বাস।
St no - 64, Qr no - 1/7B Chittaranjan, Bhrdwan, ২৪ চাকুরী, ইঞ্জিনীয়ারিং, ক খ ঙ চ ছ এ ড ঢ

৫১৩২ সঞ্জিৎ কুমার ব্যানার্জী।
৩৭; বেলগাছিয়া রোড, ব্লক - এম, ফ্লাট— ৫, (এল, আই, জি) কল: ৩৭, ২৭, চাকুরী, ক গ চ সাঁতার।

৫১৩৩ স্বপ্না দত্ত।
বর্দ্ধমান, ছাত্রী, (ডিগ্রী কোর্স - ১ম বর্ষ) ড বইপড়, রবীন্দ্র সঙ্গীত, ফটো তোলা।

৫১৪৬ সোমনাথ দত্ত।
২ এ, বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা - ৬, ২০ ছাত্র এ বন্ধুত্ব।

৫১৫২ সমীর কুমার ভট্টাচার্য্য।
c/o A, কে, ভট্টাচার্য্য, ২৩০/২ অশোক নগর পোঃ — অশোক নগর, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র একাদশ, গ

৫১৬৪ সেখ জামিরুদ্দিন।
পোঃ ও গ্রাঃ — হাসনাবাদ খাল, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র, ক গ ছ

৫১৭৬ সুব্রত লাহা।
38. Macdonnel Hostel, A. M. U. AliGarh, U. P. ২২ ছাত্র; (B A. LL. B) গ খ জ ট এ ঢ

বি: ৫১৭৩ সুশীল কুমার দাস।
c/o J. B. Das, Advocate, Christian Patty. Nowgong, Assam. ২১, ছাত্র (৪র্থ বর্ষ: M. B. B. S) গ ঙ জ এ ঢ

৫১৭৭ সুকল্যাণ ভট্টাচার্য।
ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; হোষ্টেল - ২ পোঃ বীরেন্দ্র নগর; সদর - ত্রিপুরা; ১৮ ছাত্র; গ ট এ বন্ধুত্ব।

৫১৮২ সোমনাথ ব্যানার্জী।
২৩/২ মধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া - ১, ১৬ ছাত্র, ঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত; সাইক্লি

৫১৯৭ স্বপন মৈত্র।
Fund - 3, Office of the A. G.— Orissa; Bhubaneswar, Puri, ২৭ চাকুরী, গ

৫২০০ সুখময় দাস।
২৭ বাদুর বাগান লেন, কলিকাতা - ৯, ২১ ছাত্র (ম. এ) ক গ ঝ এ ঢ ঘ চ

৫১১৮ হারাধন দাঁবর।
Qr no - HA/2, Hospital Road. po: Burnpur. Burdwan. ১৫ ছাত্র, স্কুল, খ ঢ ক্রিকেট ক্যারাম

৫১৫৭ চিন্ময় রাহা।
Ratua B. D. O. Office, po: Ratua. Malda. ১৫ ছাত্র, বিজ্ঞান [illegible]

— ০ —

সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ

ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

বহু উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে চলে গেল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। অজানার সিংহদ্বার পেরিয়ে এগিয়ে এলো ১৯৬৯। এই নবাগত আগন্তুকের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের সমস্ত মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভকামনা।

মহাকালের প্রদর্শনীতে জমা পড়ল একটি অত্যুজ্জ্বল বৎসর — ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ। প্রকৃতির খুশী খেয়ালের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক জয় যাত্রা ১৯৬৮কে মহিমান্বিত করেছে সর্বাধিক। তিনজন মর্ত্যবাসীর অশরীরে চন্দ্রলোকে প্রদক্ষিণ পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর ঘটনা এ পর ধরা যাক তিনজন বিজ্ঞানীর কথা, যাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছেন. জীবন বা প্রাণের মূলসূত্র আবিস্কারে এঁরা আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন। মানুষের কাছে বড় রহস্য হল এই জীব জগতের প্রাণবস্তুর উৎসমুখে প্রধান উপাদান কি। তারপর চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এনেছেন কয়েকজন চিকিৎসক। এঁরা জীর্ণ বা রোগাক্রান্ত দেহযন্ত্র অপসারণ করে সুস্থ নীরোগ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছেন। হৃদয় মুত্রাশয়, যকৃত প্রভৃতির প্রতিস্থাপনের কাজ পুরো দমে চলেছে। সর্বশেষের অবদান হল পৃথিবীতে হিলিয়ামের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পৃথিবী থেকে হিলিয়াম নিঃশেষিত হতে চলেছে অথচ এটি বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবীর জীব জগতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন অবশিষ্ট হিলিয়ামকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখতে। ১৯৬৮র বেদীতে ১৯৬৯ অভিযান নিশ্চয় জগৎ বাসীকে আরও সুখ শান্তি এবং নিরাপত্তা এনে দেবে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নবাগত বৎসরটি গত বৎসরের তুলনায় আরও কীর্তিমান আরও মহীয়ান হয়ে উঠুক।

বড়দিন ও নববর্ষের অভিনন্দন জানিয়ে বহু মিতা ভাই বোন সুচিত্রিত মনোজ্ঞ ছবি কার্ড শিল্প লেখা প্রভৃতি পাঠিয়েছেন। যাদের উপহার সঙ্ঘ সযত্নে রেখে দিয়েছে তাদের নাম হল—সর্বশ্রী ৪৭১০ প্রভাত কুমার দেব, বি ৩৩৫৫ সুপ্রভাত পাল, ৪৪৩৬ সনৎ মুখোপাধ্যায়। ৪৫৪২ এস, সি দে, ৫১৪৫ অমিতাভ দাস, বি ১৬৩৭ সমর কুমার বসু, বি ১০৮৯ সমর সরকার, ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা, ৪১২৪ অজয় কুমার প্রধান, বি ১০১০ রাজেন্দ্র পংসিং, বি ০৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস, বি ১৬০৮ দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি ১৯০ মদন মোহন দাশ, ৫১৬৯ আবদুর রহিম ভূঞা, বি ১০৯৯ অনিল দাস, ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল, ৩৯৪৬ দীপক নায়ার, ৪৭৭৫ জ্যোতির্ময় দত্ত; ৪৯১৯ নিখিল রঞ্জন চৌধুরী, বি ৪৪৯৪ অমিয় কুমার চৌধুরী।

—•—

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের ছ'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যারা বিশ্বমিতা হয়েছেন তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে আভূষিত করে থাকি। গত ১৫ই পৌষ ১৩৭৫ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম ও সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — ৩৭৩২ অনল কুমার চক্রবর্ত্তী, ৭৯০৪ অরুণ গাঙ্গুলী, ৫০২৪ আশিস ভট্টাচার্য্য ৩৬০৬ কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত, ৩৭১৩ জটীল চন্দ্র বিশ্বাস, ৪৯৮৭ জয়ন্ত কুমার রায়, ৪৯৮৮ তপন কুমার গোস্বামী, ৪২৮১ নিতাই চন্দ্র বক্সি, ৪৮৫৯ নিত্যানন্দ গুপ্ত, ৮৬৯৯ দিলীপ ভট্টাচার্য্য, ৩৮৬৪ প্রবোধ বসু, ৩৬১৯ বিকাশ চন্দ্র সামন্ত, ৩৭৪৮ মুকুল নাগ, ৩৭৯২ মানিক লাল বনিক; ৩৯৩৫ শৈলেশ চক্রবর্ত্তী, ৩৫৪৪ সুব্রত বসু; ৪২৬০ সুনীল কুমার মহান্তী ও ৫১৭৩ সুনীল কুমার দাস।

সংঘ এ পর্যন্ত ৬৪৮ জন বিশ্বমিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বমিত হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বৎসরিক চাঁদা ৮ টাকা পাঠালে চলবে আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

—:০:—

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন—

গত ১৫ই পৌষ ১৩৭৫ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব দেওয়া হল

সর্বশ্রী — বি ৩৮৬৪ প্রবোধ বসু ৫ টাকা বি ৪৯৮৭ জয়ন্ত কুমার রায় ৩ টাকা, বি২১২ সুরেশ চন্দ্র দেবনাথ ২ টাকা, ৪৮৭৯ অশোক কুমার দাস ১·২৫ পয়সা, বি ২৮২০ শ্রীপতি চরণ পানি ১ টাকা, বি ৩৬৩৯ অ র, কে, সাউ ১ টাকা, বি ৩৭৩২ অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী ১ টাকা ও ৩৮৭০ ধীরেন্দ্র নাথ সাধুখাঁ ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১৪·৭৫ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে ৫৫১·১৫ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৬৫·[illegible] পয়সা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া [illegible] তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় তার [illegible]

করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তারজন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশাকরি প্রত্যেক মিতা ভাই বোন মুক্ত হস্তে দান করে সাহায্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তুলবেন।

—•—

চতুর্থ বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে লিপিমিতালি সঙ্ঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে এবারের বিষয় হল, ক্রীড়ারত শিশু বা কিশোরের প্রাকৃত আলোক চিত্র পাঠাতে হবে ১০ই ফাল্গুন ১৩৭৫ এর মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির পিছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যার যেন অবশ্য উল্লেখ থাকে। সভ্য - সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়; তবে আধখানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা এবং দ্বিতীয়টি দশ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবগুলি লিপিমিতায় উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যারা আলোক চিত্র ফেরৎ পেতে চান তারা রেজিঃ খরচ বাবদ ৯০ পয়সার ডাক টিকিট পাঠিয়ে দেবেন, সংঘ আলোক চিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

——

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতা—

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের একটি চমকপ্রদ শিকার কাহিনী সাদা কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় [illegible] ফাল্গুন ১৩৭৫ এর মধ্যে পাঠাতে হবে। [illegible]টি মৌলিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রতি[illegible]তায় দুটি পুরস্কার। প্রথমটি কুড়ি টাকা [illegible] দ্বিতীয়টি দশ টাকা, কেবল মাত্র সংঘের সভ্য - সভ্যাদেরই রচনা গৃহীত হবে।

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তারা যেন তাদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

• —•

অনুরোধ—

যারা প্রগতির সঙ্গে পথ মিলিয়ে চলতে ইচ্ছুক তারা ৪৪২১ শ্রীমন্ত নারায়ণ বসুর সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।

ভ্রমণ গল্পের বই পড়তে উৎসাহী এমন মিত্রের সঙ্গে ৫০৬০ পরেশ চন্দ্র বিশ্বাস পত্রালাপ করতে চান। ৪৯৩২ উষা রঞ্জন চৌধুরী — এম, এস, সি (ফলিত বিজ্ঞান) উচ্চ মাধ্যমিক, বি, এসসি ছাত্র - ছাত্রাদের অঙ্ক, ফিজিক্স দায়িত্ব নিয়ে পড়াতে চান।

৪৪২৩ অনিল ঘটক সেতার বাজাতে পারেন এমন মিত্রের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৪৬৬৯ শম্পা বিশ্বাস পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ছে এমন মিত্রের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান, তাছাড়া লাইব্রেরীয়ান শিপ নিয়ে যদি কেউ পড়েন তিনিও পত্র দিতে পারেন।

যারা রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ এবং নজরুলের সঙ্গীতে প্রাণের ছোঁয়া পান সেই সব মিত্রের সঙ্গে ৫০১৪ আশীষ কুমার ভট্টাচার্য্য পত্রালাপে আগ্রহী।

ডাকটিকিট, ভিউ কার্ড, চিত্র তারকাদের ফটো, পত্র - পত্রিকা — ইংরাজী - হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বিনিময় করতে ইচ্ছুক এমন মিত্রের সঙ্গে ৪৯৪১ সুনীল বরণ দাস পত্রালাপ করতে চান।

যারা W. B. C. S এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু জানেন বা অন্ততঃ উৎসাহী এবং School of Economics (Delhi)-র খবরা খবর রাখেন তাদের সঙ্গে ৩৮৮৭ স্বাগতা দত্ত যোগাযোগ করতে চান।

৪২২৬ আকতারবানু — পত্রালাপে বিরত আছেন।

—•—

সংঘে আর নেই—

৫০৫৬ পুষ্প বিশ্বাস, ৪৯০১ অমিয় প্রকাশ ঘোষ, ৪৯১৮ হিরোদাস চট্টোপাধ্যায়, ৫০৪১ মিত্রা ..., ৪৯২১ পাপিয়া মিত্র, ৪৮২৭ শুভাশিস মুখার্জী।

— —

ঠিকানা পরিবর্তন

১। বি ৩৪৭৮ গৌরাঙ্গ লাল চৌধুরী — ...ak — 36. U S S R ...st & Box - 715 D; Vladi Vost- ২। ৪৯৩১ গোরা চাঁদ দে — c/o ...

erett — Stemship Corporation, 4 Govt. Place North, Cal - 1

৩ ৫০৪৬ রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী চাতরা-কাংরু বাগান, শ্রীরামপুর - হুগলী

৪। ব ৩৪০৫ কিশোরী মোহন দত্ত — ৫ এবং ৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস লেন, রাণাঘাট, নদীয়া।

৫। ৪৯৭৭ ইউনুস জমাদার — c/o আব্দুল মাবুদ, পিয়াসাড়া ভ্যারাইটি ষ্টোর, বাগুডী, হুগলী।

৬। ৪৯১৯ নিখিল রঞ্জন চৌধুরী ৫৪, টালিগঞ্জ সারকুলার রোড, (শ্রীগুরু ভাণ্ডারের পিছনে) কলি — ৩৩

৭। ৫০৩৪ রণেন্দ্র মোহন গোস্বামী — Indian Overseas Bank Ltd Free School Street Branch, 14 Park M-ansion. Cal — 16

৮। ৫০১৩ সৌমিত্র কুমার চাটার্জী — c/o P. C. Chatterjee Qr. no - Lr/139. Club Cross - 1. A. V. B. Colony Po: — Durgapur - 6 Burdwan

৯ বি ৩৮১৩ চিন্ময় সান্যাল — c/o ...: K, Sanyal Peer Daria Nath ...rg Haridwar, U, P, (Just be-... Himalaya Depot)

... ৫০৩৯ ...কুমার মজুমদার — c/o কালী মজুমদার, রেল কোয়াটার ১১১/৫৫ পোঃ — রাজেন্দ্রপ্রতাপপুর, বর্দ্ধমান

১১। বি ৯৮৩৬ রমেশ চন্দ্র মুখার্জী — Ambaguda Insdustrial Centre, po: Ambaguda, Dt: Koraput Orissa

১২। বি ২৫১৩ কালীপদ ঘোষ - Dhakuria H. S, School po: Dhakuria Kalibari Dt: 24 paragonas

১৩। ব ১৭৬৮ তাপস কুমার বসু — no 69, SQDN, c/o 99 A, p o

১৪। ৪৮৫৯ নিত্যানন্দ মণ্ডল — Inspector of boilers, New Secretariat building 8th Floor, Cal - 1

১৫। ৪৭০৯ এস পি বসু — রবীন্দ্রনগর ডনকুনি, হুগলী।

১৬। ৪০২৪ দিবাকর মণ্ডল — 34, Exhibition bazar para road. Gorabazar po: - berhampore, Murshidabad

১৭। ৪০৬৭ প্রদীপ দাস — c o কল্যাণ ব্রত রায় — জেনারেল পোষ্ট অফিস, শিলচর — ১, আসাম।

১৮। বি সুজিত কুমার বসু — c/o হরিদাস ব্যানার্জী, 10/1, কেদার নাথ দাস লেন কাল: - ৩০, পোঃ — ঘুঘুডাঙ্গা।

১৯। ৪৮১৫ দত্তনাথ দেবনাথ — শিলিগুড়ি কলেজ বয়েজ হোস্টেল, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

—ভ্রম সংশোধন—

৪৯৬৪ সর্বা বসুর স্থলে - সুধা বসু হবে।

:-:

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ফাল্গুন— চৈত্র— ১৩৭৫

৯ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

(পরপৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে সাহায্য করেছেন

বেঙ্গল প্রেস

২৪/২৫, ভৈরব দত্ত লেন, (নন্দীবাগান)

সালকিয়া, হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

উত্তরপাড়া

★ শ্রীরথীন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বমিত্তালি সংঘের মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণ এবং অনুরাগীবৃন্দ :—

বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্থান পীঠস্থান উত্তরপাড়ায় আপনাদের স্বাগত জানাই। সংশয় বিক্ষুব্ধ বিশ্বে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে মৈত্রীর জন্যে আপনারা যে পরোক্ষ প্রচেষ্টা শুরু করেছেন তারজন্যে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কলকাতার উপকণ্ঠে এই উত্তর-পাড়ায় আপনাদের অধিবেশন একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। ভাগীরথি ধারাধৌত এই ক্ষুদ্র পল্লীতে শতবর্ষ পূবেও যে সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনার প্রবাহ নিত্যবহমান ছিল—এই অধি-বেশনের মধ্য দিয়ে তারই সংগে সংযোগ সাধিত হয়েছে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট হিসাবেই উত্তরপাড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে উপস্থাপিত করা দরকার।

কবিকংকন মুকুন্দ রামের চণ্ডীমংগলে ধনপতি সওদাগর এই উত্তরপাড়ার পাশদিয়েই তাঁর বানিজ্য তরনী বেয়ে গিয়েছেন। সঞ্জীব চন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাসের কৃষ্ণমোহন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর বাসস্থান হিসেবে উত্তরপাড়ার উল্লেখ করেছেন। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী উত্তরপাড়ার সাবেক কালের মানুষ। তাঁর সময় থেকে উত্তরপাড়ার জীবনে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন বরেণ্য সন্তানেরা। তাঁরাই এর ইতিহাসের গণ্ডীকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। সেই আমল থেকে উত্তরপাড়া এক অখ্যাত পল্লীর পরিচয় থেকে ঐতিহাসিক স্বীকৃতির পর্য্যায়ে উত্তীর্ন হওয়ার জন্য সাধনা করেছে।

উত্তরপাড়ার তারচাঁদ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র জয়-শংকর তর্কালঙ্কার সেকালে ন্যায়শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ছিল তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি। তাঁর লেখা কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সেকালে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অন্যতম। এই তর্ক সিদ্ধান্তের কন্যাকে বিবাহ করেই জয়কৃষ্ণের পিতা জগমোহন উত্তরপাড়ায় বসবাস শুরু করেন।

আজকের উত্তরপাড়ায় অনন্য রূপকার ছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এই-প্রায় অখ্যাত-পল্লীকে তিনিই সংস্কৃত ও মার্জিত করে বিশিষ্ট নাগরিক মর্য্যাদা দেন। ১৮৫৩ সালে তাঁরই উদ্যোগে যেদিন উত্তরপাড়া পৌরসভা স্থাপিত হল, পূর্বভারতের মধ্যে এই অখ্যাত পল্লীই সেদিন প্রথম নাগরিক সত্ত্বাধিকার লাভ করে ধন্য হয়েছিল। জয়কৃষ্ণের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন সে যুগে উপকথায় পরিণত হয়েছিল. হুগলী জেলায় শুধুমাত্র ১০১টি বিদ্যালয় এবং

উত্তরপাড়া কলেজ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি জয়কৃষ্ণ, কলকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অকৃপণ দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ; যেকালে সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে স্ত্রীশিক্ষার অপরিহার্য পরিণাম বৈধব্য, সেই অচলায়তন গোঁড়ামির যুগে জয়কৃষ্ণ উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বিদ্যাসাগরের আবেদন পত্রে যিনি সবার আগে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি উত্তরপাড়ায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । পল্লীবাংলার নরনারীর জীবনচিত্র রচনার জন্য জয়কৃষ্ণই প্রথম পুরস্কার ঘোষনা করেছিলেন এবং Bengal Peasant life গোবিন্দ সামন্ত রচয়িতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সেই পুরস্কার লাভ করে বাংলা সাহিত্যে বরনীয় হয়ে রইলেন। ১৮৮৮ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসর দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিরূপে দাদাভাই নৌরজীর নাম প্রস্তাবের জন্য সারা বাংলা দেশের মানুষ যাঁকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই অশীতিপর বার্দ্ধক্য জরজর অন্ধছিলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় । অন্ধ জয়কৃষ্ণ তাঁর পৃষ্ট প্রদীপ চিরকালের জন্য জ্বালিয়ে রেখে গেছেন এই সাধারণ গ্রন্থাগারের অমেয় জ্ঞানসঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে ।

উত্তরপাড়ার হিতকারী সভা সে যুগে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ সেবায় উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই সভার সম্পাদক ছিলেন Fighting Munsiff প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জয়কৃষ্ণের অনুজ বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৩ সালে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায় । হিতকারী সভার বার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মিস মেরী কার্পেন্টার, জাস্টিস ফিয়ার্স, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন, গিরীশ ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার, চন্দ্র নাথ বসু, ফাদার লাফোঁ, সি. এম. গ্রান্ট প্রমুখ । প্রথম তিন জন বাঙালী সিভিলিয়ান রমেশ চন্দ্র দত্ত, বিহারী লাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সভার পক্ষ থেকে সমর্থন জানান হয়।

উত্তরপাড়ার সাবেক আমলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়, স্যার প্রমদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ। উত্তরপাড়ার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে তার সংযোগ ঘটেছিল মুখ্যতঃ রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্র নাথ চাট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে অমরেন্দ্র নাথ ছিলেন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব । তাঁর দীর্ঘ বিপ্লবী জীবন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব স্মরনীয় ইতিহাস হয়ে আছে।

উত্তরপাড়ার প্রাচীন আমলের সাহিত্য সাধক ছিলেন পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় । ইনি বংলা অভিধান 'শব্দসিন্ধু' রচনা করেন। শ্রীরামপুরে মিশনারী প্রেস থেকে ১৮০৯ সালে তাঁর গ্রন্থ

প্রকাশিত হয়। তারক চন্দ্র চূড়ামনি শ্রীহর্ষের বগ্নাবলীর বংগানুবাদ করেন, ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন বিখ্যাত বংশাবলী গ্রন্থ। পিটার্স সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। সমকালীন উত্তরপাড়ার ইতিহাস এই গ্রন্থে বিধৃত আছে:

উত্তরপাড়ার প্রাচীন আমল বাংলা দেশের সাহিত্যিক সাযুজ্য লাভে গৌরবান্বিত। ১৮৫৬-৫৭ সালে প্রকাশিত উত্তরপাড়ার প্রথম সংবাদ পত্র 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্র' সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। এ ছাড়া গ্রামবাসা, কর্মযোগিন্, উত্তরপাড়া কলেজ ম্যাগাজিন, খেয়াল, ছাত্র, অর্চণা ও চয়ন, বিকাশ প্রভৃতি ছিল সেকালে উল্লেখ যোগ্য সাময়িক পত্র।

১৮৮৮ সালে উত্তরপাড়ায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়। এই 'ইউ-নিয়ন প্রেস' থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তাপস্বিনী' প্রকাশিত হয়। এছাড়া বহু কাব্য ও নাটক এখানে মুদ্রিত হয়।

সে যুগে সুখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিকদের অনেকেই উত্তরপাড়ার সংগে সম্পর্কিত ছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস-স্থান ছিল উত্তরপাড়ায়। তাঁর পৈতৃক ভিটা এখনও রয়েছে। 'চিন্তাতরংগিনী' 'বৃত্রসংহার' 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি কাব্যে তিনি বাঙালী পাঠক সমাজকে উদ্দীপ্ত করেন। হেমচন্দ্রের অনুজ 'যোগেশ' কাব্য রচয়িতা ঈশান চন্দ্র, এবং 'নূতন খাতা'র বিশিষ্ট খ্যাতিমান কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার গৌরব। কবি করুণানিধানও কিছুকাল এখানে বাস করেন। অন্যান্য সাহিত্য সেবীদের মধ্যে ছোট গল্প রচয়িতা কাঞ্চনমালা দেবী, অবনী মোহন বন্দোপাধ্যায়, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী নাথ মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, তারক চন্দ্র চূড়ামণি, দুর্গাচরণ বাচস্পতি, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়' বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রাজ-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সেকালের উত্তরপাড়ায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের কীর্তিমান বিদগ্ধজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল এখানকার সাধারণ গ্রন্থাগার। কবি মধুসূদন সপরিবারে দুবার এই গ্রন্থাগারের দ্বিতলে তাঁর জীবনের কয়েকটি নিরুপদ্র দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে বসেই প্রত্নতাত্ত্বিক উইলিয়ম হান্টার Imperial Gazeteer of India রচনা করেছেন। নীলবিদ্রোহের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পাদরি লং এখানে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ, কেশব চন্দ্র, বিপিন পাল, বিবেকানন্দ, শরৎ চন্দ্র, এবং বহু

বিদেশী পর্যটক, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক এখানে পদার্পন করেছেন। এই গ্রন্থাগার প্রাংগনে শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ সালের ৩০শে মে তাঁর ঐতিহাসিক 'উত্তরপাড়া' ভাষণ দান করেন। অতীতের কীর্তিমান পুরুষদের সান্নিধ্য ধন্য উত্তর-পাড়া এবং এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি স্বর্ণময় অধ্যায়।

আয়তনে পশ্চিমবাংলার ক্ষুদ্রতম পৌরশহর উত্তরপাড়াতেই প্রথম পৌরসভা গঠিত হয়েছিল। সেকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য আর ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত তখন এই ছোট পল্লীতে ইংরেজী স্কুল, কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী, হাসপাতাল স্থাপিত হয়ে একে নাগরিক মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। সেই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পীঠভূমিতে আজ আপনাদের অধিবেশন সফল ও সার্থক হয়ে উঠুক। মানুষে মানুষে মনের মিতালি স্থাপন করার যে ব্রত আপনারা গ্রহণ করেছেন তার সাফল্য আন্তরিকভাবে কামনা করি ॥

বিশ্বদূতের আসরে

ভারত সন্দেশ

প্রথমেই একটি মর্মান্তিক শোকসংবাদ জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু ও রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর আর ইহজগতে নেই। গত ৯ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ভোর ৫॥ টার সময় শান্তিনিকেতনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। প্রতিমা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নি বিনয়িনী দেবীর কন্যা। পক্ষীমাতা যেমন তাঁর সন্তানকে পক্ষপুটে আগলে রাখে, প্রতিমা ঠাকুরও রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁকে ঠিক সেইভাবে

আগলে রাখতেন। গুরুদেবের নৃত্যনাট্য তাঁর দান অনেকখানি ছিল।

রূপসজ্জাতেও তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়কালে প্রতিটি চরিত্রকে তিনি নিজে রূপদান করতেন অর্থাৎ বাইরে থেকে কোন রূপসজ্জাকরের সাহায্য নেওয়া হোত না। আমরন তিনি শান্তিনিকেতনের সেবা করে গেছেন। প্রায় ৩০বৎসর পূর্বে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল উত্তরপাড়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিতা ভাগিরথার বক্ষে লাঞ্চের ওপর বাস করেছিলেন। প্রতিমা ঠাকুরের মৃত্যুকে রবীন্দ্রযুগের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ভগবানের কাছে তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

★ ★ ★

একদিনেই আমরা বাংলার দুজন কৃতি সন্তানকে হারালাম। প্রতিমা দেবীর শোক ভোলবার আগেই আরও দুজন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। একজন হলেন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায়। অপরজন হলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র ও রবীন্দ্রভারতীর ডীন রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার। মৃত্যুকালে মোহন লালের বয়স হয়েছিল ৫৯ এবং রমেশচন্দ্রের ৬৫।

একদিন দ্বারকানাথ বৈঠকখানা বাড়ী হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণ দিকে যে আবাস নির্মান করিয়েছিলেন সেই পাঁচ নম্বর বাড়িটি পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এই ঝুলন্ত বারান্দাতেই বাংলার বিদগ্ধজন এসে বসতেন এবং স্মরণীয় মধুচক্র রচনা করে চলতেন। অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী মাঝে মাঝে রবিকা আরও বহু জ্ঞানীগুণী আসর জমাতেন।

ভগিণী নিবেদিতা একদিন এসেছিলেন। বাংলার ছোটলাট কার্মাইকেল সাহেবও একদিন এখানে বসে মশলা মাখা মুড়ি ও তামাক খেয়ে গেছেন। মোহনলাল সেই 'দক্ষিণ বারান্দা' নিয়ে চমৎকার স্মৃতিচারণ করেগেছেন, তাঁর শিশু সাহিত্যের অমর দান 'বাবুই-এর এ্যাডভেঞ্চার', তাছাড়া চটকলের উপর লেখা 'অসমাপ্ত চটান্ধ' ভ্রমণ কাহিনী 'লঙ্কাযাত্রা' 'দ্রণদর্শনায় চ' ইত্যাদি মোহনলালের সাহিত্য প্রতিভাকে উজ্জল করে রাখবে। 'অল কোয়াইট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট' বইটির চমৎকার অনুবাদ তিনি করেগেছেন। গগন ঠাকুরের ওপর গবেষনা মূলক কাজ তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। মোহনলালের সহধর্মিনী মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায় চেক রমণী। ইনি বর্তমানে কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি বাংলার মেয়েদের ব্রতকথা, পাঁচালী সম্পর্কে চেক ভাষায় লিখে তাঁর জন্ম-ভূমিতে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে সেগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। মোহনলালও

কয়েকটি চেক কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে সুধী পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। এঁদের একটি পুত্র একটি কন্যা বর্তমান।

এবারে সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা আবশ্যক ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদী শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সঙ্গীত রত্নাকর শ্রী রমেশচন্দ্র ১৯০৫ সালে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে তাঁর পরিবারের নাম যশ সারা ভারতে সুবিদিত তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি তাঁর পিতারই কাছে। কন্ঠের অধিকারী রমেশচন্দ্রের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে সেযুগের বিখ্যাত ধ্রুপদী, ধামার ও তারানা শিখিয়েছিলেন তিনি তাঁর খুল্লতাত শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর কাছে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গান শিখেছিলেন। কবি তাঁব গান শুনতে ভালবাসতেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের রমেশচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। মৃত্যুকালে তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকটি বই লিখেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। সবশেষে রমেশচন্দ্র ও মোহনলালের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামানা করি।

সম্প্রতি মার্কিন দূতাবাসের এক সংবাদ থেকে জানা গেল ডঃ তুষার কুমার চৌধুরী নিজের তৈরী যন্ত্র দিয়ে প্রমান করেছেন কিভাবে মানব দেহের একটি সেল থেকে অন্য সেলে চালু হয় লবনাক্ত জিনিষ, যার উপর নির্ভর করে শরীরের বিশেষ স্বাস্থ্য। এর সঙ্গে বৈদ্যুতিক জিনিষও জড়িত আছে। ডঃ চৌধুরী এখন আছেন সহায়ক অধ্যাপক রূপে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর কাজের প্রশংসা অনেকে করেছেন। তাঁর তৈরী যন্ত্রটির নাম চৌধুরী-পিপেট-পুলার। তৈরী কলকাতায়। ডঃ চৌধুরী বলেছেন ঃ আমরা তৈরী করতে পারি ভারতে, আমরা নিজেরা, যদি জানি কী তৈরী করতে হবে। আমরা কারও চাইতে খাটো নই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস. সি ইস্কুলের শিক্ষক শ্রী চৌধুরী ১৯৫৯ সালে আমেরিকায় মনটানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন। ডকটরেট পেলেন ১৯৬৪ সলে। নিউইয়র্কে এবং ১৯৬৬ থেকে নিয়েছেন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পদ। আমরা আশা রাখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মালা তার কণ্ঠে দুলবেই। ভারতের নাগরিকরূপেই তিনি যেন এই জয়মালা লাভ করেন।

মার্কিন মুলুকে আর একজন বাঙালী সেতার শিল্পীরূপে প্রচুর নাম করেছেন; এঁর নাম দেবু চৌধুরী, ওস্তাদ সেতারী মুস্তাক আলীর প্রিয় ছাত্র। বয়স অল্প হলেও দীর্ঘকাল আমেরিকায় থেকে সেতারের মধুর ঝঙ্কারে বহু সঙ্গীত গোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছেন। গত বৎসর আমেরিকায় তিনি ৫৭টি কনসার্টে নাম কেনেন এবং এবারও কেনেন তেমনি। তাঁর দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে নেই। ডক্টর রবীন্দ্র দাসগুপ্ত ধন্যবাদের পাত্র। ইনি বাংলা ভাষাকে স্থান দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালভাবে এবং তাঁর মাধ্যমে অনেক সাংস্কৃতিক কাজ হয়ে আসছে তাঁরই সাহায্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকতম হলে শ্রীঅরবিন্দের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। আরো হবে একটি প্রতিকৃতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসারের। শিল্পী ভবাণী রায়ের তুলিতে। এখানকার বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশনের কবি জীবনানন্দ দাসের একটি তৈলচিত্র দান করবেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ।

গত ৩রা জানুয়ারী ডি, এম, কে, দলের সংগঠক ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআন্নাদুরাই কয়েকমাস কর্কট রোগে ভোগার পর ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর সংগঠনী শক্তি কর্মক্ষমতা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মধুর ব্যবহার সর্বজনবিদিত। তাঁর মরদেহ সমুদ্র সৈকতে রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দুই দুঃসাহসিক যুবক লেঃ জর্জ ডিউক ও পিনাকী চ্যাটার্জী কলকাতা থেকে পাড়ি দিয়ে আন্দামানের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। মাঝখানে সুবিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব হাজার মাইল, বাহন একটি ছোট নৌকা, তাতে না আছে কোন যন্ত্র, না কোন কামরা। দুটি দাঁড় আর একটি হাল মাত্র সহায়। এই দূরত্ব পার হয়ে আন্দামানে পৌঁছতে ৩০ থেকে ৬০ দিন সময় লাগতে পারে। তরীর নাম কানোজী আংরে। এই অভিযানের আয়োজন করেছে কলকাতার এক্সপ্লোরারস ক্লাব; এর চেয়ারম্যান হলেন সুবিখ্যাত শ্রীমিহির সেন।

লেফট্‌ন্যাণ্ট জর্জ ডিউক জাতিতে ইংরাজ, বয়স ২৬, ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন কুশলী কর্মী। পিনাকী চ্যাটার্জি, কলকাতার ছেলে, বয়স ২২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। দুজনেই অসম সাহসিক, অনুসন্ধিৎসু ও কর্মঠ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি উভয়ের যাত্রা নির্বিঘ্নে সাফল্যলাভ করুক। এশিয়ায় এই ধরনের অভিযান এই প্রথম।

★ ★ ★

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারতের চারটি রাজ্যে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন হয়ে গেল। এই চারটি রাজ্য হল পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ। নাগাল্যাণ্ডেরও নির্বাচন এই সঙ্গে চলছে। তবে সেটা দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গে ২৮০টি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন এক হাজার উনিশ জন। প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশগ্রহণ করেছেন ২৪টী দল; ভোটার সংখ্যা দুই কোটী ছয় লক্ষ; ১৯৬৭র নির্বাচনের ভোটার সংখ্যা অপেক্ষা চার লক্ষ বেশী, দু মাইল অন্তর ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে; মোট সংখ্যা হলো চব্বিশ হাজার দুই শত চোদ্দ; এই

অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো,—এ রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন এই প্রথম, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল সরকারের সঙ্গে যুক্ত নয়, পূর্বে কখনও এত বেশী দল নির্বাচনী দ্বন্দ্বে যোগদান করেনি এবং শেষ বৈশিষ্ট্য হোল ভোটদাতারা এবারে মাত্র একজনকে নির্বাচন করবেন, অন্যবারে দুজনকে নির্বাচন করতে হত। এবারে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ১২টি দল নিয়ে এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত। ৩২ দফা কর্মসূচীতে এরা একত্রিত, এবারে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছে সি, পি, আই (এম) দল। মোট ২৮০টি আসনের মধ্যে উল্লিখিত দলটি পেয়েছে ৮০টি আসন; মাত্র ৫৫টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস; বাংলা কংগ্রেস পেয়েছে ৩৩টি, সি পি, আই ৩০টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ২১টি বাকি আসনগুলি লাভ করেছে বিভিন্ন দল। যুক্তফ্রন্ট সবাই মিলে পেয়েছে মোট ২১৪টি আসন। এই নির্বাচনে যাঁরা জিতেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী বিজয় বন্দোপাধ্যায় (যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত) অজয় মুখোপাধ্যায় (বাংলা কংগ্রেস), হেমন্ত বোস (ফরওয়ার্ড ব্লক), প্রফুল্ল সেন (কংগ্রেস), জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়া, গীতা মুখোপাধ্যায় (সি, পি, আই), যাঁরা হার স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সর্বশ্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, পুরবী মুখোপাধ্যায় খগেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই কংগ্রেস দলভুক্ত। যুক্তফ্রন্টদল মন্ত্রীসভা গঠনে প্রস্তুত হচ্ছে।

এবারে পাঞ্জাবে নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু আলোক পাত করা যাক। পাঞ্জাবের আসন সংখ্যা মোট ১০৬ ঘোষিত ১০৩। ৪৩টি আসন পেয়ে আকালা দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে; কংগ্রেস পেয়েছে ৩৮, জনসঙঘ ৮, বাকি আসনগুলি পেয়েছে বিভিন্ন দল, অকালী ও জনসঙঘ এই দুদল মিলে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। মোট ৪২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করেছে ২০৮। ৫টী আসনের নির্বাচন ২০শে ফেব্রুয়ারী হবে। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হলে আরও ৫টি আসন পেতে হবে।

বিহার ও ন্যাগাল্যাণ্ডের ভোট গণনা চলছে। আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী। আমাদের এই সংবাদগুলি লেখার সময় যতদূর জানা গেছে বিহারে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হবে না। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া খুব শক্ত, কারণ কয়েকটি দল পরস্পরের মধ্যে সাপেনেউলে সম্পর্ক রয়েছে। ন্যাগাল্যাণ্ডে যে দল বর্তমানে সরকার চালাচ্ছে সেই জাতীয়তাবাদী দল মোট ৪০টী আসন সংখ্যার মধ্যে ২১টি লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

বিশ্বদূতের আসরে

বিদেশের রঙ্গমঞ্চে

মার্কিন মহাকাশচারীরা ৭০মাইল দূর থেকে চন্দ্রকে প্রদক্ষিন করে পৃথিবীতে ফিরে আসার ঠিক ন দিন পরে অর্থাৎ গত ৫ই জানুয়ারী রবিবার ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ৫৮মিনিটে সোভিয়েট ইউনিয়ন শুক্রগ্রহের দিকে ভেনাস-৫ নামে আন্তর্গ্রহ মহাকাশ যান ইউক্ষেপণ করেছেন। ভেনান-৫-এর ওজন ১,১৩০ কিলোগ্রাম। সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ১৫কোটি ৫০লক্ষ মাইল যাবার পর মে মাসের মাঝামাঝি এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ধীরে ধীরে শুক্র গ্রহে অবতরণ করবে। ভেনাস -৫ ভেনাস-৪-এর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে ভেনাস-৪ প্যারাসুটের সাহায্যে শুক্র গ্রহে অবতরণ করার সময়ে ৯০মিনিট ধরে গ্রহটির বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে পৃথিবীতে তথ্য পাঠিয়েছিল। ভেনাস-৩ গত ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ শুক্রে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে যায়। এরও পূর্বে ভেনাস ১ ও ২ শুক্রের ১৫ হাজার মাইল দূর দিয়ে চলে যায়।

★ ★ ★

গত ৩রা জানুয়ারী উত্তর-পূর্ব ইরানে খোরসান প্রদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই দুর্ঘটনার পর ২৪ঘণ্টা পার হবার আগেই পুনরায় ভূকম্পন অনুভূত হয় তাতে ৫০জন নিহত এবং ৩০জন আহত হয়েছে বলে সংবাদ এসেছে। প্রবল হিম ঝঞ্ঝার ফলে ভূমিকম্প পীড়িত গ্রামবাসীদের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যাহত হয় নিয়তি ও প্রকৃতির খুশীখেয়ালের কাছে মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা ও প্রতিভাজাত জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা কতখনি অসহায় তা সহজেই অনুমেও।

★ ★ ★

গত ২০শে জানুয়ারী আয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ কারীদের উপর পুলিশ গুলি চালালে একজন নিহিত এবং ৪জন আহত হয়েছেন, এরই প্রতিনিধিদের নিয়ে গনতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি শুক্রবার ২৪শে জানুয়ারী হরতালের ডাক দেন। তার ফলে ঢাকার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান পাট এবং বিভিন্ন বানিজ্যিক সংস্থা বন্ধ থাকে, ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তায় যানবাহন চলেনি, এদিন পকিস্তান জাতীয়পরিষদে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রের প্রতি সমবেদনা জানাবার জন্ত বিরোধী প.ক্ষর মুলতুবীপ্রস্তাব অগ্রাহ্য হলেসম স্ত বিরোধী এবং নির্দল সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। এরপরেই লাগে ছাত্রে ও পুলিশে বিরোধ। পুলিশের গুলিতে ৩জন ছাত্র নিহত হয়। ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে এবং সামরিক বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলন খুলনা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

★ ★ ★

গত ২১শে জানুয়ারী 'তাস' ঘোষনা করেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন মহাকাশে একটি স্থায়ী যন্ত্রাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। যন্ত্রাগারটি মানুষের বাসোপযোগী হবে এবং তা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর চারদিক প্রদক্ষিন করে চলবে।

বিশ্বদূতের আসরে

সাহিত্য সংবাদ

★

এবারে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রস্টা ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে ভারত সরকার তাঁর নামে ডাকটিকিট ছাপিয়ে স্মৃতিতর্পন করেছেন। কিন্তু এই তর্পনে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করেছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কলকাতায় প্রতাপ চাটুজ্যে স্ট্রীটের কোন এক বাড়িতে তিনি থাকতেন এবং সেখানে সাহিত্যসাধানায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আজ সেই বাসতীর্থ—বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনের পীঠস্থান জরাজীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ। সরকার বড়িটি কিনেছেন অনেক দিন আগেই কিন্তু বিশেষ কোন পরিকল্পনা না থাকার তার এই দুরবস্থা। জনৈক সাহিত্যিক একটী মনোজ্ঞ পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন কিন্তু তার ফলাফল আজও অজ্ঞাত। ঠিক এই একই অবস্থা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বসত বড়িটির। সরকারের জানা উচিত যে ইতিহাস যারা রচনা করেন তাঁরা সকলেই মৃতের যাদুঘরে শোভাবর্ধন করেন না সমগ্র জাতির তাম্বরাত্মায় তাঁদের আসন পাতা থাকে, তাঁরা চিরকাল সেখানে কর্মযোগীরূপে সমাসীন থেকে জাতিকে আদর্শের প্রতি চালু করেন। ডাকটিকিটের মাধ্যমে মনীষীদের স্মৃতিতর্পনে আড়ম্বর আছে যথেষ্ট সত্য কিন্তু আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই। তাঁরা যা বলেগেছেন, যা লিখেগেছেন, যা ব্যবহার করেগেছেন, কর্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যেভাবে জাতির সেবা করেগেছেন, সেই সব কিছুকে ভক্তি ও প্রীতির সঞ্জীবনী রসে উজ্জীবীত রাখাই যথার্থ স্মৃতিতর্পন।

গত ৫ই জানুয়ারী রবিবার টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিউটে সমাবর্তন উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন শ্রীপ্রথমনাথ বিশী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, এই সমাবর্তনে তিনজন সর্বশ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' উপাধি লাভ করেন। এই সভাতেই পাঁচজন কৃতি ছাত্রছাত্রী 'রবীন্দ্র জ্ঞানতীর্থ' ডিপ্লোমা লাভ করেন। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিউটে অনুশীলনের একমাত্র বিষয় রবীন্দ্র সাহিত্য আর তার পরিবেশ ও পূর্বক্রম, এখানে দু বছর পাঠক্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 'রবীন্দ্র জ্ঞানতীর্থ' ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা আছে।

গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী অ্যাকাডেমী অব ফাইন্ আর্টসে পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল—সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশোককুমার সরকার, সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু ও প্রথম দিনের উদ্বোধক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ধরনের সম্মেলন সময়োপযগী ও একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাভাষায় যে সকল পত্র পত্রিকা বা সাময়িকী চালু আছে তাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়. সভাপতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায বলেছেন, কঠিন খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করার দাযিত্ব অস্বীকার কর ল কেবল কবিতা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের স্রোতে জীবন সম্পুর্ন হবে না। সৃজন সাহিত্যের মূল্যবোধ প্রচার করাও যে একটা কর্তব্য এ সত্য আমরা ভুলতে বসেছি। অশোককুমার সরকার ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধের অভাবের কথা বলেন এবং সহজ সরল ভাষায় প্রবন্ধ রচনার দিকেও জোর দিতে অনুরোধ করেন, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দাযিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, চিন্তার পক্ষে পুষ্টিকর প্রবন্ধের অভাবে বাংলা সাহিত্যের ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না।

শতবর্ষ জয়ন্তী পালনে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দুজন প্রতিভাধর কবির যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যু শত বার্ষিকী পালন করছি। একজন হলেন শ্রীঅরবিন্দের সহোদর মনোমোহন ঘোষ এবং অপরজন হলেন মীর্জা গালিব। মনোমোহন ঘোষ

কৈশোর ও যৌবন ইংলণ্ডে কাটান এবং ইংরাজী কাব্যে বিপুল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, প্রখ্যাত ইংরাজী লেখকরা তাঁর ইংরাজী ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন. কবি ইয়েট্‌স্‌ মনোমোহনের রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কবিতা নিজ সম্পাদিত কাব্য সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ রচনা না করায় অনেকে তাকে ভারতবিদ্বেষী বলে মনে করত, কিন্তু এ ধারনা ভুল, তিনি যে কখানি পুস্তক রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিতে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় একস্থানে বলেছেন, ইংল্যাণ্ড ভারতকে সুসভ্য করেছে তা ভুল ইংরেজ যখন নিতান্ত বর্বর—তখনই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল গৌরবময় সভ্যতা। কলকাতার বিশিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ মনোমোহনের কবি প্রতিভার বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করেছেন কয়েকটি সভায়। ১৯শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে এক সভায় এসেছিলেন রাজ্যপাল ধর্মবীর বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বিনয়কৃষ্ণ গোকক, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কবির মেয়ে লতিকা ঘোষ, প্রমুখ। রাজ্যপাল ধর্মবীর কবির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য আবেদন জানান। বিনয়কৃষ্ণ গোকক বলেন যে প্রাচ্য ও প্রাশ্চত্য জ্ঞানের মিলনেই উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে নবজাগরণ এসেছিল। শ্রীরাম কৃষ্ণ যেমন ছিলেন প্রাচ্য চিন্তার প্রতীক। মনোমোহন তেমন পাশ্চাত্য জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং দুই ধারাকে সার্থক ভাবে মিলিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

★ ★ ★

এবারে গালিব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে শ্রীশিক্ষায়তনে কবি গালিবের একটি স্মৃতিসভা হয়ে গেল, গালিবের পুবনাম ছিল মীর্জা আসদুল্লা খাঁ, ইনি ১৭৬৯খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৯খৃ দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান তুরস্ক পিতামহ সর্বপ্রথম ভারতে আসেন ও শাহ আলমের দরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, পিতা মীর্জা আবদুল্লা খাঁ ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ এবং পুত্রের মাত্র ৫ বৎসর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। প্রথমে ফারসী সাহিত্যের চর্চা করলেও ক্রমে তিনি উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রথম জীবনে কাব্যসমূহে 'আসদ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাধি পরিত্যাগ করে তিনি গালিব কবি নাম ধারণ করেন। গালিবের কবিতাকে 'তারে রিবাব্‌' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং কবিবর পয়গম্বরে সুখুন্‌ (কাব্য অবতার) আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিঠিত্রকে গালিব সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার পত্র সংকলন (উর্দু হিন্দী 'উর্দুয়ে মুআল্লা' ও 'নামায়ে গালিব' প্রসিদ্ধ। ফারসীতে তিনি কয়েকটি ইতিহাসও লিখেছেন। নানাপ্রকার ফারসী ও উর্দু কবিতা লিখলেও

লিব উর্দু গজলেই বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ রেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার "দীওয়ানে লিব" চিরপ্রসিদ্ধ। গালিবের গজল কাব্যের ধান গুণ তাঁর কবি মানস ও আপন ব্যক্তিত্বের াকর্ষণ। ১৮৩০খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার লকাতায় আসেন। কলকাতা তাঁর াললেগেছিল। তাঁর লেখার মধ্যে কলকাতার বশ কিছু প্রশস্তি পওয়া যায়। বাংলা ভাষায় াব সমস্ত রচনায় সুষ্ঠু অনুবাদ হলে তিনি ামাদের কাছে আরও প্রিয় নিকটের ব্যক্তি হয়ে ঠবেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দুপুরে রবীন্দ্র রস্কার কমিটি এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক লেখিকাদের নাম ঘোষনা করেছেন। এ ছর সম্মানিত হয়েছেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, ও শ্রীনারায়ণ সান্যাল, লীলা জুমদার পেয়েছেন 'আর কোনোখানে' গ্রন্থের জন্য রায়ণ সান্যালের বই 'অপরূপ অজন্তা' এবং গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা'। প্রতটি পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা। লীলা মজুমদার প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা। তাঁর জাঠতুত ভাই সুকুমার রায় সম্পাদিত শিশু পত্রিকা সন্দেশে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়ঃ তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। শিশুদেরও বয়স্কদের জন্য তিনি সমান সংখ্যক বই লিখেছেন; সংখ্যায় প্রায় ৩৯ খানা হবে। 'অন্য কোনখানে' বইখানি তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারন অর্থাৎ তাঁর শৈশব থেকে বিবাহ হবার আগে পর্যন্ত আনুপূর্বিক সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে। 'বিকন' নামেও পরিচিত নারায়ণ সান্যাল কথা সাহিত্যে যেমন দক্ষ তেমনি ভালো ছবি আঁকতে জানেন। বয়স প্রায় ৪৫ হবে। পুরস্কৃত বই অপরূপ অজন্তা বইটির সমস্ত ছবি তাঁর নিজের আঁকা, অজন্তা প্রায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্রতিটি চিত্রের অনুলিখন করেছেন সেই সঙ্গে ছবিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সব জাতকের কাহিনী তার বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠার গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বাংলার বিভিন্ন গ্রামে লৌকিক দেবতার বিবরণ ও ছবি সংগ্রহ করে বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ অভাব পূরণ করেছেন।

★ ★ ★

খেলার দুনিয়ায়

সৌখিন খেলোয়াড়দের কৌলিন্য নিয়ে আজও যে খেলাধুলার আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে সে হলো ডেভিস কাপ। এবারে এডিলেডের মেমোরিয়াল ড্রাইভ কোর্টে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকা ৪-১ ম্যাচে চ্যালেঞ্জার অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে আবার আন্তর্জাতিক টেনিসে শ্রেষ্ঠ দেশের সম্মান পেয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৩৮ সাল থেকে (১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের জন্য ডেভিস কাপের খেলা হয়নি) ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলছে। আর এই ২৫ বছরের মধ্যে ১৬ বছর ডেভিস কাপ দখলে রেখেছে। আমেরিকা তিন বার ডেভিস কাপ লাভ করেছিল। এইবার নিয়ে হলো চতুর্থ বার। এবার আমেরিকার ডেভিস জয়ের মূলে ক্লার্ক গ্রেবনার ও নিগ্রো খেলোয়াড় এ্যাস-এর কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এবারে খেলার তুলনায় খেলার মান ছিল অনেক উঁচু।

অন্যবারেও মত এবারেও বড়দিনে কলকাতার ইডেন উদ্যানে বিদেশী ক্রিকেট দলের আগমন হবে,— অনেক উৎসাহী দর্শক আশা করেছিলেন, কিন্তু তা হয়নি। বড়দিনের খেলাধুলার আসরে সাউথ ক্লাবের নিকট মজলিস কোন রকমে জমে উঠেছিল। কোন রকমে বললাম তার কারণ এশিয়ান টেনিস চ্যালেঞ্জে বিদেশ থেকে কোন নামজাদা খেলোয়াড় কেউ আসেননি, রামনাথন্ কৃষ্ণনও অনুপস্থিত। গতবারের বিজয়ী ও রাশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় এলেক্স মেত্রেভিলও অসুস্থ থাকায় ভারতে আসেননি। অবশ্য রুমানিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, পোলেণ্ড, ও সুইডেনের কয়েকজন খেলোয়াড় এশিয়ান টেনিসে যোগ দিলেও অন্তর্জাতিক টেনিসে কারোই বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় নেই। তবু এঁদের মধ্যে রুমানিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় আই নাস্তাসে ও পোল্যাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় রাইবারজ্কিকের কিছুটা সুনাম আছে। কিন্তু সাউথ ক্লাবের এশিয়ান টেনিসে নাস্তাসে খুব ভাল খেলতে তো পারেনই নি, তাছাড়া অখেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এশিয়ান টেনিসে এক মন্দ নজির সৃষ্টি করে গিয়েছেন। এই চ্যালেঞ্জে জয়দীপ মুখার্জী ৬-২, ৬-২ ও ৬-০ গেমে আমেরিকার বিল টিমকে পরাজিত করেন। অবশ্য বিল টিম খেলার মধ্যে কয়েকবার অসুস্থতাবোধ করেন। এবার নিয়ে জয়দীপের দ্বিতীয়বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ। ১৯৬৫ সালে তিনি রামনাথন কৃষ্ণনকে হারিয়ে প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছিলেন।

এবারে মোহনবাগান জলন্ধরের লীডারস ক্লাবকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে রোভারস্ কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। পর পর পাঁচ বছর ফাইনাল খেলার কৃতীত্বের মধ্যে দুইবার বিজয়ীর সম্মান এবং মোট ৫বার রোভার্স জয় মোহনবাগানের গৌরবোজ্জ্বল ক্লাব ইতিহাসেও নূতন অধ্যায় সংযোজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবারে দিল্লীর ডুরান্ড ট্রফি ইষ্টবেঙ্গলের হাত ফসকে বর্ডার সিকিউরিটির হাতে চলে গেল মাত্র ১ গোলের ব্যবধানে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেটমোদিরা হতাস হয়ে পড়েছিলেন এম, সি, সি, না আসায়। কিন্তু দলীফট্রফির খেলা সেই হতাশকে অনেকখানি দূর

করতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে রনজি ট্রফিতে বাংলা উড়িস্যা ও বাংলা বিহারের খেলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। মহা অনিশ্চয়তাই যে ক্রিকেটের এক প্রধান আকর্ষণ একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আর একবার প্রমাণিত হল ইডেনে। সত্যি কথা বলতে কি তিনদিনব্যাপি, খেলায় এমন নাটকীয়তা, এমন আশানিরাশার দোলা কমই দেখা গেছে। ৭ জন টেষ্টখেলোয়াড় সম্বলিত দক্ষিণাঞ্চল দল ভারতীয় ক্রিকেটের দলনায়ক সে দলের অন্যতম খেলোয়াড় তারা ৭১ রানের মধ্যে ৫টি উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৮৮ রানে ইনিংস শেষ করল। ঐ ১৮৮ রানের উত্তরে পূর্বাঞ্চল দল ২ উইকেটে ৭০ রান করল। দলের ভক্তগণ মনে মনে খুবই উল্লাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু হায় তারপরই এলো নিদারুন পতনের পালা, মাত্র ১৫৩ রানে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল। সুতরাং ৩৫ এগিয়ে রইল দক্ষিণাঞ্চল দল। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চল করলে মাত্র ১৪০ রান। তখন পূর্বাঞ্চলের হাতে সময় ২২৫ মিনিট, জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৭৬ রানের, সময় প্রচুর রানও নয় নাগালের বাহিরে। কিন্তু মাত্র ১১৫ মিনিটের মধ্যে মাত্র ৪৮ রানে পূর্বাঞ্চলের ১০ জন খেলোয়াড় আউট, এ খেলায় রানের বান ডাকেনি কারো ব্যাটে। তবে সংগ্রামী শৌর্যে দক্ষিণাঞ্চলের জয়সীমা, পতৌদি, সত্যেন্দ্র সিং, যেমন পূর্বাঞ্চলের ছত্রপাল সিং, রমেশ সাক্সেনা। বোলিংয়েও অনেকেও সংহার মূর্তি ধরেছেন যেমন সুব্রত গুহ, দিলীপ দোশী যেমন প্রসন্ন, ভেঙ্কটরাঘবন।

আট সপ্তাহের অষ্ট্রেলিয়া সফর সেরে ভারতের স্কুল ক্রিকেট দল দেশে ফিরে এসেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় মোট ১৯টি খেলার মধ্যে মোট ৪টি খেলায় জয় হয়েছে, ১১টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে, জলবৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গেছে দুটি খেলা। আরমার একটি খেলায় ভারতের স্কুল দলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। দলের ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন জেন্স অধিকারী, কর্নেল অধিকারী চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে কে. ঘাররি, ব্যাটসম্যান হিসাবে বাজা মুখার্জী এবং লক্ষন সিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বোলার হিসাবে দীপঙ্কর সরকার, মহীন্দর অমরনাথ এবং শঙ্কর পালের। ভারতীয় স্কুল দলের অষ্ট্রেলিয়া সফর অপেক্ষা ১৯৬৭ সালে ইংলণ্ড সফর আরও অনেকখানি গৌরবের হয়েছিল, কারণ ইংলণ্ডের কোন খেলাতেই ভারতীয় স্কুল দলের পরাজয় ঘটেনি।

★ ★ ★

যদি কোন অঘটন না ঘটে তাহলে আগামী অক্টোবরে অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে আসবেন বলে পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়েছে, তাঁরা পাঁচটি টেষ্ট ছয়টি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে খেলবেন। এখান থেকে তাঁদের পাকিস্থানে যাবার কথা হয়েছিল কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে তাঁদের আর্থিক দাবি মেটান সম্ভব না হওয়ায় ধাওয়া বাতিল হয়েগেছে। অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ভারতের খেলা শেষ

করে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে শ্বেতজাতির ক্রিকেট সম্পর্ক এখনও ছিন্ন হয়নি।

ভারতের সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় চাঁদু বোরদে নববর্ষে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এবারের ক্রিড়াজগতে বোরদেই একমাত্র ভাগ্যবান যাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য ভারতবাসীর কাছে বিশেষভাবে স্বীকৃতলাভ করল। অস্বীকার করবার উপায় নেই বোরদের এখন পড়তি দশায়; বিগত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সফরেও তাঁর ব্যর্থ ভূমিকা। বোরদের ক্রীড়াদক্ষতায় ক্রিকেটের রেকর্ড বইও খুব উজ্জ্বল নয় ৫৮টি টেষ্টে ৯৬ইনিংসে তাঁর সংগ্রহীত রানের সংখ্যা ২.২৮৬! ১,৯৯৮ রান দিয়ে উইকেট পেয়েছেন ৩৪টি। কিন্তু এমন এক সময় গিয়েছে যখন চৌকস খেলোয়াড় হিসেবে বোরদে ছিলেন ভারতীয় দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। বহু খেলোয়াড় গ্রহণ করেচেন বিপদত্রাতার ভূমিকা, সেই হিসাবে তাঁর রাষ্ট্রীয় সম্মান যোগ্যের যোগ্য সম্মান বলা যেতে পারে।

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা চলছে। তার পূর্ণ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ হবে।

নটরাজের নাট্যশালায়

বাংলামুখর ছায়াছবির পক্ষে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ দুর্বৎসর। মার্চমাসের মাঝামাঝি শুরু হয় সিনেমা ধর্মঘট, তারপর সংরক্ষণ সমিতির সত্যাগ্রহ। এরফলে মাত্র ১৮খানি বাংলা ছবি ঐ বৎসর মুক্তি পেয়েছে। ছবিগুলির নাম হোল যথাক্রমে পঞ্চশর, পথে হল দেখা, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, হংসমিথুন, পরিশোধ, রক্তরেখা, আদ্যাশক্তি মহামায়া, বাঘিনী, চৌরঙ্গী, তিন অধ্যায়, অদ্বিতীয়া, বালুচরী, গড় নাসিমপুর বৌদি, আপনজন, জীবন সংগীত, কখনো মেঘ, বাংলায় ডাফ করা দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র তিনটি: ভাগ্য, পদ্মাবতী জয়দেব, মেঘনাদ বধ।

এবারে সত্যজিত রায় পরিচালিত কোন ছবি চিত্রামোদীরা দেখতে পানান। দুজন নূতন কুশলী শিল্পীকে এবার পাওয়া গেছে; একজন হলেন অভিনেতা স্বরূপ দত্ত এবং অপর জন সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্য। প্রযোজক হিসাবে যাঁরা নতুন এলেন তাঁদের মধ্যে 'আপনজন' ছবির কে. এল কাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শিশুশিল্পী প্রসেনজিতের নাম এইসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। বেশির ভাগ ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নায়িকার রূপসজ্জায় সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন মাধবী চক্রবর্তী। তিনি মোট চারখানি ছবির নায়িকা। তারপর সন্ধ্যা রায় মোট ৩টি। সব চাইতে বেশী ছবিতে সংগীত পরিচালনার কাজ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মোট ছয়টি।

আরও এক কারণে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দ ভাগ্য। এই বৎসরই আমরা নটশেখর নরেশ মিত্রকে হারাই। এঁর অভিনয়ের সূক্ষ্ম

(পরবর্তী অংশ পরিশিষ্টের 'ঘ' পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সার্থক জীবন

— গীতা সিন্‌হা
(কলিকাতা — ৬)

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। প্রায় এগারটার সময় সমীর দেখল 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি।' তার প্রবল ইচ্ছা হল একটু বাইরে বেরোবার। তাই সে ছেঁড়া শার্ট'টা টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। দাওয়ার একপাশে একটু চট দিয়ে ঘেরা জায়গায় লতিকা রান্না করছিল। তাকে দেখেই গলা বাড়িয়ে বলল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?' সমীর মনে মনে প্রমাদ গুনল। বুঝল, তাকে ফের ঘরে ঢুকতে হবে। ফস্ করে বলে ফেলল, কিশোরবাবুর বাড়ী। এই — মানে — লতিকা চেচিয়ে উঠল ওঃ— এতদিনে সুমতি হয়েছে তা হলে? গলাটা আর এক পর্দ্দা বাড়িয়ে বলল, টাকা ধার না আনতে পারলে কিন্তু বাড়ীমুখো হয়োনা, এই বলে রাখলুম। ততক্ষণে সমীর রাস্তায় নেমে গেছে।

' হ্যাল্লো, সমীর, গলির মোড়ে আসতেই সমীর চম্‌কে ওঠে একটি পরিচিত গলার স্বর শুনে। পিছন ফিরেই দেখে দামী স্যুট পরণে একটি যুবক।

'কে, সৌরভ না? নিঃসন্দেহ হতে চায় সমীর।

যাক্, চিনতে পেরেছিস্ তা হলে, এদিকে কি মনে করে, এই গলিতেই তো থাকি আমি। চল্‌না আমার বাড়ী। মুখে বলল বটে সমীর, কিন্তু মনে তার খুবই সঙ্কোচ হচ্ছিল। অত বড়লোকের ছেলেকে কখনও ওই ভাঙ্গা বাড়ীতে আনা যায়? সৌরভ নিজেই হয়ত আপত্তি জানাবে। কিন্তু সৌরভ বলল, চল্ তাহলে। কি করছিস এখন?

আমাদের আর কাজ কি, কেরাণীগিরি আর সকাল - সন্ধ্যে ট্যুশন। তুই?

আমি তো M. A, পাশ করে দু বছর বসে রইলাম। তারপর ঐ বাবার Post টাই পেয়েছি।

মা— মানে?

বছর পাঁচেক হ'ল বাবা মারা গেছেন।

আমার বিদ্যে ওই আই. এ. পর্য্যন্ত। তারপরই ত' কাজে ঢুকলাম। সে কথা থাক্। প্রসঙ্গটা এড়াতে চায় সৌরভ, সকলের ভাগ্য তো সমান নয়।

কথা বল্‌তে বল্‌তে সমীর বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। সৌরভও তার পিছু নেয় নিঃসঙ্কোচে। সমীর একটা নড়বড়ে তেপায়া টুল এগিয়ে দেয়। বেশ জুত করে বসে সৌরভ বলে, তুই কি একাই থাকিস্?

না, বৌ আছে।

My God. তুই বিয়ে করেছিস্? এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন? আমি তিন হাজারের গ্রেডে উঠে তবে ওসব ভাবব। তা নাম কি তার? লতিকা।

'Sweet'

লতিকা এতক্ষণ আড়ালে থেকে সবই দেখছিল এবং শুনছিল। তার কথা উঠতেই সে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। সৌরভই আগে বলল, এই যে বৌদি, কড়া করে এক কাপ চা খাওয়ান তো। লতিকা অবাক হয়ে গেল। সৌরভের কথা এর আগেও সে সমীরের মুখে শুনেছে। সৌরভ তার কাছে চা চাইছে। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। একটু বাদেই ধাতস্থ হয়ে বলল, নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে পরিচয়ের প্রথম পর্বটা শেষ হোক্।

হ্যাঁ, আমি সৌরভ চৌধুরী –।

তা তো জানি। সৌরভকে বাধা দিয়ে বলে উঠল লতিকা কিন্তু, নামটাই কি আপনার একমাত্র পরিচয় ?

আমার একমাত্র পরিচয় আমি মানুষ।

কথাটা লতিকার খুব ভাল লাগল। সে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, যাই চা করে আনিগে।

সমীর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তাকে বাদ দিয়েই যে সৌরভ লতিকার সঙ্গে আলাপ করে নেবে এটা তার ধারণার অতীত। লতিকাই বা এত নরম স্বরে কথা বল্‌তে শিখল কবে, সৌরভ মন্তব্য প্রকাশ করল। You are a **lucky man.** সত্যি সমীর, তোর স্ত্রীভাগ্যে ঈর্ষা হয়। সমীর গর্বিত হল কিনা বোঝা গেলনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে লতিকা ঢুকল। হাতে তার চা আর বিস্কুট। আবার বিস্কুট কেন বৌদি ? বলেই কি ভেবে সৌরভ খেতে আরম্ভ করল। তার এই ভাবান্তর লতিকার দৃষ্টি এড়ালনা।

চা-পর্ব শেষ করে সৌরভ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লতিকা ততক্ষণে প্রস্থান করেছে।

আজ তাহলে আসি ভাই। যাস্ একদিন আমার বাড়ী। লেকের ধারে লাল বড় বাড়ীটা সামনে লন দেখিস্‌নি কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে।

কেন, তোদের শ্যামবাজারের বাড়ীটা কি হল ?

ওসব সাবেকী আমলের বাড়ী আজকাল অচল। ভাড়া দিয়েছি। কবে তোর Time হবে বল্ নাহয় গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

ততক্ষণাৎ পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট সমীরের হাতে দেয় সৌরভ। তবে নে, ট্যাক্‌সি করে যাস্ একদিন বৌদিকে নিয়ে।

সে কি। নোট দুটো হাতে ঠেকতেই চম্‌কে ওঠে সমীর। এতক্ষণে লতিকা ঘরে ঢোকে। তা নাওনা টাকা কটা। এত করে বলছেন।

আচ্ছা চলি বৌদি। নমস্কার। সমীর বা–ই-ই। সিল্কের রুমাল উড়িয়ে বিদায় নেয় সৌরভ।

সৌরভ গলির মোড় পেরোতে না পেরোতে লতিকার গলা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সে গর্জ

গল্প করতে থাকে। সেই থেকে ইসারা করে করে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কেন কটা টাকা কি বন্ধুর কাছে চাওয়া যেতনা, যেটা সে নিজে থেকে দিল সেটা নিতেও লজ্জা। শেষে ঘরের বৌ হয়ে আমাকেই বলতে হল। ওর বাড়ী যেদিন যাবে সেদিন যেন ভুল হয় না। বড়লোকের বাড়ী যাবার দরকার কি লতিকা? ওই টাকাতে বরং তোমার শাড়ি কিনে আনব। ব্যারাকপুর থেকে বালিগঞ্জের ভাড়া তো কম নয়। আবার গিয়ে যদি বাড়ি চিনতে না পারি। মনে মনে স্বামীর বুদ্ধির তারিফ করে লতিকা। বলে, তাই ভাল। আবার একদিন এলে নাহয় যাওয়া যাবে।

এর দিন পনের পরে সৌরভ আবার এসে হাজির। এসেই সমীরকে বলল, আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি ভাই। তোদের জন্য রোজই রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। শেষে থাকতে না পেরে নিজেই চলে এলাম। শুনে লতিকা বলে উঠল, ভালই হল। আমরা গেলে ত আর অ্যাসতেন না। একথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। লতিকার চাতুরীটা ধরতে পারে সৌরভ, সামনের রোবিবারে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। এখন মিষ্টি হাতের এক কাপ চা পেতে পারি কি? আজকে আর লতিকা বিস্মিত হয় না। তাড়াতাড়ি দাওয়ায় এসে উনুনে চায়ের জল চাপায়।

এর পরেও সৌরভ তিন চারবার এসেছে। চা খেয়েছে, চাকরির প্রোমোশনের কথা বলেছে, নতুন মডেলের গাড়ি কেনার কথা বলেছে, কত কি উপহার দিয়েছে আবার কোন ছুতা করে কুড়ি-পঁচিশ টাকা দিয়েও গেছে। সমীরের এসব নিতে ঘোরতর আপত্তি কিন্তু লতিকার ইশারায় না নিয়ে উপায় থাকেনা। সৌরভ যেন ওদের ঘরের ছেলে হয়ে গেছে। লতিকার মুখে প্রায়ই শোনা যায়, সত্যি, অমন মানুষ হয় না। এতটুকু অহঙ্কার নেই মনে।

একদিন লতিকা বলল, কই আপনার বাড়িতে তো নিয়ে গেলেন না? সমীর বিরক্ত হয় লতিকার কথা শুনে। বলে, থাক্ না, একেবারে পূজোর সময় যাব। সৌরভ বলে ওঠে, সেই ভালো, এখন বাড়ী wash করা হচ্ছে। পূজোর সময় কিন্তু যেতে হবে।

এরপর তিনমাস সৌরভের পাত্তা নেই। লতিকা বলল, যাওনা একবার, হয়ত খুব অসুখ করেছে। নইলে দু-একবারও কি আসত না? স্ত্রীর পীড়নে বাধ্য হয়ে সমীর একদিন অফিসের ছুটির পর বালিগঞ্জে গেল। লেকের ধারে লাল রঙের বাড়ী অনেক লন-ওয়ালা বাড়ী। কিন্তু, কোনটা তরুণ রায়ের, কোনটা নির্মলেন্দু ঘোষের, কোনটা চিত্রাভিনেত্রী তনুকা চ্যাটার্জীর। সৌরভ চৌধুরীর বাড়ির হদিস কেউ দিতে পারল না। সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত নয়টা হল সমীরের।

সেদিন বড়দিন। সমীর যাচ্ছিল বাজারে। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল ক্লাস-মেট বিমানের সঙ্গে। একথা সেকথার

পর বিমান বলল, আমি এখানেই একটা মেসে থাকি। চল্‌না, আর একজনের সঙ্গে দেখা হবে।

কার সঙ্গে ?

সৌরভকে তোর মনে পড়ে ? সৌরভ আমার রুম - মেট।

সৌরভ, এখানে, ভীষণ আশ্চর্য্য হয় সমীর।

হ্যা চল, এখুনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ - ভঞ্জন হবে। আহ্বান করে বিমান। সমীরের যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছিল। সে আর আপত্তি করে না।

মেসে এসে সৌরভের দেখা মিলনা। বিমান বলল, বোধ হয় বাইরে গেছে, আসবে এখুনি।

সৌরভ কতদিন হল আছে এখানে, সমীরের কৌতূহল বেড়েই চলে। তা — বছর চার - পাঁচ হবে। জবাব দেয় বিমান।

এ্যা, মুখ দিয়ে কথা সরেনা সমীরের।

ওর বাবা মারা গেছেন জানিস বোধ হয়।

হ্যা, এখনও সমীর কিছু বুঝতে পারছেনা।

তারপরই তো এত কাণ্ড বলতে শুরু করে বিমান, স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর তো ও আর পড়েনি। ওর বাবা খুব চেষ্টা করে ছিলেন। তখনই ও অনেক টাকা - পয়সা নষ্ট করেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর ও তো আর বাড়িতেই ফিরতো না। টাকার দরকার হলে যেত, আবার চলে আসত। আমাদের পেছনেও অনেক টাকা ঢেলেছে। আমরা বললাম, ওভাবে টাকা ওড়াস্ না। জানিস্ তো, খরচ করলে কুবেরের সম্পদও শেষ হয়ে যায়।

আচ্ছা, তুই কোন্ সৌরভের কথা বলছিস। সমীরের মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু, বিমান জবাব নেয়, কেন। আমাদের সৌরভ চৌধুরী। তারপর শোন্ না। মাস ছয়েকের মধ্যে গাড়ি - বাড়ি Bank balance সব শেষ করে সৌরভ এল আমার এখানে। তখনও ওর হাতে হাজারখানেক টাকা ছিল। আমি বললাম, ও টাকায় তুই ছোট-খাট একটা ব্যবসা কর। কিন্তু, কে শোনে কার কথা। ও আগে আমার অনেক উপকার করেছে বলে আমিই ওর খরচ চালাই। কিন্তু, গোপনে ও সব টাকাই খরচ করে ফেলল। তারপর মাস ছয়েক হল নিজের দামী - দামী স্যুটগুলো পর্য্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। টাকা নিয়ে যে ও কি করে তা ভগবান জানেন। এই পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে বিমান সমীরের মুখের দিকে তাকাল। সমীর গোগ্রাসে তার কথাগুলো গিলছিল। হঠাৎ বাধা পড়তেই বলে উঠল, সৌরভ তো আমাদের বাড়ী যেত, কই কিছু তো বলেনি। উল্‌টে আমাকেই সাহায্য করেছে।

এমন সময় সৌরভ ঘরে ঢুকল। তার গায়ে একটা ছেঁড়া সিল্কের গেঞ্জি, পরণে ময়লা পায়জামা। তাকে দেখে সমীর নিজেই অ-প্রস্তুতে পড়ে গেল। কিন্তু সৌরভ মোটেই অ-প্রতিভ হলনা। ঢুকেই সমীরকে বলল, Good morning, সমীর। এতদিনে বুঝি Time হল। বৌদিকে আনিসনি কেন ?

সমীরের মনে হল বুঝি সে স্বপ্ন দেখছে। তাড়াতাড়ি বলল, না বাজারে যাচ্ছিলাম বিমান ধরে নিয়ে এল। আমি তো বাড়ি চিনতাম না।

যাক্, এবার তো চিন্‌লি। লাল রঙের বাড়ি, সামনে লন আর ঐ যে লেক। সৌরভের আঙুল অনুসরণ করে সমীর দেখল মেসের বারান্দায় দু - তিনটি ফুলের টব আর রাস্তার ধারে একটা ছোট পুকুর।

সমীর বুঝল, সৌরভ জেগে কল্পনার জাল বুনে চলেছে। এটা তার মিথ্যাকথন নয়, সত্যি কারের স্বপ্ন। বাস্তবে দরিদ্র হলেও, তার নিজস্ব জগতে সে ধনী - শিক্ষিত, সুখী। সেখানে তার জীবন সার্থক।

—ঃঃ—

শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেবনাথ
(এলাহাবাদ)

বাংলার মহিলা আন্দোলনের অগ্রদূত, অ-সামান্য চরিত্রের মহাবিদ্রোহিনী দেশনেত্রী উৎসাহ - উদ্দীপনার প্রতিমূর্তি, অগ্নি - বিহঙ্গী শ্রীমতী লীলা রায়ের ৬৯ তম শুভ জন্ম - জয়ন্তীতে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁর প্রতি আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। বিগত এক বৎসর ধরে এই মহাবিপ্লবিণী গুরুতর রোগা ক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছেন। আমরা তাঁর আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীমতী রায়ের দেশসেবা, রাজনৈতিক প্রতিভা ও সংগঠনী শক্তি নিতান্ত উপকথার মতন মনে হয়। বাংলার নারী সমাজকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে তিনিই দীক্ষিত করেন। একদা তিনি ইংরেজদের চিত্তে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। এই মনস্বিনী স্বদেশ প্রেমিকা আপন চরিত্র প্রভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং দেশ পুনর্গঠ-নের পথ অত্যুজ্জ্বল করেছেন। অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্না ও সর্বস্ব সমর্পিতা এই মহা - গৌরবশালিনী দেশপ্রেমিকার বিরাট কর্মময় ও

পারিবারিক জীবনের সামান্যতম অংশ উদ্ধৃত করলাম।

শ্রীহট্ট জেলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইটা পরগণার অন্তর্গত পাঁচগাও এর রায়বাহাদুর গিরীশ চন্দ্র নাগের কন্যা শ্রীমতী লীলা রায়ের জন্ম হয় আসামের গোয়ালপাড়া সহরে। গিরীশ চন্দ্রের প্রভাব ও কর্ম্মোৎসাহ তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

লীলা নাগের ছাত্রী জীবন সুরু হয় ঢাকা ইডেন্ স্কুলে এবং পরে কলিকাতা বেথুন কলেজ হতে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি, এ, পাশ করেন ১৯২১ সালে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরাজী তে এম. এ. পাশ করেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একমাত্র ছাত্রী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ণকালে অন্যায়ের প্রতিবাদ, সংগঠনী শক্তি, কলেজে ইউনিয়ন গড়ে তোলা, ভাইস্‌রয় পত্নীকে নতজানু হয়ে অর্ঘ্য দিতে অন্যান্যদের বিরত করা এবং লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে ছুটির দাবি লীলা নাগ প্রথম করে ছিলেন।

১৯২১ সালের বন্যাত্রাণ কমিটির ঢাকা শাখার সহকারী সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী লীলা নাগ। দেশের সেবায় অনেক দুঃখ জেনেও শ্রীমতী নাগ সম্মান প্রাচুর্য, উচ্চপদ ও ইংলণ্ড আমেরিকার উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ, সব তাচ্ছিল্য করে বেছে নিলেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার দুরূহ কর্ম্মপন্থা। তিনি ঢাকা সহরে মেয়েদের জন্য দীপালী নামে একটী হাইস্কুল স্থাপন করেন। বর্তমান ওটি কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় নামে ঢাকা সহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিরাজমান। শ্রীমতী লীলা নাগ ঢাকাস্থ 'শ্রীহট্ট সুহৃদ সমিতি'র অন্যতমা প্রাণপ্রতিষ্ঠাত্রী।

১৯২৮ সালে ৪রা ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী নাগ নারী শিক্ষা মন্দির নামে একটী হাইস্কুল শ্রীমতী নাগ স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে দীপালী ছাত্রী সঙ্ঘ নামে ভারতে ছাত্রীদের প্রথম একটি প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতায় ছাত্রী ও কর্মী মেয়েদের আবাস, ছাত্রী ভবন, প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমতী নাগ নারী শিক্ষা প্রসারকল্পে দীপালী সঙ্ঘের মাধ্যমে গণশিক্ষা পরিষদ নামে অবৈতনিক শিক্ষাদানের একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ঢাকা ও কলিকাতায় ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করে, মেয়েদের লাঠিখেলা ছোরা খেলার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীমতী নাগ বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিরই উদ্যোগে মহিলারা বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতি করে লবণ — আইন ভঙ্গ করেন। এই সময়ে তিনি শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব

করেন।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমতী নাগ তাঁর সম্পাদনায় মহিলা সমাজের মুখপত্র জয়শ্রী প্রকাশ করেন। মহিলাদের রচনা সম্ভারে পুষ্ট হয়ে মহিলাদের সম্পদনায় ও পরিচালনায় এর পূর্বে আর কোন কাগজ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর শ্রীমতী নাগকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বন্দী করা হয়। ১৯৩৭ সালের ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে তাঁকে জেলে আটক রাখা হয় এবং তিনি ও রেণু সেন ভারতের প্রথম মহিলা রাজবন্দী বলে পরিগণিতা হন। ১৯৩৮ সালে শ্রীহট্ট মহিলা সম্মেলনের তিনি সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীহট্টের স্বনামখ্যাতা জননেত্রী শ্রীমতী সরলা বালা দেব এবং বিশিষ্টা বাগ্মী ৺হীরাপ্রভা চৌধুরী তাঁর সহকর্মী ছিলেন। আসামের স্বনাম ধন্যা বিদ্রোহিনী রাণী গুইদালো তাঁরই মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১৩ই মে ঢাকা নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিপ্লবী অনিল রায়ের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

হলওয়েল্ মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে নেতৃত্ব করে ১৯৪০ সালের ১০ই জুলাই শ্রীমতী রায় কারাবরণ করেন। শ্রীমতী রায় কিছুকাল সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। শ্রীমতী রায় উত্তর ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক দলটি গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে শ্রীমতী রায় ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি প্রজাসমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সনে এই দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভানেত্রী নির্বাচিতা হন। ১৯৪৬ সালে তিনি জাতীয় মহিলা সঙ্ঘ নামে মেয়েদের একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

শেষে এ কথা জানিয়ে গৌরব বোধ করছি শ্রীমতী লীলা নাগকে কন্যা রূপে লাভ করে শ্রীভূমি শ্রীহট্ট ধন্য হয়েছে।

—::—

সাদা আলো যেমন বাঁকা কাঁচের মধ্য দিয়ে রঙীন হয়ে ওঠে, ন্যায় ও তেমনি অন্যায়, পাপ, তাপের বাঁকা পথ দিয়ে দয়া, মায়া, ক্ষমায় বৈচিত্র্য হয়ে দেখা দেয়।

— শরৎচন্দ্র

সংগ্রাহক — ৪৪৮৯ বাণী বসু।

ত্রিপুরার অরণ্য সম্পদ

— রাহুল বর্ম'ণ (বি — ১৭৭৬)
(নয়াদিল্লী — ১)

সমস্যা সঙ্কুল ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আরো বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে পূর্ব — পাকিস্তান। এই পার্বত্য রাজ্যের আয়তন ৪১১৬ বর্গ মাইল। বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রায় পনের লক্ষ লোকের বাস। ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এখানকার অরণ্য ও তার বনজ সম্পদ এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এক সময়ে পার্বত্য ত্রিপুরার তিন — চতুর্থাংশ অঞ্চল শ্যামল বন ভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রকৃতির অকৃপণ হাতে গড়া সেই শ্যামল বনাঞ্চল পরিপূর্ণ ছিল মূল্য বান বৃক্ষলতাদিতে। সেই সময়ের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই ছিল দুর্গম ও গভীর অরণ্য। সেই সব দুর্গম ও ভয়ঙ্কর বনাঞ্চলে নানা ধরণের বন্য প্রাণীর আবাস ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে বন উন্নয়ন পরি— কল্পনা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু সে সময়েও ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ বনাঞ্চলের নিম্ন পার্বত্য ভূমিতে প্রচুর শাল গাছের বন বর্তমান ছিল এবং সে সব শাল বনের মধ্যে মুলি, পুচা, কল্যাই, রূপাই প্রভৃতি বনজ বাঁশের গভীর বনও অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল।

ত্রিপুরা বিচিত্র শিল্পের দেশ। তাই এখানকার বনভূমিগুলিও নানা ধরণের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষে সমৃদ্ধ। শ্রেষ্ঠ বৃক্ষগুলির মধ্যে চামল, জারুল, আমলকী, গামাইর, করই, হরিতকী, জাম, ধূপ, চাম্পা, শিমূল, আম, চন্দন, কাঞ্চন — এ কয়েকটি বৃক্ষের নাম উল্লেখ করা যায়। এ সব বৃক্ষের প্রাচুর্য্যপূর্ণ অঞ্চলগুলি হচ্ছে ধর্মনগর, কৈলা শহর, বিলোনায়া, উদয়পুর, সাব্রুম এবং সোনামুড়া প্রভৃতি অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ মহ— কুমাগুলি। এ ছাড়াও ত্রিপুরার গভীর বন— গুলিতে বেত, তাল প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের প্রাচুর্যও কম নয়।

পূর্বের সেই বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ ত্রিপুরার বনাঞ্চল গুলিকে যদি উপযুক্ত ভাবে রক্ষণা - বেক্ষণের মাধ্যমে উন্নত তর করা হতো তাহলে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটা সুদৃঢ় থাকতো।

ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদের প্রাচুর্য অপরিসীম, যা যে কোন মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম। এখানকার অরণ্য সম্পদে প্রচুর কাঁচা মাল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভবনা আছে। এখানকার বনগুলি কাঁচা মাল সংগ্রহ করে প্লাইউড, কাগজ, বাঁশ এবং বেতের কারখানা তৈরী করা সম্ভব, কিন্তু তার জন্য দরকার ধৈর্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনাঞ্চলগুলিকে রক্ষণা - বেক্ষণ। প্রতিরক্ষার

জন্যও রেল লাইন বানানোর কাট ত্রিপুরার বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে এবং সেগুলি ভারতের নানা অঞ্চলে রপ্তানী করে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আয়ের পথও সুগম করতে পারতেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্লাইউড, কাগজ ও বেতের কারখানা স্থাপিত হলে বনাঞ্চলে খাদ্য উৎ—পাদনও বাড়তো এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্যার তীব্রতাও কমে যেতো। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অরণ্য সম্পদও রাজ্যের বনাঞ্চলের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যেতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য এর পেছনে সুনির্দ্দিষ্ট কতগুলি কারণও আছে।

প্রথমতঃ মহারাজের শাসনকালে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি করবার জন্য প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষ ধ্বংস করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার জুমিয়া আদিবাসীরা তাঁদের জুম চাষ করবার জন্য বনে আগুন লাগিয়ে অনেক বনাঞ্চল ধ্বংস করেছেন। এর ওপরে কোন বাধা নিষেধ তেমন ভাবে আরোপিত না হওয়াতে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জরীপ বিভাগের অদূর দর্শিতার দরুণ যে সব বনাঞ্চলে সামান্য রক্ষণা — বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা না থাকাতে এবং আইন — শৃংখলার ওপরেও জোর না দেওয়াতে সেটা ব্যর্থতাতে পর্য-বসিত হয়। তৃতীয়তঃ ১৯৪৬ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান হতে যে সব বাস্তু-হারা এই রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান শহরে সঙ্কুলান না হওয়াতে অনেক বনাঞ্চল কেটে সাফ করে তাঁদের বসতি গড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে বাস্তুহারারা তাঁদের চাষের জমি, ভিটা প্রভৃতির সম্প্র-সারণ আরম্ভ করাতে এক বিপুল পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। তাছাড়া জ্বালানীর কাজেও অনেক শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সম্বলিত অরণ্যও ব্যবহৃত হয়ে গেছে বর্তমানে ত্রিপুরাতে বন — উন্নয়ন কাজের সম্প্রসারণের জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষণ — প্রাপ্ত কর্মীর। এখানে সেইটারই অভাব হচ্ছে বেশী।

অরণ্যের অভ্যন্তরে চলাচলের সাহায্যার্থে যে বনপথ অপরিহার্য তাও এখানে আগে ভালভাবে ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃ সুলভ আচরণে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কোন বন উন্নয়ন প্রকল্পে ভালভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। কোন সুনির্দিষ্ট বন — উন্নয়ন প্রকল্প না থাকাতে ত্রিপুরার অমূল্য অরণ্য সম্পদে পরিপূর্ণ শিল্প কক মারাত্মক আঘাত খেয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁশের শিল্প ভারত বিখ্যাত। এমন কয়েকজন বাঁশের কাজের দক্ষ শিল্পী এখানে আছেন যাঁদের উপযুক্ত মূল্যায়ণ না হওয়াতে তাঁরা আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। বাঁশের ওপরে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা বস্তুগুলি দেখবার মতো।

ত্রিপুরার রাজ পরিবার এবং স্থানীয় ঠাকুর পরিবারের মহিলারা বাঁশ, বেত ও কাঠের শিল্প দ্রব্য নির্মাণে দক্ষ। ত্রিপুরা রাজ্যের কারুশিল্পের কদর সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। শ্রীনিকেতন কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু শ্রীনিকেতন জন্মাবার মূলে ছিল ত্রিপুরার কারুশিল্প কর্ম্ম।

ত্রিপুরাতে এক সময়ে গজদন্ত কারু-শিল্পের চর্চা হোত। অরণ্যে হস্তীর অপ্রাচুর্য তাই বোধ হয় এই দুর্লভ শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার মূল কারণ। ত্রিপুরার অরণ্যে উৎপন্ন কার্পাস বৃক্ষের প্রসার হওয়াতে বর্তমানে এ রাজ্যে বয়ন শিল্পের উন্নতি হয়েছে। হস্ত চালিত তাঁতে তৈরী বিছানার চাদর, টেবিল ঢাকা, পর্দা প্রভৃতি আপন অভিনবত্বে ও শিল্প রুচির জন্য পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানের বাজারে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে অরণ্যে আদিমকাল থেকেই পাছরা, রিয়া প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার বনাঞ্চলগুলি বন্য প্রাণীতে পরিপূর্ণ থাকাতে সেই সব প্রাণীর চামড়া দিয়ে এখানে জুতো, স্যাণ্ডেল, ফলিও ব্যাগ প্রভৃতি তৈরী হয়। গো সাপের চামড়া দিয়ে তার ওপরে বাটিকের কাজ করা লেডিজ ভ্যানিটি ব্যাগ বর্তমানে এখানকার বাজারগুলি দখল করেছে। ত্রিপুরার বনাঞ্চলে যে সব বৃক্ষ আছে, সেই সব বৃক্ষের কাঠ দিয়ে এখানে নানা ধরণের ফুলদানী, খেলনা, আলোদানী, দোয়াত, পুতুল এবং ছোট ছোট পাল তোলা নৌকা প্রভৃতি দেখবার মতো জিনিষ তৈরী হচ্ছে। এই শিল্পগুলি ত্রিপুরার বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরার বনগুলিতে রবার চাষ করা শুরু হয়েছে। ত্রিপুরাতে রবার শিল্প সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হলে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক কাঠামোঠা আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ত্রিপুরাতে বন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি কিছুটা কার্যে রূপ লাভ করাতে এক বিপুল পরিমাণ বাস্তুহারাদের কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছে। ত্রিপুরাতে রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়াতে এর দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হলে ত্রিপুরায় অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্প-গুলির পক্ষে নূতন পথ খুলে যাবে। কিন্তু এরজন্যে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহ-যোগীতা, কারণ এই পার্বত্য রাজ্যের পনের লক্ষ লোক সংখ্যার কাছ থেকে যে রেভেন্যু আদায় করা হয় তাতে ত্রিপুরার কোন মৌলিক শিল্পের অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়।

রবার শিল্পের উন্নতির জন্য চাই সুদক্ষ রবার টেক্‌নোলজিষ্ট। কিন্তু এখানে এ সব শিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যা কম থাকতে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কিছুটা আশংকা পূর্ণ। রবার চাষে বিশেষজ্ঞ এমন কয়েকজন ব্যক্তি ত্রিপুরার বনগুলিতে পরীক্ষা — নিরীক্ষা কার্য চালাচ্ছেন। এ ছাড়া এখানকার বনভূমি—

…লিতে টাঙ্গিয়া প্রথায় চাষ করা শুরু হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতির দিকে এই পার্বত্য রাজ্য যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে — কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা' কিছুই নয়। ত্রিপুরার অরণ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে সম্ভাবনাময় এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোটা আরো সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তোলা উচিত।

বিঃ দ্রঃ—
(বিবিধ বিষয়ক অবলম্বনে লেখক)

বিশ্বশান্তি

অমল কুমার বসু
(কৃষ্ণনগর)

এসো শান্তি বিধাতার কল্যাণটিকা,
নিশাচর, পিশাচের রক্তদীপ শিখা করিয়া লজ্জিত।
— বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।
শান্তি, শান্তি, শান্তি

বিশ্বশান্তিই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যুগ যুগ ধরে এরজন্য বিশ্বে এসেছে কত বিপ্লব। আজ বিংশ শতকের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে পৃথিবীর চলা, আর দেখছে শান্তির জন্য বিপ্লবের পথ ধরে আসছে ভিয়েৎনামী মুক্তি সেনা, আসছে কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো, আসছে ভারতীয় মুক্তি সেনা, আরও কত না দেশ, কত না মানুষ, তাদের সকলের মুখে এক কথা, আমরা শান্তি চাই।

তবু কেন শান্তি নেই, এই পৃথিবীতে? এই পৃথিবীতে আজও একদল মানুষ আছে যারা সভ্যতার রক্তাক্ত চিত্র আজও তৈরী

করছে, ওরা আজও সহজ লভ্য সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা আত্ম নিয়ন্ত্রণ চায় না। কঙ্গোর মাটি আজও লাল হয়ে আছে অনেক লুমুম্বার রক্তে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা, করছে শ্মশান, উত্তর ভিয়েৎনামে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে মৃত্যুর কালো যবনিকা।

তাই বুঝি শান্তি আসছে না।

এই যুদ্ধ কেন হয়? একটি কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর অন্তর্সংঘাত থেকেই সৃষ্টি হয় বিশ্ব ধ্বংসী যুদ্ধের। বর্তমান যুদ্ধ হলো সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি, রক্তক্ষয়ী পৃথিবীর ইতিহাস সে কথাই ঘোষণা করছে। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য আগে প্রয়োজন এই সাম্রাজ্যবাদ মনের ধ্বংস। এই সাম্রাজ্যবাদীরা যতদিন থাকবে, বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের বিভীষিকা ততদিন থাকবে।

শান্তির জন্য চাই সেই নীতি যার দ্বারা মারাত্মক অস্ত্রের নিষিদ্ধ - করণ করা সম্ভব হয়। পারমানবিক তেজস্ক্রীয়তার প্রচণ্ড ধ্বংস ক্ষমতাকে লোপ করতে হবে, তাই নিরস্ত্রীকরণ আজকের সব চাইতে বড় প্রশ্ন।

শান্তির পৃথিবী অস্ত্রহীন। বিখ্যাত দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেল বলেছেন, পারমানবিক যুদ্ধে কোন একটি বিশেষ পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা নেই। এই বিরাট ধ্বংস থেকে মানব সমাজ একমাত্র রক্ষা পেতে পারে এক সর্ব সম্মত শান্তিচুক্তি হলে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রেমিকো বলেছেন, বিশ্বশান্তি তখনই সম্ভব যখন মানব সমাজ তার ভবিষ্যত স্থায়িত্ব সমন্ধে নিশ্চিত হতে পারে একমাত্র সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ করণ করেই তা সম্ভব।

আমরা, যারা শান্তিপ্রিয়, যারা পঞ্চশীলে বিশ্বাসী এবং সমাজতান্ত্রিক, তাই আমরা বিশ্বাস করি, সমাজতান্ত্রিক জগতের শান্তিনীতি ও সক্রিয় শান্তি প্রচেষ্টা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীর নীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন এমন এক গুণ যত পরিবর্তন আনবে যা সাম্রাজ্যবাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। ইংল্যাণ্ডের ছয়জন বিজ্ঞ চিন্তানায়ক বলেছেন বর্তমান তেজস্ক্রীয় যুদ্ধ সমগ্র মানব জাতির মৃত্যু ঘটাবে এবং এ হত্যাকাণ্ড থেকে মানব সমাজ কেবল রক্ষা পেতে পারে শান্তির স্থায়িত্ব এনে।

মানুষ মানুষের ভাই, শান্তি স্থাপনের জন্য সকলকে ঐ কথা স্মরণ রাখতে হবে, আর রোপন করতে হবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ।

বিবেকানন্দ লণ্ডনে প্রিন্সেস হলের সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগত একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তা অগ্নি উদগীরণ করে পাশ্চাত্য জগৎকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এখন যদি তোমরা সাবধান না হও তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের

কলকব্জা আর ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চাইতে খৃষ্ট ও বুদ্ধের কয়েকটি কথায় মানব সমাজ ঢের বেশী উপকৃত হয়েছে।

তাই আজ আমাদের তথা বিশ্বের শান্তি-কামীদের, বুদ্ধ বা খৃষ্টের বাণীতে দীক্ষা নিতে হবে ও আর মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সকল মানুষই অমৃতের সন্তান।

বর্ত্তমান রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট ভিয়েৎনাম যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ যুদ্ধে জয় নেই, পরাজয়ও নেই, আছে শুধু ধ্বংস। যুদ্ধের পরিণাম কি তা আমরা জানতে পারি মহাভারতের শেষ অধ্যায়ের কথা মনে করলে, আর মনে করলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপের কথা। তাই দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ শান্তি আনে না, জয় আনে না, আনে ধ্বংস। সাম্রাজ্যবাদী সূচক মন পাল্‌টিয়ে সেখানে স্থাপন করতে হবে শান্তিঘট।

আজকের পৃথিবী শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট। স্থাপন হয়েছে রাষ্ট্র সংঘ। সাম্রাজ্য-বাদদের যুদ্ধের প্রলয় থেকে বিশ্ব মানবকে কি করে রক্ষা করা যায়, তার সর্ব সম্মত প্রস্তাব নেবার জন্য বর্ত্তমানে চেষ্টা করা হচ্ছে। এক একটা শান্তি সম্মেলনে। শত বাধা বিপত্তির - মধ্যেও, অর্থনৈতিক ঘাটতির মধ্যেও এই রাষ্ট্র সংঘকে সংগঠন মূলক কার্য্যে ব্যয় করলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। বিশ্বের জাগ্রত জনগণ যত এই রাষ্ট্র সংঘের অনুকূলে আসবে, ততই বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে তার সাফল্য উজ্জ্বল আলো-কের দিকে অগ্রসর হবে। পৃথিবীর সকল জাতিকে এক মহান ধর্ম্মের দীক্ষা নিতে হবে যে ধর্ম্মের পতাকায় লেখা থাকবে বিবেকানন্দের এই বাণীটি, 'যুদ্ধ নয়, সাহায্য, ধ্বংস নয়, আত্মস্থ করে নেওয়া, ভেদ নয়, দ্বন্দ্ব নয়, — চাই শান্তি ও শৃঙ্খলা।

এই পৃথিবীতে শান্তি একদিন আসবেই, তখন হয় তো যুদ্ধের সামান্য অস্ত্রটুকুও দেখতে যেতে হবে যাদুঘরে, আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।

—::—

আসামের পার্ব্বত্য জাতি

— কল্যাণব্রত রায়
(শিলচর, আসাম)

ভারতবর্ষের উত্তর — পূর্ব কোন জুড়ে অবস্থিত আমাদের এই বৈচিত্র্যের লীলাভূমি আসাম। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ — তিন দিকেই পর্বতবেষ্টিত। উত্তরে ভুটান, আকা দফলা আবর, মিরি, মিশমি পর্বতমালা, পূর্বভাগে মিশমি, খামতি, চিংকো ও পাতকৈ পর্বত-শ্রেণী এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা পাহাড়। পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয়ভূমি।

আর্য্যগণের আগমনের অনেককাল আগে থেকেই মোঙ্গলীয় জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা এ দেশের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

যতদূর জানা যায় — আসামের খাসিয়া ও সিন্টেং (জৈন্তা) - রা ইন্দোচীনের উত্তরাংশ হতে আসামে প্রবেশ করে। তারা মনখমের ভাষাভাষী জাতির অন্তর্গত। বাংলা ও বিহারের সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের সাথে এদের অনেকটা সাদৃশ্য বর্তমান।

তাদের পর তিব্বতের মালভূমি অতিক্রম করে মোঙ্গলীয় জাতির ভোট ব্রহ্ম শাখার বড়ো — ভাষী কাছাড়ী, গারো, চুটিয়া, মরাণ প্রভৃতি জাতি আসামে আগমন করে। আর লুসাই — কুকিরা, এবং মিকির ও সম্ভবতঃ মণিপুরীরা দক্ষিণাংশের চিন পাহাড় অতিক্রম করে এখানে প্রবেশ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো জাতির এক শাখা পূর্ব দিকে গিয়া প্রথমতর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বাস করেও তৎপরে পশ্চিম দিকে গিয়ে আসামের পূর্ব — সীমান্তের পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করে আশ্রয় নেয়। সমুদ্রতীরের নিদর্শন স্বরূপ তারা শংখ ও কড়ি অলংকার রূপে ব্যবহার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিদেরই মত বল্লম, তীর—ধনুক, এবং দা — কুড়াল অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে। এরাই আসামের নাগা জাতি।

এদের বহুকাল পরে আসেন আর্য্যজাতি ভারতের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মত আসামের ঐ পার্বত্য জাতিদের সাথেও প্রায় দের যুদ্ধ হয় এবং অধিকাংশ আদিবাসীরা পরাজিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। যারা সমতলে থেকে গেল তারা আর্য্য সমাজে ক্রমশঃ মিশে গেল।

বর্তমানে আমরা আকা, দফলা, আবর, নাগা প্রভৃতি যে সব পার্বত্য জাতির দেখা পাই তারা আজ পর্য্যন্তও নিজেদের ধর্ম্ম, নীতি, আচার — ব্যবহার পুরুষানুক্রমিক ভাবে বজায় রেখে পাহাড় পর্বতেই বাস করে আসছে। আর্য্যগণ মোঙ্গলীয় জাতির এই

লোকদিগকেই অনার্য্য, কিরাত, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

এই সব ছাড়াও কাছাড়ী কোচ, আহোন, প্রভৃতি জাতিরা আসামের সমতল অঞ্চলের অধিবাসী। আমি মিতা ভাই — বোনদের এই সব পার্বত্য জাতিদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক বিবরণ দিচ্ছি — সংক্ষিপ্ত এই বিবরণ থেকে বিশেষ কিছুই জানা যাবেনা — আসাম ও আসামের পার্বত্য জাতিদের ইতিহাস একেবারে ছোট নয — আমি অনেক ঐতিহাসিকের বরণ এবং নিজ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি মাত্র।

আসামের বডোভাষী যাবতীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কাছাড়ীরাই সর্বপ্রধান। গোয়ালপাড়া ও উত্তর বঙ্গের মেচ জাতি এদের স্বজাতি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কাছাড়ীরা নিজেদেরকে বডো, নামে পরিচয় দেয় আর উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে যে সব পাহাড়ী কাছাড়ী — তারা 'ডিমছা' নামে পরিচয় দেয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায কাছাড়ীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রাচীন অধিবাসী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'আহোমদের' আসামে আগমনের আগে পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল ও আসামের পার্বত্য অঞ্চল কাছাড়াদের অধিকারে ছিল। তারপর আহোমদের সাথে ক্রম পরাজয়ের ফলে তারা ডিমাপুর থেকে মাইবং এবং সর্বশেষে মাসপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। খুনখরা, শত্রুদমন, বীরদর্প নারায়ণ, কীর্তিচন্দ্র, প্রভৃতি এই বংশের বিশিষ্ট রাজা। এই বংশের সর্বশেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র। জাতি হিসাবে কাছাড়ীরা প্রাচীন এবং আসামীদের অপেক্ষা শিল্পকলায় অনেক উন্নত ছিল। প্রথমতর তারা ভূতপ্রেত, গাছ — পালা পূজারী ছিল। ক্রমে তারা হিন্দু ধর্মান্তরিত হয় এবং শাক্ত ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়। তাদের উপাস্য দেবী রণচণ্ডী 'কাঁচাখাস্তু' নামে পরিচিত। কাছাড়াদের মধ্যে নব-বাল প্রচলিত ছিল। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত এবং এরা শিল্পকলায় বিশেষ উন্নত। কুটীর শিল্পই তাদের প্রধান উপজীবিকা। নবান্ন' ও 'মশক বিতারণ' — এ দুটি তাদের নিজস্ব উৎসব। অসমীয়া কিছু উৎসবেও তারা যোগদান করেন। তবে এই কাছাড়ীরা সম্পূর্ণ রূপে পার্বত্য অধিবাসী নয় — তারা সমতলেও বাস করে।

এখন আসা যাক্, আসামের প্রধান অধিবাসী সমতলের 'আহোমদের' কথায়। আসামের পূর্ব — সীমান্তের পাতকাই পাহাড়, তার পূর্বে ব্রান বা ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে চাই বা শান্ নামে এক জাতির বাস ছিল — আহোমগণ এই জাতির শাখা। খুনলুং ও খুনলাই নামক শান্ বংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় পাতকাই পর্বতের পূর্ব পার্শ্বস্থিত 'মুংরি-মুংবাং' নামক স্থানে এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং এঁদের বংশ বহু শতাব্দী এখনে

রাজত্ব করেন। তাঁরা নিজেদেরকে ইন্দ্রবংশীয় বলে মনে করেন। এই বংশেরই 'চুবনফা' নিজ দলবল সহ পাতকাই পাহাড়ের আদি-বাসী নাগাদের পরাজিত করেন এবং সদল-বলে সমতলের দিকে রওনা হন। এই 'চুকাফাই আসামে আহোম্ রাজ্যের প্রতি ষ্ঠাতা।

এই আহোম্‌গণ শাসন — ব্যবস্থায় অনেক উন্নত ছিল। তারা ক্রমে ক্রমে পার্বত্য-জাতির ও বঙ্গীয় আচার — ব্যবহার ও ভাষায় প্রভাবিত হয়ে এক নূতন উন্নত ধরণের জীবন ব্যবস্থা প্রচলিত করে।

আহোমরাই আসামেরই প্রধান সমতল অধিবাসী। তারা প্রায় ৬০০ বছর এখানে রাজত্ব করে। আসামই একমাত্র হিন্দু রাজ্য যেখানে মুসলমান সুলতান, বাদশারা আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। আহোম্ জাতি প্রধানতঃ শক্তি — কামাক্ষা তন্ত্রপীঠ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিসাধন — কেন্দ্র। শঙ্করদেব আসামে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্ত্তক। আহোম্‌দের মধ্যে যৌথ — পরিবার প্রথা বর্তমান। পুত্রেরা পিতার সম্পত্তি সমান অংশে পায়, মেয়েদের সামাজিক ভাবে সম্পত্তির উপর কোন দাবী নেই। কৃষিকার্য আর কুটীর শিল্পই আহোম্ জাতির প্রধান উপজীবিকা।

এখন আসা যাক্ মূল পার্বত্য জাতির কথায় — বিভিন্ন পার্বত্য জাতির ভাষা আলাদা, আচার — বিচার আলাদা, রাজা আলাদা। পার্বত্য জাতির মধ্যে খাসিয়া ও জৈন্তা, মণিপুরী, ভুটিয়া, অকা, দফলা, আবর, মিরি, মিশমি, খাম্‌তি, সিংফো, নাগা, লুসাই, গারো, মিকির-রাই উল্লেখযোগ্য।

খাসিয়া :— উত্তর — পূর্ব ভারতে যতগুলি আদিম জাতি আছে, তন্মধ্যে প্রায় সব কয়টিই মোঙ্গলীয় মহাজাতির অন্তর্গত। কিন্তু খাসিয়ারা ইন্দোচীনের মন্‌খমের গোষ্ঠিভুক্ত। খাসিয়া ভাষার সাথে ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার মিল আছে — কিন্তু চেহারা কোন সাদৃশ্য নেই। সাঁওতালরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ — কিন্তু খাসিয়ারা পীত বর্ণের। এই খাসিয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত — খাসিয়া ও সিন্টেং। খাসিয়া — জৈন্তা পাহাড়ের পশ্চিমাংশের নাম খাসিয়া পাহাড় - খাসিয়ারা এর অধিবাসী। পূর্বাংশের নাম জৈন্তা পাহাড় বা জৈন্তারা এর অধিবাসী। প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা একই খাসিয়া ভাষায় কথা বলে। গঠন ও আকৃতি একই রকমের। আসামের সমস্ত পাহাড়ীদের মধ্যে খাসিয়াদের মধ্যেই আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসার ব্যাপক। খাসিয়া স্ত্রী— পুরুষ উভয়েই বেঁটে। তারা সঙ্গীত প্রিয় ও সদা প্রফুল্লচিত্ত। খাসিয়া সমাজে নারীরই প্রাধান্য। নারীরাই ভূ — সম্পত্তির অধি-কারিনী হয়, পুরুষেরা নয়। আমরা পিতৃ-পরিচয়ে পরিচিত, কিন্তু তারা মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত।

সমগ্র — খাসিয়া পাহাড় কতকগুলি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সামন্ত রাজগণ 'সিয়েম' নামে অভিহিত হইতেন। প্রতি সিয়েমের মন্ত্রী পরিষদ ছিল। আহোমদের সাথে এই 'সিয়েম' দের সম্প্রীতির ভাব ছিল। খাসিয়া — জৈন্তা পাহাড়ের ২৫টি সামন্ত রাজ্য ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মণিপুরী :- মণিপুর মণিপুরী আবাসভূমি। মণিপুরে কেবল মণিপুরীরাই নয় — অন্যান্য জাতিও আছে। চতুর্দ্দিকস্থ পর্বতমালায় বিভিন্ন শ্রেণীর নাগা ও কুকিরা বাস করে। মণিপুরীরা নিজেদেরকে 'মৈতেই' বলে। তাঁদের অনেকটা শাখা কালছাই বা বিষ্ণুপুরীয়া নামে পরিচিত। কাছাড়ের বেশীর ভাগ বর্তমান মণিপুরী সম্প্রদায় কালছাই। বর্মী আক্রমণে মণিপুর অধিকৃত ও অত্যাচারিত হওয়ার ফলে মণিপুরীরা কাছাড়ে সরে আসে। বর্তমান কাছাড়ের মণিপুরীরা ঐ শ্রেণীর। মণিপুরী চিত্রকলা, নৃত্য — গীত — বাদ্য জগৎ বিখ্যাত। মণিপুরীরা কুটীরশিল্পে পারদর্শী। স্ত্রী — পুরুষ উভয়েই মজুর কাজ করে। তারা বলিষ্ঠ ও খর্বকায়। মণিপুরীরা প্রধানত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মণিপুরী লিপি — কাঁটালিপি। মণিপুরী সমাজে খাসিয়াদের মতন মেয়েদের প্রাধান্য নেই।

মণিপুরীরা শুকনা মাছ খুব ভালবাসে।

ভুটিয়া :— জাতি প্রাচীনকালে ভুটান পাহাড় কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতকে ভুটিয়ারা মাত্র একবার আহোমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে — সন্ধির পর আর বিদ্রোহ করেনি। তারা আহোম রাজকে কর দিত। ১৮২৬ খৃঃ আসামে আগমনের পর ইংরেজরা উত্তর — পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করে এবং আহোম রাজাদের শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি — দুয়ারগুলি দখলের চেষ্টা করে — এগুলি তখন ভুটিয়া অধিকৃত ছিল। পরে ভুটিয়ারা ইংরেজদের আক্রমণ করে এবং সান্ধতে বাধ্য করে। সান্ধর সর্ত্তানুসারে ইংরেজরা ভুটিয়াদেরকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য দানে স্বীকৃত হয় এবং বিনিময়ে ভুটিয়ারা দুয়ারগুলি ইংরেজদের ছেড়ে দেয়।

অকা :— অকা পাহাড়ে অকাদের বাস। প্রথম অকা রাজার নাম ভালুবন বা প্রতাপ। অকা পাহাড় এবং দরং জেলার উত্তরাংশও তাঁর অধীন ছিল। ভালুকাই — ভালুকপুকারের প্রতিষ্ঠাতা। এর ধ্বংসাবশেষ আজও অকা পাহাড়ে দেখা যায়। অকারা আহোমদের বশ্যতা স্বীকার করত। কিন্তু ইংরেজ শাসন চালু হওয়ার সাথে সাথেই সীমান্তের গ্রামগুলি লুণ্ঠন আরম্ভ করে। ১৮৮৩ খৃঃ অকারা উত্তর — পূর্ব সীমান্তের বালিপাড়া ফরেষ্ট অফিস লুণ্ঠন করে। অকাদের বাসভূমি

এখন বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

দফলা :— অকা পাহাড়ের পূর্বে দফলা পাহাড়। উত্তর আসামের সমস্ত পাহাড়ীদের মধ্যে দফলা আর আবর জাতিই হিংস্রতম। আহোম রাজ্যভুক্ত থাকলেও তারা মাঝে মাঝে শাসন ব্যবস্থা অচল করে দিত। আহোমরাজ রুদ্রসিংহ তাদের দমন করেন। এবং একদল দফলা আহোম — সৈন্য-বাহিনীতে ভর্তি হয়। ইংরেজ আমলে তারা বিদ্রোহী হয় ও লুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ড চালায়। ইংরেজরা অবশেষে বার্ষিক কিছু সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তারা শান্ত হয়। দফলারা যদিও একেশ্বর বিশ্বাসী, তবু তারা বিভিন্ন দেব — দেবীর পূজা করে।

আবর :— দিহং নদীর উভয় পার্শ্বে ইহারা বাস করে। আবররা হিংস্র হলেও মিরিদের মধ্যস্থতায় আহোম — রাজের সঙ্গে বজায় রাখত। আবরদের দেশ আর সমতল অঞ্চলের মাঝখানে মিরিদের বাস। মিরিদের দ্বি - ভাষীর কাজের ফলেই আবর — আহোম বিবাদ বাস ছিল। ইংরেজরা তাদের উপর কর ধার্য্য করায় তারা বিদ্রোহ করে। ইংরেজরা লবণ, মদ, আফিং, তামাক — আবরদের ভেট দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে — কিন্তু নিষ্ফলকাম হয়। এখন পর্য্যন্ত এই আবর শাসন কর্তাদের মহা দুশ্চিন্তার কারণ। তীর, ধনু, বর্শা, দা — তাদের যুদ্ধাস্ত্র।

মিরি :— মিরিদের আদি বাস লক্ষ্মীমপুর জেলার উত্তর — পূর্বাঞ্চলে। আবরদের অত্যাচারে তাড়িত হয়ে একদল মিরি দেশত্যাগ করে সুবর্ণশ্রীতে বসতি স্থাপন করে। মিরিরা শান্ত, নিরীহ। আহোম রাজাদের কটকী বা রাজদূতরা মিরিদের সহায়তায় পার্বত্যজাতি ও সমতলবাসীদের মাঝে শান্তি বজায় রাখত।

মিশমি :— দিবং ও ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মিশমিদের বাস। এরা ধীরবুদ্ধি ও শান্তিপ্রিয়। আহোমদের অধীনে তারা শান্ত ছিল। ইংরাজ আমলে তারা বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সরকার তাদের সদিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। তারা খর্ব্বকায়, বলিষ্ঠ। তরবারি, ছুরি, বর্শা, বিষাক্ত তীর ধনুক এদের যুদ্ধাস্ত্র।

খামতি :— খামতিরা আহোম জাতির ন্যায় টাই বা শান জাতির এক শাখা। এদের ভাষাগত মিলনও আছে। আহোমরাজের অনুমতিক্রমে তারা পাহাড় ছেড়ে টেঙ্গাপানি নদী তীরে বসতি স্থাপন করে ও কালক্রমে লক্ষ্মীমপুর জিলায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের নেতা — সদিয়াখোয়া গোঁসাই — ইংরেজদের মিথ্যা অজুহাতে পদচ্যুত হন। পালিয়ে

গিয়ে প্রাণ বাঁচান। নেফাব অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যে খামতি জাতি সভ্য। তাবা মহিষ ও গণ্ডারের চর্ম্ম দ্বাবা ঢাল, তলোয়াব নির্ম্মাণ করে।

সিংফো :— খামাত ও সিংফেনবা একই এলাকায় মিশে — মিশে বাস করে। সিং-ফোদের আদি বাস ছিল উত্তর ব্রহ্মেব পার্বত্য অঞ্চলে। তাদেব একদল আসামের তীবাপ উপনদীর তীবে বসতি স্থাপন কবে। সিংফো - আহোম মৈত্রী ছিল। পূবে তাবা কষ্ট সহিষ্ণু ও বীব জাতি ছিল। ইংরেজদেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব ফলে তাবা আফিং — খাওয়াইয়া সিংফোদের মৃয়মাণ করে ফেলে। আজও ঐ একই দোষে তাবা নিবীর্য।

মিকির :—মিকিবরা নগাঁও ও শিবসাগব জিলাব মধ্যবর্ত্তী মিকির পাহাড়ে বাস কবে। নগাঁও, খাসিয়া — জৈন্তা, কামরূপ ও দরঙ্গেও তাদের দেখা মিলে। এরা নাগাদেব মতন সর্বভুবা নয়। খাসিযাদের মত মিকিবদেব সমাজে নারীর প্রাধান্য নেই। মিকিবদেব মধ্যে যাদুমন্ত্র — তুক — তাকেব খুব প্রচলন। মেল নামক এক গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভা আছে যাতে বিচার — আচার সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পন্ন হয় মেলের কর্ম্মবার্তাদেব বলা হয় গাঁওবুড়া।

গারো :— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গারো পাহাড়ে এদের বাস। খাসিয়াদেব মতন গারোদেরও সমাজে নারীর প্রাধান্য বর্তমান। গারোরা পাহাড়ীদের মধ্যে বেশ সভ্য ও স্বচ্ছল। তারা তুলো বিক্রয় করে অনেক টাকা উপার্জন করে। তারা সরল ও সত্যবাদী। মেয়ে - পুরুষ উভয়ই মাথায় পাগড়ী পড়ে। মেয়েরা আপনপাত্র নিজেই পছন্দ করে।

লুসাই :— শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার দক্ষিণাংশে লুসাই পাহাড় — লুসাই জাতিব বাসভূমি। লুসাই পাহাড়েব অন্যতম প্রধান অধিবাসী কুকীবাই প্রথম লুসাই পাহাড়ে বসতি স্থাপন করে। পঞ্চদশ শতকে লুসাইরা এখানে আসে, ফলে কুকীদের অধিকাংশ কাছাড় - এব দিকে চলে আসে। মেয়ে - পুরুষ উভয়ই ভারী গহনা পড়ে। নারীরা পরিশ্রমী। ভাতই তাদেব প্রধান খাদ্য — তারাও প্রায় সর্বভুক। লুসাই যুবক নিজেই নিজেব পাত্রী নির্বাচন করে। বর্তমান মিজো জেলা তাদেব বাসভূমি।

নাগা :— নাগা পাহাড়ে, পাতকৈ পর্বতের চারদিক ও মণিপুব রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল নাগাদেব বাসভূমি। আহোমদের সাথে নাগা-দের সভ্যতা বজায় ছিল। অতীতে একদল নাগা প্রথম আহোম - রাজ চুকাফার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করে। নাগা— আহোম

বৈবাহিক বন্ধনও স্থাপিত হয়েছিল।

নাগারা চিরদিনের স্বাধীনতা প্রিয়। ইংরেজ বশ্যতা না স্বীকার করায় তারা ইংরেজ কর্তৃক বার বার আক্রান্ত হয় এবং কিছুটা বশ্যতা মানে। নাগারা অঙ্গানী, রেঙ্গমা, লোটা, আও প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অঙ্গানী নাগারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও যুদ্ধ প্রিয়।

এরা পূর্বে প্রতিবেশি গ্রাম থেকে নরমুণ্ড শিকার করত। যে যত বেশি নরমুণ্ড সংগ্রহ করবে সেই ততো বড় বীর। তারা মিত-ব্যয়ী হলেও অতিথির জন্য মুক্তহস্ত। নাগারা সদা হাস্যময়। তাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান মর্য্যাদা। কড়ি ও শঙ্খ তারা ব্যবহার করে। বুনন শিল্পেও তারা পারদর্শী। এই নাগারা সর্বভুক।

অতীতে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে সমতলবাসী ও পার্বত্য জাতির মাঝে সম্য ছিল। ইংরেজ আমলে পার্বত্য অঞ্চল সমূহে যোগাযোগ ছিন্ন করা হয় — ইংরাজ সরকারের ভয় ছিল যদি সমস্ত পার্বত্য জাতি এক হয়ে রুখে দাঁড়ায় তবে তাদের গদি টেকানো মুশকিল। তাই ইংরাজরা আইনবলে সীমান্তের পার্বত্য অনচলগুলিতে 'বহির্ভূত অনচল' ঘোষণা করে পৃথক করে রাখে — ইংরেজ সরকারের অনুমতি ভিন্ন সমতলবাসী পক্ষে পার্বত্য অনচলে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। ফলে সমতলবাসী ও পার্বত্য জাতি যোগাযোগ বিহীন হয়।

স্বাধীন ভারতে এরূপ কোন বাধা নিষেধ বিশেষ নেই। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে শাসন সংস্কার বহির্ভূত অনচল বলে কিছুই নেই, বরং নিজেদের শাসন ব্যাপারে পার্বত্য জাতিদের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার দেয়া হয়েছে।

—::—

আমরা আরম্ভ করি — শেষ করি না — আড়ম্বর করি কাজ করি না – যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না — ভূরি ভূরি বাক্য রচনা করিতে পারি — তিল পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি না। আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি — যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করিনা, আমরা সকল কাজে পরের প্রত্যাশা করি — অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে আমাদের জোড়া নাই।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাহক — ৪৯৫১ বংশীধর ঘোষ।

ঘর

— সুনীতা দত্ত
(কানপুর)

আউটরাম ঘাটে নোঙর করা আলো ঝলমলে জাহাজটা দেখতে দেখতে হেসে উঠল মালিনী। বিজয়ের মশলা - মুড়িতে ভাগ বসিয়ে, কিছু মাটীতে ছড়িয়ে, কিছু মুখে ফেলে বলল —

— না বিজয়, 'গোপালপুর নয়, ওটা বড় কাছে, বড় নির্জ্জন, বড় সাধারণ। আমরা চল সিম্‌লা যাই। নাইবা জানলুম আইসস্কেটিং, দুজনে সাজে ঝলমলিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াব, বড় বড় পাইনের ছায়ায় ক্লান্ত হয়ে বসব পাশা -'পাশি, হাতে হাত থাকবে! কথার প্রয়োজন নেই, শুধু স্পর্শের ভেতরেই দুজন দুজনকে বলব অনেক কথা। কেমন মিষ্টি কাটবে দিনগুলো, মধু চন্দ্রিকা সার্থক হবে, চিরস্মরণীয় হবে।

হাসি হাসি মুখে বিজয় শুনছিল মালিনীর কথা। ছোট ছোট মুঠি ভরা মশলা - মুড়ি শেষ হয়ে গেল। অনেক দূরে ফেলতে চাইল ছুঁড়ে ঠোঙ্গাটা বিজয়, কিন্তু হাওয়ার প্রতিকূলতায় পায়ের কাছেই পড়ল উড়ে। বিজয় ওর বাইশ বছরের মুঠোয় মালিনীর হাত নিয়ে খেলা করতে করতে মালিনীর চোখে চোখ রাখল —

— বেশ! তোমার কথাই রইল! সিমলাই হোক আমাদের হানিমুন স্পট! কিন্তু মালিনী রোজ তোমায় সুন্দর করে সাজতে হবে, শাড়ির রঙে, চুলের মায়াময় কবরীতে, তুলির রঙিন টানে রোজ তোমায় নতুন হতে হবে। আমার পাশে তোমায় যারা দেখবে, তারা যেন ফিসফিস করে কানাকানি করে — প্রতিযোগিতায় নামলে রীতা ফারিয়ার কপাল পুড়তো!

হাসিতে ভাঙতে ভাঙতেও বিজয়ের হাতে জোর চিমটি কাটল মালিনী। তারপর জিব ভেঙচে মন্তব্য করল —

- আবার দুষ্টুমী? রীতা ফারিয়ার মতো ভাগ্য হলে মার্কিণ - বর জুটতো, শ্রীমান বিজয় কুমার বসুর পাশে ব'সে মশলা-মুড়ি চিববার মতো দুর্ভাগ্য হতনা' বুঝলেন মশাই!

বেচারা - বেচারা মুখ করল বিজয়। একটু মাথা চুলকে, একটু নীচের ঠোঁটে দাঁতের দাগ বসিয়ে মালিনীর মাথার যুঁই এর মালায় হাত রাখল, গাঢ় স্বরে ডাকল,

— মালিনী!

— উঁ? মালিনীর মোহময় ফিসফিসে উত্তর।

— সিম্‌লা থেকে এসে কেমন জীবন হবে আমাদের?

— দাঁড়াও! একটু ভাবতে দাও! দূরের নৌকো গুলো দেখতে দেখতে মালিনী অপেক্ষা করতে বলল বিজয়কে। বিজয় চেয়ে চেয়ে দেখল মালিনীর মদির চোখমুখ। মনে মনে বলল, - একটু কেন, আমরণ অপেক্ষা করতে পারি, যদি এমন করে পাশে পাই। ভাবল - পৃথিবীর জীবন কি সুন্দর! কি মোহময় এই নারীর সৌন্দর্য্য! কি মিষ্টি এই নীড় বাঁধার স্বপ্ন। বিজয় কেবল নোঙর করা জাহাজের আলো মালিনীর গালের একটি অংশকে কি লোভনীয় করে তুলেছে। বিজয়ের মনে হল, অনন্তকাল যদি এমন করে বসে থাকা যেতো মালিনীকে পাশে নিয়ে, পৃথিবীর সব কিছু ভুলে।

--হয়েছে! বিজয়ের হাতটিতে ঘনচাপ দিল মালিনী। শোন! বালীগঞ্জের দিকে একটি সুন্দর ছিমছাম ফ্ল্যাট হবে। দোতলায় একটি ঝোলা বারান্দা, তাতে গুটিকয় রঙিন বেতের চেয়ার। বারান্দার কোলে প্লাষ্টিক পেন্ট করা ঈষৎ বেগুনি আভা - ফোটা ড্রইং রুম, ফুসিয়া রঙের সোফাসেট, একটি রেডিওগ্রাম, ২।৪টি ভাল লং প্লেইং রেকর্ড; এক কোনে খাবার টেবিল ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা, কাঁচের ফুলদানিতে কিছু ফুল। তার পাশে একটি নীট শোবার ঘর। জানত? ভালবাসার রং নীল? আমাদের শোবার ঘরটি কিন্তু হবে নীলাভ। নীল বেড কভারে ঢাকা ডবল বেড, একটি ওয়ার্ডব. একপাশে ষ্টিলের আলমারি, বইএর র‍্যাকে কিছু ভাল বই, নীল রঙের টেলিফোন, একটি ট্রানজিসটার রেডিও. সুন্দর ড্রেসিং টেবিল ঝক্ ঝক্ করবে ইজিপসিয়ান আয়না বুকে নিয়ে। কেমন হবে বলত?

---চমৎকার? স্বপ্ন স্বপ্ন গলায় বিজয় উত্তর দিল যেন অনেক দূর থেকে।

—আমি আসব অফিস থেকে। আমার গাড়ীর হর্ন শুনে বারন্দায় এসে দাঁড়াবে তুমি। অনেক দূর থেকে দেখব তোমার রেলিঙে ভর দেওয়া অপেক্ষারত মূর্তি। ঈষৎ প্রসাধনে ঝক্‌ঝকে হাসি মাখা একখানি মুখ; প্রত্যাশায় মুগ্ধ দুটি চোখ. আগ্রহে ব্যাকুল দুটি হাত। আমি দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে উঠব, তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পেঁছবার জন্যে। সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াবে তুমি, আমি ভাবব এই অনন্ত সিঁড়ি ভাঙ্গা কখন শেষ হবে? কখন পৌছতে পারব তোমার কাছে? তারপর···

চুপ। আর নয়? কোমল, উষ্ণ দুটি আঙ্গুল বিজয়ের ওষ্ঠে রেখে, ওকে থামিয়ে দিলে মালিনী। এবার বলার পালা আমার।

—বল শুনি? যেন চ্যালেনজ করল বিজয়।

—তুমি সিঁড়ি ভেঙে আসবে, হাত ধরাধরি করে আমরা ঢুকবো ঘরে। সোফায় গা এলিয়ে, গলায় টাইএর ফাঁস আল্‌গা করতে করতে আমায় কাছে ডাকবে তুমি। রেকর্ড-

প্লেয়ারে বাজবে কোন মিষ্টি বাজনা, চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে আমি আড়চোখে দেখব তোমার ক্লান্ত মূর্তি। ভাবব—আউটরাম ঘাটের মশলামুড়ি খাওয়া ছেলেটা একটা সই-এর জোরে কেমন কর্তাব্যক্তি হয়ে গেছে।

—আরে তাই নাকি? হো হো করে হেসে উঠল বিজয়। হাসির আওয়াজে চমকে গেল মালিনী। খুশী-খুশী-হাসি ঠোঁটে মেখে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল—এই হাসি নিয়েই যদি সকাল সন্ধ্যে ভরে থাকত। দুঃখ নয়, বেদনা নয়, শুধুই হাসি—হাসলে কি ভাল হত? বিজয়ের নতুন-পৌরুষ ছোঁয়া মুখের জোর লাগায় ছাড়া হাসি যেন আশে পাশের সকল কোলাহল ছাপিয়ে মালিনীর কানে মধুবর্ষণ করতে লাগল। সন্ধ্যার আকাশে ঝাক্ ঝাক্ পাখী উড়ে চলেছে রাত্রির নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে, বাসার দিকে। মালিনীও ভাবছে ঘরের কথা, স্বপ্ন দেখছে ভালবাসায় গড়া একখানি মধুর গৃহ। সেখানে জীবন নিত্য বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে জীবন বাধা বন্ধহীন, সেখানে দিন স্বাচ্ছন্দ্য-গতিতে আপন প্রবাহে যাবে কেটে। একটি ছন্দময়ী কবিতার সুষমায় ভরে যাবে দুজনের প্রাণ।

—শোন মালিনী? হাসির দমকে বেরিয়ে আসা চোখের জলটুকু মুছে নিল বিজয়, এবার আমি বলি শোন।

—সন্ধ্যার আঁধারে যখন চৌরঙ্গী আলোর বন্যায় ঝলমল করবে, তোমার পাশে বসিয়ে ড্রাইব করব আমি। ফরাসি সেন্টের মৃদু সুবাস বেনী ফুলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। মাঝে হাত ধরব তোমার। তুমি এ্যাক্সিডেন্টের আশঙ্কায় অধীর হবে, বিবর্ণ হবে, আমি বেপরোয়া। কোনও দিন বা অভিমান হবে তোমার। সেদিন কোয়ালিটির নরম আইসক্রীমের সঙ্গে কেমন একটু একটু করে অভিমান জল হবে তোমার, দেখব আমি বসে বসে। আবার কোনও দিন কোনো অভিজাত ক্লাবরুমের মেদুর আলোয়, বাজনার তালে তালে নাচব দুজনে অজস্র মুগ্ধ চোখের সামনে। তারপর··

—ওগো মশাই? কল্পনা থাক— কটা বাজল খেয়াল আছে? মালিনীর তরল কণ্ঠ উদ্বেগে ভারি হল।

—না পারা গেল না বাপু তোমায় নিয়ে। এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা। ক্ষোভে ফুটে উঠল বিজয়ের গলায়।

—এবার ওঠো লক্ষ্মীটি। মালিনী আকুতি জানাল।

—অগত্যা কাপড় ঝেড়ে উঠল দুজনে।

—আবার সেই বাসের ভীড়। —বেচারা মালিনী? ভাবল বিজয়।

—শোন মালিনী, একটা কথা বলি?

থরথর করে কাঁপছে বিজয়ের গলা

—কি কথা? আশঙ্কায় স্তব্ধ মালিনীর গতি।

—আমার সেই আড়াইশো টাকার চাকুবিটাও হ'ল না। কান্না ঝরল বিজয়ের গলায়।

—আর আমারও সেই টিউশনিটা গেছে বিজয়। ক্লান্ত হতাশায় গুমরে উঠল মালিনী।

—তাতে কি মালিনী? সান্ত্বনা দিতে চাইছে বিজয়। —আমরা ভেঙ্গে পড়ব না, হতাশ হব না, আমবা সংগ্রাম কবব স্বপ্ন দেখব, আশা নিয়ে বেঁচে থাকব। মালিনী কাঁধে বিজয়ের হাত খেলা কবছে।

—হ্যাঁ বিজয়, আমাদের ঘর একদি হবেই। কিছুতেই আমরা হার মানব না আমবা বাঁচব, ঘব গড়ব, সুন্দরের স্বপ্ন দেখব।

হাত ধবাধবি কবে ওবা চলল ব ধবতে।

—::—

এবারের মিতা সম্মেলন আমার চোখে—

অজিত কুমাব সেন
কোলকাতা—৫৮

বিশ্বমিতালি সংঘেব মিতাদের সাথে মিলনের জন্য নাম লেখালাম ঐ সংঘে, মাস-খানেকেব মধ্যেই লিপিমিতা নামক এক দূতেব মাধ্যমে পেলাম এক আমন্ত্রণ লিপি— যেতে হবে সংঘেব জন্মভূমি উত্তব পাড়ায় ৭ম্ বার্ষিক মিতা সম্মেলনে যোগদানেব জন্য ২২শে ডিসেম্বর '৬৮।

আজকের প্রভাত মনে করিয়ে দিল বিশিষ্ট দিনটিব কথা। শীতের সোনালী রোদে আস্তবণ গায়ে জড়িয়ে হাওড়া ষ্টেশন থেকে যাত্রা শুরু কোরলাম একাই, মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছলাম উত্তর পাড়ায় সাথীহাবা মন আকুলি বিকুলি করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কাউকে সহগামী হিসাবে পাওয়াব

জন্য। কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নি আমাব। "যদি তোর ডাক শুনে কেই না আসে তবে একলা চলরে"— কবিগুরুর অভয় বাক্যে নির্ভীক হয়ে একাই চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই পেলাম একটা দেওয়াল ঘেরা বাড়ী— সুর মঞ্জিল'। ফটকে টাঙানো নীল কাপড়ে লেখা— বিশ্বমিতালি সংঘ, ৭ম বাষিক মিতা সম্মেলন। চিনতে দেরী হোল না যে এই আমাদের সেই মহামিলন ক্ষেত্র। একটু সংকোচ নিয়ে ঢুকে গেলাম প্রবেশ দ্বারের মধ্যে। অভ্যর্থনাকারী স্বেচ্ছাসেবক মিতারা স্বাগত জানালেন আমার আগমনকে। দেখিয়ে দিলেন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে যাওয়ার পথ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই চোখে পড়ল রঙ বেরঙের পোষাকে সজ্জিত মিতারা বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজমান। অনেকেব শ্রীঅঙ্গেই দেখলাম একটা সোজা, ছুটো উল্টো ইত্যাদ প্যাটার্নের কোন নরম হাতে বোনা গরম সোয়েটার। এদের অনেকগুলোই হয়ত কোন স্নেহশীলাদের প্রীতির উষ্ণতা মাখানো আর আপন মনের মাধুরী মেশানো রচনা। নানাবিধ রঙীন পোষাকের চোখ ঝলসানো জৌলুষ দেখে সত্যই মনে হচ্ছিল যেন কোন এক রঙের মেলায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

'সুর মঞ্জিল বাড়ীর প্রায় অর্ধেকটার বেশী জায়গাই মুক্ত অংগন। সেখানেই সবুজ ঘাসের উপব পাতা সতরঞ্চ, তারই উপর মিতারা এলোমেলো ভাবে আসন করে নিয়েছেন। আমিও তাঁদের সংখ্যা বাড়ালাম।

একটু পরেই আমাদের এক বিশ্বমিতা তার সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠান চক্রে গতি সঞ্চার কোরলেন। সংঘের সভাপতি শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা জানালেন মিতা ভাই বোনদের ও অতিথি বর্গকে এবং সহজ ও সরল কথায় ব্যাখ্যা করে শোনালেন সংঘের আদর্শ। অধ্যাপক রথীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন উত্তর পাড়ার ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা

এবার এল মিতা পরিচয়ের পালা। প্রত্যেক মিতা পাদ পীঠের উপর দাঁড়িয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ঘোষনা করে জানালেন তাঁদের নাম, সদস্য সংখ্যা, প্রিয় বিষয় ইত্যাদি। মিতা পরিচয়ের সময়েই প্রত্যেক মিতা মনে নির্বাচন করে নিলেন তাঁদের সমরুচি সম্পন্ন ভাবী মিতাদেরকে। আমিও এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে কার্পণ্য করিনি। পালাক্রমে এক সময়ে আমারও ডাক পড়ল আত্মপরিচয়রূপ পরীক্ষাদানের জন্য, যেয়ে দাঁড়াতে হোল পাদ পীঠের গোড়ায়, মেলে ধরতে হোল আমার ক্ষুদ্র পরিচয় সংকোচের সাথে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম কোন গতিকে,

কারণ আমি ভাল লিখিয়ে, না ভাল বলিয়ে।

এর পর শুরু হোল প্রাতরাশের পর্ব। স্বেচ্ছাসেবক মিতারা এবং সংঘমিতা পরিবেশন কচ্ছিলেন। দায়িত্বশীলা (স্বভাবতঃই স্নেহশীলাও) সংঘমিতা জিজ্ঞাসা কোরলেন. পেয়েছেন ঠোঙা? নির্লজ্জের ন্যায় **বলে ফেললাম,** না, একটু পরেই একগাল আন্তরিকতার হাসি হেসে ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন একটা ঠোঙা। আমি সাগ্রহে ওঁকে বোঝামুক্ত কোরলাম। তৃপ্ত কোরলাম রসনাকে আর ধন্য কোরলাম পেটকে।

প্রাতরাশের পর সংগীতানুষ্ঠানের আসর বসল। কেউ পরিবেশন কোরলেন কণ্ঠসঙ্গীত আবার কেউবা যন্ত্রসঙ্গীত। সঙ্গীতের সুরে সুরময় হয়ে উঠেছিল সুর মঞ্জিলের প্রাঙ্গণ। কোন কোন মিতা ভাই বোন আবৃত্তি করেও শোনালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে এলো চা পানের বিরতি এর তৎসঙ্গে এল মিতাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান ও আলাপ বা আলোচনার সুযোগ। এই সময়টাই হোল মিতাদের সাথে হৃদয় বিনিময়ের শুভক্ষণ। অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন আপনাকে উন্মোচন করতে হবে প্রথম এই বীজ মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে সংকোচ কাটিয়ে পরিচিত হলাম সকলের সাথে. পরস্পর পরস্পরের নিকটে এলাম। মিতাদের মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করে জেনে নিলাম তাঁদের প্রিয় বিষয়গুলির কথা। পার্শ্বে উপবিষ্ট এক মিতার গায়ে দেওয়া (সোয়েটারটির রঙ ও বুনুনির প্যাটার্ণ উভয়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন কোরলাম— কে তৈরী করে দিয়েছেন এটা? মিতা গদ গদ কণ্ঠে বল্লেন foreign বৌদির পাঠানো উল দিয়ে দিশী Girl friend হাতে তৈরী। হাতের কাজে ওর Diploma ও আছে। একটু কৌতূহল নিয়ে বল্লাম— foreign বৌদি মানে? মানে বৌদি made in English. I am sorry, বৌদি born in England অর্থাৎ আমার বড়দা বিলেতে থেকে ডাক্তারী পড়ার সময় মেম সাহেবকে বিয়ে করেছেন কিনা। মিতা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে আত্মপ্রসাদ লাভ কোরলেন। আলোচনার গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র ভাষায় বল্লাম, হাঁ, এতক্ষণে ধরা হ্যায়, তবে এই ভাগ্যহীনের কোন Girl friend এর কৃপা লাভের সুযোগ হয়নি বলে আমি ওঁর কথার উপর টেক্কা মারার ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেলাম। মিতাদের মধ্যে দেখলাম— একে অপরকে জানার এবং জানানোর অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ। শুরু হয়ে গেল ভাবের আদান প্রদান ও মিতালি বিনিময়। মিতালি সূত্রে গ্রথিত হয়ে গেলাম আমরা সকলে। আলোচনার সময় আমাদের অজ্ঞাতসারেই কখন যে আমরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে

নেমে এসেছিলাম তা বুঝেতে পারি নি। কখনও মিঠে অনুভব কোরলাম ভালোবাসার মৃদু চপেটাঘাত। মনোনীত মিতাদের সাথে ঠিকানা বিনিময় কোরলেন অনেকে। আমিও পিছিয়ে রইলাম না। মিতাদের মধ্যে যাঁরা হস্তরেখা বিশারদ, তাঁদের বেশ পশার জমে উঠেছিল। তাঁরা অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী কোরছিলেন মিতাদের হাত দেখে। দেখলাম স্বয়ং সংঘমিতাও বাম হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্যটা যাচাই করে নিয়ে আশ্বস্ত হলেন। আমিও হাত বাড়ালাম। কিন্তু Law of Demand and supply অনুসারে সুযোগ পেলাম না। নারী মিতাদের সাথে পুরুষ মিতারা মন দেওয়া নেওয়ার রসালাপে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ওঁদের কলতান অনুষ্ঠানকে সজীবতা দান করেছিল।

এক সময়ে সুর মঞ্জিলের গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের অমায়িক ব্যবহার অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে আপন করে নিয়েছিল।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গিয়েছে কয়েকবার, তাই বেলা বেড়েছে, বেড়েছে ক্ষিদেও। মিতা সম্মেলন রূপায়িত করার কথা ছিল বন-ভোজনের মাধ্যমে। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজন অপরাহ্নের মধ্যেও না হওয়ার দরুণ সকলের মনের ও পেটের অবস্থা কেমন হয়েছিল। সেই অবস্থা বিশ্বমিতা শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত ব্যঙ্গ সংগীতের মাধ্যমে গেয়ে শোনালেন।

এর পরেই অনুষ্ঠানে ছেদ পড়ল। মনে হয় গানের মর্মার্থ বুঝতে পেরেই কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র ভোজন পর্বের আয়োজন করে দিলেন।

হুড়োহুড়ি করে সকলেই বসে পড়লাম ভোজ সভার সারিতে। মিতারাই পরিবেশনের পরিশ্রম কাঁধে নিলেন। কর্মকুশলী সংঘমিতাও কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে আমাদের বৈঠকে পরিবেশন সুরু কোরলেন। আমরা বেশী ভাগ্যবান—বলে ফোড়ন কাটলাম। মুচকি হেসে উনি এগিয়ে গেলেন অন্য মিতাদের প্রতিও সুবিচার কোরতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডান হাতের সহায়তায় সকলের রসনা সক্রিয় হয়ে উঠল। কেউ আবার দক্ষিণ হস্তকে একটু বিশ্রাম দিয়ে নারী মিতাদের সাথে মিষ্টি মধুর আলাপে বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে যখন Menu-র সব Item শেষ হয়ে গেল সংঘমিতা শেষ বারের মত পান পরিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা কোরলেন। আপনার হাতে শুরু, আপনার হাতেই শেষ, সত্যি যেন মধুরেণ সমাপয়েৎ। ছোট্ট করে মন্তব্য কোরলাম। উনিও হাসি বিনিময়ের

কার্পণ্য কোরলেন না। সবাই উঠে পড়লাম। যদি বলেন কেমন খেলেন, তা বোলব না। কারণ এখানে খাওয়াটা বড় নয় প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা আনন্দটাই প্রধান এখানে।

যে সব মিতারা ক্যামেরা এনেছিলেম, সূর্য ডোবার পূর্বে তাঁরা আমাদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে একেবারে ক্যামেরাঁয়িত করে ছাড়লেন। যে সব মিতারা ছবি তুলে হাত পাকাচ্ছেন, জানিনা তাঁদের দৌলতে আবার আমরা কেউ 'কনিস্ক'-ত্ব প্রাপ্ত হয়েছি কিনা।

ধীরে ধীরে গোধূলির লাল কালো ছায়া নেমে এল। আবার সংগীতের আসর শুরু হোল। মনে হোল সুর মঞ্জিলের চারি-দেওয়ালের মধ্যে আমরা যেন সুরের জালে জড়িয়ে পড়লাম। উপভোগ কোরলাম বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া গান। আমাদেরও সন্ধ্যা হয়ে এল, শীতের রাত্রি, অনেক মিতাকেই দূরে যেতে হবে, তাই সকলের চোখে মুখেই যেন একই বক্তব্য ফুটে উঠেছে--- মন চলরে নিজ নিকেতনে। এটা যেন সংঘ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেই সমাপ্তি সংগীত পরিবেশনের পর সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পুনরায় সকলের শুভ মিলনের কামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা কোরলে। মিতাদের ঠিকানা দিয়ে নোটবুক বোঝাই করে আমরাও পরস্পরের যোগসূত্র থেকে ছিন্ন হলাম। সংঘ ও সুর মঞ্জিলের কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আবার মিলিত হব বলে হাসিমুখে বিদায় নিলাম। বেরোতেই এক সহৃদয় মিতা আমাকে ও আর এক মিতাকে এক রকম জোর করেই তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন এবং উত্তর পাড়া ষ্টেশনে আমাকে পৌঁছে দিলেন। ওঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম।

ষ্টেশনে দেখি আরো অনেক মিতা হাওড়া যাওয়ার জন্য অপেক্ষা কোরছেন। ট্রেন এলে সকলেই একই কামড়ায় উঠে পড়লাম। অনেক মিতাই বলছেন, — মিতা সম্মেলন কার কেমন লাগল, বলুন। কিন্তু কাউকে ঠিক মুখ খুলতে দেখলাম না। তাই আমাকে কিছু বলতে হোল (আবার লিখতেও হোল শেষ পর্য্যন্ত)। বল্লাম, মিতা সম্মেলন আমার ভাল লেগেছে। এক মিতা বিদ্রুপ কোরলেন, ফললো আর মরলো — এই রকমের মন্তব্য শুনতে চাই না আমরা, তাই আমাকে একটু নাতিদীর্ঘ হয়ে বলতে হোল — বন্ধুত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল পরস্পরের সমরুচি সম্পন্ন ব্যক্তির সংগে বন্ধুত্বের সুযোগ মেলা খুবই দুর্লভ। এবং সমরুচি সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব না হলে সে বন্ধুত্বের আয়ু-কালও হয় ক্ষণস্থায়ী। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বাঁধনকে দৃঢ় করবার জন্য সংঘ যে ব্রতে

ব্রতী হয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তাছাড়া সংঘের নিয়মানুযায়ী বাংলা ভাষার মাধ্যমে পত্র লেখার বাধ্যবাধকতা থাকার দরুণ পত্র লেখার ব্যাপারে যে বিশেষ কলাকৌশল বা Art আছে, সেটাও যেমন মিতাদের মধ্যে উন্নতি লাভ কোরবে, তেমনি এই পত্র লিখন শৈলী বাংলা সাহিত্যের পত্র সাহিত্য বিভাগকেও রস সমৃদ্ধ কোরবে। এদিক থেকেও বিচার কোরলে সংঘের কর্ম্ম প্রচেষ্টা মহত্ত্বের দাবী রাখে। এই সম্মেলনে পেলাম গতানুগতিক জীবনেব এক ঘেয়েমি থেকে মুক্তি, শহর থেকে দূরে প্রকৃতির সবুজ আঁচলে ক্ষণিক আশ্রয় পেযে মনের সংকীর্ণ পরিধির বাঁধন গেল ছিঁড়ে। এখানে আরো যা পেলাম, তা হোল রঙ্গ, রস, উৎসাহ, নূতন পরিবেশ, নতুন প্রাণের সজীব ছোঁয়া আর নতুন মিতা। তাইত মিতা সম্মেলনকে দেখলাম সুন্দর, সার্থক।

ছোট্ট একটা ঝাকুনি দিয়ে ট্রেন থেমে গেল। দেখি হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে গেছি। মিতাদেরকে শুভরাত্রি জানিয়ে মানস পটে সুখের স্মৃতি বহন করে বাড়ী ফিরলাম।

চোর

— অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
(বীরভূম)

কাল স্কুল খুলবে, বিকাশ তাই বর্ধমান যাচ্ছে। এবারের যাত্রাটা বেশ আরামের। ভীড় নেই। যেটুকু ভীড় ছিল সেটুকু কমে গেল বোলপুরে।

তরকারীর ঝাঁকা নিয়ে ঢুকলো কজন। ঝাঁকা ভর্তি সুপুষ্ট কালো কালো বেগুন — বেশ তাজা। ঝাঁকাটার দিকে নজর পড়লো কজনের। পড়বারই কথা। এক একটা ওজন-ভারী বেগুন। ঝাঁকাগুলো নামিযে ওরা বিড়ি ধরালো।

একধাবে রুটিওয়ালা বসে বসে খুচরো পয়সাগুলো একটি একটি করে পরম যত্নে গুণছে আর রাখছে। গোণা শেষ হলে তার মুখে একটু চিন্তার ছাপ দেখা গেল। বোধ হয় ভাবছে বাকি রুটিগুলো বিক্রি না হলে রুটি যোগাড় হবে কি করে।

একজন হকার মর্নিং টুথ পাউডার বিক্রয় করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে 'দূর শালা বলে' দরজার গোড়ায় দাঁড়ালো। বাইরে মাঠের ঘন কুয়াসা তখন ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পায়রা আকাশে সুন্দর এক মালা রচনা করে চলেছে উড়ে যাওয়ার বিলাসে। লোকটি নিসর্গ শোভা দেখছিল - - না — পরবর্তী ষ্টেশনের দিকে তাকিয়েছিল কে জানে।

বিকাশ একটা সিগারেট ধরালো। কজন দেহাতী জোয়ান উঁচু সুরে কথা বলছিল। ভেদে পেরিয়ে গেল নাকি? একজন ভদ্রলোক বই বন্ধ করে তাকালেন বিকাশের দিকে। ভদ্রলোকের চেহারার আভিজাত্য লক্ষণীয় যদিও তাহার পরণে সাধারণ পরিচ্ছদ। বিকাশ বলে, এবার গুস্করা আসছে। বিকাশ একটু চাতাল তার চায়ের চেষ্টা পেয়েছে। ভদ্রলোক বলেন, সেদিন আর নেই মশাই— গুসকয়ার চা আর বর্ধমানের সীতাভোগ। দুত্তোর আর কিছু নেই। আর যা দিনকাল পড়েছে মশাই করবে কোথা থেকে। বিকাশ বলে। ওদিকে কজন কলেজের ছেলে তাস খেলা শুরু করে দিয়েছে। এদিকে দেহাতী লোকগুলো এমন সুরে গান ধরেছে যে বর্ধমান - বাসীরাও সে কণ্ঠ থেকে বঞ্চিত হবে না। বিহারী যুবক যুবতীগুলো কাড়াকাড়ি করে কি খাচ্ছে আর হাসছে। এক যুবক বউয়ের সঙ্গে মস্করা করছে। হকারটা মর্নিং টুথ পাউডার নিয়ে আর একবার চীৎকার শুরু করল। আশ্চর্য, কারু কি দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে না আর এমন সৌভাগ্য থেকে এরা বঞ্চিত হচ্ছে? ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে এলো মসলামুড়ি আর চানাচুরের বিল্লহা। 'সেল' হলো?

ষ্টেশন চলে এসেছে। বেগুনের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে কজন উঠলো। কোন রকমে নামলো নীচে। দুটো নধর বেগুণ পড়ে রইলো, ওরা হাত বাড়িয়ে নিতে গেলো, ফলে আরও দুটো পড়ে গেল। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। আর একজন লোক সেই বেগুণ চারটে না দিয়ে তাদের নাগাল থেকে সরিয়ে দিল। একটা অশ্লীল গালি দিয়ে বেগুণওয়ালা সরে পড়লো। লোকটী বেগুণগুলো কুড়িয়ে নিলো — এ যেন তার প্রাপ্য জিনিষ। বিকাশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগেনি। সামান্য কটী বেগুণের জন্যে একি হ্যাংলামি। ভদ্রলোকটিও দেখলেন সেই ব্যাপারটা। বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, দুনিয়া জুড়ে চলেছে চুরি, জুয়াচুরি, কালোবাজারি. - এমনি আরো কত অন্যায়। মানুষ পেটের দায়ে যে কি না করছে না দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু সামান্য কটা বেগুণের জন্যে লোকটির এ নোংরামি কি না করলেই হোত না? বিকাশ বলে।

কিন্তু কি জানেন বিকাশ বাবু, দুনিয়ায়

বাঁচতে গেলে আরও নোংরা কাজ আমাদের করতে হচ্ছে। এ জগতে যার মামা আছে সেই সবচেয়ে কোয়ালিফায়েড, যে যত নিজের স্বার্থ দেখছে সেই তত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে নাম পাচ্ছে — টাকা করছে। কে জানে, আমি বা আপনি আরো বড় লোভের কাছে আত্ম সমর্পণ করব কি না!

কখন না। ---বিকাশ দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে। মনে পড়ে কলেজ জীবনের কথা। বইয়ের দোকানে বই কিনতে গেছে সে। ৪.৫০ বইয়ের দাম ---৫.০০ দিয়েছিল সে। দোকানে গঙ্গাযাত্রীর ভীড়। কলেজের তখন বইয়ের সিজন। বারো আনা ফেরত দিয়েছিলেন অমলদা। সারারাত বিকাশের ঘুম হয়নি। তারপর দিন ঐ চার আনা ফেরত দিয়ে এসে সে শান্তি পায়। মনে পড়ে আর এক দিনের কথা। ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় সেই বুড়ো চানাচুর ওয়ালার কথা, আজও তার মুখ (শুকনো ফলের মত) স্পষ্ট মনে পড়ে। পয়সাটা অচল নয় তো বাবা? বসা গলায় প্রশ্ন করেছিল রামবিলাস চৌধুরী। স্কুলে পড়বার সময় একটা অচল আধুলি চালিয়ে দিয়ে সে বন্ধুদের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু তারপর? মায়ের কাছে পয়সা চাওয়ার যুক্তি সংগত কারণ না দেখিয়ে বকুনীর বিনিময়ে একটা আধুলি চেয়ে নিয়ে দিয়ে আসেনি সে বুড়ো চানাচুর ওয়ালাকে?

ভগবান তোমার আজ্ঞা করুন বাবা। মনে পড়ে সেই কুব্জ শীর্ণ ক্ষয়িত বৃদ্ধের কথা। কখন না---আর একবার বলে ওঠে বিকাশ।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো ভদ্রলোকের ডাকে। রাগ করবেন না, চলি মশাই। ঘানায় আমার বাড়ী। ঘানায় যদি যান, সময় সুযোগ হলে গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন। আমার নাম নিবারণ চক্রবর্ত্তী --- ব্যবসা আছে।

কোটের পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখটা একবার মোছেন --- রুমালটা রেখে দেন। রুমালটা বের করায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দশ টাকার নোট এসে বিকাশের পায়ের নীচে পড়লো। ভদ্রলোক দেখতে পেলেন না — নেমে গেলেন আরো অনেকের সঙ্গে। বিকাশের সেদিকে নজর পড়লো। বেঞ্চ একদম খালি। স্বাভাবিক সংস্কারে বিকাশ ডাকতে গেলো। গলা বাড়িয়ে দেখে ঐতো ভদ্র-লোক চলেছেন ছাই রঙের কোটটা পরে। তাড়াতাড়ি হাত তুলে ডাকতে গেলো --- দশ টাকার নোটটা তার হাতে। না, কেউ দেখেনি। আশে পাশের সিট ফাঁকা, এক-মাত্র বিবেক ছাড়া। বিবেক? ভদ্রলোককে আর ডাকা হোল না। চোখের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো একপাল ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ। আজও তার ঘরে হাঁড়ী চাপেনি। অসাধু উপায়ে চিনি কেনার সামর্থ না

থাকায় এক কাপ চা পর্য্যন্ত সে খেয়ে আসতে পারেনি। এক পাল নর খাদক যেন তাকে ঘেরাও করেছে। তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্যে যেন তাদের মধ্যে শকুন-উল্লাস। সে আর পারেনা। বংকিম বাবুর সুমতি কুমতির ভূত এসে ঘাড়ে চড়াও হতে না হতে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

দশ টাকার নোটটি পরম যত্নে জামার বুক পকেটে রেখে দিল বিকাশ — জামুরিয়া জুনিয়ার হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক বিকাশ চৌধুরী। একটা অস্বস্তির সঙ্গে এটাও সে অনুভব করলো। — আজ কার মুখ দেখেই না সকাল হয়েছিল, — তাই এই আকস্মিক প্রাপ্তি যোগ। লাভের ভাগ্য তার বরাবর।

আর একটা চার্মিনার ধরাতে বর্ধমান ষ্টেশন এসে গেলো।

—::—

জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয় — বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, বিদেশের সঙ্গে বিদেশের, ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয় — ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদার ভাব প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক— বি ১৮১৫ অমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

এরাও মানুষ

— শ্রীদর্শক
(মোড়া হুগলী)

ওগো ধনী, মানী, গুণী
মানুষ কেবল তোমরা নও
দুঃখীর ব্যথা একটু বোঝ
ব্যথার ভাগী তোমরা হও।
যারা খাটে দিবস রাতি,
মুচি মেথর যারা
তাদের গায়েও রক্ত আছে
মায়ের ছেলে তারা
তোমাদেরই মত তারা
ভগবানের জীব
এরাও মানুষ, দেখ চেয়ে
এদের মাঝেও শিব।

::

মানসী

সুখেন্দু দাস
(শিলচর, আসাম)

তুমি আমায় জাগিয়ে তোল, বেড়িয়ে পাড় যাত্রায়
অসীম আকাশ বুকে এঁকে,
রামধনু-রঙ গায়ে মেখে
নিত্য নবীন উল্লাসলীন, ঘুরছি অতিমাত্রায়।
আলো-আঁধার দাবার ছকে তুমি আমার স্বপ্নরাণী,
পটভূমি নতুন করে,
পথের দিশা খুঁজে মরে,
আসবে জোয়ার কূল ভাসিয়ে
হৃদয় জুড়ে কানাকানি।
নাম-না-জানা কতনা গ্রাম, পাহাড় নদী প্রান্তর
পেরিয়ে আসি তোমার দ্বারে
ফাগুন শেষের অন্ধকারে
দাঁড়াবো এসে মৃদু পায়ে, বলবো 'আমি শান্ত !

নবাগতের আহ্বান

শুধু শাল আর মহুয়ার সারি

দেবব্রত সেনগুপ্ত
(চুঁচুড়া)

শাল আর মহুয়ার ঐ নিবিড়তার মধ্যে
হঠাৎ একটা ছুটো ইউক্যালিপ টাস্‌,
থমকে দাঁড়াই—,
ক্ষণিকের তরে সব ভুল হয়ে যায়
স্বপ্ন বলে মনে হয়—
মনে হয় এখানেই থেমে যাই।
কিন্তু বন্দর ছাড়া
জাহাজের নাবিক আমি
নোঙ্গর ফেলার হুকুম নাই,
শুধু চলতেই জানি—
যতদূর চোখ যায়
শুধু শাল আর মহুয়ার সারি॥
প্রখর গ্রীষ্মের দাবানলে
উত্তপ্ত ধরিত্রীর মত
বৃষ্টি তৃষ্ণা বক্ষে লয়ে
ধেয়ে চলি দিগন্তের পানে,
কিন্তু কোথায় বৃষ্টি!
বৃত্ত শেষে প্রারম্ভে ফেরার ভয়ে
যতদূর চোখ যায়
শুধু শাল আর মহুয়ার সারি॥
জন্মলগ্ন থেকে
আমি বৈচিত্র্যের প্রয়াসী,
হায় এ শুধু পুনরাবৃত্তের ইতিহাস!
শুধু থেকে থেকে
ব্যতিক্রম একটা ছুটো দিনের হাসি,
হঠাৎ যেন একটা ছুটো ইউক্যালিপ টাস্‌॥

কেন

সৌরেন্দ্রকুমার রায়।
(মুর্শিদাবাদ)

আবার, আবার,— বারবার
তেমনিভাবে,
তেমনি অতর্কিতে অকালে
নিভে গেল জীবনদীপ তাঁর।
প্রাণ হারালেন
শান্তির দূত, গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য
মার্টিন লুথার।
কিন্তু কেন, কেন এই হত্যা?
কেন এই হিংস্রতা, রক্ত লোলুপতা?
কিসের এত বিতৃষ্ণা?
সাদা - কালোর!
না কি শুধুই খেয়াল উন্মত্ততা!
অথচ ওরাও মানুষ
সুসভ্য স্বাধীন।
তবে কেন এমন জঘন্য হীন
রক্ত - নেশা!
কেন এমনি ভাবে জাতির মুখে
কলঙ্কের কালিমা লেপে দেবার
গোপন প্রয়াস,—
কেন?

—::—

মহাত্মা শাস্ত্রী

— জয়শ্রী বাগ
(তিলাবাদ)

নেহেরুর পরে সন্ধ্যা যখন ঘনায়ে এসেছে ভারতে,
দীপশিখাসম জ্বলিয়া উঠেছ স্বাধীন ভূমির দ্বারেতে।
বিশ্বের মাঝে বিস্ময় ওগো চিরজয়ী তুমি শাস্ত্রী
মন্ত্রনাগারে শিখায়ে দিয়েছ কারে বলে ঠিক

প্রমাণ করেছ তাসখন্দে, 'চাই মোরা শুধু শান্তি',
বুঝায়ে দিয়েছ পাকিস্তানে 'যুদ্ধে মহা ক্লান্তি।'
মিলায়ে দিয়েছ সকল জাতিরে আপন হৃদয়ে টানি,
ছড়ায়ে দিয়েছ দিক্ দিগন্তে মহাশান্তির বাণী।
শান্তি পুঞ্জের মহাসদনে প্রথম শহীদ তুমি,
ধন্য তোমার জ্ঞানের গরিমা ধন্য ভারত ভূমি।
ভারত তীর্থ' নিয়ে গেছে কারা ভারতের ঘরে ঘরে,
তোমার প্রেমের মহান তীর্থ সকল জগৎ পরে।
যাবার সময় নিয়ে যাও শুধু মানুষের প্রীতি ধন্য,
তুলির আঁচড়ে একগাছি মালা গেঁথেছি তোমার জন্য।

—::—

ভ্রমর

শ্রীউৎথান পদ বিজলী
(নারিকেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা)

মধুলোভে পুষ্পেপুষ্পে উড়ে উড়ে ফেরো –
কাব্যকার ভ্রমরাশ জানালো তুলনা
তুমি ভাবো অমরতা প্রচারের গুণে –
আমার প্রেমের কথা জগৎ ভোলেনা।
তুমিতো জানো না সবে কিবা মনে করে
মধুমত্ত হয়ে গোর গুণগুণ গানে.–
তুমিতো জানোনা কতো তীব্র ঘৃণা ঝরে
প্রেম নিয়ে খেলা করা প্রবঞ্চক পানে।
প্রস্ফুটিত হৃদয়ের মধুসুধা নিয়া
স্বাপ্নিল আবেশে পুষ্প পথ প্রত্যাশছে, –
তুমি বাহু মূর্ত্তিমান কপট চটুল
প্রণয়ের বুঝিবে কী নেমে গেছ নীচে।
হৃদয়ের শুচিশুদ্ধ নিকষিত হেম-
জানোনা জানোনা তুমি একনিষ্ঠ প্রেম।

শিল্পী জীবন

শ্রীদীপ্তেন সবকার

(হাওড়া)

নাটকের পালা শেষ হয়ে গেলে

চলে যায় 'অভিনেতা,

মঞ্চের মাঝে পড়ে থাকে শুধু

ছিন্ন মেলার পাতা ॥

এমনি ভাবেই অনেক রজনী

ফুরায় অবহেলায়,

আসল মূল্য দেয় না কিছুই

নকল হাস্যে ভুলায় ॥

হয়তো তাদের জীবন ভবা

ঘুমেব কাহিনীতে,

হাসায় কেবল হাসেনা তাবা

মধুর যামিনীতে ॥

হতাশায় বুক ভবে গেলে ও

কবে না কাউকে নিবাশ,

পাঁকের মাঝে পড়েও তাবা

ছড়ায় গন্ধ সুবাস ॥

এমনি ভাবেই জীবন তাদেব

শেষ হয় 'অভিনয়ে',

ভাবতে তাবা পায় না সময়

আলাপেব পবিচয়ে ॥

—:::—

আত্মহত্যা

স্বপ্না চক্রবর্ত্তী

(আগরপাড়া)

আমার আত্মার মৃত্যু ঘটেছে।

ফেলে আসা দিনগুলো

মনের কোনে এসে ভীড় জমাতে চায়

আমি তাদেব দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিই।

আমাব সেই 'আমি, আর নেই,

কিন্তু আমিও চেয়েছিলাম,

সুন্দর—আনন্দময় জীবন হাতছানি দিত।

ভেবেছিলাম অপূর্ব এই পৃথিবী –

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট এই মানুষ—

তুলনাহীন তারা!

হায় ভুল আমার ভাঙ্গলো,

তোমাবই বাধ্য কবলে।

তাই হারিয়ে গিয়েছে

আমার পুবাতন সত্বা ॥

দয়া মায়া-মমতার নেই স্থান—

আজি আমি দুর্বার—দুর্বিনীত।

কিন্তু নিভৃত অবসবে আজও আমি কাঁদি

কোথায় আমার সেই

স্বপ্নরঙীন দিন!! –

—::—

কবিতা লেখা

দিলীপ বিশ্বা চৌধুরী

(শিলচর)

নীলাকাশ আর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের বিলাস
নিয়ে আর কখনও কবিতা লিখবো না;
পূর্ণিমার চাঁদকে ঘিরে হয়েছে অনেক হাস্য পরিহাস
চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে আমরা ক্ষান্ত দেবো সব জল্পনা।
উদার, উদাস প্রকৃতি কিংবা পাখীর মনমাতানো গান,
আমার কবিতায় জেনো নেই তাদের কোন স্থান,
ইতি উতি চঞ্চল প্রজাপতি আর রঙবেরঙের সুরভিত ফুল,
ক্ষণিকের তরে আবেশ তোলে; - ওরা ভুল, শুধু ভুল।
'কল্পনা,—আমার কবিতা থেকে দিলাম তোমাকেও ছুটি; -
স্থির জেনেছি, এই পৃথিবীতে মানুষই হলো সব থেকে খাঁটি,
আমার কবিতা ভরে থাকবে তাই শুধু মানুষের প্রশস্তি;
ওদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথা, আর কত কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি।

আমার শক্তির প্রতিশ্রুতির মধ্যে আমি ঈশ্বরের সবল বাহুকে প্রত্যক্ষ করি, ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রভাবকে আমি ভ্রাতৃজ্ঞানে গ্রহণ করি. সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ভ্রাতার সৌহার্দ্য পাই।

-- ওয়াল্ট হুইট ম্যান

সংগ্রাহক ৬৮০৬ অনিল মান্না।

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

লিপিমিতা ৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মিতা-দের যে সকল প্রশ্ন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। যে সকল উত্তর যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

১। ৪৯৪১ সুনীল বরণ দাস প্রশ্ন করেছেন— প্রেম একটি স্নায়বিক ব্যাধি অথবা সুস্থ অভিব্যক্তি — প্রেম না থেকেও জীবন পূর্ণ হতে পারে কি? পরিপূর্ণ জীবনে প্রেমের স্থান কোথায়?

চারজন মিতার উত্তর যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের নাম হল— ৫০০৩ অশোক কান্তি গুপ্ত. ৫০৩৫ মিলন পাল বি ৩০১৭ ঠাকুর দাস আচার্য। ৫১০৭ সেখ মোঃ ইসমাইল। ঠাকুর দাস আচার্যের উত্তরটি এখানে তুলে দিলাম।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক সুর ও ছন্দের তালে তালে চলছে প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। আর সকল নিয়মের মত প্রকৃতিই প্রেমের জন্ম দিয়ে থাকে। তাই প্রেম সুস্থ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। আর প্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় দেহে নয় হৃদয়ে — প্রেম তাই স্নায়বিক ব্যাধি নয়।

প্রেম হীন জীবন আমরা কল্পনা করতে পারি না — তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। প্রেমের বিকাশ প্রকাশ পায় উপলব্ধির মধ্য দিয়েই প্রেম মনের সাথে মনের মিলন ঘটিয়ে থাকে। এই মিলন থেকেই আধ্যাত্মিক ভালবাসা দেখা দেয়। এই আধ্যাত্মিক ভালবাসা থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বপ্রেম।

এই বিশ্বপ্রেমের মধ্যে দিয়েই আমাদের আত্মা জেগে ওঠে। এই আত্মার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অমরত্ব। মানুষ অমরত্বের পিপাসা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। আত্মা যখন জেগে উঠে তখন অমরত্বের ভাবনাও জেগে উঠে। এই অমরত্বের ভাবনাই মানুষের জীবনকে সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে তোলে।

দুই নর-নারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভালবাসা কি করে গড়ে উঠে অথবা গড়ে উঠতে পারে কিনা দেখা যাক্। মানবের প্রকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টিশীল। কাম, লোভ ও মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলি মনের রাজ্যের অধিকার করে থাকে। এই প্রবৃত্তিগুলিকে মানুষ পরাজিত করতে পারে না, যখন তখন 'মনের মিলন মাগে দেহের মিলন' 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। তখন প্রেম মনের ক্ষেত্র থেকে দেহের ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। প্রেম স্বার্থের বন্ধনে বাধা পড়ে। আর প্রেম তখন ভোগের পথ ধরে। ভোগের পথে কখনও চির সুখ ও

চির শান্তি আনতে পারে না জীবনে, তাই জীবন থেকে যায় অপূর্ণ। যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করা যায় তবে স্বার্থের বন্ধনে প্রেম আর বাধা পড়ে না। এই বন্ধনহীন প্রেমই মনের ক্ষেত্র থেকে আত্মার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই বন্ধন মুক্ত প্রেমই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আনায়ন করতে পারে। মানবের পক্ষে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে জয় করা প্রায় অসম্ভব -- তাই দুই নরনারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভালবাসাও গড়ে উঠা প্রায় অসম্ভব। আধ্যাত্মিক ভালবাসা ইংরাজীতে যাকে বলে Playtonic Love. মুনী ঋষিরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাই তারা আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রধান বাধা নারী ও কাঞ্চনকে ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু কবি ও সৌন্দর্যের পূজারীরা আধ্যাত্মিক ভালবাসার অনেক নমুনা দেখিয়ে গেছেন -- রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন শেষের কবিতাতে।

বন্ধনহীন প্রেম সারা বিশ্বের সাথে আত্মার মিলন ঘটিয়ে দেয় -- বিশ্ব প্রেমের মধ্যে দিয়েই এই মিলন ঘটে। স্বার্থ ত্যাগের মধ্য দিয়েই বিশ্ব প্রেম অন্তরে দেখা দেয় -- আত্মা জেগে উঠে -- বিশ্বের প্রতিটি ধূল কণার মধ্যে নিজের আত্মরূপ দেখতে পাওয়া যায় -- আমাদের জীবনে আসে চির সুখ -- চির আনন্দ। এই চির সুখ চির আনন্দেই আমাদের সত্য ও সুন্দরের পথে নিয়ে যায় -- আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটিয়ে দেয় -- আমাদের জীবন পূর্ণ হয়ে অমরত্ব লাভ করে।

অবশেষে দেখা গেল বন্ধন হীন প্রেমই হল প্রকৃত প্রেম। এই প্রেম না জাগলে জীবন পূর্ণ হতে পারে না। পরিপূর্ণ জীবনে প্রেমের রূপ হল সত্য ও সুন্দর। "জীবন এক পুষ্প এবং প্রেম তার সৌরভ।" প্রেমই হল স্বর্গের পথ -- মনুষ্যত্বের অন্য নাম। সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেমই হল প্রকৃত মনষ্যত্ব।

* ভিকটরহুগো।

* মহাত্মাবুদ্ধ

৪৪১০ শৈলেন্দ্র প্রসাদ দাস প্রশ্ন করেছেন --

পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ হতে উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী কে? আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষা বহুতর?

৪৮৪৫ অনুপ কান্তি পোদ্দার ৫০৭০ অজিত কুমার চক্রবর্তী, ৫১০৭ সেখ মোঃ ইসমাইলের উত্তর যথার্থ হয়েছে। ৫০৭০ অজিত কুমার চক্রবর্তীর উত্তরটি তুলে দিলাম।

মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মানুষের মন বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী আর চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।

৪২৯৭ পকাশ কুমার গুপ্ত প্রশ্ন করেছেন

বাতাসের উৎপত্তি স্থল কোথায়? অথবা বাতাস সৃষ্টির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্যাদি কতখানি নির্ভরশীল।

৫০৭০ মিতা অজিত কুমার চক্রবর্তীর উত্তরটি যথার্থ হয়েছে। উত্তরটি এখানে তুলে দিলাম

রসায়নবিদেরা বলেন, বাতাসটা হচ্ছে কতকগুলো গ্যাসের সংমিশ্রণ। মোটামুটি বাতাসের শতকরা ২১ ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর এক ভাগ হচ্ছে আর্গন গ্যাস। এই তিন রকম গ্যাস ছাড়াও বাতাসে আছে হিলিয়াম, নিয়ন, জিনন আর ক্রিপটন গ্যাস কার্বন ডায়কসাইড গ্যাসও খুব সামান্য আছে বলে জানা যায়।

বি ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস প্রশ্ন করেছেন—

পৃথিবীর কোন দেশে সর্বপ্রথম রকেটের সূত্র আবিষ্কৃত হয় এবং কার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

একমাত্র ৫০৭ অজিত কুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়া গেছে। নীচে উত্তরটি দিয়ে দিলাম।

৮ই অক্টোবর ১৯৭০ তারিখে রাশিয়া সর্বপ্রথম রকেট আবিষ্কার করে। রকেটের আদিম অবস্থা হাউই জাতীয় বাজী প্রাচীন কালে ভারত ও চীনেই প্রথম প্রস্তুত হত। চেঙ্গিস খাঁ মধ্য এশিয়ায় কোন এক অভিযানে হাউইকে অস্ত্ররূপে প্রথম ব্যবহার করেন।

বি ১১৯০ সবোজ চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছেন

পৃথিবীতে আদি মানব কে? কোথায় বাস করতেন? এখন কারা বংশধর।

উত্তর পাওয়া গেছে মাত্র দুজন মিতার কাছ থেকে। নাম ৫১০৭ সেখ মোঃ ইসমাইল ৪৮৩০ জয়দেব মুখার্জী। দুজনের উত্তর তুলে দিলাম

মুসলিম মতে বাবা আদম। ইনি স্বর্গ রাজ্যে বাস করতেন। স্রষ্টার বাক্য লঙ্ঘন করায় স্বর্গ থেকে পৃথিবীর বুকে মক্কা নগরে পাঠিয়ে দেন। তার বংশধর বলতে বর্তমান মানবকুল।

৫১০৭ সেখ মোঃ ইসমাইল।

বাইবেল গ্রন্থ অনুযায়ী পৃথিবীর আদি মানব আদম ও ইভ। ঈশ্বর তাঁদের সৃষ্টি করে মর্তে প্রেরণ করেন। তাঁরা ইডেনে বিচরণ করতেন। বর্তমানে সমগ্র মানব জাতই তাদের বংশধর। হিন্দু শাস্ত্র মতে মনুই মানব জাতির আদিমত মধ্যাক্ত।

জয়দেব মুখার্জী

—::

নতুন প্রশ্ন

প্রশ্নগুলির উত্তর এবং নতুন প্রশ্ন খুব শীঘ্র সংঘে পৌছান চাই।

১। ভারতবর্ষে প্রথম কোথায়, কোন

তারিখে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়। বর্তমানে কোন লাইনের এবং কি নামে পরিচিত গাড়ী সব থেকে দূরত্ব পথ অতিক্রম করে।

বি ৪৪৯৪ অমিয় কুমার চৌধুরী

২। বিশেষ কোন সাহিত্যিক অথবা তাঁর রচিত সাহিত্যকে বুর্জোয়া অথবা প্রতি-ক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া চলতে পারে কি?

বি ২৭৯৫ বীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩। পৃথিবীর মধ্যে কে সর্বপ্রথম সাঁতারে রেকর্ড সৃষ্টি করেন এবং কত সালে ও কোথায়?

৪৬০৬ বিধান চন্দ্র রাউত

৪। আমেরিকায় ও রাশিয়ায় ক্রিকেট খেলা হয়না কেন?

৪৮৪৬ অভয়া মুখোপাধ্যায়

৫। কে সর্ব প্রথম কি উপায়ে আধুনিক চিত্র অঙ্কন করেন এবং কোথায়?

৪১৯৫ শ্যামল দাস।

:: —

নীচের ধাঁধাগুলির উত্তর :—

খুব শিঘ্রে কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। সঙ্গে উত্তর সহ নতুন ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১। দশ শির বটে কিন্তু
নহে তো রাবণ
নিশ্চয় নারীর হাতে
হইবে মরণ
কিবা জিনিষ হইবে,
বল সর্বজন।

৪৭৫১ স্বপন কুমার রায়

২। তিন অক্ষর নাম তার জলে বাস করে'
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে আকাশেতে উড়ে।

৪৮২৬ স্বপন কুমার মণ্ডল

৩। তিন অক্ষরে রাজ্য সে এক
ভূগোলেতে পাবে:
আদি অন্ত নিলে সবাই
আনন্দেতে খাবে।

৪৮৭৯ অশোক কুমার দাস

৪। যার আছে সে আরও পায়,
যার নাই সে মোটে পায় না।
পেলে সবাই খুসি দুনিয়ায়,
স্বার্থপরের ভাগ্যে সচরাচর হয়না।

বি ২৯৪৬ নির্মল কান্তি দেবনাথ

৫। তিন অক্ষরে নাম মোর
থাকি সব ঘরে
মাঝের অক্ষরে বাদ দিলে
লোকে ভয় করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
যানের নাম হয়
ভেবে বল মহাশয় এমন
কিছু নয়।

৪৮৫১ প্রজ্ঞাপারমিতা চ্যাটার্জী

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ৯বম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় মোট পাঁচটি ধাঁধা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐগুলির উত্তর যথাক্রমে এইরূপ :—

১) মানুষ, ২) চিন্তা, ৩) ছত্রপতি, ৪) মহাদেব ষাঁড়, সাপ ও ৫) ভারত

পাঁচটি উত্তর মাত্র একজনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। বি ২০১৪ সুভাষ চন্দ্র পাল।

চারটি উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে :— ৪৯১৯ তরুণ কুমার সাহা, ৪৮৪৬ অভয়া মুখার্জী, ৫১০৪ মুকুল লাহিড়ী, ৪৯৪৮ শ্যামা প্রসাদ বসু, ৪৪৮৯ বাণী বসু, ৪৩৬৭ শঙ্কর কুমার বারিক, ৪০৪১ অপু মিত্র, ৪৫৬৭ নারায়ণ চন্দ্র সিনহা, ৩৭৬০ মাধবী দত্ত, বি ১৭১৭ সর্বজিৎ কুমার দাস, বি ৯৯৩ অমিয় মুখার্জী, ৫১০৬ প্রীতিলতা বিশ্বাস, ৫১১৩ সমীর কুমার ভৌমিক।

তিনটি উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে :- ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম ৪৯৭১ অমিয় প্রকাশ দত্ত, ৪৯৮৭ জয়ন্ত কুমার রায়, ৪৮৩০ জয়দেব মুখার্জী, ৪৭৭৪ জয়ন্তী মুখার্জী, ৪৯৫১ বংশীধর ঘোষ, ৪৯৬০ সুনীল কুমার মহান্তী, ৫০৬৯ অলোক কুমার শীল, ৫০৭৮ আয়ুব রহমান, বি ৪০১৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস ৪৭৭১ তাপস বসু, ৪৩৬৯ মনোজ দত্ত।

দুটি উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে : ৫১৫৭ নিরন্ময় রাহা, ৪৩১১ অসিত বরণ ৩৯৩৩ সুবোধ কুমার হাজরা, ৫১৫৬ প্রশান্ত রাহা, ৪৬৪৫ শান্তিপদ ঘোষ, ৫০৬৮ কাজল কুমার সরকার, ৫১২১ সুশান্ত সাহা, বি ১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি, ৫১০৮ অভিজিৎ দত্ত, ৫০৭০ অজিত কুমার চক্রবর্তী।

—::—

সঙ্ঘ ও মিতা সংবাদ

সুসংবাদ : -

গত ১৪শে মাঘ ১৩৭৫ বি ৩৩৪৫ শ্রী সমীর দে'র শুভ পরিণয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নব দম্পতীর সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শোক সংবাদ :—

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ৪০০১ শ্রীচন্দ্র শেখর ঘোষ গত ১লা জানুয়ারী ১৯৬৯ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি টাইফয়েড রোগে ভুগছিলেন। এই দুঃসংবাদ সঙ্ঘকে জানান তার সহধর্মিণী শ্রীমতী মিনতি ঘোষ। ভগবানের কাছে তাঁর পরলোক গত আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

মিতাদের অনুরোধ :-

১৯৭১ সালের মধ্যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে M. A. পরীক্ষা দেবেন এমন মিতার সঙ্গে ৪৮৪৫ অনুপ কান্তি পোদ্দার পত্রালাপ করতে চান।

বি ১১৪১ দীপঙ্কর মাইতি খৃষ্টান সঙ্গীত সম্বন্ধে খৃষ্টান মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

চিত্রজগতে অভিনয় করেন এমন মিতার সঙ্গে ৪৯৮১ কালিকা প্রসাদ বিশ্বাস পত্রালাপ করতে চান।

৪৯৫৫ নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ B. Sc পড়েন এমন মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৫০৬০ পরেশ চন্দ্র বিশ্বাস ভ্রমণ, পত্র বিনিময় ও গল্পের বই পড়তে উৎসাহী এমন দেশ বিদেশের মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৫১৩৮ কৃষ্ণ প্রসাদ সিংহ B. Com (Hons) Part II পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যান্ত ছাত্র ছাত্রীদের বাণিজ্য বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে পড়াতে চান।

ডাকটিকিট আদান প্রদান করতে ইচ্ছুক, B. Sc পড়ছেন এমন মিতা এবং ভারতের বাইরে যে কোন মিতার সঙ্গে বি ৪৪৯৪ অমিয় কুমার চৌধরী পত্রালাপ করতে চান।

৩৬৩৬ কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত কাজের সন্ধান দিতে পারেন এমন মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই—

৪১১৪ অলক কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১৩০ অক্ষয় কুমার দত্ত, ৪৭৯২ সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯০৫ মোঃ রুহুল আমিন ৪৯৪৯ সুমিত্রা হাজরা, ৪৭৫৬ পুলক গোস্বামী, ৫১১৬ অরুণা দাস।

৫০৪৩ হেনা মণ্ডল কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

ঠিকানা পরিবর্তন

৪৩৩০ মানিক কৃষ্ণ দাস—
Transport Depot D. N. K. Project, Jagdalpur M. P.

৪৯০০ বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
C/o Pre-Medical Hostal. Promad Bhawan, Bir nagar, P. o. Raiganj, W. Dinajpur.

৪৯৭৬ রঞ্জিত কুমার পালিত
C/o রথীন বসুমল্লীক; ১৮, রাধানাথ মল্লিক লেন. কলি—১১

৫১১২ স্বপন কুমার ভৌমিক
C/o রাধাচরণ ভৌমিক. শিবনগর (পূর্ব), পোঃ — আগরতলা কলেজ, ত্রিপুরা।

৫১৩১ প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জী
মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, ৫৯/এ/বি/সি/ডি, বেনিয়াপুকুর রোড, কলি ১৪

৫১৬৬ পীযূষ কান্তি দাস
সতীশ চন্দ্র দাস রামকৃষ্ণ পল্লী চুঁচুড়া. হুগলী।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের ৫ বৎসরের চাঁদা দিয়ে যারা বিশ্বমিতা হয়েছেন তাদেরকে আমরা বিশ্বমিতা অভিহিত করব। গত ৮ই মাঘ ১৩৭৫ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম ও সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী— ৪৯২৯ অরুণ কুমার গুহ, ৪৬৩১ তরুণ কান্তি দাশগুপ্ত, বি ৩৫৮১ প্রভাত কুমার সাহা, ৫২৭১ বিজয় কুমার চৌধুরী, ৩৭৬০ মাধবী দত্ত, বি ৩৩৮১ শান্তনু চৌধুরী।

সংঘ এ পর্যন্ত ৬৫৪ জন বিশ্বমিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালে চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন

গত ২৩শে মাঘ ১৩৭৫ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী— ৩৩২০ ছন্দা মুখার্জী দু' টাকা, বি ৪৬৭০ বিভূতি ভূষণ ভোঁড় দু' টাকা, ৪৪৯৪ অমিয় কুমার চৌধুরী এক টাকা, ৪৭৭ পুলক গোস্বামী এক টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ছ টাকা, পাওয়া গেছে। গতবারে লিপিমিতা সাহায্য ভাণ্ডারে ৫৬৫.৯০ পয়সা জমা ছিল সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মো ৫৭১.৯০ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাও যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভ বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটিকে সু ভাবে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তারজ আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভ কাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপি মিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশা করি প্রত্যেক মিতা ভাই - ব মুক্ত হস্তে দান করে সাহায্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট ক তুলবেন।

—::—

আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—

আগামী ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার যে বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বমিতা, প্রবাসী মিতা, ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভা - সভ্যা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে সঙ্ঘের সদস্য ভুক্ত হয়ে ছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত যারা বিশ্বমিতা হননি তাদের চৈত্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৬৯ মার্চ) পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতার আগামী তালিকায় তাদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হবেনা।

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি বা যাদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি, তাদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না।

সঙ্ঘের যে সকল স্থায়ী বা বিশ্বমিতা পত্র - পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ বাবদ সংঘের বাৎসরিক চাঁদা ৮ টাকা এখনও পাঠাননি আগামী ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৬ এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশ করা হবে। সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক ও মুদ্রণের খরচা বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় মুদ্রাণামা যোগে পাঠাতে হবে। যাদের আলোক চিত্র পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের ছবির ব্লক আর করাতে হবে না। তারা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। ব্লকের জন্য পাস পোর্ট অপেক্ষা বড় ছবি পাঠালে ব্লক ও ছাপার খরচ বেশী পড়বে। আলোক চিত্র টাকা ইত্যাদি ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৬ এর মধ্যে সঙ্ঘে এসে পৌঁছান চাই।

যাবতীয় মণি অর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার বা চেক — **Secretary Viswa Mitali Sangha.** এই নামে যেন পাঠান হয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলকাতার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল অর্ডার ও চেক ক্রশ করে যেন পাঠান হয়।

সং বি. মি. স.

অনুরোধ—

বর্তমানে বিশ্ব মিতালি সংঘের সভ্য - সভ্যার সংখ্যা ৫৩০০ এর কিছু বেশী। আপাত দৃষ্টিতে সংখ্যাটি চিত্তাকর্ষক হলেও সঙ্ঘের পক্ষে আশানুযায়ী ফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। এই ৫৩০০ শ" এর সারিতে শেষ পর্যন্ত অর্ধেক গিয়ে দাঁড়ায় না। আগামী সংখ্যায় লিপিমিতায় মিতাদের পূর্ণ তালিকায় তার প্রমাণ পাবেন। বিভিন্ন কারণে বহু মিতা অঙ্কের সারিশূণ্য করে সরে পড়েন। যাঁরা বর্তমানে আছেন তাদের মধ্যে শতকরা ২১ জন নিয়মিত মাসিক চাঁদা ও বাৎসরিক চাঁদা পাঠান। বিনা চাঁদায় আছেন প্রায় শতকরা ১১ জন। সদস্য সংখ্যার অঙ্ক দেখে হয় তো অনেক মিতাই ভাবেন যে সঙ্ঘের আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্ট পরিমাণে ঘটেছে। কিন্তু সে ধারণা যে ঠিক নয় তা পূর্বেই বলেছি। প্রত্যেকে যদি মাসিক চাঁদা ও বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত ভাবে পাঠান তাহলে সংঘের পক্ষে উন্নতি - মূলক বহু কাজ করা সম্ভব হয়। পত্রিকাটিকে মাসিকে পরিণত করতে হলে সংঘের একটি নিজস্ব ছাপাখানা ও পাঠাগার একান্ত প্রয়োজন। যা হোক সবশেষে প্রত্যেক সভ্য - সভ্যাকে নিয়মিত মাসিক চাঁদা ও বার্ষিক চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভারতের মধ্যে যে সকল মিতা বিনা চাঁদায় আছেন তারা নিয়মিত পত্রালাপ চালাতে পারবেন কিনা লিপিমিতা সংখ্যা (৯/৬) পাবার পর পক্ষ কালের মধ্যে সংঘকে যেন জানিয়ে দেন। সময় মত সাড়া না পেলে মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকায় নাম প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

— ঃঃ

ভারতের বাইরে যারা আছেন—

ভারতের বাইরে অর্থাৎ আমেরিকা. ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী. চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া, ব্রহ্ম, পাকিস্তান, প্রভৃতি স্থানে সংঘের যে সকল মিতা আছেন তারা যেন এই পত্রিকা পাবার পর পক্ষ কালের মধ্যে বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রের মাধ্যমে সংঘকে জানিয়ে দেন যে তারা নিয়মিত পত্রালাপ চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে (১৫ই বৈশাখ ১৩৭৬) সাড়া না পেলে বৈদেশিক মিতাদের পূর্ণ তালিকায় নাম প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

——

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ সংখ্যা দক্ষিণা—১ টাকা

বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নববর্ষ সংখ্যা **প্রকাশ করা** হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি বর্তমান সংখ্যার আকৃতির দ্বিগুণ হবে এবং প্রচারের জন্য বাংলায় ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যা মুদ্রিত করতে হবে।

এই সংখ্যায় থাকবে—

১) নববর্ষের দিন পঞ্জী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশিফল, দেশ বিদেশের রাষ্ট্রদূতের ঠিকানা, ২) ভ্রমণ কাহিনী, ৩) বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ৪) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রচনা, ৫) রম্য রচনা, বিদেশী ছোট গল্পের অনুবাদ ও আরো অন্যান্য বিষয়. ৬) বহু সুখ পাঠ্য-কবিতা, ৭) প্রবাদ বাক্য, ৮) আমেরিকা ও লণ্ডনের চিঠি, ঐগুলির সঙ্গে থাকবে ধাঁধা, বাণী, প্রশ্নোত্তর, পত্র - সাহিত্য, অঙ্কের ম্যাজিক তেলেগু **ভাষার পরিচয়** ও রান্নাঘর ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে বহু বিশ্বমিতার আলোকচিত্র আর্ট পেপারে ছাপা হবে। পুরস্কার প্রাপ্ত আলোক চিত্রগুলিও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত ১ টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড চান, তবে ঐ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ১৫ই বৈশাখ ১৩৭৬ এর মধ্যে সংঘমিতাকে চিঠি দিতে হবে। বিশেষ সংখ্যার জন্য ১ টাকা উক্ত তারিখের মধ্যে যেন পাঠান হয়।

এই সংখ্যায় যদি কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পূর্বে যে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেছে তারা যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচা ৯০ পয়সা অতি-রিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে পাঠাবে।

মনোনীত রচনাবলী

গত মাঘ ১৩৭৫ পর্যন্ত যে সকল রচনা সংঘে এসেছে, সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনা-বলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

সর্বশ্রী— সেখ জমীরুদ্দিন, বি ২৯৪৬ নির্মল

কান্তি দেবনাথ, বি ৩৭১৩ জটিল চন্দ্র বিশ্বাস, বি ৩৩৪৪ জ্যোৎস্না বিকাশ পুরকাইত, ৩৮৫৯ মিহির কুমার রায়, ৩৯৬৮ অসিত সাহা, ৪৪২৫ বিজয় চাঁদ ম্লাখেচা।

বি ৪৭৩১ অনুরাধা সরকার, বি ৩০৪০ তাপস সেনগুপ্ত, ৪৭৯৯ রওশন আরা বেগম, নির্মল দাস, ৪১৫৭ কমল কৃষ্ণ গোস্বামী, ৩৭১৭ নজরুল ইসলাম, ৩৮৬৩ কল্যাণ ব্রত রায়, ৫১৯৬ দীপঙ্কর দেশমুখ, ৩০১৮ গীতা সিনহা, বি ৯১৫ শোভেন, ব্যানার্জী, বি ৩৮৪৭ স্বপ্না চক্রবর্তী, ৪৩৪১ অপূর্ব কুমার পাঁজা, বি ২১৯১ সৌরেন্দ্র কুমার রায়, বি ৪১১১ ভোলানাথ মণ্ডল, ৫০৪৪ শিব কান্তি ভট্টাচার্য্য, ৪১০৩ তপন দাস, ৪৮১৮ অর্জুন দত্ত বি ৩৮৪৫ প্রবীর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৪৪৮৯ বাণী বসু, ৪১১৮ নির্মল মিত্র, মুকুল লাহিড়ী; ৪৫৮৭ সুধীর পান; ৩৬১৯ বিকাশ চন্দ্র সামন্ত; ৪৬৮১ অমিয় চৌধুরী (চ্যাটার্জী) ৪৪৪২ অমলতরু চৌধুরী; বি ৩৪২৬ রাজকুমার মুখার্জী, সুব্রত মুখার্জী, ৫১৩২ সঞ্জিত কুমার ব্যানার্জী; ৫১৩৭ মিঃ মল্লিক আবু বক্কর।

অমনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন কারণে পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েকজন মিতার রচনা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল এর দ্বারা বাকী মিতারা রচনা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে তারা রচনা পাঠাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার নামের আদ্যবর্ণ উল্লেখ করা হল। মাঘ ১৩৭৫ পর্যন্ত যে সকল রচনা এসেছে সেগুলিরই ফল এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

এই নায়ক — এই নায়িকা — সুঃ দাঃ

কাগজের দুপিঠে লেখা এবং আকারে ১৮০০ শব্দের অনেক বেশী।

কে আমায় বলতে পারে — দিঃ রাঃ চৌঃ

এ ধরণের দেশাত্ম বোধক রচনায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি।

কল্পনা, শুধু কল্পনা — সুঃ কুঃ বেঃ

শব্দ বিন্যাস আরও সুষ্ঠু হলে রম্য রচনাটি সত্যই রম্যতা লাভ করত।

কালোবর — সুঃ কাঃ দাঃ

গল্পটি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি তাছাড়া কাগজের দুপিঠে লেখা।

বিধিলিপি — শৈঃ প্রঃ দাঃ

শুরু হয়েছে উপন্যাসের ঢঙে শেষ হয়েছে নাটকীয় ত্বরিত গতিতে; ছোট গল্পে এ রীতি

অচল তাছাড়া বর্ণাশুদ্ধি আছে।

অপেক্ষায়— পঃ চঃ বিঃ

গল্পাংশ অত্যন্ত মামুলি, রচনা শৈলী বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হলে প্রকাশ করা চলত, তাছাড়া কাগজের দুপিঠে লেখা।

বিচার— দিঃ কুঃ মৈঃ

গল্পটি দানা বেঁধে ওঠেনি তাছাড়া গুরু চণ্ডালি দোষ আছে।

বিষাদ কণা— দেঃ ব্রঃ দাঃ পুঃ

গল্পটিতে রহস্য সৃষ্টি দ্বারা কৌতূহল জাগিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু উপসংহার অসম্পূর্ণ।

পুরনো এক ছবি— অঃ সঃ

গল্পের ধারা বাহিকতা অবিন্যস্ত, উপযুক্ত রচনা নৈপুণ্যের অভাব, তাছাড়া গুরু চণ্ডালির দোষ ঘটেছে।

মিলন-- দীঃ বাঃ

গল্পের পরিণতি অস্বাভাবিক ও পার স্পর্থহীন।

প্রেম নিয়ে খেলা— শাঃ লাঃ ঘোঃ

করুণ গল্পাংশ সাধু ভাষায় রচিত। এই সাধু ভাষা আধুনিক সাধু ভাষা থেকে পৃথক তাছাড়া ভাব প্রকাশে অসঙ্গতি প্রচুর, স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ঘটেছে।

কুঁড়ুলে ফল— অঃ চ্যাঃ

ছোট্ট কাহিনীতে সাঁইথিয়ার গ্রাম্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে, রচনাটি সার্থক হত যদি সংলাপগুলি সম্পূর্ণ সাঁইথিয়ো কথ্য ভাষায় লেখা হত। প্রথমে শুরু করা হয়েছে সাধারণ শহুরে কথ্য ভাষায়; মাঝে ও শেষে কিছু কিছু সাঁইথিয়ো গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

কাতর মন— মিঃ লাঃ সাঃ

কবিতাটির বিষয় বস্তু ভাল কিন্তু পদ বিন্যাসে কিছু দুবলতা আছে।

লহ প্রণাম -- ডুঃ প্রঃ সেঃ গুঃ

কবিতাটি রসোত্তীর্ন হতে পারেনি।

সঙ্কল্প— প্রেঃ হাঃ

কবিতাটি পোষ্ট কার্ডে লিখে পাঠান হয়েছে। জল পড়ায় স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। যে কোন রচনা সাদা কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

বিদায়— দিঃ গুঃ

রচনা শৈলী আরও একটু উন্নত হলে ভাল হত।

কে জানে কি হল কুকুরটার— এঃ প্রঃ সুঃ

ভাব প্রকাশে অসংলগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

দেশের ডাকে মঃ তোঃ ঘোঃ

বর্তমানে কোন প্রতিবেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে লেখা কোন রচনা প্রকাশ করা যুক্তি সঙ্গত হবে না।

দুঃখ— স্বঃ কুঃ মঃ

পদ সন্নিবেশে কিছু ত্রুটি আছে।

পলাশীর প্রান্তরে— সঃ কুঃ গাঃ

কবিতাটি রসোত্তীর্ন হয়নি।

কবিতা— দীঃ পাঃ

শব্দ বিন্যাসে ও বিরাম চিহ্নে ত্রুটি আছে

—::—

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফল—

লিপিমিতা ৯বম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণা করা হল।

প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল অনধিক ১৫০০ শব্দের মধ্যে শিকার কাহিনী লিখে পাঠাতে হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন ৬৫ জন মিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তুজন— বি ৪০১৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস ও ৪৫৪৪ দেবব্রত চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ৩৮৬৩ কল্যাণব্রত রায়। গল্প তিনটির নাম যথাক্রমে 'কুমাই খুঁনের জঙ্গলে' 'চ্যালেঞ্জ' ও 'দাতুর সাথে আমরা নগরের বনে জঙ্গলে একদিন একরাত্রি'।

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প তুটি লিপিমিতা আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপিমিতা ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

শিকারের সঙ্গে যে সকল লেখক নিজেকে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে কাহিনী রচনা করেছেন তাদেরকে এই প্রতিযোগিতায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ক্ষীরোদ গোপাল আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ফল—

লিপিমিতা ৯বম বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণা করা হল। বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দের সৌজন্যে এবং বিশ্ব মিতালি সংঘের তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত আলোক চিত্র প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৫০ জন মিতা যোগদান করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৪৯৫১ বংশীধর ঘোষ, এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন বি ১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্তী এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন ৫০৫৯ বিশ্বজিৎ চৌধুরী।

উল্লিখিত ছবিগুলি লিপিমিতার আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

আলোক চিত্র যারা ফেরৎ চান তারা রেজিঃ খরচা বাবদ ১·০৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন; সংঘ আলোকচিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে। —সঃ লিঃ

—০—

ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা ৯/৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবন-সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি (পৃঃ — ৩১৬) অধ্যাপক আর. চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রণীত কলেজ এসেস্ নামক পুস্তক হতে ২০২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংগ্রামই জীবন শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ভ্রমক্রমে রচয়িতা হিসেবে শিব পদ মৈত্রের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা তুঃখিত।

—০—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

ফাল্গুন--চৈত্র---১৩৭৫

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৩৭৫ সাল ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

এই তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৫১০১ থেকে ৫২০০শ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা এ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। তবে নারী মিতাদেরকে লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সঙ্ঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। চিঠি মধ্যে নিজের ঠিকানা দিয়ে দিতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এর পর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণবশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সংগত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

ক—সমাজ, খ—রাজনীতি, গ—সাহিত্য, ঘ—শিল্প, ঙ—বিজ্ঞান, চ—ব্যবসা বাণিজ্য, ছ—ধর্ম, জ—গান, ঝ—বাজনা, ঞ—ভ্রমণ, ট—আলোক চিত্র, ঠ—ডাকটিকিট, ড—খেলাধুলা, ঢ—চলচ্চিত্র।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে :-

সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

৫২০৩ অরুণ কুমার রাণা--৪৬/৩, জয়নারায়ন বাবু + আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া—১; ১৯; ছাত্র; গ; ঙ; জ; ঝ।

৫১০৬ অভিজিৎ কালী—Rourkela-2, Orissa; ১৩; চাকুরী, আবৃত্তি, পত্রলিখন, সঙ্ঘের অবধায়কত্বে চিঠি যাবে।

৫২১৪ অজয় কুমার ভদ্র—C/o, গৌতম ঘোষ, ১২৩, নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড, পোঃ-কাঁকুড়গাছি, কলিঃ-৫৪, ১৯, ছাত্র ৩য় বর্ষ, রসায়ন, অভিনয়, জ,

৫২২৪ অসীম কুমার সাহা—M.A (Final), P. G. Men's Hostel. No-2. Room-76. 2nd Floor' (Third wing) Utkal University, Vani Vihar. Bhubaneswar-4. ORISSA, ২২, ছাত্র, ট, গ, ঞ, ঢ,

৫২৩৮ অজয় সেনগুপ্ত—C/o, আশুতোষ সেনগুপ্ত, রানাতলা, (ইষ্ট এণ্ড), জি, টি, রোড, পোঃ-কুলটি বর্দ্ধমান, ১৭, ছাত্র, H.S. পরীক্ষার্থী, ট ড ঙ গ খ ক ঘ ঞ ঝ জ সমালচনা, ডিবেট, ম্যাজিক।

৫২৪৩ অসীত বরণ ঘোষ—N. B, Medical College, P.O. North Bengal University, Darjeeling, ১৭, ছাত্র মেডিকেল (১ম বর্ষ) ছ, পড়া, ডাক্তারী, ভগবৎ প্রেম

৫২১৩ আশীষ কুমার রায় চৌধুরী—Nicholson Square, Golemarket, New Delhi-1. ১৬, ছাত্র, ৯ম শ্রেণী, ঠ, ছবি আঁকা, বই পড়া, হস্তাশিল্প, পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ।

৫২২৮ আইভি সরকার—কলি-৯, ১৭, ছাত্রা, বিজ্ঞান, ড, জ, ঢ।

৫২৪৫ আশীষ রঞ্জন রায়—Section Officer, Jodhpur Central Circle (C.P.W.D.) P.O. Jodhpur, Rajasthan, ২৮, ইঞ্জিনীয়ার, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ঢ।

৫২৭৫ আনন্দ মোহন ঘরামী—C/o. বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, গ্রাম—ঢাকাপাড়া, পোঃ—বনগাঁ, ২৪ পরগনা, ১৮, ছাত্র P.U. Sc, ঞ, ট, ঠ, ঢ, ঙ, গ।

৫২৯৫ আশীষ ধর—১২/২, শালস গার্ডেন লেন, কলি-২, ২৮, চাকুরী, ব, খ, গ, ছ, ঞ, ড।

৫২৩৪ কৃষ্ণপ্রদাস সিংহ—১৯-বি, লতাফৎ হোসেন লেন, কলিকাতা-১০, ১৯; ছাত্র; বি. কম, ঠ, ঢ, খ, চ, গ, উপন্যাস।

৫২৪৯ কেশব চন্দ্র দে—14/18, Secondary Road, Durgapur-4, Burdwan, ১৮, বেকার, চ, ড।

৫২৮৯ কেশব প্রসাদ সাহু—Hospital Road, P.O. Silchar-1, Cachar, Assam, ২৩; চাকুরী ও ছাত্র, ঞ, গ; জ।

৫২৬৮ গোপাশ্রী ভট্টাচার্য্য—শিলিগুড়ি, ১৫, ছাত্রী, একাদশ, ঙ, ঠ, রবীন্দ্র সঙ্গীত।

৫২৯৯ গুরুদাস সাধু—গ্রাম ও পোষ্ট—চুরুলিয়া, বর্দ্ধমান, ১৬, ছাত্র (১০ম) ট, ঢ, জ, ড।

৫২১৫ চিত্তরঞ্জন সরকার—১৬, পরানলাল লেন, পো—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪, চাকুরী ও ছাত্র, ঠ, ঞ; ঢ, ক, গ; ছ, ঘ, ট, খ।

৫২১৬ চাঁদ কুমার দাস—৬, গদাধর মিস্ত্রী ২য় বাই লেন, পোঃ—সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৪, ২০, ছাত্র, ক।

১১৩২ চিত্তরঞ্জন দাস—প্রতীচী ছাত্রাবাস, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৯ (Math. Hons 1st yr.) ড, চ; ট; গ; ঝ।

৪২৬৪ চিত্তরঞ্জন ঘোষ—Room-26, Hostel—VII, Regional Engineering College Tiruchirapalli-15, Madras. ২১, ছাত্র, ট, ব্যাডমিন্টন।

৫২৮৪ জীতেন্দ্র নাথ কর্মকার—স্বর্ণ ভাণ্ডার, ঘাটাল, মেদিনীপুর, ৩২, ব্যবসা, জুয়েলারী, বন্ধুত্ব।

৫২১০ তাপস কুমার গুপ্ত—Qr. No. G/4, Rly Colony, P. O. Chakradharpur; Singbhum, Bihar, ২৫, ছাত্র, স্কুলফাইনাল, ড, গল্পের বই পড়া।

৫২৩৬ তারাপদ দে—রামপুরা, শ্যামচক, মেদিনীপুর, ১৭, ছাত্র X Ag. চ, জ, ঙ, ড, ঝ।

৫২৪৭ তাপস কুমার কর্মকার—Section—Fd-15, A. G. Office, Orissa, Bhubaneswar, Orissa; ১৬, চাকুরী, গ; জ; ঞ; ঠ; ঘ, চ।

৫২৯৬ তারপদ যশ—Room B/311, Regional Engg College, Calicut Kerala ২০, ছাত্র জ ড চ ঞ ঙ পোযাক পরিচ্ছদ।

৫২১৮ দিলীপ কুমার রায়—333, East Ghamapur, Lalmati; P.O. Kasturbanagar Jabalpur, M.P. ২৪, চাকুরী, ক জ ঝ চ ঙ ঞ ট; নাটক, টেপরেকর্ড।

৫২১৭ দীপক চন্দ্র—৫৯, গ্রে ষ্ট্রীট; কলিকাতা—৬; ২.; ছাত্র; ঝ ঞ ড চ।

৫১২১ দেবপ্রসাদ ব্যানার্জী—M(E) 1, Mess No. II, I.N.S. Vikrant C/o. F.M.O. Bombay—1. ২১ চাকুরী (নাবিক) ঞ চ।

৫২২৫ দীপক মুখোপাধ্যায়—Hazaribagh Cold Storage, Mandai Road; P.O.—Reformetary School. Hazaribagh. Bihar. ১৩, ইঞ্জিনিয়ার ট গ ঞ জ।

৫২২৯ দীপক কুমার বিশ্বাস—৩৫, কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া, কলি:-৩৭, ১৮ ছাত্র; বিজ্ঞান; (১১শ্রেণী) নস্যি, ঠ, ঘ; ঠ, ঞ, কোটেশন,

৫২৭৬ দিলীপ কুমার পাল—129/W, West land, P.O. Khamaria, Jabalpur, M P. ১৮ বেকার ছ জ ঝ।

৫২৯৭ দেবদুলাল রায় চৌধুরী—C/o. প্রভাত বসু, রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি; ১০, ছাত্র তালিকা অনুযায়ী।

৫২৯৯ CP.L. বসাক ডি. কে, 273548. No. 48 SQN. A.F. C/o 56 A.P.O. (প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৫২০৪ নিরঞ্জন দাস—হলদি বাড়ী হাই স্কুল; পোঃ—হলদি বাড়ী, কুচবিহার। ২৪ শিক্ষকতা, গ চ দর্শন, গণিত।

শিল্পবোধ ছিল তুটি চোখের দৃষ্টিতে। যা বাঙ্গালী অভিনেতাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়নি। তাছাড়া পরলোকে চলে গেছেন গুনময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল দে, কালী সরকার, রেনুকা রায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, বিশু দাসগুপ্ত।

এবার এমন একটি সংবাদ দিচ্ছি যা যুগপৎ সুখ ও তুঃখের বলা চলে। সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সমাজে যে যাত্রা এতদিন কল্কে পাইনি ভারত সরকারের মহানুভবতায় তা জাতে উঠল। সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাভিনেতা ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফনী) ১৯৬৮ সালে একাদমী পুরস্কার লাভ করেছেন। তুঃখের বিষয় এই যে, এই গৌরব অর্জনের অধিকারী হয়ে ফনীবাবু আর বেশি দিন আমাদের মধ্যে রইলেন না। পুরস্কার প্রাপ্তির পর কয়েক দিনের মধ্যে তিনি কোন একস্থানে বাঁশের কেল্লা যাত্রাভিনয় করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগকরেন। তিনি বহু নাটকও রচনা করেছেন এবং তা যাত্রায় সুঅভিনীত হয়েছে।

এবারে একটি সুসংবাদ জানাচ্ছি যে, ক্রিকেট জগতের অন্যতম ধুরন্ধর পতৌদির নবাব আলি মনসুরের সঙ্গে চিত্রজগতের উজ্জ্বল তারকা শর্মিলা ঠাকুরের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে গেল। শর্মিলার বর্তমান নাম আয়েষা সুলতানা। চিত্রজগতে গ্ল্যামার ক্ষণস্থায়ী। তাই গ্ল্যামার ছুটে যাবার আগে শর্মিলা নিজেই ছুটে পালাল। সম্প্রতি সুবিখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় কুশলী শিল্পী নির্মল চক্রবর্তীর কণ্ঠে মাল্যদান করেছেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৬৮ সাল তুর্বৎসর হলেও বাংলা ছবির জয়বার্তা ঘোষিত হলো। 'হাটে বাজারে' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেল। শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে সত্যজিত রায় ও উত্তমকুমার।

শোনা গেল, 'মেঘ ও রৌদ্র' এর কাজ শেষ করেছেন। তাঁর পরবর্তী ছবির নাম নাকি মৃগয়া।

'মৃগয়া'কে আদর্শ মৃগয়া করে তোলার জন্য অশোককুমার ও উত্তম কুমারকে অরুন্ধতী দেবী বাঁধবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পরিচালনায় ক্লাইম্যাক্স দেখবার জন্য বাংলার সুধী দর্শকবৃন্দ উৎগ্রীব হয়ে আছে।

বনফুলের এ নামেরই বড় গল্প নিয়ে 'মৃগয়ার' চিত্রনাট্য। বলা বাহুল্য চিত্রনাট্য লিখেছেন অরুন্ধতীদেবী নিজেই।

নায়কের অঙ্গেও কি কলঙ্কের দাগ লাগে? কলঙ্কিত নাটকের নাম ভূমিকায় শ্রী উত্তম কুমার আমাদের সেই বিষয়ে উপযুক্ত আলোকপাত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ছবিটির পরিচালক শ্রীসলিল দত্ত। সলিল দত্ত যতগুলি বই করেছেন তারমধ্যে 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছাড়া আর সব কটিতেই নায়ক ছিলেন উত্তম কুমার। গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে 'কলঙ্কিত নায়ক'-এর

প্রচুর জাঁকজমকের সঙ্গে মহরত হয়ে গেল। 'কলঙ্কিত নায়ক' এর দুই নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক এবং অপর্ণা সেনও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীসলিল সেন তাঁর নিজের লেখা একটি নাটক নাম 'স্বীকৃতি' শীঘ্রই রূপালী পর্দায় উপস্থিত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই 'স্বীকৃতি' পূর্বেই রঙমহলের রঙ্গমঞ্চে থেকে শ্রোতাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ছবিতে তোলবার সময় গল্পাংশের কিছু অদলবদল করা হবে বলে শ্রীযুক্ত জানিয়েছেন।

★★

মিতাদের নাম ও পরিচয়

৫১১১ নীতিন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী—আর. কে. এম. জুনিয়র টেকনোলজি স্কুল (ক্লার্ক) পোঃ- নরেন্দ্রপুর ২৪ পরগনা, ২৪, কেরাণী গ ড ছ।

৫২২০ নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়—B. A. (Hons) W.B.R. S. SubRegistrar of Azimganj Murshidabad. ৩৪; চাকুরী; গ জ ড।

৫১৩৭ নারায়ন দত্ত--Assam Engg College. Hostel-5. Room 12. P.O. Gouhati-13. Jalukbati, Assam. ১৯, ছাত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্যের আলোক চিত্র।

৫১৫৩ নন্দরাণী বিশ্বাস—দক্ষিণ গোবিন্দপুর. ৪০, গ জ ঞ সূচীশিল্প।

৫১৫৮ নীহার রঞ্জন ঘোষ --ফকির স্মৃতি, ৩৯/৩, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, পো— হাটখোলা, কলি—৫ ১২, চাকুরী, ঞ ট ঠ গ ড

৫১৬১ নারায়নী দে—বর্দ্ধমান, ১৬. ছাত্রী (একাদশ) গ জ ঝ ঞ ঠ।

৫১৮০ নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়—গ্রাম : পুড়ুণ্ডা পোষ্ট : শক্তিগড়, বর্দ্ধমান. ১৮ ছাত্র গ ঞ জ ঝ খ ঢ ঙ ট।

৫১৩৩ পূর্ণিমা সিংহ—হাওড়া-৩. শিক্ষিকা (এম. এ) ঞ বইপড়া ও ডাইরী লেখা।

৫২৫১ প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস—পোষ্টাল ক্লার্ক, পো—ধর্মনগর; ত্রিপুরা, ২৫, চাকুরী; বইপড়া ও মিত্রতা।

৫১৬৫ প্রভাস চন্দ্র মণ্ডল—৩০, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, ষ্টুডেন্ট হোষ্টেল; কলিকাতা-৯. ২০, ছাত্র ছ জ ঝ ঞ ঙ ট ড ঢ খ গ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়

৫২৭৮ প্রদীপ কুমার দাস—T/7/3, (1020 Area) POONA-6; ২২; চাকুরী; ক, ও, ঞ,

৫২৮১ পংকজ কুমার সরদার—কুঠীবাড়ী, পোঃ—বনগাঁ, ২৪পরগনা ২৪, ছাত্র বি.এ. জ. ঝ, ক, ঢ, গ, ছ, ঞ,

৫২৮২ পঞ্চানন পাল—এম. আর, এস; ভি. হোষ্টেল, রুম—৪; পোঃ—সিউড়ী, বীরভূম, ২০, ছাত্র ঢ, ঝ, দৃশ্যাবলী কার্ড;

৫২৮৫ প্রণব কুমার চ্যাটার্জ্জী—ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ বোলপুর ব্রাঞ্চ, বোলপুর, বীরভূম, ২৮, চাকুরী, ঠ গ ঢ জ্যোতিষী;

৫২৮৭ পরেশনাথ চ্যাটার্জ্জী—A. O. A. CO, LTD. R. D. 236. (PANDAI RIVER) P.O BETHARIWA. VIA: NARKATIAGANJ. CHAMPARAN. N. BIHAR; ২৯, চাকুরী. ঞ, ছবি তোলা,

৫২০১ বিশ্বনাথ সর্দ্দার—C/o ডাঃ পি. সি. রায়. গ্রাঃ + পোঃ – বড়গগন, গোহালিয়া, ২৪পরগনা; ২১, ছাত্র, ক জ ঝ

৫২০৯ বাসুদেব ঘোষ—উষা টেলি হয়েষ্ট লিঃ, পোঃ—চন্দন নগর, ভায়াঃ- বাটানগর, ২৪পরগনা, ২৭, চাকুরী, ঢ, অভিনয় করা,

৫২২৩ বলরাম দাস—C/o পঞ্চানন দাস, মাংসের দোকান. হাবড়া বাজার, হাবড়া, ২৪পরগনা, ১৮ ছাত্র; ঙ ঞ ট ঠ

৫২৪৬ বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য—32 – 145/1, V. K. Nagar, Durgapur-10, Burdwan, ৩০, চাকুরী, ক ঘ ঞ ঙ

বিঃ ৫২৭১ বিজয় কুমার চৌধুরী—জুবীলি কোর্ট, ৪বি, লিটল রাসেল ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৬, ৫৮, চাকুরী জ ঢ

৫২১১ মিলন কুমার দত্ত—৫০, ঠাকুর দাস বাবু লেন, পোঃ—শ্রীরামপুর, হুগলী. ২৬, চাকুরী ও ছাত্র ঘ গ ঙ ঞ জ ঝ

৫২৬০ মঞ্জু দাস—শিলং-১, ১৪, ছাত্রী, ১০ম, জ, বই পড়া;

৫২৬৬ মৃত্যুঞ্জয় যশ—গ্রামঃ—বড়ডিহা, পোঃ – সিঙ্গি, বীরভূম, ২০; ব্যাবসা ও চাষ, ঞ ড মিতালী:

৫২৬৭ মোনালিসা মণ্ডল—কলিকাতা-২৭, ১৮, ছাত্রী, ৩য় বর্ষ; সাহিত্য, স্নাতক, জ ঞ ট ড ঢ

৫২৬৯ মিতালি ঘোষ—কলিকাতা-৩৬, ২১, গান শেখা, ক খ জ ঞ ড ঢ

৫২৭২ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম দেওয়ান, কে, এন, সি, মুসলিম হোষ্টেল নং ১, পোঃ – গোরা বাজার, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ. ১৭, ছাত্র, Bio. Se. Istyr. ঠ, বন্ধুত্ব,

৫২৮৮ মলয় কুমার ব্যানার্জ্জী—Punjab Agri University. Hostel-4. Room-61. HISSAR HARYANA. ২০, ছাত্র, ঠ, ঞ,বাগান; ছবি পোষ্ট কার্ড,

৫২৯০ মাণিক চন্দ্র ভৌমিক—B.D.O. Office, Para, P.O. Para, Purulia, ২১, চাকুরী ও জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ।

৫২৯১ মনজুলা চক্রবর্তী—হাফল্, ২৫, ছাত্রী ও চাকুরী, গ, বইপড়া ঞ।

৫২০৭ রথিন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—Dhanbad, Bihar, ২৭, শিক্ষকতা, Geology; ঙ ছ ঞ সঙ্ঘের অবধায়কস্থে চিঠি যাবে।

৫২২৬ রবীন্দ্র দাস পুরকায়স্থ—Room – C/12 Gokhale Hall, I. I. T. Kharagpur; Midnapur, ২৬, অধ্যাপনা, ঝ (গীটার) বইপড়া।

৫২৫০ রবীন্দ্র নাথ কর্মকার – দি সাপ্লাই সিণ্ডিকেট (৩য় তলা) ১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট. কলি-১, ২০ W. S. Candidate, জ চ ঞ জ, শরীর চর্চা।

৫২৫৭ রবি কুমার মিত্র—১৭-টি, গরচা ২য় লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯, ১৬, ছাত্র (বানিজ্য ৯ম) ঠ ঢ।

৫১৫৯ রত্না চৌধুরী—কলি ৩৭, ১৮, ছাত্রী ও চাকুরী, ক খ গ জ ঞ ড ঢ ঘ।

৫২৭৪ রণজিৎ কুমার সামন্ত—ধরমপুর কৃষি হোষ্টেল, রুম—১১সি, পো– মোহনপুর, নদীয়া, ১৮ ছাত্র, গ ঙ ক ড।

৫২৭৯ রঞ্জিত কুমার দাস—কোঃ নং— জে. জিঃ ৪৫, ব্লক—VII, পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ ২৬, চাকুরী, গ ঙ চ ঞ ড, অভিনয়।

৫২৩১ শ্রীনাথ প্রামাণিক—C/o. বিজয় কৃষ্ণ প্রামাণিক, গ্রাম ও পো– বুড়ুল, ২৪ পরগণা, ১৬, ১৬, ছাত্র; গ ড।

৫২৩২ শ্যামল চ্যাটার্জি—৩; বৃন্দা বন পাল বাই লেন; কলি-৩; ১৮, ছাত্র (বিজ্ঞান) ঙ ঞ ট ঠ ড ঢ।

৫২৪৪ শংকর নাথ ভট্টাচার্য্য—D. 30-16, Del nathpura, Varanasi-1, U.P. ২১, ছাত্র (ইলেঃ ইঞ্জিঃ) গ জ ঝ ড ঢ ও শরীর চর্চা।

৫২৫৬ শংকর প্রসাদ রায় C/o. মণীন্দ্রনাথ রায়, ব্লক ২৪, ফ্লাট এফ ৭, গাঙ্গুলি বাগান গভঃ কোয়াটার, P.O. নাকতলা, কলি-৪৭, ১৫, ছাত্র (১০ম বাণিজ্য) ঠ ক।

৫২৭০ শুভ্রা চ্যাটার্জী—বেলঘরিয়া, ১৬, ছাত্রী, জ খ ঢ।

৫২৮৩ শ্যামাপদ রায়—বি ব্লক, মার্কেট, পো– কল্যাপুর বর্দ্ধমান, ২১, ব্যবসা, গ ছ ক।

৫২৯৩ শ্যামলেন্দু ব্যানার্জী—১এ, রসিক ঘোষ লেন, কলি-৫, ২২ ছাত্র, ডাক্তারী, ঠ ঞ ড ঢ জ ঝ।

৫২৯৪ শ্যামল কুমার বিশ্বাস—প্রান্তিচী, কলেজ হোষ্টেল, পোঃ—জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৮, ছাত্র (বিজ্ঞান ১ম বর্ষ) ড ঢ ঙ।

৫৩০০ শ্যামল কুমার দাঁ—৪৩, বারানসী ষ্ট্রীট; কলি-৭, ২২, ছাত্র, 'ল' ঠ, উপন্যাস, পত্রিকা প্রাশ্চাত্য সঙ্গীত।

৫২৮৬ ষষ্ঠী চরণ দে—C/o. রাজারাম কালোয়ার, জয়কৃষ্ণ বাজার, তারকেশ্বর, হুগলী, ৩৬, স্বর্ণশিল্পী, ঞ।

৫২০২ সুদাপ কুমার দাসগুপ্ত—Foreman, Mikir Hills District Council, P.O. Diphu Mikir Hills, Assam, ২৭ চাকুরী, ঠ ঙ জ গ ঢ ড।

৫২০৫ সত্যনারায়ন দাস—C/o. হিন্দ ফার্মেসী, পো—জাঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৭, ব্যবসা (ঔষধ) ঢ

৫২১৮ সৌমেন্দ্রনাথ গুনিন—২৩বি, রমানাথ কবিরাজ লেন, পো—বউবাজার, কলি—১২, ১৮ বেকার, ক খ গ ঘ ঙ চ ছ ঢ।

৫২১৯ সুধীর সরূপ ভট্টনগর—Chief Engg. Officer, L.S.G.E.D. 6, Clyde Road Lucknow, U.P. ২৮, চাকুরী, তালিকা অনুযায়ী।

৫২২২ সজল কান্তি দেব—Vivekananda Palli, P.O. Ramkrishnagar, Cachar, Assam, ১৬, ছাত্র (একাদশ) বিজ্ঞান, ঙ খ।

৫২২৭ সুধাংশু মজুমদার—২৫, পুটিয়ারী পঞ্চাননতলা রোড, পো—পশ্চিম পুটিয়ারী, কলি—৪১ ২৩, ছাত্র ও চাকুরী, জ ঝ ড ঢ ঞ।

৫২৩৯ সুব্রত সরকার—গ্রাম ও পোঃ—খণ্ডঘোষ, বর্দ্ধমান, ২২, ছাত্র (২য় বর্ষ) বিজ্ঞান, ড ঙ ঞ ছবি আঁকা, গীটার, বিদেশ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ।

৫২৪০ সন্তোষ কুমার নাথ—8, Dumayne Avenue, Cal-43, ২৫, শিক্ষানবীশী (ইলেঃ ইঃ) ঙ ঠ

৫২৪১ সুশীল কুমার ঘোষ—গ্রা+পো—সাগামা, পুরুলিয়া, ২০, ছাত্র, ড, গল্পের বই, পত্রমিতালি।

৫২৪২ সুখময় রায়—C/o. বলরাম রায়, দশমি ঘাট, জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৮, ছাত্র (H.S পরীক্ষার্থী) ঞ ড কবিতা, গল্প লেখা।

৫২৪৮ সুজিত কুমার রায়—Qr. No. 14B, Street -73, Chittaranjan, Burdwan, ২৪ চাকুরী, গ ঘ ঙ ড ঝ ঞ ঢ।

৫২৫২ সমীর কুমার হোড়—C/o. Mrs Namita Nandi, Indian Lac Reserch Institute P.O. Nankum, Ranchi; Bihar. ১৭, ছাত্র (B Sc. Part-1) ঠ ট ড।

৫২৫৪ সুদীপ কুমার দে—C/o. সনৎ কুমার পাল, ৭, ক্রস রোড; কলি-৭, ১৯, ছাত্র, বাণিজ্য (২য় বর্ষ) ঢ ঞ ট ঠ, ক্রিকেট, রবীন্দ্র সঙ্গীত, গল্প লেখা।

৫২৫৫ সুধীর চন্দ্র দাস—২৯/১, উমাচরণ দাস লেন, হাওড়া-১, ১৯, ছাত্র, গ ঘ জ ঞ ঢ।

৫২৬২ সরল কুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রাম—মাষটিকারী; পো—দক্ষিন বারাসত, ২৪ পরগণা, ২৭ শিক্ষকতা; গ জ ঝ ঢ ড ঞ ঘ, পত্রালেখন।

৫২৬৩ সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী—C/o. C.A.R.E. Office, B-28. Greater Kailas No. 1, New Delhi-48. ৪৫, চাকুরী, ক ছ ঞ।

৫২৭০ সুজয় কুমার বসু—৪এ, রাণী শঙ্করী লেন; কলি-২৬, ছাত্র; খ ঝ ঢ; মনোবিদ্যা।

৫২৭৭ সন্তোষ কুমার শিকারী—করঞ্জলি হোষ্টেল; পো—করঞ্জলি; ২৪ পরগনা; ১৭; ছাত্র (একাদশ) ক গ ছ জ ঝ ঞ ঢ।

৫২৯২ সমর সিনহা—জনি আলি হোষ্টেল, রুম—৪১; ৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট; কলি-৯; ১৯; ছাত্র বি-এসসি (২য় বর্ষ) ড ঙ ঞ ঠ জ।